মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

(প্রথম খণ্ড)

মূল
মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান

অনুবাদ
নাজিবুল্লাহ সিদ্দীকী
মুহাদ্দিস ও আদিব, জামিয়াতুল মানহাল আল কওমিয়া
উত্তরা, ঢাকা

ইত্তিহাদ

অভিমতের বাংলা

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

অধমের জন্য এটি অত্যন্ত খুশি ও আনন্দের বিষয় যে, তারিখে উম্মতে মুসলিমাহ (মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস) বিষয়ে অধমের সামান্য কিছু অপূর্ণাঙ্গ প্রচেষ্টাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা উম্মতের মাঝে কল্পনাতীত গ্রহণযোগ্যতা প্রদান করেছেন। সম্প্রতি এই ধারাবাহিকতায় আরেকটি খুশির খবর যুক্ত হয়েছে। আমরা জানি উপমহাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দেশ বাংলাদেশ। ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশের সাথে আমাদের সম্পর্কও বন্ধুপ্রতীম। এই অঞ্চলের ওলামায়ে কেরামের কাছেও সম্প্রতি অধমের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা পৌঁছেছে এবং তাঁরা একে অত্যন্ত পছন্দ করেছেন। একপর্যায়ে তাঁরা একে তাদের মহান ভাষায় অনুবাদ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বাংলা এতৎঅঞ্চলের একটি মহান ও প্রাচীন ভাষা। লক্ষ-কোটি মানুষ এই ভাষায় কথা বলে। আমার জানামতে এই ভাষার সাহিত্য, গদ্যের ভাব ও কবিতার ছন্দ সবই অতুলনীয়। বিশেষত ইসলাম বিষয়ে এই ভাষায় অনেক গবেষণামূলক কাজ পূর্বে সম্পাদিত হয়েছে এবং বর্তমানেও হচ্ছে। অধমের জন্য এই সংবাদ অত্যন্ত আনন্দদায়ক যে, এমন একটি মহান ভাষার বর্ণমালার অলংকারে তারিখে উম্মতে মুসলিমাহকে (মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস) সুসজ্জিত করা হয়েছে। অতি সম্প্রতি মাকতাবাতুল ইত্তিহাদ বাংলাভাষার ইসলামি সমাজের পক্ষ থেকে এই গুরুদায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছে। বাংলাদেশ তো বটেই; বরং সমগ্র ইসলামিবিশ্বের জন্য এটি একটি বিশেষ অর্জন ও মাইলফলক বলে মনে করি।

আল্লাহ রাব্বে কারিমের দরবারে আকুল আবেদন, আল্লাহ তায়ালা যেন লেখক, অনুবাদক, প্রকাশকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রচেষ্টা কবুল করেন। মাকতাবাকে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি দান করেন। এই প্রচেষ্টাকে ইহ ও পরকালীন জীবনে সাফল্যের মাধ্যম হিসেবে কবুল করেন। আমিন।

فجزاه الله احسن الجزاء، آمين بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم

মুহাম্মাদ ইসমাইল রেহান

৫/৭/১৪৪২ হিজরি

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস ও এর লেখক প্রসঙ্গে
কিছু কথা, কিছু অনুভূতি

মুসলমানরা জ্ঞানের সাধক। ইসলামের নবী হজরত মুহাম্মদ সা. এর মাধ্যমে ঈমানদার সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে মহান সৃষ্টিকর্তার প্রথম বাণী ছিল 'পড়'। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমাকে প্রেরণই করা হয়েছে বিশ্ব মানবতার শিক্ষকরূপে। ইসলামের প্রথম দিন থেকে এর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত জ্ঞান ও শিক্ষা। বিশেষ করে পবিত্র কুরআন, মহান সুন্নাহ, দীর্ঘ প্রায় দেড় হাজার বছরের বৃহৎ ও বিশ্বময় গড়ে ওঠা ইসলামি মহাগ্রন্থাগারের সাথে দুনিয়ার আর কোনো ধর্ম, জাতি ও সভ্যতার তুলনাই হয় না। শিক্ষা ও বিজ্ঞানচর্চার মাধ্যমে অন্তত সাড়ে তের'শ বছর মুসলিমজাতি বিশ্বকে দার্শনিক ও ব্যবহারিকভাবে অতুলনীয় সফল নেতৃত্ব দিয়েছে। দুনিয়ার সকল শুভকর জ্ঞান, বিজ্ঞান ও দর্শন আল্লাহর তরফ থেকে ওহি কিংবা ইলহামের মাধ্যমে এসেছে। একজন ব্যক্তি, বিজ্ঞানী বা মনীষীর অন্তরে ও ভাবনায় 'ইলকা' করেও কল্যাণকর বহু কিছু মানবজাতির জন্য আল্লাহ দান করেছেন। অতীতের এসব জ্ঞান মহান আল্লাহর নামে পড়তে বলা হয়েছে, যিনি মানুষকে শিক্ষা দান করেছেন কলমের মাধ্যমে। আজও পর্যন্ত দুনিয়ার সব দার্শনিক ও প্রায়োগিক জ্ঞান এবং বর্তমানে যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জয়জয়কার; এসবের আনুষ্ঠানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পথপ্রদর্শক, অগ্রপথিক হলেন ইসলামের অনুসারী ব্যক্তিগণ। ইসলাম ছাড়াও মুসলিম শাসকরা সারাবিশ্বের সব অঞ্চলের বিলুপ্তির শিকার জ্ঞান, শিক্ষা ও ভাব সম্পদকে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে জিইয়ে রেখেছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে এক-দেড়'শ বছর কিংবা আরও বড় ফ্রেমে আড়াই থেকে তিন'শ বছর যাবৎ মুসলিমজাতি বিশ্বের সকল ইসলাম-বিদ্বেষী ও শত্রুর দ্বারা চরমভাবে আক্রান্ত ও পর্যুদস্ত। শত্রুর চতুর্মুখী ও সম্মিলিত এমন আক্রমণে, আল্লাহ তায়ালার কুরআন ও দীন হেফাজতের ওয়াদা থাকায় এবং দীনের বাতিকে পূর্ণতা দানের চ্যালেঞ্জ থাকায় কেবল ইসলামই নিজের অস্তিত্ব ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে দুনিয়ার আর কোনো ধর্ম, দর্শন বা মতবাদ নিঃসন্দেহে নির্মূল হয়ে যেত। ইসলাম শত্রুর ষড়যন্ত্র

ও ভুল বোঝাবুঝির শিকার হয়েছে বটে; তবে এক সেকেন্ডের জন্যও থমকে দাঁড়ায়নি। ইসলাম ও মুসলিমজাতি আল্লাহর চিরন্তন ও শেষবিধানের বাহক। অতএব, এদের ধ্বংস করা যাবে না। কবি ইকবালের ভাষায়, মুসলমান পৃথিবীতে সূর্যের মতো বিচরণ করছে। কোথাও ডুবে যায়, কোথাও উদিত হয়।

আধুনিক সময়ের প্রতিযোগিতায় মুসলিমদের দুঃসময়ে তারা হয়তো খানিকটা পিছিয়ে পড়ে থাকবে। কিন্তু তারাই মূল পাইওনিয়ার। তারাই পথিকৃৎ। সময়ের ব্যবধানে বিশ্বের পাদপ্রদীপের আলোয় এখন থেকে আবার ইনশাআল্লাহ মুসলিমদেরই দেখা যাবে। কারণ, মানবতার জন্য কোনো ঐশীবার্তা বহন করে না এমন প্রাণহীন, পয়গামহীন, মনুষ্যত্ব ও নৈতিকতাহীন, জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য-অজানা লোকদের হাতে বিশ্ব- নেতৃত্ব বেশি দিন থাকতে পারে না। আল্লাহর ফজলে এমন একটি জ্বলন্ত জাগরণ একবিংশ শতাব্দীজুড়ে ধীরে ধীরে মানুষের ভাবনা, দৃষ্টি ও অভিজ্ঞতার দিগন্তে সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে।

দুনিয়াতে মানুষের এই দীর্ঘ সফর তখনই শিক্ষণীয় ও উপকারী সাব্যস্ত হয়, যখন মানুষ অভিজ্ঞতা কাজে লাগায়। যুগ-যুগান্তরে, প্রজন্ম-প্রজন্মান্তরে অভিজ্ঞতা লাভের আর তার আলোকে আগামীর পথ নিখুঁতভাবে পরিক্রমার সুযোগের মাধ্যম বিদ্যাটির নাম ইতিহাস। যে-জন্য মহাগ্রন্থ আল-কুরআন তার হাজারও শ্রেষ্ঠত্বের অংশ হিসাবে ইতিহাসেরও সর্বশ্রেষ্ঠ উৎস। ঐতিহাসিক যুগ বা এর উপরদিকে প্রাগৈতিহাসিক কিছু ধারণা বা আন্দাজের যুগ ছাড়া আধুনিক মানুষের ইতিহাস জানার কুরআন ছাড়া কোনো নির্ভরযোগ্য উপায় নেই। মুসলিমজাতিও কুরআন ও সুন্নাহর অতুলনীয় এবং অকল্পনীয় সুরক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করেছে যে, ইতিহাস কাকে বলে। লাখো মনীষী, জীবনী, বাণী ও জ্ঞানের মশাল ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ করে মুসলিমজাতিই দেখিয়ে দিয়েছে ইতিহাস কীভাবে রচনা ও সংরক্ষণ করতে হয়। শুধু ইতিহাস নয়, গোটা সমাজবিজ্ঞানেরই জনক মুসলমান জাতি। অনেকে ভাবতেন যে, আলেমগণের ইতিহাসজ্ঞান সীমিত। এর কারণ বৃটিশ ঔপনিবেশিক আমলে নিজেদের দীন-ধর্ম ও জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার কঠিন সংগ্রামসাধনায় নিমগ্ন আলেমগণ আলাদাভাবে ইতিহাসসহ অন্যান্য বিশেষ বিদ্যায় ব্যাপকভাবে নিজেদের ব্যাপৃত করতে পারেননি। যে-জন্য নব্য শিক্ষিত সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ইতিহাস-চর্চা, অনুশীলন ও উপস্থাপনার সামনে মুসলিমরা একমুহূর্তের

জন্য কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল মাত্র। কিন্তু ভারসাম্যপূর্ণ মনোভাবের অগ্রপথিক আলেমদের সাধনা ও অনুপ্রেরণায় মুসলিমরা আবার শুধু ঘুরে দাঁড়ায়নি; বরং প্রতিদ্বন্দ্বীদের পেছনে ফেলে বহুদূর এগিয়ে গেছে। সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের সেই অন্ধকার সময় কেটে গেছে। মুসলমানের চরম দুর্দিন আর নেই। বড়দের জ্ঞানচর্চা ও কলমের ব্যবহার এত ঝড় তুফানের মধ্যেও এক মুহূর্তের জন্য থেমে থাকেনি।

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস একটি নজিরবিহীন সৃষ্টি। মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান উভয় শিক্ষায় শিক্ষিত একজন দেওবন্দ অনুসারী আলেম। শাইখুল ইসলাম মাওলানা তাকি উসমানি দামাত বারাকাতুহুমের ভাবশিষ্য ও অনুসারী। গবেষণা ও উপস্থাপনা শিখেছেন বিশেষভাবে আল্লামা আবদুর রশিদ নোমানি রহ. এর কাছে। এরপর সাথে ছিল তার ব্যক্তিগত উড্ডয়নস্পৃহা। মাওলানা ইসমাইল রেহানের অন্তরে আল্লাহ তায়ালা যে 'আগুনে পাখা' দিয়ে রেখেছিলেন, প্রাণের টানে তিনি তা মুক্ত-আকাশে প্রবল উচ্ছ্বাসে ঝাপটে গেছেন বছরের পর বছর, অসংখ্য সাধারণের ভিড়ে বিশিষ্টজনেরা যেমন হয়। শাইখুল ইসলাম মাওলানা তাকি উসমানির ইসলাহি মজলিসগুলো ছিল তার রত্নভান্ডার। নতুন নতুন হিরের খনি খুঁজে পাওয়ার দিশা। আর শায়েখ আবদুর রশিদ নোমানি রহ. এর গবেষণার মেজাজ থেকে মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান শিখতে পেরেছেন ডায়মন্ড কাটার বিদ্যা, যা খনির হাজার টাকার ডায়মন্ডকে দক্ষ কাটারের মুনশিয়ানার কল্যাণে পরিণত করে হাজার কোটি টাকার হিরকখণ্ডে।

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস একটি বড় প্রজেক্ট। বিজ্ঞ লেখক ও মূল প্রকাশকের বৈধ অনুমতি লাভ করে বাংলাদেশে এ গ্রন্থটি বাংলাভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করার প্রশংসনীয় ও দুঃসাহসী উদ্যোগ নিয়ে মাকতাবাতুল ইত্তিহাদ, বাংলাবাজার, ঢাকা, শুধু বাংলাদেশের মানুষের নয়, বিশ্বব্যাপী বাংলাভাষী অন্তত ৩০ কোটি মানুষের কৃতজ্ঞতার হকদার হয়েছেন। বাংলাদেশের ইসলামপ্রিয় প্রতিটি পাঠক, আলেম-ওলামা, শিক্ষাবিদ, পেশাজীবী, শিক্ষার্থী, গবেষক, জ্ঞানপিপাসু মানুষ, জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ, বর্ণ, দল, মত ও ভাবনা নির্বিশেষে এই বিশ্বকোষপ্রমাণ বিশাল গ্রন্থটির মাধ্যমে নিজেকে আরও শিক্ষিত, উন্নত ও সমৃদ্ধ করতে পারবেন। ইতিহাস, রাষ্ট্র, ধর্ম ও সমাজবিজ্ঞানের একজন নগণ্য তালিবে ইলম হিসাবে আমার জানামতে উপমহাদেশে এমনকি মুসলিমবিশ্বেও এত তন্ন তন্ন করে মুসলিম উম্মাহর দেড় হাজার বছরের জার্নিটি

আর কেউ বর্ণনা করেননি। অতীতের হাজারও মনীষীর জ্ঞানচর্চা, অনুশীলন, মানসিক শ্রম ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার অবলম্বন করেই ভাষা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও দীনি ইলমে উচ্চশিক্ষিত এবং জ্ঞানচর্চায় নিমগ্ন মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান তার অসাধারণ এই সৃজনটি বিশ্ববাসীকে উপহার দিয়েছেন। তবে, তার সংগ্রহ, সংকলন, উপস্থাপন আর ব্যক্তিগত বিশ্বাস, ভালোবাসা আর আবেগ তার এই মহান কাজকে অনন্য ও জীবন্ত করে দিয়েছে। সর্বশক্তিমান পরম দয়ালু মহান পরওয়ারদেগারের দরবারে আমি অভাজন সংশ্লিষ্ট সবার জন্য সবধরনের কল্যাণের দোয়া করার পাশাপাশি এই আরজটুকুও করতে চাই, তিনি যেন প্রিয় মাওলানার অনন্য ও জীবন্ত এ কাজটি অমরত্বও দান করেন। দীন, দুনিয়া, আখেরাতে এটি হোক তার এবং তার মুহিব ও মুহসিনদের জন্য চূড়ান্ত কামিয়াবির মাধ্যম।

উবায়দুর রহমান খান নদভী

ঢাকা, বাংলাদেশ

২১ ফেব্রুয়ারি ২০২১

মাওলানা ইসমাইল রেহান : জীবন ও পরিচিতি

সময়ের অন্যতম প্রসিদ্ধ ও বিশ্বস্ত ইতিহাসবিদ, উম্মাহর দরদ-ব্যথা অন্তরে প্রবলভাবে লালনকারী, বিজয়ের শতাব্দীতে উম্মাহর সন্তানদের পুরোনো সেই সোনালি দিনগুলোতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে যিনি জীবন ওয়াকফ করে দিয়েছেন, নিজের কাজের মূল্যায়নে বাংলাদেশি এক মনীষীর সামান্য ক'লাইনের মন্তব্য পেতে নিজেকে যিনি মুহূর্তেই একজন সাধারণ তালিবে ইলমের পর্যায়ে নিয়ে আসেন, সেই অসম্ভব বিনয়ী মানুষটির জীবন নিয়ে আজ সামান্য ক'টি কথা লিখব।

হাফেজ মাওলানা ইসমাইল জন্মেছেন পাকিস্তানের করাচি শহরে। কিন্তু রক্তের সম্পর্ক তার পশ্চিম পাঞ্জাবে। রাজধানী ইসলামাবাদ থেকে ৪০ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে এগিয়ে গেলে আটক জেলা। এই জেলাতে অবস্থিত বিখ্যাত কিছু ঐতিহাসিক স্থান। মোগল দরবারের দুজন বিখ্যাত হেকিম ভাইয়ের মাকবারাও এখানে অবস্থিত। এটি পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় এলাকা। এখানেই হাসান আবদাল এলাকায় খালিকদার গ্রামে তাঁর স্থায়ী নিবাস। পূর্বপুরুষরা এখানেই জীবন কাটিয়েছেন। বাবার কর্মস্থলের সুবাদে মাওলানার পরিবার একসময় করাচিতে এসে পড়ে। ফলে তার জন্মস্থান হয়ে পড়ে করাচি। তারিখের হিসেবে পহেলা ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১। জনাব আবদুল আজিজ সাহেবের সুপুত্র হিসেবে তার প্রাথমিক নাম রাখা হয় মুহাম্মদ ইসমাইল। লেখালেখির সময় পুরো নাম মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান ব্যবহার করেন। করাচির পুরোনো গোলিমার এলাকায় তিনি বাল্য ও কৈশোর অতিবাহিত করেছেন। হিজরতের পর পূর্ব পাঞ্জাব থেকে লাখো মুহাজির এই এলাকায় এসে বসতি গড়েন। তখন প্রাণচাঞ্চল্যে পূর্ণ ছিল এই এলাকাটি। প্রায় সকল এথনিক মাইনরিটি (ছোট বড় গোত্র ও উপজাতি) এই এলাকায় কালিমার পরিচয়ে একত্রিত হয়েছিলেন। বসবাস করতেন পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য নিয়ে।

পারিবারিকভাবে একটি সাধারণ দীনি পরিবেশে তিনি বেড়ে ওঠেন। মায়ের কাছে দীনিয়াত বিষয়ে পড়াশোনার পাশাপাশি স্থানীয় স্কুলে প্রচলিত সাধারণ শিক্ষা গ্রহণ করেন। মেধাবী ছাত্র মুহাম্মদ ইসমাইল বিজ্ঞানবিভাগ থেকে ১৯৮৬ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর হঠাৎ জীবনে একটি আচমকা মোড় এসে

যায়। সাধারণ শিক্ষা থেকে দীনি শিক্ষায় ধাবিত হন। ভর্তি হন দারুল উলুম কোরঙ্গি করাচিতে। শুরু করেন একদম প্রথম থেকে। কালামে পাকের হিফজ দিয়ে! কৈশোরের শেষপ্রান্তে এসে হিফজের চ্যালেঞ্জ এতটাও সহজ ছিল না। এই নেয়ামত তিনি তিন বছর কঠোর পরিশ্রম করে অর্জন করেন। এই সময়ে নিয়মিত শায়খুল ইসলামের ইসলাহি মজলিসগুলোতে বসতেন। ব্যক্তিগতভাবে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত তিনি শায়খুল ইসলামের দ্বারাই হয়েছেন। শায়েখের মজলিসে শোনা ইসলামের হারানো ঐতিহ্য ও অতীতের গল্পগুলো তাকে মুগ্ধ করত। স্বপ্ন দেখতেন একদিন বড় হয়ে ইসলামের ইতিহাস নিয়ে শায়খুল ইসলামের মতো গবেষণা করবেন। মুসলিম উম্মাহকে জানাবেন কত সমৃদ্ধ ছিল আমাদের অতীত। আর কত উজ্জ্বল আমাদের ভবিষ্যৎ।

হিফজুল কুরআনের পর বিলম্ব না করে প্রচলিত ধারার স্থানীয় দরসে নিজামিতে ভর্তি হয়ে যান। বাহাদুরাবাদ এলাকায় অবস্থিত জামেয়া মা'হাদুল খলিল আল-ইসলামি থেকে ধারাবাহিক পড়াশোনার মাধ্যমে ১৯৯৫ সালে তাকমিল সমাপন করেন। পরবর্তীতে অবশ্য পুনরায় ২০০১ সালে বেফাকুল মাদারিসে তাকমিল পরীক্ষায় অংশ নেন। অর্থাৎ দু'বার তাকমিল সমাপন করেন তিনি। এর মাঝে সময়ের বিখ্যাত মুহাক্কিক গবেষক আল্লামা আবদুর রশিদ নুমানির শিষ্যত্ব অর্জনেরও সৌভাগ্য হয় তার। গবেষণার নানামুখী শিল্প ও কৌশল তিনি এই সময় রপ্ত করেন। এরই মাঝে সাধারণ শিক্ষা ও এই ক্ষেত্রে কিছু সনদের জন্য নিয়মিত পড়াশোনা চালিয়ে যেতে থাকেন। ২০০৬ সালে করাচি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামের ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে মেজর নিয়ে বি.এ (সমমান) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। একটি প্রাইভেট প্রোগ্রাম ছিল সেটি। এই সময়ে ইসলামের ইতিহাস নিয়ে একটি গবেষণামূলক থিসিস লেখেন তিনি। পড়াশোনার ধারা এরপরেও অব্যাহত থাকে। ২০১০ সালে করাচির উর্দু বিশ্ববিদ্যালয় (ঋটটঅঝঞ) থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন।

বেফাক থেকে তাকমিলের পরপরই কর্মজীবনে পা রাখেন এই তরুণ মাওলানা। দীর্ঘ দুই দশক ধরে নানা বিষয়ে শিক্ষাদান করে আসছেন। আরবি ব্যাকরণের প্রাথমিক স্তরের বিষয় নাহব-সরফ থেকে শুরু করে দাওরায়ে হাদিস বিভাগে মুসলিম শরিফ পর্যন্ত পাঠদান করেছেন। এর মাঝে একাধারে পাঠদান করেছেন ফারসি সাহিত্য, আরবি সাহিত্য, তাফসির, মিশকাত শরিফ, আবু দাউদ, সুনানে নাসায়ি, ইবনে মাজাহ এবং মুসলিম শরিফ। পাশাপাশি ইসলামের ইতিহাস নিয়ে বিশেষ কোর্সও নিয়েছেন

দীর্ঘদিন। বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ নিয়ে কিছুদিন প্রাতিষ্ঠানিক পাঠদান করেছেন। করাচির বিখ্যাত জামিয়াতুর রশিদেও ইতিহাস বিভাগে খণ্ডকালীন অধ্যাপনায় নিয়োজিত আছেন। গবেষণায় ব্যস্ত থাকলেও এখনো পাঠদানের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছেন। মাশা আল্লাহ।

লেখালেখিটা বলা যায় তাকমিলের কিছুকাল পূর্ব থেকেই শুরু করেছিলেন। শুরুতে কলাম, প্রবন্ধ ও ইতিহাস নিয়ে ছোটগল্প লিখতেন। এরপর ধীরে ধীরে ইতিহাসের গলিপথে ও ইসলামি ইতিহাসের আলোকোজ্জ্বল মোহনায় শুরু করেন আনুষ্ঠানিক এবং অনুসন্ধানী প্রবেশ। সুদীর্ঘকাল ধরে ইসলামবিদ্বেষী চিন্তাবিদদের ইসলামপ্রশ্নে শত শত বরং হাজার হাজার অপপ্রচারমূলক সুচিন্তিত মিথ্যাচার, প্রচলিত সমাজে লোকমুখে জন্ম নেওয়া অসংখ্য ঐতিহাসিক অসত্য আর অজ্ঞানতাকে আলোয় নিয়ে আসতে দিনরাত আর বছরকে বছর একাকার করে ফেলেন। এক একটি গবেষণায় ব্যয় করেন বছরের পর বছর। শুধু খাওয়ারিজম শাহের ইতিহাস নিয়েই কাজ করেছেন সুদীর্ঘ প্রায় এক যুগ। সুলতান আইয়ুবিকে নিয়েও যেকোনো সময়ের চেয়ে সর্বাধিক পরিমাণ লিখেছেন তিনি। প্রায় হাজার পৃষ্ঠা। এটি যে-কোনো ভাষায় সুলতানকে নিয়ে করা সবচেয়ে বিস্তারিত কাজ। আফগানিস্তানের ইতিহাস নিয়েও লিখেছেন হাজার পৃষ্ঠার বেশি। যে বিষয়ে হাত দিয়েছেন, বিশুদ্ধতা ও ভারসাম্য বজায় রেখে ইতিহাসের সুনিপুণ ছবি এঁকে প্রতিটি পরতের শিক্ষা নিয়ে এসেছেন উম্মাহর সামনে। সমসাময়িক বেশ কিছু ইতিহাসবিদ শিক্ষণীয় আঙ্গিকে ইতিহাস তুলে ধরলেও এই মাওলানার কলব ও কলম দুটোই তার আবেগকে পাঠকের হৃদয় একদম ছুঁয়ে দিয়েছে। বিস্তৃত অধ্যয়নকারী পাঠকমাত্রই বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারবেন। বিগত প্রায় এক দশক ধরে তিনি কাজ করে চলেছেন মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস নিয়ে। শুরুতে তার পরিকল্পনা ছিল ছয় খণ্ডে সুবিশাল এই কর্মযজ্ঞটি সম্পাদন করবেন। কিন্তু সর্বশেষ অবস্থা কী দাঁড়াবে তা এখনোই নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না। সর্বশেষ ভাবনা অনুযায়ী এই সিরিজটি সাত খণ্ডে-ও পৌঁছতে পারে। এই সিরিজের পরিচয় ও তার বৈশিষ্ট্য ইতোমধ্যে বঙ্গীয় সমাজে আলোচিত হয়েছে। আমি নতুন করে শুধু একটি কথাই বলব, উম্মাহর ইতিহাসকে বিশুদ্ধতা ও ইনসাফের সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে গেছেন এই দেওবন্দি মাওলানা। বারাকাল্লাহু ফীহ!

সাংবাদিকতাতেও তাঁর কমবেশি ঝোঁক ছিল। সেই জায়গা থেকে বেশ কিছু মাসিক ও পাক্ষিকে কাজ করেছেন দীর্ঘদিন। ২০০৬ সাল থেকে ২০০৯ পর্যন্ত মাসিক সুলুক ও ইহসান পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক ছিলেন। শিশুদের জন্য

প্রকাশিত সাপ্তহিক 'শিশুদের ইসলাম'-এর সাধারণ সম্পাদক ছিলেন দীর্ঘ আট বছর। নারীবিষয়ক সাপ্তাহিকী 'খাওয়াতুনে ইসলামে'র সম্পাদনা করেছেন তিন বছর। ২০১০ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত। বিখ্যাত পত্রিকা দৈনিক 'ইসলাম'-এ ধারাবাহিক কলাম লিখছেন দীর্ঘ দুই দশক। তবে কলাম লিখে সবচেয়ে বেশি বিখ্যাত হয়েছেন 'যরবে মুমিন' পত্রিকায়। প্রায় ২১ বছর ধরে নিয়মিত কলাম লিখে আসছেন তিনি। বেশকিছু গ্রন্থ এই ধারাবাহিক কলাম থেকেই আলোয় এসেছে। যেমন, তারিখে আফগানিস্তান (এটি খুব শীঘ্রই কালান্তর প্রকাশনী থেকে আসবে), জালালুদ্দীন খাওয়ারিজম শাহ আওর তাতারি ইয়ালগার (সম্প্রতি নাশাত থেকে প্রকাশিত ব্যাপক জনপ্রিয়তা পাওয়া 'খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের ইতিহাস' এই গ্রন্থেরই পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ)।

বর্তমানে কিছু দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্পে ব্যস্ত সময় পার করছেন সময়ের অন্যতম প্রসিদ্ধ এই ইতিহাসগবেষক। প্রথমত তারিখের প্রকল্পটি শেষ করার জন্য দিনরাত এক করে কাজ করে যাচ্ছেন। পাশাপাশি নিজ এলাকা হাসান আবদালে উলুমুল কুরআন নামে একটি প্রতিষ্ঠান পরিচালনার গুরুদায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। মূলত তার কিছু আত্মীয়ের উদ্যোগে দশ বছর পূর্বে এই প্রতিষ্ঠানটির গোড়াপত্তন হয়। সেই সময় মাওলানা করাচিতে তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় কাটাচ্ছিলেন। কিন্তু সুরা তাওবার ১২২ নং আয়াত তাকে সমুদ্র তীর থেকে নিজ এলাকার উঁচু পাহাড়ি অঞ্চলে নিয়ে আসে। করাচির মতো মেট্রোপলিটন শহর ছেড়ে তিনি কুরআনে কারিমের আওয়াজ নিজ এলাকায় ছড়িয়ে দিতে একদম গাঁও-গ্রামে এসে পড়েন। আটক জেলার একটি বিখ্যাত জায়গা এই তাহসিল হাসান আবদাল। ইসলামপূর্ব ইতিহাস থেকে শুরু করে মোগল আমলের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাসের সাক্ষী এই অঞ্চল। মাওলানার বর্তমান অবস্থান আপাতত এখানেই। দিনরাত গবেষণায় মগ্ন থেকে কাজ করেন আর প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়াদি দেখভাল করেন।

ব্যক্তিগতভাবে তিনি শায়খুল ইসলামের ব্যক্তিত্ব দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত। এ ছাড়াও সময়ের অন্যান্য আলেমের বিশেষত দেওবন্দিধারার আলেমদের তিনি বিশেষ শ্রদ্ধা করে থাকেন। তার শিক্ষকদের অধিকাংশই দেওবন্দি চেতনার মশালবাহী। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের সকল দলমতকে তিনি সবিশেষ সম্মান করে থাকেন। কোনো রাজনৈতিক দল বা মতের সাথে যুক্ত ছিলেন না কখনো। নিভৃতভাবে কাজ করতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন তিনি। তবে দাওয়াত ও তাবলিগের সাথে বিশেষ সখ্য আছে তার। জীবনের

মোড় ঘুরে যাওয়ার পেছনেও এই মেহনতের শুকরিয়া আদায় করেন তিনি। সুযোগ ও অবসর পেলে এখনো দাওয়াত ও তাবলিগের মেহনতে সময় ব্যয় করার চেষ্টা করেন মাওলানা।

মূলত ইতিহাসগবেষণায় প্রসিদ্ধি পেলেও তিনি শিশুদের নিয়েও কিছু কাজ করেছেন। ইসলামি সমাজ বিনির্মাণে শিশুতোষ সাহিত্যের বিকল্প নেই। এই চিরায়ত সত্যটি তিনি কর্মজীবনের শুরুতেই অনুধাবন করেছিলেন। ফলে এখনো শিশুদের পাঠদান করেন। বিশ্বমানের গবেষণার পাশাপাশি শিশুদের নিয়মিত পাঠদান ও তাদের চিরায়ত পরিবর্তনশীল মনস্তত্ত্ব নিয়েও গভীরভাবে ভাবনাচিন্তা করেন তিনি। শিশুতোষ পত্রিকার সম্পাদনার পাশাপাশি শিশুদের জন্য কয়েকটি গ্রন্থও রচনা করেছেন। এর মাঝে 'আস্তিনের সাঁপ' বেশ সুখপাঠ্য। বর্তমানেও 'এসো বাচ্চারা ইসলামকে জানি' নামে একটি সিরিজ নিয়ে কাজ করছেন। 'এসো বাচ্চারা গল্প শোনো!' নামেও একটি সিরিজ তিনি নির্মাণ করছেন। এ ছাড়াও তার কলামসমগ্র ছেপে এসেছে 'বরাহেরাস্ত' শিরোনামে।

৫০ বছর বয়সি এই মাওলানা নিজেকে উম্মাহর আগামী দিনের পথচলার আয়না তৈরিতে বিলিয়ে দিচ্ছেন। বিশুদ্ধ ইতিহাস ও ইতিহাস থেকে নেওয়া উপযুক্ত শিক্ষাগুলো এমন হৃদয়গ্রাহী মনোভাবে তুলে ধরেন যে, সচেতন ও সামান্য দীনি চেতনাদীপ্ত পাঠকের হৃদয়কেও তা ছুঁয়ে যেতে বাধ্য। তাই তো জনাবের কলাম উম্মাহর সিংহ-শার্দূলরা তাদের মাসিক পত্রিকায় নিয়মিত ছেপে থাকেন। উম্মাহর জন্য তার এই 'মুখলিসানা আন্দাজ' সকলকেই আকৃষ্ট করে। তার রচিত তারিখে উম্মতে মুসলিমাহ প্রকাশিত হবার পর শায়খুল ইসলামের সাথে ফোনালাপেও তাঁর অসাধারণ বিনয় ও অপূর্ব নম্রতা সকলের দৃষ্টি কেড়েছে। মাওলানাসহ যারা নিশিদিন একাকার করে উম্মাহর হারানো গৌরব ও ইতিহাস সময়ের চাহিদানুযায়ী উপস্থাপনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছেন, সকলের জন্য আন্তরিক দুয়া করতে ভুলবেন না যেন!

ওয়াস সালাম।

যুবাঈর আহমাদ

মুখবন্ধ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد-

বর্ণনানির্ভর ইলমের মধ্যে ইতিহাস এমন এক বিষয়, যার প্রয়োজন যেমন একেবারে অস্বীকার করা যায় না, তেমনি তার উপর পুরোপরি নির্ভর করার সম্ভাবনাও কম; দুই কারণে। এক তো হলো- ইতিহাস সংক্রান্ত বর্ণনার সনদ ও সূত্র সাধারণত সেই দৃঢ়তা ও শক্তিমুক্ত হয়, যা পাওয়া যায় হাদিসের রেওয়ায়েতে। দ্বিতীয়ত ইতিহাসের বর্ণনায় ইতিহাসবিদরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যক্তি এবং পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়। এজন্য ঢালাওভাবে ইতিহাসের উপর পূর্ণ নির্ভর করা এবং তাকে প্রামাণ্য ভাবা চিন্তাগত বিচ্যুতির দিকে ঠেলে দেয়। তাই ইতিহাসের শিক্ষার্থীর ইতিহাস অধ্যয়নের পূর্বে কমপক্ষে তিনটি বিষয় লক্ষ রাখা আবশ্যক।

এক. ইতিহাসপাঠের পূর্বে ইতিহাসের প্রাথমিক বিষয়াদি তার সামনে থাকা দরকার, যেগুলোতে মুসলিম উম্মাহর স্বীকৃত চিন্তা-চেতনা এবং মৌলিক মতাদর্শের বিবরণ রয়েছে। এগুলোকে ইতিহাসপাঠের 'মূলনীতি এবং জরুরি আদব' নামেও অভিহিত করতে পারেন।

দুই. ইতিহাস অধ্যয়নের জন্য নির্ভরযোগ্য এবং অনির্ভরযোগ্য সূত্রের ইতিহাস, ন্যায়নিষ্ঠ, মধ্যপন্থি স্বভাব এবং অসতর্ক ইতিহাসবিদদের ব্যাপারেও যথেষ্ট জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

তিন. প্রখ্যাত ইতিহাসবিদদের প্রসিদ্ধ সূত্রগ্রন্থেও কখনো প্রাসঙ্গিকভাবে অনির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েত এসে পড়ে। তাই ঐতিহাসিক সূত্রগ্রন্থের ভালো-মন্দ নির্ণয় করার মানদণ্ড সম্পর্কেও জানা থাকা জরুরি।

ইতিহাসপাঠের এসব লক্ষণীয় ও বুনিয়াদি বিষয় ইতিহাসগ্রন্থ কিংবা এতৎসংশ্লিষ্ট বইপত্রে খুব কমই একইসঙ্গে এবং সুবিন্যস্তভাবে পাওয়া যায়। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার বড় দয়া যে, বিজ্ঞ আলেমে দীন থেকে কোনো জমানাই শূন্য থাকেনি। আল্লাহ তায়ালার অশেষ অনুগ্রহ যে, 'মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস'

নামে একটি সংকলন আমাদের হাতে এসে গেছে, যাতে উপর্যুক্ত তিনটি বুনিয়াদি বিষয়ই পাওয়া যায়।

উপরন্তু (আমার দেখামতে) এই সংকলন রেওয়ায়েত সন্নিবেশিত করার ক্ষেত্রে সতর্কতা, চিন্তাভাবনায় ভারসাম্য, সুন্দর বিন্যাস এবং চমৎকার বর্ণনার দিক থেকে একটি অনন্য ও মানসম্মত কর্ম। ইনশাআল্লাহ সর্বস্তরের পাঠকের জন্য তা উপকারী সাব্যস্ত হবে আশা করি।

আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করছি—তিনি যেন এই কর্মটি কবুল করে নেন এবং তাকে সমাদৃত করেন। আর আল্লাহর নিকট তা কঠিন নয় (ওয়ামা যালিকা আলাল্লা-হি বিআযীয)।

ওয়াসসালাম

(ডক্টর মাওলানা) আবদুর রাযযাক ইস্কান্দার রহ.

মুহতামিম, জামিয়াতুল উলুমিল ইসলামিয়া,

আল্লামা বানুরি টাউন, করাচি, পাকিস্তান

ডক্টর মাওলানা মনযুর আহমাদ মেঙ্গল হাফিজাহুল্লাহর অভিমত

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لوليه، والصلاة على نبيه، أما بعد-

নিঃসন্দেহে আজ মুসলিম উম্মাহ বহিঃআক্রমণ এবং অভ্যন্তরীণ অস্থিরতার কারণে এক ভয়াবহ সময় অতিবাহিত করছে। আগামী দিনে মুক্তি ও উত্তরণের পথ থেকে প্রতিনিয়ত দূরে সরে যাচ্ছে। এর সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে কুরআন-সুন্নাহ শেখা, শেখানো এবং সেই অনুযায়ী আমল পরিত্যাগ করা। পূর্বসূরিদের দৃঢ়তা ও অবিচলতার ইতিহাস সম্পর্কে মানুষের অজ্ঞতা এমন পর্যায়ে, যা মর্মান্তিক দুর্ঘটনা এবং দুরোরোগ্য আত্মিক ব্যাধি থেকে কোনো অংশে কম নয়।

এ ছাড়া হাতেগোনা কিছু মানুষ ইতিহাসের প্রতি সামান্য আগ্রহ রাখেন; দেখা যায় তাদেরকেও এমন কিছু গ্রন্থের ভেতর থেকে ইতিহাসের পাঠোদ্ধার করতে হয়, যা পড়লে তাদের মনে পূর্বসূরিদের ব্যাপারে ঘৃণা ও বিদ্বেষ জন্ম নেয়। এসব নামসর্বস্ব ইসলামি ইতিহাসগ্রন্থ ইসলামের ব্যাপারে পাঠকের আপত্তি ও অভিযোগ দূর করার পরিবর্তে তাদের মনে আরও বেশি সংশয়-সন্দেহের বীজ বপন করে; ইসলামকে হেফাজত করার পরিবর্তে ইসলামের দুর্গে আরও জোরালোভাবে আঘাত হানে। বরং এর চেয়ে বড় কথা হলো, নাউজুবিল্লাহ, ইসলামি ইতিহাসে তারা এমন মনগড়া ইসরাইলি রেওয়ায়েত প্রবিষ্ট করতে থাকে, যা কুরআন-সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক। এসব রেওয়ায়েতের আক্রমণ থেকে নবী-রাসুলদের মতো মাসুম ও নিষ্পাপ ব্যক্তিরাও রেহাই পাননি।

তাই ইসলামি ইতিহাস পড়া ও জানারও সীমা নির্ধারণ করা জরুরি। কারণ, আমরা জানি মুসলিম উম্মাহর উপর কীরূপ দুর্দশা চলছে। বহিঃআক্রমণ, অভ্যন্তরীণ কোন্দল, রাজনৈতিক দুর্বলতা, পারস্পরিক অনৈক্য, ইসলামের দুশমনদের চক্রান্ত এবং দোসরদের কর্মতৎরতা বন্ধ এবং এগুলোর ক্ষতিপূরণ পদ্ধতির ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশনা কী? আমাদের পূর্বসূরিগণ এমন সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য কোন পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন? এসব বিষয়

আমরা কেবল ইসলামি ইতিহাস থেকেই জানতে পারি। তবে এর জন্য শর্ত হলো ইতিহাস বিশুদ্ধ এবং দুর্বল ও অনির্ভরযোগ্য প্রমাণাদি মুক্ত হওয়া এবং কুরআন-সুন্নাহ পরিপন্থি না হওয়া।

আর এর জন্যই আমাদের শ্রদ্ধেয় ভাই মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান (মুদ্দাযিল্লুহু) জামিয়াতুর রশিদ, করাচির ইসলামি ইতিহাসের অধ্যাপক, গবেষণাধর্মী একাধিক গ্রন্থের রচয়িতা মাশাআল্লাহ যথেষ্ট পরিশ্রম করে আমার এবং পুরো মুসলিম উম্মাহর হৃদয়ের আকুতিপূরণকারী একটি গ্রন্থ উপহার দিয়েছেন।

আল্লাহ তায়ালা মাওলানা ইসমাইল সাহেবের এই মহান কর্মযজ্ঞকে কবুল করুন, একে নাজাত ও সাফল্যের উসিলা বানিয়ে দিন, এবং পাঠকদের জন্য ব্যাপক উপকারী গ্রন্থ হিসেবে কবুল করুন। আমিন।

মনযুর আহমাদ মেঙ্গল

‘তারিখে উম্মতে মুসলিমাহ’র জন্য

হজরত আসার জৈনপুরীর

কাব্যবাণী

باب جہد و عزم و استقلال جب وا ہو گیا
مہرباں اک بندۂ مخلص پہ مولی ہو گیا
যখন চেষ্টা, শ্রম ও ধৈর্যের পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে
তখন আল্লাহ তার এক একনিষ্ঠ বান্দার উপর
আপন দয়া ও করুণার দ্বার অবারিত করে দিয়েছেন।
اک مورخ پھر کمر بستہ ہوا جی جان سے
کاوشیں برسوں کی آخر رنگ لائیں شان سے
একজন ঐতিহাসিক পুনরায় জানবাজি রেখে
কোমর বেঁধে তৈরি হয়ে গেছেন
অবশেষে দীর্ঘদিনের শ্রম-ঘাম ও প্রচেষ্টা যেন
পূর্ণ সফলতার সাথে আলোর মুখ দেখেছে।
امت سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انمول تحفہ دے گیا
وہ جواں ایسا ضعیفوں سے جو بازی لے گیا
তিনি উম্মতে মুহাম্মাদিয়াকে একটি অমূল্য তোহফা দিয়েছেন
আসলেই তিনি একজন সফল যুবক,
এতো দুর্বল উম্মতের ভেতর থেকেও
যিনি বিজয়মাল্য ছিনিয়ে নিয়েছেন।
رہ گئے حیران خود قرطاس و خامہ کیا کہوں
پا گیا انجام ایسا کارنامہ کیا کہوں
তার এমন অসামান্য অবদানে
কলম-কাগজও যেন থমকে গেছে

এমন অভাবনীয় সাফল্যের পর
তার অবদানের কথা কী আর বলব!

فکر کی پرواز پہنچی رفعت مریخ پر
جب قلم اس نے اٹھایا طائر تاریخ

তার চিন্তা ও গবেষণার বিচরণ পৌঁছে গেছে
মঙ্গলগ্রহের উচ্চতায়
যখন তিনি কলমের আল্পনায় চড়েছেন
ইতিহাসের ভগ্ন ডানায়।

ہار کر ہتھیار ڈالے خار قال و قیل نے
یوں بکھیرے علم کے ریحان اسماعیل نے

ইতিহাস নিয়ে সংশয়, সন্দেহ ও আপত্তির
প্রশ্নবাণ আজ অস্ত্র ফেলে হার মেনেছে
ইসমাইল রেহান যখন জ্ঞানের মুক্তামালা
দু'হাত ভরে বিলিয়েছেন।

شہر یادِ رفتگاں ایسا سجا کر رکھ دیا
آئینہ پیش مسلماں گویا لا کر رکھ دیا

পূর্বসূরিদের স্মৃতিচিহ্ন তিনি এতো
নিখুঁতভাবে সাজিয়েছেন
যেন মুসলিম উম্মাহর সামনে ইতিহাসের
স্বচ্ছ একটি আয়না রেখে দিয়েছেন!

عکس اپنا جس میں سارے اہل ایماں دیکھ لیں
کس طرح سے مشکلیں ہوتی ہیں آساں دیکھ لیں

সব মুসলমান এতে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে নিয়েছেন
কঠিন কাজ কতো সহজে হতে পারে তাও দেখেছেন।

کس طرح جھیلی مشقت سیدِ ابرار ﷺ نے
پرچم دیں کیسے لہرایا مرے سرکار ﷺ نے

কীভাবে কষ্ট সয়েছেন আমাদের প্রিয়নবী
দীনের ঝান্ডা কীভাবে উড্ডীন করেছেন প্রিয় হাবীব সা.।

کس اندھیرے میں ہوئے روشن ہدایت کے چراغ
کس طرح سینچا صحابہ نی لہو سے دیں کا باغ

কোন সে আঁধারে আলোকিত হয়েছে হেদায়েতের প্রদীপ
কীভাবে তাজা রক্ত দিয়ে দীনের বাগান
সিক্ত করেছেন সাহাবিগণ।

اک طرف تحت الثری کا خارزار جاں گسل
اک طرف اوجِ ثریا کا نظارہ پرحلل

একদিকে সুরাইয়া তারার উচ্চতায় অপরূপ স্বর্গীয় দৃশ্য
অন্যদিকে নরকের প্রাণবিনাশক কণ্টকাকীর্ণ পথ।

ایک طرف ایثار، تقویٰ اور اخوت بے مثال
دوسری جانب تعصب، حرصِ مسند، حب مال

একদিকে তাকওয়া ও ভ্রাতৃত্বের আহ্বানে
সাড়া দিয়ে নিজকে বিলিয়ে দেওয়ার প্রতিযোগিতা
অন্যদিকে স্বজনপ্রীতি, ক্ষমতা ও প্রাচুর্যের লালসা।
প্রথম স্তরের মানুষ ইহকালে-পরকালে
নেয়ামতের অংশীদার দ্বিতীয় স্তরের মানুষ
ঠিকানা ও আশ্রয়হীন।

اے خدا آہِ اثر پر کھول دے باب اثر
جیتے جی تعبیر پائے جلد ہی خواب اثر

হে প্রভু, অধম আসার-এর রোনাজারিকে
আপনি আশায় বদলে দিন
আমার স্বপ্ন ও আশা আপনি জীবিত থাকাকালেই
বাস্তবে রূপ দিয়ে দিন।

پھر سے دکھلا عہد زریں شوکتِ اسلام کا
پھر سے نقارہ بجے دنیا میں تیرے نام کا

আবারও আমাদের মাঝে
ইসলামের সোনালি যুগ ফিরিয়ে দিন

যেন পৃথিবীর বুকে আবারও বেজে ওঠে
আপনার নামের ডঙ্কা।

کاوش اسماعیل ریحاں کی خدا مقبول کر
غنچۂ اخلاص کو خلدِ بریں کا پھول کر

ওহে প্রভু, আপনি ইসমাইল রেহানের
চেষ্টা ও মেহনত কবুল করুন
নিষ্ঠার প্রস্ফুটিত মুকুলকে
চির উন্নত রঙিন পাপড়ির রূপ দিয়ে।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

ভূমিকা

শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মদ তাকি উসমানি

বইয়ের নাম : মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

রচনা : মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান

অধ্যাপক, ইসলামি ইতিহাস, জামিয়াতুর রশিদ, করাচি

প্রকাশক : আলমানহাল, ব্লক এ-১ গুলিস্তানে জাওহার,

ইউনিভার্সিটি রোড, করাচি

বর্তমান সময়ে কেউ যখন জিজ্ঞেস করে যে, উর্দুভাষায় মুসলমানদের ইতিহাসবিষয়ে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ কোনটি তখন জবাব দিতে গিয়ে খুব চিন্তায় পড়তে হয়। এটা এজন্য নয় যে, ইতিহাসবিষয়ে কোনো গ্রন্থই নেই। বরং উদ্দেশ্য হলো, ইতিহাসের রেওয়ায়েতসমূহের মত গভীর সমুদ্রের তলদেশ থেকে কাঙ্ক্ষিত তথ্য বের করে আনার জন্য অনেক ধৈর্য ও মেহনতের প্রয়োজন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে প্রচলিত ইতিহাসগ্রন্থগুলো সত্যিই অনেক দুর্বল। মাওলানা মুঈনুদ্দীন নদবী রহ. এর কিতাবটি অবশ্যই মূল্যবান রচনা, যার ফলে বর্তমান বাজারে প্রচলিত কিতাবসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম তার দিকেই দৃষ্টিনিবদ্ধ হয়। অনুরূপ মাওলানা আকবর শাহ নজিবাবাদী রচিত ‘তারিখে ইসলাম’ও অনেক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। কিন্তু উভয় গ্রন্থেই রেওয়ায়েতের যথাযোগ্য এবং মানসম্মত বিশ্লেষণ ও পরিমার্জন করা হয়নি।

মূলকথা হলো, ইতিহাসকে একটি পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্রীয় রূপ দেওয়া ওলামায়ে ইসলামের উপরই দায়িত্ব ছিল। এই বিষয়ে যেসব ইমাম কিতাব রচনা করেছেন, তন্মধ্যে ইমাম মুহাম্মদ বিন জারির তাবারির কিতাব ‘তারিখুল মুলুকি ওয়াল উমাম’ পরবর্তী ঐতিহাসিকদের সবচেয়ে বড় সূত্রগ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়। কিন্তু মুহাদ্দিসগণ যেভাবে প্রথম ধাপে তাদের দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন যে, যত সনদে হাদিস তাদের নিকট পৌঁছেছে, সকল রেওয়ায়েত সংকলন করা।

এরপর জরাহ-তাদিল এবং হাদিসের মান যাচাই-বাছাইকারী ইমামগণ এসে ঐসব সনদের রেওয়ায়েত ও দেরায়েত (উসুলি ও যৌক্তিকভাবে) অনুসন্ধান করে এটি নিশ্চিত করেছেন যে, এগুলোর মধ্যে কোনটি উসুলি ও যৌক্তিকভাবে নির্ভরযোগ্য এবং প্রামাণ্য, আর কোনটা অগ্রহণযোগ্য, পরিত্যাজ্য। এভাবে ইলমে হাদিস পরিপূর্ণ তাহকিক ও গবেষণার সাথে লিপিবদ্ধ হয়ে যায়। ফলে সনদের ব্যাপারে হাদিসের ইমামদের বক্তব্য আসমাউর রিজালের কিতাবসমূহে খুব সহজেই পাওয়া যাবে।

ইতিহাসশাস্ত্রেও এই কাজ হয়েছে। হাফেজ ইবনে কাসিরের মতো কিছু ইমাম এই কাজ শুরু করেছিলেন; কিন্তু তারা একে পূর্ণতায় পৌঁছাতে পারেননি। এর ফলে যেসব রেওয়ায়েত ইতিহাসের প্রথম সারির কিতাবসমূহে বিশেষ করে 'তারিখুত তাবারি'তে এসে গিয়েছিল, তার উপর সামগ্রিকভাবেই পরবর্তী আলেমগণ নির্ভর করে গেছেন। অথচ হাফেজ ইবনে জারির তাবারি রহ. তার দীনদারি, আমানতদারি ও স্বচ্ছতার পূর্ণ বহিঃপ্রকাশ করে তার ইতিহাসগ্রন্থের শুরুতেই লিখে দিয়েছেন :

> (فما في كتابي هذا من خبر ليستنكره قارئه أو ليستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له رجها في الصحة، فليعلم أنه لم يؤت ذلك من قِبَلنا، إنما أتي من قِبَل ناقليه، وأنا إنما أدَّينا ذلك على نحو ما أُدِّي إلينا.)
>
> আমার এই গ্রন্থে উল্লিখিত কোনো রেওয়ায়েতের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে কোনো পাঠকের মনে যদি সংশয় জাগে এবং তা মেনে নিতে কষ্ট হয় তা হলে তার জন্য এটা জেনে রাখা জরুরি যে, আমি উক্ত রেওয়ায়েত নিজ থেকে বানিয়ে লিপিবদ্ধ করিনি; বরং বর্ণনাকারীদের নিকট থেকেই আমি গ্রহণ করেছি। আর তাদের থেকে যেভাবে আহরণ করেছি, হুবহু সেভাবেই পৌঁছে দিয়েছি।[১]

এর থেকে স্পষ্ট হয় যে, ইমাম তাবারি রহ. এর প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো, রেওয়ায়েত সংকলন করা। এর মধ্যে কোনটা শুদ্ধ, কোনটা ভুল; এর বিবরণে যাওয়া তার রচনার উদ্দেশ্য ছিল না। আর ভুল-শুদ্ধ নির্ণয়ের ভার গবেষক আলেম ও সমালোচকদের কাঁধে সোপর্দ করেছেন।

কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো, রেওয়ায়েত বিশ্লেষণের কাজ থেকে সম্পূর্ণ বিমুখতা প্রদর্শন করা হয়েছে। এর ফলে আমাদের ইতিহাসে এমনসব কথা খ্যাতি লাভ করেছে, যা উসুল ও যুক্তির আলোকে ভুল। বরং প্রথম তিন

[১] তারিখুত তাবারি- ১/৭-৮।

শতাব্দীর যে চিত্র সামনে হাজির করা হয়েছে, তা ঐ যুগের ব্যক্তিদের কীর্তির সঙ্গে কোনোভাবেই মানানসই নয়। আর এর উপর ভিত্তি করেই সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে কেবল ভুল নয়; বরং ভ্রান্তিকর দর্শন ছড়িয়ে পড়েছে, যা একদিকে অতিরঞ্জন, অপরদিকে শৈথিল্য ছিল।

এজন্য মুসলিম উম্মাহর আলেমগণের উপর ঋণ ছিল ইতিহাসের রেওয়ায়েতসমূহ বিচার-বিশ্লেষণ করে এমন একটি ইতিহাসগ্রন্থ রচনা করা, গতানুগতিক কপিপেস্ট নয়; বরং গবেষণা ও অনুসন্ধানের আলোকে তারা যথাসাধ্য সহিহ রেওয়ায়েত পেশ করবেন এবং অশুদ্ধ বর্ণনা প্রত্যাখ্যান করবেন।

কিন্তু এই ঋণ আদায়ের জন্য কেবল প্রবল মেধা ও যোগ্যতাই যথেষ্ট নয়; বরং হাদিস, আসার, আসমাউর রিজালের উপর গভীর জ্ঞান, তার পাশাপাশি পূর্ণ ভারসাম্য, মধ্যপন্থার মানসিকতা, প্রত্যয়, হিম্মত এবং স্বাধীনভাবে কাজ করার জন্য দীর্ঘ সময় প্রয়োজন ছিল। এজন্য আমার বুঝে আসতো না যে, এমন গুরুদায়িত্ব কে আঞ্জাম দিতে পারবে?

কিছুদিন পূর্বে জামিয়াতুর রশিদ, করাচির ইসলামি ইতিহাসবিষয়ক অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান আমাকে বললেন, তিনি এ ধরনের ইতিহাসবিষয়ক কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করেছেন। এটি একদিকে যেমন সুখবর ছিল অপরদিকে সংশয়ও ছিল যে, তিনি কি এর হক আদায় করতে পারবেন? কিন্তু এই নওজোয়ান আলেমেদীন কয়েক বছর পরই তার এই কর্মযজ্ঞ তিন খণ্ডে 'তারিখে উম্মতে মুসলিমাহ'রূপে আমার নিকট পাঠিয়ে দেন।

আমি তো ইদানীং সফর ও ব্যস্ততার দরুন নিজের পছন্দের কিতাবগুলো পড়ার সময়-সুযোগ খুবই কম পাই। কিন্তু এই কিতাবটি কিছু সময় আমাকে আটকে রাখে। আমি এই কিতাবের হজরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে নিয়ে আবদুল্লাহ বিন জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সময়কাল পর্যন্ত আদ্যোপান্ত পাঠ করি এবং আমি যারপরনাই আনন্দিত হই যে, আল্লাহ তায়ালার বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহ যে, গ্রন্থকার রেওয়ায়েতসমূহ চুলচেরা বিশ্লেষণ করে ইসলামি ইতিহাসের এমন স্পর্শকাতর যুগের প্রকৃত তত্ত্ব তুলে ধরেছেন। তাকে সত্যিই আল্লাহ তায়ালার বিশেষ রহমত আচ্ছাদিত করে রেখেছে।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল সাহাবিই উম্মতের সর্বোত্তম ব্যক্তি। আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের পর শ্রেষ্ঠত্বের ক্ষেত্রে তাদের চেয়ে বড়

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস
(তৃতীয় খণ্ড)

মূল
মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান

অনুবাদ
মুজাহিদুল ইসলাম মাইমুন
তাকমিল, ইফতা ও হাদিস, জামিয়া মাদানিয়া
যাত্রাবাড়ি, ঢাকা

ইত্তিহাদ

সূচিপত্র

খেলাফতে রাশেদা : উত্থান ও বিজয়কাল ১৯

আবু বকর সিদ্দিক রা. এর খেলাফতকাল

খেলাফতে রাশেদা দ্বারা কী উদ্দেশ্য ২৩

হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. ২৭

হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এর সংক্ষিপ্ত জীবনী ২৭

কষ্ট-মুসিবত ২৯

নবীজির মিরাস : একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং আবু বকর রা. এর দৃঢ়তা ৩০

আবু বকর রা. এর প্রতি ফাতেমা রা. এর অসন্তোষের বর্ণনা এবং তার ব্যাখ্যা ৩৫

আবু বকর রা. এর প্রতি হজরত ফাতেমার সন্তুষ্টির প্রমাণ ৩৬

আয়েশা সিদ্দিকা রা. এর উপর ফাতেমার আস্থা ৩৬

আবু বকর রা. এর প্রতি আলি রা. এর মহব্বত প্রকাশ ৩৭

হজরত ফাতিমা রা. এর মৃত্যু ৩৭

তিন বড় ফেতনা ৪০

জাকাত আদায়ে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারীদের সঙ্গে আচরণ ৪০

উসামার নেতৃত্বে মুজাহিদ বাহিনী প্রেরণ ৪১

উসামার বাহিনী চলে যাওয়ার পর মদিনার প্রতিরক্ষা ৪৪

বিদ্রোহীদের দমন ৪৪

নবুওয়াত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ ৪৫

তুলাইহা আসাদিকে দমন ৪৫

উম্মে যিমিলকে দমন ৪৮

আসওয়াদ আনাসির ফেতনা ৪৮

মালেক বিন নুয়াইরাকে হত্যা করা হলো ৫০

খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. এর উপর ভিত্তিহীন অভিযোগ এবং তার জবাব ৫১

মুসাইলামা কাজ্জাবের ফেতনা ৫২

মুসাইলামা কাজ্জাবের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী গঠন ৫৫

চূড়ান্ত যুদ্ধক্ষেত্র ৫৬

কুরআন মাজিদের হেফাজত	৫৯
বাহরাইনের রণাঙ্গনে হজরত আলা বিন হাদরামি রা.	৬০
বহির্বিশ্বের সঙ্গে যুদ্ধ : পারস্য ও রোম	**৬৩**
পারস্যের উপর আক্রমণের সুযোগ	৬৪
পারসিকদের প্রতি পয়গাম	৬৬
অগ্নিপূজকদের বিরুদ্ধে প্রথম যুদ্ধ—যাতুস সালাসিল	৬৭
ছান্নির যুদ্ধক্ষেত্র	৬৭
অলাজার যুদ্ধ	৬৮
আমগিশিয়ার গনিমত	৬৮
হিরা বিজয়	৬৯
আইনে তামারের যুদ্ধক্ষেত্র	৭০
দাওমাতুল জানদালে খালিদ বিন ওয়ালিদ	৭০
ফিরাজের যুদ্ধ	৭১
খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. এর হজ এবং আবু বকর রা. এর সতর্কবার্তা	৭২
রোমান সাম্রাজ্য	**৭৩**
রোমানদের বিরুদ্ধে প্রথম পদক্ষেপ	৭৪
নতুন বাহিনী বিন্যস্তকরণ	৭৪
ঐতিহাসিক অসিয়ত	৭৫
পরাজয় এবং নতুন কর্মপন্থা	৭৬
শাম অভিমুখে হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা.	৭৭
মরুভূমি : পিপাসা এবং একটি ঝরনা	৭৮
বুসরা বিজয়	৭৯
আজনাদাইনের যুদ্ধ	৭৯
হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এর মৃত্যু	৮০
স্থলাভিষিক্ত নির্ধারণ নিয়ে পরামর্শ	৮১
হজরত উমর ফারুক রা. কে বিশেষ অসিয়ত	৮২
আবু বকর সিদ্দিক রা. এর ব্যক্তিত্বের এক ঝলক	৮৩
হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এর কিছু ফজিলত	৮৪
রাষ্ট্রীয় বিষয়ে আল্লাহপ্রদত্ত যোগ্যতা	৮৭
বিপদ ও পরীক্ষার মোকাবেলা	৮৮
প্রথমে ইসলাম পরে মুসলমান	৮৯

উমর ফারুক রা. এর খেলাফতকাল

হজরত উমর ফারুক রা. **৯২**
ইয়ারমুকের প্রথম যুদ্ধ **৯৭**
আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ : ইসলামের প্রথম প্রধান সিপাহসালার ১০৩
একটি গুরুত্বপূর্ণ দ্ব্যর্থতা নিরসন ১০৪
দামেশক বিজয় ১০৪
ফিহিলের যুদ্ধ ১০৫
বাইজেন্টাইনের রাজধানী হিমস অবরোধ ১০৮
ইয়ারমুকের দ্বিতীয় যুদ্ধ **১০৯**
পারস্যের রণক্ষেত্রে **১২০**
হজরত মুসান্না বিন হারিসার মদিনা গমন ১২০
পারস্যের বিভিন্ন প্রদেশে বিদ্রোহ ১২১
জঙ্গে জিসির (পুলের যুদ্ধ) ১২৩
জিসিরের প্রতিশোধ : বুআইব যুদ্ধ ১২৫
ইয়াজদাগিরদ : সর্বশেষ পারস্য সম্রাট ১২৭
হজরত মুসান্না রা. এর মৃত্যু ১৩০
পারস্যের রাজদরবারে ইসলামের দূত ১৩১
রুস্তমের দরবারে ১৩৪
কাদিসিয়ার যুদ্ধ ১৩৮
আরমাস দিবস ১৪০
আগওয়াস দিবস ১৪১
আবু মিহজান রা. এর সাহসিকতা ১৪৩
আবু মিহজানের প্রতি মদপানের অভিযোগ এবং তার বাস্তবতা ১৪৪
খানসা বিনতে আমর রা. এর জিহাদি জজবা ১৪৫
ঈমাস দিবস ১৪৭
লাইলাতুল হারির বা হারির রজনী ১৪৮
কাদিসিয়া দিবস ১৪৯
আমি কোনো বাদশাহ নই ১৫০
ব্যবিলন থেকে মাদায়েন পর্যন্ত ১৫১
দজলার ঢেউয়ে মুসলিমবাহিনী ১৫৩
এক মুজাহিদের পেয়ালা এবং নদীর আমানতদারি ১৫৫
কিসরার ধনভাণ্ডার ১৫৫

আমানতদারির উত্তম দৃষ্টান্ত ১৫৭
নৌবিহারের গালিচা ১৫৮
কিসরা তথা পারস্য সম্রাটের মুকুট ও চুড়ি : নববি মুজিযা ১৫৯
জঙ্গে জালুলা ১৫৯
ইরাকের শস্য-ফলাদির ব্যবস্থা ১৬০
হুরমুজান : তুসতুরের রণক্ষেত্র **১৬২**
গাসসানি শাহজাদা জাবালা বিন আইহাম ১৬৬
জাবালা বিন আইহামের ন্যাক্কারজনক পরিণতি ১৬৮
উত্তর শামে ১৭১
বাইতুল মাকদিস বিজয় ১৭২
রোম সম্রাটের সর্বশেষ প্রচেষ্টা ১৭৭
হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. এর পদচ্যুতি ও তার কারণ ১৭৭
দুর্ভিক্ষ ১৮০
আমাওয়াস প্লেগ ১৮১
মিসর বিজয় **১৮৫**
নীলনদের দুলহান ১৮৯
ইয়াজদাগিরদের সর্বশেষ চেষ্টা : নিহাওন্দের যুদ্ধ **১৯১**
ইয়াজদাগিরদের লুকোচুরি ১৯৫
মুকরানে মুসলিমবাহিনীর অগ্রযাত্রা থামিয়ে দেওয়া হয় 196
হজরত উমর ফারুক রা. এর যুগে মুসলিমবিশ্ব **১৯৭**
শাহাদাতের ঘটনা **২০৪**
খলিফার দোয়া ২০৪
গোপন ষড়যন্ত্র ২০৫
হত্যার উদ্দেশ্যে আক্রমণ : কেন ও কীভাবে? ২০৬
হজরত উমরের হত্যাকাণ্ড : ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ নাকি ষড়যন্ত্র? ২০৮
আক্রমণ ২১২
শেষ অসিয়ত ২১৪
অসিয়ত ২১৫
শেষ ইচ্ছা ২১৬
মৃত্যু ২১৬
স্থলাভিষিক্তি ২১৭

উসমান বিন আফফান রা. এর খেলাফতকাল

খেলাফতের দায়িত্ব ২২৭
হুরমুজানের হত্যা : এক নাজুক মামলা ২২৮
প্রথম খুতবা ২৩১
ফেতনার গন্ধ ২৩৩
হজরত উসমান গনি রা. এর চমৎকার পলিসি ২৩৫
উসমান রা. এর গৃহীত পলিসির বৈশিষ্ট্য ২৩৬
জিহাদের ময়দানে হজরত উসমান রা. এর বাহাদুর সিপাহিগণ ২৪২
রোমান সরদারের তাঁবুতে ২৪২
আফ্রিকা অভিযান ২৪৬
সমুদ্রাভিযান ২৫১
যাতুস সাওয়ারা (মাস্তুল) যুদ্ধ ২৫৪
কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের পরিকল্পনা ২৫৬
পূর্বাঞ্চলের রণক্ষেত্র ২৫৮
ইয়াজদাগিরদের মৃত্যু হলো কীভাবে? ২৫৮
খোরাসান বিজয় ২৬০
নোট ২৬১

খেলাফতে রাশেদার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এবং ইসলামি রাষ্ট্রনীতি

খেলাফতে রাশেদায় রাষ্ট্রপরিচালনার নীতিমালা ২৬৪
ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রনীতি ২৬৬
১. রাষ্ট্রপরিচালনার উদ্দেশ্য ২৬৬
২. খেলাফত ও রাজতন্ত্রের পার্থক্য ২৬৬
৩. শুরা তথা পরামর্শের মৌলিক অবস্থান ২৬৭
৪. দায়িত্বলাভের মানদণ্ড ২৬৮
৫. পদপ্রার্থনার নিন্দা জ্ঞাপন ২৬৮
৬. শাসকদের আনুগত্য ২৬৯
৭. শাসনকার্য অত্যন্ত কঠিন দায়িত্ব, এর উপর শাসকদের মুক্তি ও ধ্বংস নির্ভর করে ২৭০
৮. শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী মর্মান্তিক শাস্তির সম্মুখীন হবে ২৭০
৯. ইজতিহাদি ভুল ২৭১
১০. শাসকদেরকে সংশোধন করা আলেমদের দায়িত্ব ২৭১

খেলাফতে রাশেদার যুগে মুসলিমবিশ্ব **২৭৩**
১. শুরা তথা পরামর্শভিত্তিক ব্যবস্থাপনা ২৭৩
২. ক্ষমতা পালাবদলের মূলনীতি ২৭৩
৩. বিভিন্ন দায়িত্বে লোক নিযুক্তীকরণ ২৭৪
৪. দায়িত্ব পরিবর্তন এবং দায়িত্ব থেকে অব্যাহতিদান ২৭৪
৫. কেন্দ্রীয় দায়িত্ব ২৭৫
৬. গভর্নরের দায়িত্ব ২৭৫
৭. আর্থিক বিষয়ে সতর্কতা ২৭৬
৮. হেদায়াত এবং শিষ্টাচার সংক্রান্ত চিঠি ২৭৭
৯. কেন্দ্র এবং প্রদেশের সম্পর্ক ২৭৮
১০. ব্যবসায়িক খাত ২৭৮
১১. ভরণপোষণের ব্যবস্থা : ইদারাতুল উরাফা ২৭৮
১২. বিচারবিভাগ ২৭৯
১৩. ব্যক্তিগত জীবনযাপনে অন্যায় হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকা ২৮০
১৪. আয়ের খাত ২৮০
১৫. কৃষিক্ষেত্রে উন্নয়ন : আর্থিক সচ্ছলতা ২৮১
১৬. বাইতুল-মালের ব্যয় খাত ২৮২
১৭. হারামাইন শরিফাইন এবং মসজিদ নির্মাণ ও তার সম্প্রসারণ ২৮৩
১৮. নওজোয়ানদের যোগ্যতার পরীক্ষা ২৮৪
খেলাফতে রাশেদার যুগে ইলমি কার্যক্রম **২৮৫**
১. কুরআন মাজিদ সংরক্ষণ ২৮৬
২. উসমান গনি রা. এর শাসনকালে কুরআন সংরক্ষণের কার্যক্রম ২৮৬
৩. কুরআন মাজিদ শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ ২৮৭
৪. হাদিস সংরক্ষনের প্রচেষ্টা ২৮৯
৫. ফিকহের প্রতি মনোনিবেশ ২৮৯
৫. ইফতা ২৯১
৬. ভাষা, সাহিত্য, কাব্য ও ইতিহাস ২৯১
বিজয়কাল : সাহাবা-যুগ **২৯২**
ইতিহাসের শিক্ষা **২৯৭**

নববি ও খেলাফতে রাশেদা-যুগের মহান ব্যক্তিবর্গ

নবীজির পরিবার : উম্মাহাতুল মুমিনিন **৩০১**
হজরত খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ রা. **৩০২**

হজরত সাওদা বিনতে যামআ রা.	৩০৬
হজরত আয়েশা বিনতে আবু বকর রা.	৩০৮
হজরত হাফসা বিনতে উমর রা.	৩১২
হজরত উম্মে সালামা রা.	৩১৬
হজরত যায়নাব বিনতে জাহাশ রা.	৩২৩
হজরত উম্মে হাবিবা বিনতে আবু সুফিয়ান রা.	৩২৬
হজরত জুয়াইরিয়া বিনতে হারিস রা.	৩২৮
হজরত সাফিয়া বিনতে হুয়াই রা.	৩২৯
হজরত যায়নাব বিনতে খুযাইমা হেলালিয়া রা.	৩৩০
হজরত মাইমুনা বিনতে হারিস হেলালিয়া রা.	৩৩১
উম্মতের কারো জন্য নবীজির স্ত্রীদের বিয়ে করা কেন বৈধ নয়?	৩৩২
নবীজির বহু বিবাহ	৩৩৪
পবিত্র সন্তানগণ	৩৩৮
সম্মানিত পুত্রসন্তান	৩৩৯
সম্মানিত কন্যাগণ	৩৪১
হজরত যায়নাব রা.	৩৪২
হজরত রুকাইয়া রা.	৩৪৪
হজরত উম্মে কুলসুম রা.	৩৪৬
হজরত ফাতেমা রা.	৩৪৮
নাতি-নাতনি	৩৫৪
হজরত যায়নাব রা. এর সন্তান	৩৫৪
হজরত রুকাইয়া রা. এর সন্তান	৩৫৫
হজরত ফাতেমা রা. এর সন্তান	৩৫৫
চাচা এবং ফুফুগণ	৩৫৭
প্রবীণ সাহাবি ও আশারায়ে মুবাশশারা	৩৫৮
আশারায়ে মুবাশশারার পরিচিতি	৩৫৯
আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রা.	৩৬০
হজরত তালহা বিন উবাইদুল্লাহ রা.	৩৬৫
হজরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম রা.	৩৬৯

হজরত আবদুর রহমান বিন আউফ রা.	৩৭৭
হজরত সাঈদ বিন যায়েদ রা.	৩৮৪
হজরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা.	৩৮৬
কয়েকজন মহান সাহাবির আলোচনা	৩৯২
হজরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রা.	৩৯৩
হজরত উসমান বিন মাযউন রা.	৪০১
হজরত মুসআব বিন উমায়ের রা.	৪০৪
হজরত সা'দ বিন মুয়াজ	৪০৬
হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা.	৪০৯
মুসলিম যুবসমাজের প্রতি	৪১৩
প্রজ্ঞাবান সাহাবায়ে কেরাম	৪১৫

খেলাফতে রাশেদা : উত্থান ও বিজয়কাল

১১-৩৪ হিজরি, ৬৩২-৬৫৪ খ্রিষ্টাব্দ

আবু বকর সিদ্দিক রা. এর খেলাফতকাল

রবিউল আউয়াল, ১১ হিজরি-জুমাদাল উখরা ১৩ হিজরি

৬৩২-৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দ

খেলাফতে রাশেদা দ্বারা কী উদ্দেশ্য

খেলাফতে রাশেদা দ্বারা সেই মহান শাসনকাল উদ্দেশ্য, যা হজরত আবু বকর রা. এর খেলাফতের মসনদে আরোহণ থেকে নিয়ে আলি রা. এর খেলাফতকাল পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত ছিল। হজরত হাসান বিন আলি রা. এর ছয় মাসের শাসনকালকে আলি রা. এর খেলাফতের পরিশিষ্ট ধরা হয়ে থাকে। এ হিসেবে খেলাফতে রাশেদার সময়কাল ১১ হিজরির রবিউল আউয়াল থেকে নিয়ে ৪১ হিজরির রবিউল আওয়াল পর্যন্ত মোট ৩০ বছর পরিব্যাপ্ত হয়। এই সময়ের শাসনকালকেই খেলাফতে রাশেদা বলা হয়।

এ ব্যাপারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

الخلافةُ في أمَّتي ثلاثونَ سنةً، ثمَّ ملكًا بعدَ ذلكَ

> আমার পর ৩০ বছর পর্যন্ত খেলাফত থাকবে, তারপর রাজতন্ত্র শুরু হবে।[১]

মুসলিম উম্মাহর অধিকাংশের আকিদা এটাই যে, এই ৩০ বছরই হলো খেলাফতে রাশেদা। আল-আকিদাতুত তাহাবিয়া কিতাবে উল্লেখ আছে—'আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর আবু বকর সিদ্দিক রা. কে উম্মতের সবচেয়ে উত্তম এবং শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি মনে করি। সর্বপ্রথম তিনি খেলাফত লাভ করেন। তারপর যথাক্রমে উমর ইবনুল খাত্তাব, উসমান ইবনে আফফান, আলি বিন আবু তালিব খেলাফত লাভ করেন। আমরা তাদেরকে খলিফা মান্য করে থাকি। তারাই হলেন খোলাফায়ে রাশেদিন এবং হেদায়েতের ইমাম।'[২]

এ শাসনকালকে খেলাফতে রাশেদা বলার কারণ হলো, এই সময়ে নববি-পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ ইসলামি নীতিমালা অনুযায়ী গোটা রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালিত হয়েছে। এই সময়ে মুসলিম উম্মাহর পরিচালনাভার সেসব মহান সাহাবির হাতে ছিল, যারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীর্ঘ সঙ্গ-সংশ্রব লাভ করেছিলেন। তারা এমন এক সময় ইসলাম কবুল করেছিলেন যখন ইসলাম কবুলের কারণে তাদেরকে কঠিন থেকে কঠিনতর কোরবানি এবং পরীক্ষার

---

১. সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ২২২৬। আলবানি হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।

২. আল আকিদা আত-তাহাবিয়া, পৃষ্ঠা ৮১

মুখোমুখি হতে হয়েছে। তারা ইসলামের জন্য ঘরবাড়ি ছেড়ে হিজরত করেছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য প্রতি কদমে নিজেদের জীবন কোরবানি করতে প্রস্তুত ছিলেন। ইসলামের ভিত্তি তৈরি, তার প্রচারপ্রসার এবং তা সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে তাদের প্রধান ভূমিকা ও অবদান ছিল।

উল্লিখিত চার মনীষী রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে প্রিয় এবং সকল সাহাবির মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। এই কারণেই নববি জবান থেকে তাদের নির্দেশাবলি অনুসরণের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

> عليكم بسنَّتي وسنَّةِ الخلفاءِ الراشدينَ المهديِّينَ بعدي، عضُّوا عليها بالنَّواجذِ
>
> তোমরা আমার এবং আমার পরবর্তী হেদায়েতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদিনের সুন্নাতের অনুসরণ করবে। মাড়ির দাঁত দিয়ে তা কামড়ে থাকবে।[৩]

এই কারণেই মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে এই অধ্যায়কে অন্যসব অধ্যায় ও কাল থেকে ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হিসেবে গণ্য করা হয়। অবশ্য পরবর্তীকালেও বহু ন্যায়পরায়ণ খলিফা এবং নেককার বাদশাহর আগমন ঘটেছে।

হজরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবি রহ. তার কিতাব 'ইযালাতুল খফা'য় খেলাফতে রাশেদার ব্যাপারে অত্যন্ত বিস্তারিত এবং চমৎকার আলোচনা করেছেন। এর সারাংশ আমি সর্ববোধগম্য ভাষায় নিচে তুলে ধরলাম।

১. একজন খলিফায়ে রাশেদের মধ্যে খেলাফতের অন্যান্য শর্তের পাশাপাশি আরেকটি শর্ত পাওয়া যেতে হবে। তা হলো, আচার, বৈশিষ্ট্য এবং কাজকর্মের দিক দিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে তার বিশেষ মিল ও সামঞ্জস্য থাকবে। অর্থাৎ তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণাবলির এক নমুনা এবং প্রতিবিম্ব হবেন। শুধু গুটিকয়েক গুণের ক্ষেত্রে মিল থাকাটা যথেষ্ট নয়। কেননা কিছু না কিছু মিল তো সকল মুসলমানের মধ্যেই পাওয়া যায়। যেমন : পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা, কুরআন মাজিদ তেলাওয়াত করা। পূর্ণাঙ্গ সাদৃশ্য কেবল সেই সকল মহান ব্যক্তির অর্জিত হয়ে থাকে, যারা উম্মাহর সবচেয়ে উঁচু আসনে সমাসীন হয়ে থাকেন। মাঝামাঝি কিংবা নিম্নস্তরে অবস্থানকারীদের এই পূর্ণাঙ্গ সাদৃশ্য অর্জিত হয় না।

---

[৩] সুনানে আবু দাউদ, হাদিস : ৪৬০৭; সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ২৬৭৬।
ইমাম তিরমিজি রহ. হাদিসটিকে হাসান সহিহ বলেছেন। আলবানি একে সহিহ বলেছেন।

২. নবীর খলিফা নবী বা রাসুল হন না; বরং তারা নবীর গুণাবলির নমুনা হয়ে থাকেন। অতএব খলিফায়ে রাশেদ হলেন তারা, যারা জ্ঞানবুদ্ধি ও কর্মপন্থায় নবীগণের বুদ্ধিমত্তা এবং কর্মকাণ্ডের অনুরূপ হয়ে থাকেন। নবীগণ যে উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছেন, তার পূর্ণাঙ্গতা এসব খলিফার হাতেই ঘটে থাকে। অর্থাৎ নবী-রাসুলগণ যেই কাজ শুরু করেছেন, আল্লাহর বিশেষ সাহায্যের মাধ্যমে নবীগণের বিশেষ বিশেষ খলিফার হাতেই সেই কাজ পূর্ণতা পেয়ে থাকে। তাই যে খলিফা নবীদের অবশিষ্ট বিষয়কে ইলমি এবং আমলি দিক থেকে পূর্ণতায় পৌঁছান, তারাই তার বিশেষ খলিফা এবং খলিফায়ে রাশেদ।

৩. কুরআন মাজিদের তালিম ও হেকমত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশাতেই পূর্ণতা পেয়েছে। তবু কিছু বিষয় অবশিষ্ট ছিল। আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা ছিল, এগুলো খোলাফায়ে রাশেদিনের হাতে পূর্ণতা পাবে।

হজরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ রহ. উপরোক্ত বিষয়ের নিম্নোক্ত উদাহরণ পেশ করেছেন।

» আবু বকর সিদ্দিক রা. এর যুগে কুরআন মাজিদ মুসহাফ আকারে একত্র করা।

» বিধান সংক্রান্ত হাদিসের তাহকিক এবং তার প্রচারপ্রসার।

» হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে সতর্কতা এবং দৃঢ়তার প্রতি গুরুত্বারোপ।

» মতবিরোধপূর্ণ মাসআলা-মাসায়েল পরামর্শ এবং ঐকমত্যের ভিত্তিতে ফয়সালা করার মাধ্যমে ইজমার ভিত্তি স্থাপন।

» যেসব বিষয়ে কুরআন মাজিদের এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্পষ্ট বক্তব্য আসেনি, সেক্ষেত্রে ইজতিহাদের পদ্ধতি চালু করা।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব বিজয়-অভিযানের সুসংবাদ দিয়েছেন, কার্যত তার পূর্ণতা দান।

৪. অন্তর ও মস্তিষ্কের সাথে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সম্পর্ক যেমন নিবিড়, নবী-রাসুলদের সাথে খলিফায়ে রাশেদের সম্পর্ক তেমন গভীর। যেমনভাবে অন্তর ও মস্তিষ্ক থেকে নির্দেশ এসে থাকে আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তা বাস্তবায়ন করে, তেমনিভাবে নবীগণের অনুসরণের ক্ষেত্রে খেলাফতে রাশেদার বিষয়টি তেমনই। নবুওয়াত এবং খেলাফতে রাশেদার মধ্যে শুধু এতটুকুই পার্থক্য যে, নবুওয়াতের ক্ষেত্রে নবী নিজ জবানের মাধ্যমে নির্দেশ দিতেন; কিন্তু

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস
(চতুর্থ খণ্ড)

মূল
মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান

অনুবাদ
মুহাম্মদ নুরুয্যামান
তাকমিল, মাদরাসা বাইতুল উলুম, ঢালকানগর, ঢাকা
ইফতা, মারকাজুল বুহুস আল ইসলামিয়া, মিরপুর, ঢাকা

ইত্তিহাদ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

যা না বললেই নয়

আগত পৃষ্ঠাগুলো সম্পর্কে কয়েকটি মূলনীতি মনে রাখা আবশ্যক। যথা :

১. কোনো ঐতিহাসিক বর্ণনা বা ঘটনা দেখে সাহাবিদের প্রতি ইসলামি বিধিবদ্ধ বিশ্বাস পরিত্যাগ করে কোনো মতামত বা ধারণা গ্রহণ করা কখনোই কারো জন্য সমীচীন নয়। কেউ এমনটি করলে আমরা তার জন্য দায়ী থাকব না।

২. কুরআন-সুন্নাহর আলোকে আমাদের পূর্ববর্তী মনীষীগণ সাহাবিদের ব্যাপারে যে আকিদা-বিশ্বাস লালন করে গেছেন, আমাদেরকে তা-ই পোষণ করতে হবে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখা যেতে পারে-

   আল ফিকহুল আকবার

   আল আকিদাতুত-তাহাবিয়া

   আকাইদে নাসাফি

   আকিদায়ে ওয়াসিতিয়া

   এ ছাড়াও বিভিন্ন কিতাবে এ সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে।

৩. ঐতিহাসিক ঘটনাবলি নিছক ইতিহাসের জ্ঞানের চেয়ে বেশি কিছু নয়। এটা কখনোই আকিদা-বিশ্বাসের পর্যায়ভুক্ত নয়। ইতিহাসের মূল উদ্দেশ্য হলো অতীতকে সামনে রেখে শিক্ষা লাভ করা। অতীতের বিভিন্ন ঘটনা এজন্যই বর্ণনা করা হয়ে থাকে।

৪. যয়িফ (দুর্বল) ও কাজ্জাব (মিথ্যুক) বর্ণনাকারীরা সাহাবিদের ব্যাপারে যেসব ভ্রান্তিমূলক কথা উল্লেখ করেছে, তার বাস্তবতা উন্মোচন করার জন্য আমরা এখানে সেগুলো উল্লেখ করব। আলি রা. ও মুয়াবিয়া রা. এর মধ্যে সংঘটিত বিবাদের ইতিহাস বর্ণনার ক্ষেত্রে আমরা কেবল নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েতগুলো উল্লেখ করেছি। দুর্বল ও বানোয়াট রেওয়ায়েতগুলো প্রত্যাখ্যান করেছি। আকিদার গ্রন্থাদিতে সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম যে অবস্থান তুলে ধরেছেন আমরা এতে তারই সমর্থন ব্যক্ত করেছি।

৫. সাহাবিদের ব্যাপারে জমহুর মুসলিম উম্মাহর আকিদা নিম্নরূপ :

» নবীদের পর সর্বোত্তম ব্যক্তি হলেন হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা.। এরপর হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা.। এরপর হজরত উসমান বিন আফফান রা.। এরপর হজরত আলি বিন আবু তালেব রা.।[১]

» যেহেতু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু; তাই আমরা তাকে প্রথম খলিফা হিসেবে বিশ্বাস করি। এরপর হজরত উমর বিন খাত্তাব রা. কে, এরপর হজরত উসমান রা. কে, এরপর হজরত আলি বিন আবু তালেব রা. কে খলিফা বলে বিশ্বাস করি। তারা খোলাফায়ে রাশেদিন এবং হেদায়েতের ইমাম।

» আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিদের প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা লালন করি। তাদের মধ্যে কারো প্রতি ভালোবাসায় বাড়াবাড়ি করি না। কারো ব্যাপারে দায়মুক্তির ঘোষণা দিই না। যারা সাহাবিদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করে এবং তাদের মন্দ বলে, আমরা তাদের ঘৃণা করি। আমরা কেবল সাহাবিদের ভালো আলোচনা করে থাকি। তাদের প্রতি ভালোবাসা রাখাই দীন, ঈমান ও নেক কাজ, আর ঘৃণা পোষণ করা কুফরি, নেফাকি ও অবাধ্যতা।[২]

» যারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেনি, তাদের চেয়ে সর্বনিম্ন স্তরের সাহাবিও উত্তম। তারা বহু আমলের অধিকারী হলেও সাহাবিদের সমতুল্য হতে পারে না। কেননা সাহাবিগণ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংস্পর্শ লাভ করেছেন। তাকে স্বচক্ষে দেখেছেন। তার কথা শুনেছেন। তাই তারা তাবেয়িদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।[৩]

» আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত রাফেজিদের আকিদা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। কেননা তারা সাহাবিদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। তাদেরকে মন্দ বলে।

» একইভাবে আমরা নাসেবিদের আকিদা থেকেও মুক্ত। কেননা তারা কথা ও কাজের মাধ্যমে আহলে বাইতকে কষ্ট দেয়। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত 'মুশাজারাতে সাহাবা' তথা সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক মতবিরোধের ব্যাপারে পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করেন। তারা বলেন, এ

---

[১] ইমাম আবু হানিফা কৃত আল ফিকহুল আকবার, ৪১ পৃষ্ঠা

[২] ইমাম আবু জাফর তাহাবি কৃত আকিদাতুত তাহাবিয়া, ৮১ পৃষ্ঠা

[৩] ইমাম আহমদ বিন হাম্বল কৃত উসুলুস সুন্নাহ

বিষয়ে যেসব বর্ণনায় তাদের মন্দাচার তুলে ধরা হয়েছে, তার কিছু তো নির্জলা মিথ্যা, আর কিছু বর্ণনায় হেরফের করা হয়েছে, প্রকৃত বিষয় বিকৃত করা হয়েছে। সহিহ রেওয়ায়েতে মুশাজারাত সংক্রান্ত যেসব বিষয় বর্ণিত হয়েছে, সে ব্যাপারে আমরা সাহাবিদেরকে মাজুর তথা অপারগ মনে করি। কিংবা আমরা এক্ষেত্রে তাদেরকে মুজতাহিদে মুসিব (চেষ্টা-প্রচেষ্টা করে সঠিক পন্থা অবলম্বনকারী) কিংবা মুজতাহিদে মুখতি (প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সঠিক পথ হারিয়ে ফেলা ব্যক্তি) মনে করে থাকি।

» এই আকিদা পোষণ করা সত্ত্বেও আমরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত সাহাবায়ে কেরামকে কবিরা গুনাহ থেকে মাসুম মনে করি না; বরং তাদের থেকে গুনাহ সংঘটিত হওয়া সম্ভবপর বিষয়। কিন্তু তাদের অসাধারণ গুণাবলি ও যোগ্যতা রয়েছে। যার ফলে তাদের থেকে সংঘটিত সব কিছু ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। এমনকি পরবর্তীদের জন্য যা ক্ষমাযোগ্য নয়, সাহাবিদের জন্য সেগুলোও ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। কেননা তাদের নিকট এসব গুনাহ মোচনকারী নেক আমল ছিল। কিন্তু পরবর্তীদের নিকট তা নেই। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ব্যাপারে বলেছেন, তাদের যুগ সর্বকালের শ্রেষ্ঠ যুগ। অতএব, তাদের কোনো সদস্য এক মুঠ পরিমাণ সদকা করা পরবর্তীদের পাহাড় পরিমাণ সদকার চেয়েও উত্তম।

» কেউ যদি সম্পূর্ণ জেনে-বুঝে বিচক্ষণতার সাথে তাদের জীবন পর্যালোচনা করে, তাদের উপর প্রদত্ত আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ ও ফজিলতের প্রতি লক্ষ করে, তা হলে ভালোভাবেই বুঝতে পারবে, নবীদের পর তারাই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। কেউ তাদের সমকক্ষ হতে পারেনি, পারবেও না। গোটা উম্মত থেকে তাদেরকে নির্বাচন করা হয়েছে। তারাই হলেন সর্বোত্তম ব্যক্তি। আল্লাহ তাদেরকে পুরস্কৃত করেছেন।[৪]

» সাহাবিদের মধ্যে সংঘটিত মুশাজারাত ও যুদ্ধের যথোপযুক্ত বহু ব্যাখ্যা রয়েছে। সে কারণে তাদের দোষচর্চা করা যাবে না। তাদের প্রতি কোনো ধরনের দোষারোপ করা যাবে না। যদি অকাট্য দলিল-প্রমাণসমৃদ্ধ বিষয়ে তাদেরকে দোষারোপ করা হয়, তা হলে তা হবে কুফুরি। যেমন, হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. এর উপর অপবাদ আরোপ করা। অন্যথায় এটা বিদআত বা ফিসক।[৫]

---

৪. ইমাম ইবনে তাইমিয়া কৃত আল আকিদা আল ওয়াসিতিয়া, ১১৯, ১২০

৫. শরহে আকাইদ আন নাসাফি, ৩৭২, ৩৭৩

প্রাক্কথন

এ এক অনস্বীকার্য বাস্তবতা যে, গত কয়েক দশক যাবৎ আমাদের ইতিহাস বদলে ফেলার গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। বিশেষত প্রাচ্যবিদরা সাহাবায়ে কেরামকে সমালোচনার লক্ষ্যস্থল বানানোর জন্য মরণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। আর তাদের মদদ যুগিয়ে যাচ্ছে বিশ্বের ইসলামবিরোধী শক্তিগুলো। ব্যয় করছে কোটি কোটি টাকা। যেসব স্কলার এ লক্ষ্যে কাজ করছে, তাদেরকে সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। তাদের জন্য যাবতীয় উপকরণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সর্বোপরি তাদের গবেষণা প্রচার-প্রসারের জন্য ঢালা হচ্ছে বিপুল পরিমাণ অর্থ।

সাহাবায়ে কেরাম এবং ইসলামি ইতিহাসের মহান ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে উসকানিমূলক শৈলীতে লিখিত বিভিন্ন প্রবন্ধ তৈরি করে বিশ্বের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এরই পাশাপাশি গভীর পরিকল্পনা ও গবেষণামূলক পদ্ধতিতেও কাজ হচ্ছে। তাই দেখা যায়, প্রাচীন এবং নতুন লিখিত গ্রন্থাদির রেফারেন্স-সংবলিত কিতাবাদি একের পর এক বাজারে আসছে। বহু ভাষাতে তার অনুবাদও হচ্ছে। নেটে সার্চ করে দেখুন, এ সকল মহান ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক তথ্য সরবরাহকারী বহু ওয়েবসাইটের তালিকা আপনার সামনে চলে আসবে। সাধারণ পাঠকশ্রেণি এসবের মাধ্যমে ভীষণভাবে প্রভাবিত হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ আমি এখানে জনৈক মুসলিম পাঠকের অনুভূতি উল্লেখ করছি, যা মুফতি মুহাম্মদ তাকি উসমানি হাফিজাহুল্লাহর কাছে লিখেছিলেন। তিনি জানিয়েছেন, "ইসলামি ইতিহাসের প্রাচীন ভান্ডার এক অদ্ভুত বিস্ময়। কিন্তু আলেমসমাজ এদিকে মনোনিবেশ করেননি; অথচ তারা চাইলে কুরআন, হাদিস ও সালাফের বাণী সম্পর্কে বিজ্ঞ আলেমদের একটি বোর্ড গঠন করে ইতিহাসের বর্ণনাসমূহের ভিন্নতা ও বৈপরীত্যগুলো যাচাই করে দেখতে পারতেন। হয়তো এর দ্বারা কমপক্ষে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অনুসারীরা ইসলামের প্রাথমিক ইতিহাসের একটি স্বচ্ছ ধারণা পেত, যাতে প্রবীণ সাহাবায়ে কেরাম ও খাইরুল কুরুন তথা কল্যাণ-যুগের একটি সর্বসম্মত ও সুন্দর চিত্র উঠে আসতো।

তবে এখনো সময় ফুরিয়ে যায়নি। মুহতারাম, আপনি যদি এ বিষয়ে কিছু করতেন! অন্যথায় আগামী প্রজন্ম যখন দেখবে, একদিকে শুধু অন্যান্য ধর্মই

নয়; বরং রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় নেতাদের ইতিহাস হচ্ছে ত্রুটিমুক্ত ও সর্বসম্মত, অন্যদিকে গোটা ইসলামি ইতিহাসের পুরো ভান্ডারটি হচ্ছে মতভিন্নতা এবং মারামারি ও রক্তপাতে ভরপুর, তখন তারা ভীষণভাবে সন্দিহান হয়ে পড়বে। ফলে অতি সহজেই ইসলামবিদ্বেষী মিশনারিদের অপপ্রচারে প্রভাবিত হয়ে যাবে এবং স্বয়ং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে এবং তার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিষোদ্গার করতে শুরু করবে। নাউজুবিল্লাহ।”

মুফতি তাকি উসমানি তার উত্তরে লিখেছিলেন, কোনো সন্দেহ নেই যে, ইসলামের ইতিহাসকে আপনি যেভাবে বলেছেন, সেভাবে খুব যাচাই-বাছাই করে সংকলন করা অত্যন্ত জরুরি একটি বিষয়। কিন্তু আজ আমরা যে সময়টি পার করছি, তাতে কাজের কোনো শেষ নেই। কিন্তু লোকের প্রকট অভাব। একজনের পক্ষে আর কী কী করা সম্ভব... তবে চেষ্টা করব, আমার পরিচিত ও বন্ধুদেরকে এদিকে মনোযোগী করতে।[৬]

এই ব্যক্তি যে আশঙ্কা ব্যক্ত করেছিলেন বর্তমানে তা আরও প্রকট রূপ ধারণ করেছে। পূর্ববর্তী মনীষীদের ইলমি ধারা অনুযায়ী কোনো ধরনের বাড়াবাড়ি এবং ছাড়াছাড়ি ব্যতীত সঠিক পন্থায় এমন গবেষণামূলক কাজ আঞ্জাম দেওয়া এখন আরো জরুরি হয়ে পড়েছে।

এর জন্য আমি আমার আকাবির উসতাদ ও বুজুর্গ ব্যক্তিদের বহুবার বলতে শুনেছি যে, বিশুদ্ধভাবে ইতিহাসের কাজ আঞ্জাম দেওয়া এখন মুসলিম উম্মাহর জন্য এক আবশ্যক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক্ষেত্রে যে ধরনের কাজ হওয়া উচিত ছিল এখনো তা হয়নি। পক্ষান্তরে গবেষণার নামে উলটো এখন কিছু স্বাধীনচেতা লোক ভিন্ন কাজ শুরু করেছে, যা কল্যাণ বয়ে আনার পরিবর্তে এক নতুন ফেতনার রূপ ধারণ করছে। আমাদের মনীষীগণ এটি বেশ গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

মুফতি মুহাম্মদ শফি রহ. অত্যন্ত দরদের সাথে লেখেন, ইহকালীন বা পরকালীন কোনো প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও মহান মনীষীদেরকে লাগামহীন সমালোচনা ও পর্যালোচনার লক্ষ্যস্থল বানিয়ে নেওয়াকে বর্তমানে ইলমি খেদমত ও গবেষক হওয়ার আলামত বলে মনে করা হচ্ছে। উম্মাহর মহান মনীষী এবং ইমামগণের বিরুদ্ধে বহু পূর্ব থেকেই এ ধরনের নির্যাতনের প্রশিক্ষণ চলছিল। কিন্তু এখন এটা বৃদ্ধি পেয়ে সাহাবায়ে কেরাম পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে। নিজেকে ‘আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতে’র সদস্য দাবিদার এমন বহু লেখক সাহাবায়ে

[৬] ফাতাওয়ায়ে উসমানি, ১/১৮০

কেরামের মহান ব্যক্তিত্বকে রীতিমতো সমালোচনার লক্ষবস্তুতে পরিণত করাকে নিজেদের গবেষণা ও যোগ্যতা প্রকাশের মোক্ষম ক্ষেত্র মনে করেছে। একদল গবেষক হজরত মুয়াবিয়া রা. ও তার পুত্র ইয়াজিদকে সমর্থনের নামে হজরত আলি রা. ও তার সন্তানসন্ততি; বরং গোটা বনু হাশেমকে সমালোচনার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছে। আর তাতে সাহাবায়ে কেরামের সম্মান ও শ্রদ্ধা দূরের কথা, ইসলামের ন্যায়সঙ্গত ও বিজ্ঞোচিত সমালোচনার নীতিমালা সম্পূর্ণরূপে লঙ্ঘন করা হয়েছে। অপরদিকে এদের বিপক্ষে কলম ধরে আরেক দল হজরত মুয়াবিয়া, উসমান গনি রা. এবং তাদের সাথি-সঙ্গীদের বিরুদ্ধে ঠিক একইভাবে সমালোচনার তির বর্ষণ করেছে।

এসবের ফলে কুরআন-হাদিস এবং ইলমি আদবের ব্যাপারে অনবহিত এবং ইউরোপ থেকে আমদানিকৃত আধুনিক সভ্যতার অন্ধভক্ত আধুনিক শিক্ষিত সমাজ উক্ত উভয় শ্রেণির সমালোচকদের সমালোচনা এবং রচনার মাধ্যমে প্রভাবিত হচ্ছে। তারা সাহাবায়ে কেরামের বিরুদ্ধে মুখ খোলার দুঃসাহস দেখাচ্ছে।[৭]

বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়িমূলক তাদের এ সকল কর্মকাণ্ডের মোকাবেলায় আলেমগণ সাহাবিদের ব্যাপারে সঠিক আকিদা-বিশ্বাস তুলে ধরেছেন। তারা রাফেজি এবং নাসেবিদের খণ্ডন করেছেন। সাহাবায়ে কেরামের উপর তারা ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে গবেষণামূলক কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন। এক্ষেত্রে তারা কোনো ধরনের ত্রুটি করেননি।

এই সকল খেদমত এবং অবদান সত্ত্বেও সাহাবিগণের ইতিহাস থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ এবং গবেষণামূলক ইতিহাসের কাজ আঞ্জাম দেওয়ার প্রয়োজন এখনো বাকি রয়েছে। এজন্য আকাবির আসলাফের রীতি-পদ্ধতিতে তাদের বাতলানো মূলনীতি অনুযায়ী মুসলিম উম্মাহর সামনে সাহাবায়ে কেরামের নির্ভরযোগ্য ইতিহাস উপস্থাপন করা আমরা জরুরি মনে করছি। পাঠকদের নিকট দোয়া চাই, আল্লাহ তায়ালা যেন আমাদের এই প্রচেষ্টা কবুল করেন।

***

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস গ্রন্থ থেকে আমরা ইতিপূর্বে জেনে এসেছি যে, একসময় গোটা দুনিয়া কুফর-শিরকের অন্ধকারে ডুবে ছিল। এর মধ্যেই এক সময় ইসলামের আলো জ্বলে ওঠে, যা মূর্খতার অন্ধকার বিদূরিত করে দেয়।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভীষণ প্রতিকূল পরিবেশে ইসলামের দাওয়াতের সূচনা করেছেন। সৌভাগ্যবান ব্যক্তিবর্গ তার পাশে জমা হয়ে যান।

[৭] মাকামে সাহাবা, ৯, ১০

তার অনুসরণ করেন। তাকে একসময় মক্কা থেকে বের করে দেওয়া হয়। মদিনার আনসারগণ তাকে মহামান্য আমির ও রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে গ্রহণ করে নেন।

এর মাধ্যমে সর্বপ্রথম মদিনাতে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন দাওয়াতের পাশাপাশি জিহাদ চলতে শুরু করে। মাত্র দশ বছরের মধ্যেই যা গোটা আরববিশ্বে তাওহিদের বাণী উচ্চকিত করে তোলে। মক্কা বিজয় হয়। লাত-হুবলদের ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলা হয়। মানুষ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে।

খোলাফায়ে রাশেদিনের যুগে মুসলিমরা আরব উপদ্বীপ থেকে বের হয়ে পারস্য এবং রোম সাম্রাজ্যের সঙ্গে টক্কর দেন। তারা শত শত বছর ধরে চলে আসা জুলুম-নির্যাতনে নিষ্পেষিত মানুষকে মুক্তি দেন। তাদেরকে প্রকৃত মাবুদের সামনে মাথানত করার স্বাধীনতা প্রদান করেন। এভাবে মাত্র কয়েক দশকের মধ্যে ঈমান ও রুহানিয়াতে পরিপূর্ণ এক পবিত্র সমাজ ও সভ্যতা অস্তিত্ব লাভ করে, যা কেয়ামত পর্যন্ত মানবজাতির গর্বের স্থান দখল করে থাকবে।

ইতিপূর্বে আমরা এ বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

***

এখন মূল কিতাবের দ্বিতীয় খণ্ড শুরু হচ্ছে। এতে পাঁচটি অধ্যায় রয়েছে।

প্রথম অধ্যায়টি (অনুবাদের চতুর্থ খণ্ড এবং পঞ্চম খণ্ডের একটি বড় অংশ) সাহাবিদের মধ্যে সংঘটিত মুশাজারাতের বর্ণনা সম্বলিত। এতে বলা হয়েছে, মুসলমানদের লাগাতার বিজয়ের পর কীভাবে এক পরিবর্তন ধারা শুরু হয়ে যায়। মুসলিমবিশ্বে কীভাবে পশ্চাদপদতা তৈরি হয়? কীভাবে তাদের মধ্যে ভেতরগত ফেতনা সৃষ্টি হয়?

এটা মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে সংঘটিত প্রথম ফেতনার যুগ। ৩৪ হিজরি থেকে নিয়ে ৪০ হিজরি পর্যন্ত প্রায় পৌনে সাত বছর তা স্থায়িত্ব লাভ করেছিল। যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে মনে হয় ৩৪ হিজরিতে তা সূচনা লাভ করেছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বহু পূর্বেই তার শেকড় গজিয়ে উঠেছিল। এই ফেতনার ফলে হজরত উসমান বিন আফফান রা. শাহাদাত বরণ করেন। হজরত আলি রা. এর শাসনামলে এ ফেতনা পুরোমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। এ সময়ই মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসের অত্যন্ত মর্মান্তিক ঘটনা জঙ্গে জামাল এবং জঙ্গে সিফফিন সংঘটিত হয়ে যায়। এর মাধ্যমে উম্মতে মুহাম্মদী সর্বপ্রথম একে অপরের বিরুদ্ধে তরবারি উত্তোলন করে।

এ বিবাদে তিনটি দল তৈরি হয়েছিল। একটি হজরত আলি রা. এর। দ্বিতীয়টি তার বিরোধীপক্ষের। এ ছাড়াও একটি দল ছিল, যারা পর্দার আড়াল থেকে ষড়যন্ত্র পাকিয়ে যাচ্ছিল।

এটা ছিল হাঙ্গামাকালীন সময়। তখন প্রকৃত সংবাদের পরিবর্তে গুজবের ছড়াছড়ি ছিল। সাধারণত শত্রুরাই এগুলো ছড়িয়ে দিত। ফলে এ সময় সংঘটিত ঘটনাবলির ব্যাপারে গুজব ও মিথ্যা বর্ণনা প্রসিদ্ধি লাভ করে। পরবর্তীতে এজাতীয় কিছু বিষয় ইতিহাসে স্থান লাভ করে। যার কিছু কিছুতে সাহাবিদের মধ্যকার মনোমালিন্য এবং বিবাদের অবাস্তব ও বিকৃত রূপ তুলে ধরা হয়েছে।

তাই এ সময়ে সংঘটিত বিষয়াবলির প্রতি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ করা জরুরি। আসমাউর রিজালের (বর্ণনাকারীদের যাচাই-বাছাই সংক্রান্ত শাস্ত্র) মাধ্যমে সন্দেহপূর্ণ বর্ণনাগুলো যাচাই-বাছাই করা জরুরি। আলহামদু লিল্লাহ আমরা এ পথে হেঁটেছি। এভাবে যাচাই-বাছাই করে ঘটনা উল্লেখ করতে গিয়ে বইটির কলেবর বিস্তৃত হয়ে গিয়েছে। সহিহ বর্ণনা অনুসন্ধান করা, দুর্বল বর্ণনা যাচাই-বাছাই করা, বর্ণনাকারীদের অবস্থান যাচাই করা, শাস্ত্রীয় শর্তানুযায়ী অগ্রসর হওয়ার ফলে এর কোনো বিকল্প ছিল না।

***

দ্বিতীয় অধ্যায়ে (অনুবাদের পঞ্চম খণ্ডের বাকি অংশ) খেলাফতে রাশেদার পরিসমাপ্তি টানা হয়েছে। এরপর সাধারণ শাসনের সূচনাকাল এতে স্থান পেয়েছে। হজরত আলি রা. এর শাহাদাত বরণের পর হজরত হাসান রা. হজরত মুয়াবিয়া রা. এর হাতে খেলাফতের দায়িত্ব অর্পণ করেন। ফলে শান্তি, নিরাপত্তা ও বিজয়কাল শুরু হয়, যা বিশ বছর পর্যন্ত চলমান থাকে। এই অধ্যায়ে বিশ বছরের ঘটনাবলি উল্লেখ করা হয়। এ সময় যারা ষড়যন্ত্র করে ব্যর্থ হয়েছিল তারা হজরত মুয়াবিয়া রা. কে বিদ্বেষমূলক প্রোপাগান্ডার লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছে। তারা মুয়াবিয়া রা. এর বিরুদ্ধে বহু বানোয়াট বর্ণনা ছড়িয়ে দিয়েছে। একসময় তা ইতিহাসের অংশ হয়ে গেছে। এক্ষেত্রে প্রকৃত বাস্তবতা তুলে ধরা, হজরত মুয়াবিয়া রা. এর শাসনকালকে সহিহ বর্ণনার আলোকে ফুটিয়ে তোলা এবং ভুল বর্ণনাগুলোর বিচার-বিশ্লেষণ করা ঈমানি এবং ইলমি দায়িত্ব মনে করি। তাই মাত্র বিশ বছরের আলোচনা করতে গিয়ে কলেবর কিছুটা বড় হয়ে গেছে। এটা অধ্যয়ন করে ইনশাআল্লাহ আমরা ঈমানের নতুন এক সজীবতা অনুভব করতে পারব।

***

তৃতীয় অধ্যায়টি (অনুবাদের ষষ্ঠ খণ্ডের একটি বড় অংশ) ইয়াজিদের শাসনামলের শুরু থেকে নিয়ে হজরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রা. এর শাহাদাতকাল পর্যন্ত বিস্তৃত। ষাট হিজরি থেকে নিয়ে তেহাত্তর হিজরি পর্যন্ত এই সময়ে কারবালা, হাররা, মক্কা ও মদিনায় উমাইয়া সৈন্যদের অভিযান পরিচালনাসহ আরো কিছু স্পর্শকাতর আলোচনা স্থান পেয়েছে। ঘটনাগুলো সম্পর্কে বহু দুর্বল এবং মনগড়া বর্ণনা রয়েছে। এসবের মধ্য থেকে সহিহ বর্ণনাগুলো নির্বাচন করা এবং বাস্তবতা ফুটিয়ে তুলতে এক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত বেশ কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে।

***

চতুর্থ অধ্যায়ে (অনুবাদের ষষ্ঠ খণ্ডের বাকি অংশ) কিছু মহান ব্যক্তির আলোচনা করা হয়েছে। যারা হিজরি প্রথম শতাব্দীতে মুসলিম উম্মাহর ইলম, ঈমান এবং আখলাক-চরিত্র গঠনে মহান খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন।

***

পঞ্চম অধ্যায়ের (অনুবাদের সপ্তম ও অষ্টম খণ্ড) শিরোনাম হলো 'সংশয় নিরসন'। সাহাবিদের মধ্যে সংঘটিত মুশাজারাত বিষয়ে সাধারণ মানুষের মনে অসংখ্য প্রশ্ন ও আপত্তি তৈরি হয়ে থাকে। এ বিষয়ে সঠিক অবস্থান তুলে ধরার পাশাপাশি এ সংক্রান্ত সন্দেহ ও আপত্তি নিরসন করাটা আবশ্যক ছিল। ইতোপূর্বে আলোচনা করার সময় মূল আলোচনা এবং টীকাতে এ দিকে লক্ষ রাখা হয়েছিল। পরবর্তীতে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে এই প্রয়োজন মেটানোর প্রয়াস চালানো হয়েছে।

***

রিজালশাস্ত্র এবং জরাহ-তাদিলের উপর ভিত্তি করেই আমরা এই আলোচনা করেছি। যারা রিজালশাস্ত্রকে সন্দেহপূর্ণ মনে করে তাদের জন্য এই হাজার হাজার পৃষ্ঠা সম্পূর্ণ অর্থহীন প্রয়াস। আমরা রিজালশাস্ত্রের মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করতে গিয়ে যদিও ইমাম বুখারি, ইমাম মুসলিম, ইমাম ইজলি, ইমাম উকাইলি, মুহাম্মদ বিন সা'দ, ইবনে আবি হাতেম, ইবনে হিব্বান, ইমাম ইবনুল জাওযি, ইবনে আদি, ইমাম মিযযি রহিমাহুল্লাহর মতো প্রথমসারির বিচারকদের মাধ্যমে যথাসম্ভব উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করেছি। তবু আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে হাফেজ জাহাবি এবং হাফেজ ইবনে হাজার রহ. এর মতের উপর নির্ভর করেছি। তারা পূর্ববর্তী মনীষীদের মতগুলো ব্যাখ্যা করার পাশাপাশি এর সারনির্যাস তুলে ধরেছেন। কোনো বর্ণনাকারীর ব্যাপারে মতভিন্নতা তৈরি হয়ে গেলে সকল

বিশেষজ্ঞ এই দুই মহান গবেষকের গবেষণার উপর সবচেয়ে বেশি নির্ভর করে থাকেন।

মুশাজারাতের মূলনীতি সংক্রান্ত অন্যান্য কিতাবের পাশাপাশি বিশেষভাবে ইবনে হাজার রহ. এর 'নুখবাতুল ফিকার', ইমাম সুয়ুতির 'তাদরিবুর রাবি', মাওলানা আবদুল হাই লৌখনবির 'আর-রাফউ ওয়াত তাকমিল', মাওলানা যফর আহমদ উসমানির 'কাওয়ায়েদ ফি উলুমিল হাদিস' বিশেষভাবে সামনে রাখা হয়েছে।

ইতিহাসের বিশেষ কিছু বর্ণনার ক্ষেত্রে মূলনীতি হিসেবে ইবনে খালদুনের 'মুকাদ্দমা' এবং ইমাম সাখাবির 'আল-ইলান বিত তাওবিখ', আল্লামা কাফিজির পুস্তিকা 'আল মুখতাসার ফি ইলমিত তারিখ' থেকে অধিক পরিমাণে সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে।

ইতিহাসের ঘটনাবলির উৎস নির্ধারণে আমরা প্রথমে হাদিসের গ্রন্থাদি, দ্বিতীয় পর্যায়ে ইতিহাসের গ্রন্থাদি থেকে সাহায্য গ্রহণ করেছি। হাদিসের ভান্ডারের মধ্যে আমরা সিহাহ সিত্তা, ইমাম মালেক রহ. এর মুওয়াত্তা, ইমাম আবু বকর ইবনে আবি শাইবার মুসান্নাফ, মুসনাদে আহমদ ইবনে হামবল, মুসতাদরাকে হাকেম, ইমাম আবদুর রাজ্জাক বিন হুমামের মুসান্নাফ-সহ হাতের নাগালে থাকা সকল উৎসগ্রন্থ থেকে যথাসম্ভব সাহায্য গ্রহণ করেছি।

তেমনিভাবে আমরা সাধ্যানুযায়ী ইতিহাসের সকল প্রাচীন উৎসগ্রন্থ থেকে সাহায্য নিয়েছি। ঐতিহাসিকদের মধ্যে প্রথমে খলিফা বিন খাইয়াত, মুহাম্মদ বিন সা'দ, ইবনে জারির তাবারি, ইবনে আবি খাইসামা রহিমাহুমুল্লাহর মতো পূর্ববর্তী মনীষীদের বর্ণনার উপর নির্ভর করেছি। তারা ইতিহাসবেত্তা হওয়ার পাশাপাশি রেওয়ায়েত যাচাই-বাছাইয়ের ক্ষেত্রেও প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। এরপর আল্লামা বালাজুরি, আল্লামা ইবনুল জাওযি, আল্লামা ইবনে আবদিল বার, ইবনুল আসির জাযারি, হাফেজ জাহাবি, হাফেজ ইবনে কাসির, আল্লামা ইবনে খালদুন এবং হাফেজ ইবনে হাজার রহিমাহুমুল্লাহর কিতাবাদি থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে। স্পর্শকাতর বিষয়াদির ক্ষেত্রে যথাসম্ভব মূল বিষয় এবং তার বর্ণনা-সূত্র যাচাই-বাছায়ের প্রতি পূর্ণ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বর্ণনার বিশুদ্ধতা এবং দুর্বলতার ব্যাপারে কিছু নির্ভরযোগ্য গ্রন্থের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ রাখা হয়েছে। এর মধ্যে ড. মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ গিব্বান সুবহি প্রণীত 'ফেতনায়ে মাকতালে উসমান' অধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এ ছাড়াও ড. মুহাম্মদ বিন তাহের আল বারযানজি এবং ড. মুহাম্মদ সুবহি হাসান হাল্লাক কৃত 'সহিহ

তারিখে তাবারি' থেকে অধিক সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে। তারিখে তাবারির বর্ণনার বিশুদ্ধতা যাচাইয়ে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই গ্রন্থটির উপর নির্ভর করা হয়েছে। তেমনিভাবে হাদিসের সনদগত বিষয়ে শায়েখ নাসিরুদ্দীন আলবানি, ডক্টর শুয়াইব আল আরনাউত, ড. আহমদ মুহাম্মদ শাকেরের গবেষণামূলক কাজগুলো সামনে রাখা হয়েছে। অবশ্য কিছু কিছু স্থানে তাদের সাথে মতবিরোধের সুযোগ আছে বলে মনে হয়েছে।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, হজরত উসমান গনি রা. এর শাহাদাত থেকে নিয়ে হজরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রা. এর শাহাদাত পর্যন্ত অবস্থার প্রতি অত্যন্ত সূক্ষ্ম নজর দেওয়া প্রয়োজন। এ সময়কালে সাহাবিদের মধ্যে মুশাজারাত এবং আমাদের মুসলিম ইতিহাসের কিছু স্পর্শকাতর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এসব ঘটনার ব্যাপারে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন মত পোষণ করে থাকে। এ নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন বহু চিন্তাধারাও গড়ে উঠেছে। এসব চিন্তাধারা থেকে দলাদলির সৃষ্টি হয়েছে। এই কারণে মুফতি মুহাম্মদ শফি রহ. লেখেন, গোটা মুসলিম উম্মাহ এ ব্যাপারে একমত যে, সাহাবায়ে কেরামের পরিচয় জানা, তাদের মধ্যকার স্তর এবং তাদের মধ্যে সংঘটিত পারস্পরিক মতভিন্নতার মধ্যে সিদ্ধান্ত করাটা ইতিহাসের সাধারণ কোনো কাজ নয়। বরং সাহাবায়ে কেরামের পরিচিতি হাদিসশাস্ত্রের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ইবনে হাজার রহ. 'আল ইসাবাহ'র ভূমিকায়, ইবনে আবদিল বার রহ. 'আল-ইসতিয়াবে'র ভূমিকায় এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। সাহাবিদের মর্যাদা, তাদের পারস্পরিক শ্রেষ্ঠত্বের স্তর এবং তাদের মধ্যে সংঘটিত মতবিরোধের সিদ্ধান্তকে আলেমগণ আকিদার বিষয় বলে উল্লেখ করেছেন। ইসলামের সকল আকিদার গ্রন্থাবলিতে এটাকে এক স্বতন্ত্র অধ্যায় হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়টি যেহেতু ইসলামি আকিদার অংশ এবং এর ভিত্তিতে ইসলামি দল এবং ফেরকা তৈরি হয়েছে এজন্য এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহ এবং ইজমায়ে উম্মতের মতো শরয়ি দলিল-প্রমাণ প্রয়োজন। এ বিষয়ে কোনো বর্ণনার মাধ্যমে দলিল পেশ করতে চাইলে তাকে মুহাদ্দিসদের উদ্ভাবিত জরাহ-তাদিলের মূলনীতির আলোকে বিচার-বিশ্লেষণ করা আবশ্যক। ইতিহাসের গ্রন্থাদিতে সেটা তালাশ করা এবং তার উপর নির্ভর করা একটি মৌলিক ভুল; সেই ইতিহাসগ্রন্থের লেখক যত বড় বিশ্বস্ত ব্যক্তিই হোন না কেন, কিংবা তা যত বড় নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিসই লেখুন না কেন, তবু যাচাই-বাছাই ছাড়া শুধু তার লিখিত গ্রন্থে তালাশ করে তার উপর নির্ভর করা সম্পূর্ণ ভুল। কেননা এটা ইতিহাসশাস্ত্র। সঠিক এবং ভুল যাবতীয় বর্ণনা একত্র করাই এই শাস্ত্রের রীতি।[৮]

৮. মাকামে সাহাবা, পৃষ্ঠা ২৯

যেহেতু ইতিহাস থেকে যাচাই-বাছাই করে সঠিক বিষয় উল্লেখ করা আমার উদ্দেশ্য, তাই আমি ইতিহাসের রেওয়ায়েতগুলোর অন্ধ অনুসরণ করিনি। মুহাদ্দিসদের জরাহ-তাদিলসংক্রান্ত মূলনীতির ভিত্তিতে হাজার হাজার বর্ণনা যাচাই-বাছাই করেছি। বর্ণনাকারীদের অবস্থা বিশ্লেষণ করেছি। এক্ষেত্রে আমি সামান্যও ত্রুটি করিনি। আলহামদুলিল্লাহ সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার সাহায্য এবং তার অনুগ্রহ লাভ করেছি। তার তাওফিকের মাধ্যমে ইলম ও চিন্তার এক বসন্তের মাধ্যমে আমি এই মরুভূমি অতিক্রম করেছি। (কোনো কবি বলেছেন) 'পা তো চলেনি বরং তাকে চালানো হয়েছে।'

নিকট অতীতের কিছু গবেষক সাহাবিদের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডার জবাবে মুসলিম ইতিহাসের শুরু যুগের উপর গবেষণামূলক কিছু কাজ করার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। সাহাবিগণের বিরুদ্ধে চালানো প্রোপাগান্ডার জবাব দেওয়া আমাদের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। কিন্তু ওই ক্ষেত্রে তাদের এবং আমাদের মধ্যে পদ্ধতিগত কিছু মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। তাদের অবলম্বনকৃত পদ্ধতি উম্মাহকে পূর্ববর্তী মনীষীদের পথ থেকে বিচ্যুত করে হাদিস অস্বীকারের পথে নিয়ে যায়। তাদের গৃহীত পদ্ধতির সারনির্যাস চারটি পয়েন্টে উল্লেখ করা যেতে পারে।

১. কোনো বর্ণনা—হোক তা সনদগতভাবে সহিহ বা যয়িফ কিংবা সেটা থাক ইতিহাস কিংবা হাদিসের গ্রন্থাদিতে, যদি তার প্রতি আমাদের মনে কোনো ধরনের সন্দেহ-সংশয় তৈরি হয় তা হলে সেটা প্রত্যাখ্যাত হবে।

২. এই জাতীয় বর্ণনা উদ্ধৃতিকারী ঐতিহাসিক এবং মুহাদ্দিসদেরকে কোনো ভ্রান্ত দলের এজেন্ট মনে করা হবে।

৩. আমাদের গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গির অনুকূল হলে আসমাউর রিজালের মনীষীদের নিতান্ত দুর্বল মতকেও গ্রহণযোগ্য মনে করা হবে। এর বিপরীত হলে বিশেষজ্ঞদের বিশাল অংশের মতও প্রত্যাখ্যান করা হবে।

৪. মুসলিম উম্মাহর আলেমদের সর্বসম্মত দৃষ্টিভঙ্গিকে চূড়ান্ত জ্ঞান করা হবে না। নিজেদের নতুন গবেষণাকে চূড়ান্ত মনে করা হবে।

বলাবাহুল্য এই পদ্ধতির আগাগোড়া পুরোই দলান্ধতার উপর ভিত্তিশীল। পক্ষান্তরে জমহুর আলেম এবং আকাবির-আসলাফের রীতি-পদ্ধতিই সঠিক। তাদের গৃহীত পন্থার মূলনীতি চারটি।

১. যেসকল মনীষীর আমানত দিয়ানত এবং তাদের ইলমি অবস্থান ব্যাপকভাবে সকলেই মেনে থাকে এবং জমহুর আলেম যাদের কিতাবাদি দ্বারা উপকৃত হয়ে থাকেন, তাদেরকে সঠিক আকিদার অধিকারী, বিশ্বস্ত, আমানতদার এবং মুসলিম উম্মাহর কল্যাণকামী মনে করা হবে।

২. আমাদের মনীষীগণ ভুলত্রুটির ঊর্ধ্বে নন। তাদের থেকে ইলমি ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রকাশ পেতে পারে। তাই তাদের সঙ্গে মতভিন্নতার সুযোগ রয়েছে। কোনো গ্রন্থ এবং রচনায় তাদের গৃহীত ও নির্ধারিত নীতিমালার উপর আপত্তি তোলার সুযোগ রয়েছে। তাদের বর্ণনা, উপস্থাপিত দলিল বা গবেষণাকে প্রত্যাখ্যান করা যেতে পারে। কিন্তু তাদের ঈমানের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা কিংবা তাদেরকে কোনো ভ্রান্ত দলের এজেন্ট মনে করা জঘন্য বাড়াবাড়ি।

৩. প্রথম শতাব্দী থেকেই যে বিষয়ের উপর জমহুর আলেম একমত পোষণ করে আসছেন এবং এগুলোর উপর ঐকমত্য চলে আসছে সেসব বিষয়ে মতভিন্নতার কোনো সুযোগ নেই। গবেষণার নামে এই ধরনের মতভিন্নতা পোষণ করা সবসময় নতুন কোনো ফেরকা ও দল তৈরির ভিত্তিমূল হয়ে থাকে।

৪. কোনো বর্ণনা গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যানের ক্ষেত্রে হাদিসশাস্ত্রের মূলনীতি এবং ইতিহাসের যাবতীয় দিক সামনে রাখতে হবে। নিছক সন্দেহ বা আপত্তিকর মনে হওয়া কোনো বর্ণনাকে মিথ্যা প্রমাণিত করার জন্য যথেষ্ট নয় (যদি এটাকে মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয় তা হলে বহু সহিহ, মারফু হাদিস প্রত্যাখ্যান করা আবশ্যক হয়ে দাঁড়াবে। কেননা আমাদের জ্ঞান এবং বোধগম্যতার স্বল্পতার কারণে সেখানে সন্দেহ তৈরি হতে পারে)।

ইতিহাসের মূলনীতি সংক্রান্ত আলোচনা এবং এরপর ইতিহাসের বর্ণনা যাচাই-বাছাইয়ের ক্ষেত্রে আমাদের পথচলা ইনশাআল্লাহ উল্লিখিত চারটি পয়েন্টেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

আমাদের (মূল বইয়ের) দ্বিতীয় খণ্ডের কাজ শুরু হয়েছিল ২০১২ সনে। বিভিন্ন সময় ধীরে ধীরে এ কাজ চলমান ছিল। অবশেষে পাঁচ বছর পর ২০১৭ সালের শেষদিকে তা পূর্ণতা পেয়েছে।

এর মধ্যে আমার আকাবির, আসাতিজা এবং আলেম বন্ধুদের সাথে সবসময় পরামর্শের ধারা অব্যাহত ছিল। এসময়ে আল্লাহর রহমতে বাইতুল্লাহ জিয়ারতের তাওফিক হয়েছে। সেখানে এ কাজটির পূর্ণতা এবং মাকবুলিয়াতের জন্য মন ভরে দোয়া করেছি। মক্কা শরিফে আমার প্রিয় ব্যক্তিত্ব, জামিয়াতুর রশিদ করাচির প্রিন্সিপাল মুফতি আবদুর রহিম হাফিজাহুল্লাহ থেকে ইতিহাস যাচাই-বাছাইয়ের রীতি-পদ্ধতি এবং মূলনীতি বিষয়ে বহুভাবে উপকৃত হয়েছি। জামিয়াতুর রশিদ করাচির দারুল ইফতার প্রধান মুফতি মুহাম্মদ যারিন এই

কাজের ব্যাপারে অত্যন্ত মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। রেওয়ায়েত-সংক্রান্ত মূলনীতি বিষয়ে তিনি অত্যন্ত উপকারী উৎসগ্রন্থের সন্ধান দিয়েছেন। তিনি আমাকে সাহস যুগিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা এ সকল মনীষীর ছায়া আমাদের উপর দীর্ঘস্থায়ী করুন।

দৈনিক 'ইসলামে'র সাবেক কর্মকর্তা এবং আমার বন্ধু মাওলানা মুহাম্মদ আশেক এলাহির কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। তিনি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে কষ্ট করে (মূল বইয়ের) প্রথম খণ্ড পুরোটা এবং দ্বিতীয় খণ্ডের অধিকাংশ কম্পোজ করেছেন। ইদারায়ে উলুমুল কুরআনের সম্মানিত উসতাদ জনাব আহমাদ মাহমুদ খুব অল্প সময়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় কম্পোজ করে দিয়েছেন। মুফতি আবদুল খালেক গ্রন্থটির নজরে সানির ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম ও গভীর দৃষ্টির প্রমাণ রেখেছেন। আমি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আল মানহালের পরিচালক মাওলানা মুহাম্মদ আলতাফ মাইমান, ভাই হামেদ আলি খোখর এবং 'ইদারাতুন নুরে'র ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মুহাম্মদ আলি ভাইয়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। তাদের একনিষ্ঠ প্রচেষ্টা এবং সহযোগিতার ফলে কাজটি আত্মপ্রকাশ করছে। এই কল্যাণ-কাজের সাথে যারাই কোনোধরনের সহযোগিতার মাধ্যমে শামিল হয়েছিলেন, আল্লাহ তায়ালা তাদের সবাইকে দুনিয়া এবং আখেরাতে সর্বোত্তম প্রতিদান দান করুন।

প্রথম খণ্ডের শুরুতে আমি 'ইলমে তারিখ' তথা ইতিহাসের পরিচয়ের উপর একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। এই খণ্ডে রেওয়ায়েত যাচাই-বাছাই এবং বিশুদ্ধতার পদ্ধতি বোঝার জন্য একটি প্রবন্ধ পেশ করছি। এতে সেসব মূলনীতির প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করা হয়েছে, যা আমাদের সামনের ঐতিহাসিক আলোচনার ক্ষেত্রে ভিত্তিমূল হিসাবে অনুসৃত হয়েছে।

ইসমাইল রেহান
১৯ জুমাদাল উলা, ১৪৩৯
৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

জ্ঞাতব্য

১. পাঠক যাতে হাতের নাগালে থাকা সহজলভ্য যেকোনো উৎস দেখে নিতে পারেন এজন্য বহু স্থানে একাধিক বা তার চেয়েও বেশি কিতাবের রেফারেন্স দেওয়া হয়েছে। তবে কিছু কিছু স্থানে প্রয়োজন অনুযায়ী বহু রেফারেন্স উল্লেখ করা হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটি ঘটনার বিভিন্ন অংশ বহু কিতাবে বিক্ষিপ্ত আকারে বিদ্যমান রয়েছে, এজন্য কোনো একটি রেফারেন্স তালাশ করে ঘটনাটি সম্পূর্ণ না পেলে অন্যান্য রেফারেন্স দেখে নিতে হবে।

২. রেফারেন্সের ক্ষেত্রে অধিক প্রচলিত এবং নতুন তাহকিকসমৃদ্ধ কিতাবের উদ্ধৃতি উল্লেখ করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিতাবের শেষে গ্রন্থপঞ্জি নামে একটি শিরোনাম উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে আমাদের রেফারেন্সের গ্রন্থাদির প্রকাশনীর নাম উল্লেখ রয়েছে। পাঠক সেসব প্রকাশনীর গ্রন্থ তালাশ করলে ইনশাআল্লাহ অতি দ্রুত পেয়ে যাবেন। কিন্তু কোনো কোনো সময় একই প্রকাশনীর কোনো কিতাবে নতুন সংস্করণে ২-৪ পৃষ্ঠা কমবেশ হয়ে থাকে, এজন্য রেফারেন্সে উল্লিখিত পৃষ্ঠায় না পেলে ২-৪ পৃষ্ঠা পূর্বে বা পরে তালাশ করতে হবে।

৩. যদি কপি ভিন্নতার কারণে রেফারেন্সে উল্লেখিত খণ্ড ও পৃষ্ঠায় কোনো ঘটনা না পাওয়া যায়, তা হলে অধিকাংশ ইতিহাসের গ্রন্থে হিজরি সনের অধীনে সেটাকে খুঁজে দেখা যেতে পারে। কিংবা শাসন এবং শাসকদের অধীনেও তালাশ করা যেতে পারে। তাহলে ইনশাআল্লাহ পাওয়া যাবে।

সূচিপত্র

ইতিহাস অধ্যয়ন ও যাচাই-বাছাইয়ের মূলনীতি

পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকদের রচনাশৈলীর একটি সমীক্ষা ৩৪
হাদিসশাস্ত্র এবং ইতিহাসের মধ্যকার পার্থক্য ৩৫
ইতিহাস সংকলনের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী মনীষীদের সতর্কতামূলক পদক্ষেপ ৩৮
ঘটনাবলির যৌক্তিক স্তর ৪০
সংবাদের ছ'টি মৌলিক প্রশ্ন ৪১
যৌক্তিক মিলের জন্য দুর্বল উৎস অনিবার্য ৪২
ইতিহাসের গ্রন্থাদিতে কি বানোয়াট বর্ণনা নেই? ৪৩
বর্ণনা করার অর্থ কি সেটাকে আকিদা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া? ৪৪
ইবনে জারির তাবারি রহ. এর বক্তব্য ৪৭
আল্লামা ইবনুল আসির জাযারি রহ. এর বক্তব্য ৪৮
হাফেজ ইবনে কাসির রহ. এর বক্তব্য ৪৯
যয়িফ বর্ণনা কবুল করার ক্ষেত্রে শিথিলতার শর্ত ৫০
ভ্রান্ত লোকদের বর্ণনা গ্রহণযোগ্য ও প্রত্যাখ্যাত হওয়ার মূলনীতি ৫১
যয়িফ বর্ণনা উদ্ধৃত করা এবং তার উপর আমল করার বিধান ৫১
মুহাদ্দিসদের পরিভাষা বুঝতে হবে ৫২
সাহাবি ও তাবেয়িদের যুগের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে পরবর্তী ঐতিহাসিকদের রচনাশৈলী সঠিক ছিল নাকি ভুল? ৫৩
কয়েকজন লেখকের একটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করা কি তা গ্রহণযোগ্য হওয়ার প্রমাণ বহন করে? ৫৪
একজন যয়িফ রাবি কয়েকজন সিকাহ (বিশ্বস্ত) রাবি থেকে কোনো ঘটনা বর্ণনা করলে কি সেটা গ্রহণযোগ্য হয়ে যায়? ৫৬
সন্দেহযুক্ত রেওয়ায়েতের উপর হাফেজ ইবনে কাসির ও আল্লামা ইবনে খালদুন কেন নিরীক্ষণ করেননি? ৫৭
ধর্ম যখন ইতিহাসের বর্ণনার উপর নির্ভরশীল নয়, তখন এগুলোর কোনটি সহিহ আর কোনটি যয়িফ তা বিচার করার কী প্রয়োজন? ৫৮

মুশাজারাতের রেওয়ায়েত ও সাহাবিদের মর্যাদা একটি নির্মোহ বিশ্লেষণ ৬১
সাহাবায়ে কেরাম মাহফুজ ছিলেন ৬৩
কুরআন মাজিদে সাহাবিদের চিত্রায়ণ ৬৫
ইসমতে আমবিয়া ও আদালতে সাহাবার পার্থক্য ৬৭
সাহাবায়ে কেরাম কি মাসুম ছিলেন? ৬৮
আদালতে সাহাবার অর্থ ৬৯
আদালতে সাহাবা সংক্রান্ত দুটি গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নিরসন ৭১
প্রথম সন্দেহ ৭১
দ্বিতীয় সন্দেহ ৭২
কোনো রেওয়ায়েত গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যানের মূলনীতি ৭৫
রাবিদের নির্ভরযোগ্যতা ও দুর্বলতা যাচাই করা জরুরি কেন? ৭৭
সামাজিক অবস্থান ৭৮
পূর্ববর্তী মুসলিম ঐতিহাসিকগণ বর্ণনার ক্ষেত্রে যখন উল্লিখিত যাচাইবাছাই নীতি অবলম্বন করেননি, তবে আমরা কেন তা করতে যাব? ৮০
ইতিহাসের রেওয়ায়েত কীভাবে যাচাই-বাছাই করা হবে? ৮১
রেওয়ায়েতের স্তর সহিহ, হাসান, যয়িফ ৮২
যয়িফ রেওয়ায়েতের দুর্বলতা কখন দূর হয় আর কখন তা বহাল থাকে? ৮২
সহিহ ও যয়িফ রেওয়ায়েতের পার্থক্যের ফল কী? ৮৩
সহিহ সনদে বর্ণিত কোনো রেওয়ায়েতে সাহাবিদের দোষারোপ করা হলে তা গ্রহণ করা হবে কি না? ৮৩
দিরায়াতের মূলনীতির উদ্দেশ্য ৮৫
যয়িফ রেওয়ায়েতের ব্যাপারে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা ৮৭
একই পর্যায়ের সাংঘর্ষিক রেওয়ায়েতের মধ্যে প্রাধান্য দেওয়ার সর্বোত্তম পন্থা ৮৮
শিয়া ও নাসেবিদের বর্ণনার মান ৯০
রেওয়ায়েত যাচাই-বাছাইয়ের এই নিষ্ঠাপূর্ণ মূলনীতি মানা সকলের জন্য অপরিহার্য ৯১
কিছু প্রসিদ্ধ যয়িফ ও সিকাহ রাবি একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ৯২
নিতান্ত দুর্বল চার রাবি ৯২
১. লুত বিন ইয়াহইয়া আবু মিখনাফ ৯৩
২. মুহাম্মদ বিন সায়েব আল কালবি ৯৩

৩. হিশাম বিন মুহাম্মদ বিন সায়েব কালবি ৯৩
৪. মুহাম্মদ বিন উমর আল ওয়াকিদি ৯৪
অবশিষ্ট সাতজন রাবির অবস্থা ৯৫
৫. উমর বিন শাব্বাহ ৯৫
৬. ইমাম ইবনে শিহাব যুহরি ৯৫
৭. আবুল হাসান মাদানি আলি বিন মুহাম্মদ ৯৭
৮. মুহাম্মদ বিন সা'দ ৯৭
৯. খলিফা বিন খাইয়াত ৯৮
১০. মুহাম্মদ বিন ইসহাক ৯৮
১১. সাইফ বিন উমর ৯৮
হাদিস লেখকদের ইতিহাস সংক্রান্ত রেওয়ায়েত ৯৯
ইমাম আবু বকর ইবনে আবি শাইবা রহ. ১০০
ইমাম আবদুর রাজ্জাক বিন হুমাম সানাআনি রহ. ১০০
ইমাম হাকিম নিশাপুরি রহ. ১০১
ইমাম হাকিম এবং ইমাম সানাআনির উপর রাফেজি হওয়ার অপবাদ ১০১
শিয়া এবং রাফেজির পার্থক্য ১০৪
রাফেজি ও শিয়ার মধ্যকার পার্থক্য : শাহ আবদুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলবির ব্যাখ্যা ১০৬
মুশাজারাতে সাহাবা অধ্যায় কেন বাদ দেওয়া সম্ভব হলো না? ১০৮
মুশাজারাতে সাহাবার ব্যাপারে নীরবতা এবং আলোচনার বিধান ১০৯
রেওয়ায়েত গ্রহণের ক্ষেত্রে আমাদের কর্মপন্থা ১১০
মুশাজারাত এবং ফিকহি দৃষ্টিকোণ ১১১
সাইয়েদ আবুল হাসান আলি নদবির গুরুত্বপূর্ণ অভিমত ১১৩

খেলাফতে রাশেদার পারস্পরিক মতানৈক্য ও মতবিরোধের যুগ

ষড়যন্ত্রের সূচনা ১১৯
আবদুল্লাহ বিন সাবা ১২১
নব্য আকিদার প্রসার ১২১
বিশৃঙ্খলার কেন্দ্রসমূহ ১২৩
হজরত উমর ও হজরত উসমান রা. এর কৌশলগত ভিন্নতা ও তার ফল ১২৫
সাবায়ি ফেতনা ও মুসলিম শাসকদের কাজের সমালোচনা ১৩১
ওয়ালিদ বিন উকবা রা. এর ঘটনা ১৩৪

সরাসরি খলিফাতুল মুসলিমিনের কাজের সমালোচনা ১৩৮
আবদুল্লাহ ইবনে সাবা শামে ১৩৯
সাবায়ি ষড়যন্ত্রের মূল হোতা কারা? ১৪০
ইবনে সাবার ষড়যন্ত্র মিসরে ১৪৩
৩৩ হিজরির সূচনা : নতুন নতুন ঘটনা ১৪৩
প্রথম ঘটনা ১৪৪
ইবনে সাবা ইরাকে ১৪৪
ষড়যন্ত্রের শাখা-প্রশাখা যখন জনসম্মুখে প্রকাশ পেল **১৪৬**
প্রাণনাশী আক্রমণের ব্যর্থ চেষ্টা ১৪৭
বিশিষ্ট সাহাবিদের সঙ্গে হজরত উসমান রা. এর পরামর্শ ১৪৭
অপপ্রচার ও তিন মিথ্যা অপবাদ ১৪৯
ইবনে সাবার নতুন খেলা ১৫০
হজরত উসমান রা. এর তদন্ত কার্যক্রম ১৫০
মুয়াবিয়া রা. এর শঙ্কা এবং মদিনাবাসীর জন্য উসমান রা. এর কল্যাণকামিতা ১৫১
বিশিষ্ট সাহাবিদের ন্যায়ানুগ কর্মপন্থা **১৫৩**
সাবায়িদের ষড়যন্ত্রের নীল নকশা **১৫৭**
সাবায়ি কাফেলা অপবাদের তালিকা নিয়ে মদিনায় উপস্থিত ১৫৮
আদালতের কাঠগড়ায় হজরত উসমান রা. ১৫৯
সাবায়িদের মূল আক্রমণ **১৬৬**
বানোয়াট পত্র ১৬৬
সাবায়ি কাফেলার অভিযান ১৬৬
সাবায়ি কাফেলার মদিনায় আগমন : প্রথম পদক্ষেপ ব্যর্থ ১৬৮
মদিনার বাইরে সাহাবায়ে কেরামের পাহারা ১৬৯
বিশিষ্ট সাহাবিদের সাথে বিদ্রোহীদের পৃথক পৃথক সাক্ষাৎ ১৬৯
বিদ্রোহী কাফেলার প্রস্থান ১৭১
ষড়যন্ত্রের দ্বিতীয় পদক্ষেপ : বানোয়াট চিরকুট এবং বিদ্রোহীদের পুনর্বার আক্রমণ ১৭১
বিদ্রোহীরা মসজিদে নববিতে ১৭৫
অবরোধ ১৭৬
বিদ্রোহীদের দাবি কেন মানা হলো না? ১৭৭

হজরত উসমান রা. অস্ত্র ধারণ না করার সিদ্ধান্ত কেন নিলেন? ১৭৮
অন্যান্য শহরবাসীর দুশ্চিন্তা ও সাবায়িদের অপপ্রচার ১৭৯
খাবার ও পানির অবরোধ, হজরত আলির পক্ষ থেকে সাহায্যের চেষ্টা ১৭৯
উম্মুল মুমিনিনদের পক্ষ থেকে হজরত উসমানকে সাহায্যের চেষ্টা ১৮০
আপন জীবনের চেয়ে হজের ব্যবস্থাপনার ভাবনা বেশি ছিল এই মজলুম খলিফার ১৮১
মদিনার কতিপয় বিশিষ্ট সাহাবি মদিনা ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন ১৮১
হজরত যুবাইর রা. এর বার্তা ১৮২
উপদেশমূলক ভাষণ ১৮২
ষড়যন্ত্রের তৃতীয় পদক্ষেপ শাহাদাতের হৃদয়বিদারক ঘটনা ১৮৫
হজরত আলির পরবর্তী খলিফা হওয়ার প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিত ও অন্তিম বার্তা ১৮৬
জীবনের শেষদিন : শত্রুদের সামান্য যুদ্ধ, নিরাপত্তাব্যবস্থার অবসান ১৮৭
সবশেষে হজরত উসমানের গৃহ ত্যাগ করেন হজরত হাসান ও হজরত হুসাইন ১৮৮
মুহাম্মদ বিন আবু বকর ও কিছু নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীর অনুতাপ ১৮৯
সাবায়িদের প্রাণঘাতী আক্রমণ ও হজরত উসমানের নির্মম শাহাদাত ১৯১
জানাজা ও দাফন ১৯৩
দাফনের সময় কারামাত ১৯৪
এই নির্মম ঘটনায় বিশিষ্ট সাহাবিদের অভিব্যক্তি ১৯৪
রোম সম্রাট কায়সারের হঠাৎ আক্রমণ এবং আল্লাহর গায়েবি সাহায্য ১৯৬
হজরত উসমান রা. কে কারা হত্যা করেছিল? ১৯৮
প্রাণঘাতী আক্রমণের নেতৃত্ব কে দিয়েছিল? ২০০
আবদুল্লাহ বিন সাবার অস্তিত্ব কি নিছক কল্পনা? ২০২
উসমান রা. এর জীবনাদর্শের কয়েকটি বিশেষ দিক ২০৪
গভর্নরদের বরখাস্তের অবিচল সিদ্ধান্ত ২০৪
প্রয়োজন অনুপাতে দণ্ডবিধিও কার্যকর করতেন ২০৫
মসজিদুল হারামের সম্প্রসারণে বাধাপ্রদানকারীদের শাস্তি ২০৫
মদিনাবাসীকে সতর্কীকরণ ২০৭
বাকপটুতা ২০৭
নেতাদের সাথে অভদ্র আচরণ তিনি সহ্য করতেন না ২০৮
পরিস্থিতি সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন থাকতেন ২০৮

মন্দ বিষয়গুলো দূর করার চিন্তা ২০৮
বার্ধক্য সত্ত্বেও দুর্বল ও অসহায় ছিলেন না ২০৯
সুউচ্চ মনোবল ২০৯

হজরত আলি রা. এর খেলাফতকাল

হজরত উসমান রা. এর শাহাদাতের পর এক নজরে মুসলিমবিশ্বের চিত্র ২১১
হজরত আলি রা. কেন এককভাবে খেলাফতের হকদার? ২১৩
হজরত আলির খেলাফতের বাইয়াত কীভাবে সংঘটিত হয়েছিল? ২১৫
বাইয়াত ও প্রথম খুতবা ২১৬
হজরত উসমান রা. এর কিসাস ২১৭
নতুন বর্ষ : ৩৬ হিজরির সূচনা ২২০
বিদ্রোহীদের থেকে কেন বাইয়াত গ্রহণ করলেন? ২২৩
হজরত উসমানের হত্যাকারীদের গ্রেফতারে কাল-ক্ষেপণের কারণ : বিদ্রোহীদের পাঁচটি শ্রেণি ২২৪
কিসাসের দাবিতে হজরত তালহা, যুবাইর, আয়েশা সিদ্দিকা ও মুয়াবিয়া রা. প্রমুখের ফিকহি দৃষ্টিভঙ্গি কী ছিল? ২২৮
সাহাবায়ে কেরাম মতানৈক্য কেন করলেন? ২২৯
বিচারিক কার্যক্রমে জটিলতা ২৩১
ব্যবস্থাপনা ও রাজনৈতিক জটিলতা ২৩৩
কিসাসের বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামের চার স্তর ২৩৫
প্রথম স্তর ২৩৫
দ্বিতীয় স্তর ২৩৫
তৃতীয় স্তর ২৩৬
চতুর্থ স্তর ২৩৬
হজরত তালহা ও যুবাইর রা. এর অস্থিরতা এবং হজরত আলি রা. এর পরামর্শ ২৩৭
গোলাম ও দাঙ্গাবাজদের মদিনা থেকে বহিষ্কার ২৩৮
হজরত তালহা ও হজরত যুবাইর কর্তৃক ইরাক থেকে বাহিনী ডেকে পাঠানোর পরামর্শ ২৩৯
ইরাকে রাজধানী স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত কেন নিলেন? ২৩৯
হজরত আলি রা. বিদ্রোহীদের পদে বসালেন কেন? ২৪০
হজরত উসমান রা. এর কর্মকর্তাদের কেন বরখাস্ত করলেন? ২৪১

ষড়যন্ত্রকারীদের কূটচাল সফল ২৪৪
আলি রা. এর সঙ্গে হজরত তালহা ও যুবাইর রা. এর কথোপকথন এবং উমরার অনুমতি প্রদান ২৪৫
পুনরায় শামীদের থেকে বাইয়াত গ্রহণের চেষ্টা ২৪৫
হজরত আলি রা. এর শাম যাত্রা মুলতবি ও ইরাক গমনের সিদ্ধান্ত ২৪৯
জঙ্গে জামাল ও তার প্রেক্ষাপট ২৫১
হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. বসরায় ২৫১
বসরার চূড়ান্ত যুদ্ধ : সাবায়িদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ ২৫৫
হজরত আলি রা. কুফার পথে অবিচল ২৬০
কুফাবাসীর নামে হজরত আলি রা. এর চিঠি ২৬১
হজরত আলি রা. এর ঐতিহাসিক ভাষণ ২৬১
জনবল কম হওয়ার কারণ ২৬২
হজরত যুবাইর রা. এর সমঝোতা পছন্দ করা ২৬৩
কুফার ফকিহগণ স্বাগত জানালেন ২৬৩
সাহাবিদের মধ্যে যারা রাজনৈতিক মতবিরোধ থেকে দূরে ছিলেন ২৬৩
কুফায় হজরত আলি রা. এর প্রতিনিধিদল ২৬৬
কুফার জামে মসজিদে পরামর্শসভা ২৬৭
হজরত আম্মার বিন ইয়াসির রা. এর বক্তব্য ২৬৯
আমিরুল মুমিনিনের খেদমতে কুফাবাসী ২৭০
বসরাবাসীকে পক্ষে আনার জন্য হজরত আলি রা. এর প্রচেষ্টা ২৭১
হজরত তালহা এবং হজরত যুবাইর রা. এর সংশয় ২৭১
হজরত কা'কা বিন আমর রা. এর সফল দূতিয়ালি ২৭১
সাবায়িদের সাথে হজরত আলি রা. এর সম্পর্কহীনতার ঘোষণা ২৭৩
ইবনে সাবার গোপন পরামর্শ এবং নতুন ষড়যন্ত্র ২৭৪
বসরার বাহিনীতে অতি আবেগী ও স্বার্থান্বেষীদের অনুপ্রবেশ ২৭৬
একটি সংশয় ও তার নিরসন ২৭৬
হজরত আলি রা. কুফা থেকে বসরার পথে ২৭৭
বিশিষ্ট সাহাবিদের পরস্পর সাক্ষাৎ এবং সন্ধির ঘোষণা ২৭৮
জঙ্গে জামাল ২৮০
জঙ্গে জামালের যে বিষয়গুলো সহিহ সনদে প্রমাণিত ২৮০
ইতিহাসের আলোকে জঙ্গে জামালের বিস্তারিত বিবরণ ২৮১
হজরত যুবাইর রা. যুদ্ধের ময়দান থেকে সরে পড়লেন ২৮২

হজরত তালহা রা. র শাহাদাত ২৮৩
হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. এর রণক্ষেত্রে আগমন ২৮৪
যুদ্ধের সমাপ্তি ২৮৭
জঙ্গে জামালে অংশগ্রহণকারীদের সাথে হজরত আলির আচরণ ২৮৮
জঙ্গে জামালের তারিখ, সময়কাল ও নিহতদের সঠিক সংখ্যা ২৮৯
জঙ্গে জামালের পর উম্মাহর গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের দুঃখ ও বেদনা ২৯০
আলি রা. এর মুখে হজরত তালহা এবং তার পুত্র মুহাম্মদের প্রশংসা ২৯০
হজরত আয়েশা রা. এর মুখে আম্মার বিন ইয়াসির রা.-এর প্রশংসা ২৯২
যায়েদ বিন সুহান কে? ২৯২
যুবাইর ইবনুল আওয়াম রা. এর শাহাদাত ২৯৩
আলি রা. এর পক্ষ থেকে আয়েশা রা. কে সম্মান ও মর্যাদা দান ২৯৪
উম্মুল মুমিনিনের প্রত্যাবর্তন এবং হজরত আলি রা. এর সদাচরণ ২৯৪
ইজতিহাদি মতবিরোধ ২৯৬
জঙ্গে জামাল ও জঙ্গে সিফফিন সম্পর্কে তাকি উসমানির অভিমত ২৯৭
হজরত আলি রা. এর ব্যবস্থাপনাগত সিদ্ধান্ত ও নতুন বিন্যাস ২৯৮
সাবায়িদের পলায়ন ২৯৯
জঙ্গে জামালের পরবর্তী পরিস্থিতি ২৯৯
জঙ্গে জামালের পরও সাবায়িদেরকে কেন বিচ্ছিন্ন করা হলো না? ৩০০
মাসআলার দুটি দিক এবং হজরত আলির অবস্থান ৩০০
হজরত আলি এবং শামবাসীদের মধ্যকার মতানৈক্যের নেপথ্য কারণ ৩০২
শামবাসীর সম্মুখে মিথ্যা সাক্ষ্য ৩০২
শামবাসীর অবস্থান ৩০৪
শামবাসীর সংশয় দূরীকরণে হজরত আলির পদক্ষেপ ৩০৬
সন্ধি ও সমঝোতায় আগ্রহী সাহাবিগণ ৩০৬
সমস্যা আরো জটিল করেছে যারা ৩০৭
আবু মুসলিম খাওলানি রহ. এর মধ্যস্থতা ৩০৭
শাসনক্ষমতা ব্যবহারের অধিকার ৩০৮
শামের বিরুদ্ধে সৈন্যসংগ্রহ এবং সেনাবাহিনীর বিন্যাস ৩০৯
শামের বিরুদ্ধে সৈন্য সংগ্রহের উদ্দেশ্য ৩০৯
ইরাক ও শামের মানুষের চিন্তা ও স্বভাবের পার্থক্য এবং ইরাকিদের স্বাধীন মনোভাব ৩১০
শামবাসীর স্বভাব ও প্রকৃতি ৩১১

দুই বাহিনীতে আইন-শৃঙ্খলার পার্থক্য ৩১১
ফুরাত থেকে সিফফিন ৩১২
সিফফিনের যুদ্ধ ৩১৪
পানি বন্ধ করার রহস্য ৩১৪
যুদ্ধের ময়দানে সন্ধির চেষ্টা ৩১৬
যুদ্ধের সূচনা ৩১৭
হজরত আলি রা. এর বাহিনীর প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গ ৩১৮
শামের বাহিনীর নেতৃত্ব ৩২১
যুদ্ধের চিত্রপট ৩২৩
সতর্কতাবশত যারা সিফফিনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি ৩২৪
দুই বাহিনীতে মানবতাবোধ ও বিশ্বস্ততার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত ৩২৫
হজরত আলি রা. এর দয়ার্দ্রতা ৩২৬
হজরত আম্মার বিন ইয়াসির রা. এর শাহাদাত ৩২৮
হজরত আম্মার বিন ইয়াসির রা. এর হত্যাকারী কে? ৩২৮
আর্তচিৎকারের রাত ৩৩৩
যুদ্ধের সমাপ্তি ৩৩৪
সাহাবায়ে কেরামের দৃষ্টিতে প্রতিপক্ষের দীনি অবস্থান ৩৩৫
স্বপ্নযোগে সুসংবাদ ৩৩৭
যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈন্য ও নিহতের সংখ্যা ৩৩৭
লাইলাতুল হারিরের পর উভয় পক্ষের মনের অবস্থা ৩৩৮
আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফয়সালার প্রস্তাব ৩৪০
হজরত আলি রা. সমঝোতার প্রস্তাব কেন গ্রহণ করলেন? ৩৪০
দাঙ্গাবাজদের পক্ষ থেকে যুদ্ধবন্ধের বিরোধিতা ৩৪২
বুখারি শরিফের বর্ণনা ৩৪৪
হজরত সাহল বিন হুনাইফ রা. এর জ্বালাময়ী ভাষণ ৩৪৫
হজরত আলি রা. যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব অস্বীকার করেছিলেন? ৩৪৬
খারেজি মতাদর্শের পৃষ্ঠপোষক কে ছিল? ৩৪৮
মীমাংসার জন্য সালিস নিয়োগ ৩৪৯
হজরত আমর ইবনুল আস রা. কে নির্বাচনের কারণ ৩৫১
হজরত আলি রা. এর কুফায় প্রত্যাবর্তন ৩৫২

ইতিহাস অধ্যয়ন ও যাচাই-বাছাইয়ের মূলনীতি

সন্দেহপূর্ণ বর্ণনার বিচার-বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার ক্ষেত্রে কী কী মূলনীতি অনুসরণ করা হবে?

পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকদের রচনাশৈলীর একটি সমীক্ষা

কেউ কেউ অভিযোগ করে যে, ইতিহাসের কিতাবাদি অধ্যয়নের সময় মাঝেমধ্যে মনে হয়, সাহাবায়ে কেরামের চরিত্র বোধহয় ভালো ছিল না! মনে হয়, তারা ছিলেন স্বার্থলিপ্সু! নাউজুবিল্লাহ। আর এমন মানসিকতা সৃষ্টি হওয়ার পর হয়তো সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে, নয়তো ইতিহাসের গ্রন্থাদির ব্যাপারে মানুষ বিরূপ ধারণার শিকার হবে।

এর কিছু মৌলিক কারণ রয়েছে। সামনে কিছু কারণ উল্লেখ করছি। প্রকৃতপক্ষে চারটি কারণে এই ভুল ধারণা তৈরি হয়ে থাকে।

১. আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং ঈমানি দুর্বলতার কারণে এমন ধারণা তৈরি হয়। বর্তমানে এ ব্যাধি ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। একটি ঘটনা আপন জায়গায় সম্পূর্ণ ঠিক আছে, কিন্তু মানুষ ভুল দৃষ্টিকোণ থেকে তার প্রতি দৃষ্টি দিয়ে থাকে। ফলে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। ইতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে অর্ধ গ্লাস পানির প্রতি লক্ষ করা হলে মানুষ বলবে, আলহামদুলিল্লাহ, অর্ধ গ্লাস পানি পাওয়া গেল। কিন্তু নেতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হলে বলা হবে, আফসোস, গ্লাসের অর্ধেক খালি পড়ে আছে।

২. ঘটনাগুলো সঠিকভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার যোগ্যতা না রাখা। আকায়েদ, কালামশাস্ত্র, ফিকহ, হাদিস এবং হাদিসের ব্যাখ্যাগ্রন্থের উপর যাদের গভীর এবং বিস্তৃত অধ্যয়ন রয়েছে কেবল তারাই সঠিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে পারে। কেননা ঘটনার অন্য দিকের দ্ব্যর্থতা নিরসনকারী বিক্ষিপ্ত বর্ণনাসমূহের প্রতিও তার দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে। পক্ষান্তরে সাধারণ পাঠকের অধ্যয়ন এতো বিস্তৃত হয় না। ফলে তারা সন্দেহ উদ্রেককারী এসব বর্ণনার সঠিক ব্যাখ্যা করতে পারে না।

৩. ইতিহাসের মৌলিক গ্রন্থাদির কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়নি। এজন্য এসব গ্রন্থ অধ্যয়নের ফলে কোনো আপত্তি তৈরি হলে তা নিরসন করা মুশকিল হয়ে যায়। হাদিসের গ্রন্থ অধ্যয়নের ফলেও বিভিন্ন আপত্তি তৈরি হয়ে থাকে। কিন্তু হাদিসের ব্যাখ্যাগ্রন্থ রয়েছে, যা অধ্যয়নের ফলে ওই সকল আপত্তি নিরসন হয়ে যায়। কিন্তু ইতিহাসের ক্ষেত্রে এটি হয় না।

৪. ইতিহাসের গ্রন্থাদিতে নিরেট দুর্বল ও সন্দেহপূর্ণ বর্ণনাও বিদ্যমান রয়েছে, যা যাচাই-বাছাইয়ের দাবি রাখে। হজরত উসমান গনি রা. এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু হওয়ার পর মুনাফিক শ্রেণির লোকেরা বানোয়াট বিষয় ছড়িয়ে দেয়। যার ফলে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে মুশাজারাতে অংশগ্রহণকারী সকল সাহাবির ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যায়। এইসব সংবাদ মুখে মুখে বর্ণিত হতে থাকে। বর্ণনাকারী প্রতিপক্ষের ব্যাপারে কঠোর মনোভাবাপন্ন হলে এটাকে সাওয়াবের কাজ মনে করে এতে অংশগ্রহণ করেছেন। যেহেতু তখন সবধরনের বর্ণনাই সংকলিত হচ্ছিল এজন্য এজাতীয় দুর্বল, সন্দেহপূর্ণ এবং বানোয়াট বর্ণনাও এতে শামিল হয়ে যায়। মনীষীদের খেদমত মনে করে পূর্ণ আমানতের সাথে ঐতিহাসিকগণ এগুলো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করে দিয়েছেন।

যদিও দুর্বল বর্ণনার উপর ভিত্তি করে কোনো আকিদা তৈরি না করার মূলনীতি রয়েছে; কিন্তু এ মূলনীতি উপেক্ষা করে কিছু লোক দুর্বল বর্ণনার উপর ভিত্তি করেই রাফেজি ও নাসেবি মতবাদের প্রতি ঝুঁকে পড়েছে। অথচ অধিকাংশ আলেম এসব দুর্বল বর্ণনা উদ্ধৃত করার সুযোগ দেওয়ার পরও এর মাধ্যমে আদালতে সাহাবার পরিপন্থি দলিল-প্রমাণ উপস্থাপনের বৈধতা প্রদান করেননি।

হাদিসশাস্ত্র এবং ইতিহাসের মধ্যকার পার্থক্য

আলেমগণ অবগত আছেন যে, মিথ্যুক বর্ণনাকারীরা হাদিসশাস্ত্রেও এমন ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছে। তারা বহু মনগড়া বর্ণনা মানুষের মধ্যে প্রসিদ্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু হাদিসশাস্ত্রের ইমামগণ বছরের পর বছর কষ্ট-মেহনত করে দুধকে দুধের স্থানে এবং পানিকে পানির জায়গায় রেখে দিয়েছেন। পক্ষান্তরে ইতিহাসের ক্ষেত্রে এই ধরনের যাচাই-বাছাই করা হয়নি। সেখানে এমন সূক্ষ্ম পন্থা অবলম্বনের প্রয়োজন অনুভব করা হয়নি। বরং আলেমগণ এসব দুর্বল বর্ণনা উদ্ধৃত করার সুযোগ প্রদান করেছেন। তবে এগুলো থেকে আকিদা বা শরিয়তের হুকুম বের করার এবং এগুলো দ্বারা তারা দলিল-প্রমাণ উপস্থাপনের বৈধতা প্রদান করেননি। একইসাথে তারা এসব বর্ণনার দুর্বলতা বা দুর্বলতার স্তর চিহ্নিত করার প্রয়োজন অনুভব করেননি।[৯]

তা সত্ত্বেও জরাহ-তাদিলের ইমামগণ রিজালশাস্ত্রের যে বিশাল ভান্ডার তৈরি করে দিয়েছেন এবং উসুলবিদগণ বর্ণনার যে স্তর নির্ধারণের মূলনীতি উল্লেখ

৯. তাদরিবুর রাবি, ১/৩৫০

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস
(দ্বিতীয় খণ্ড)

মূল
মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান

অনুবাদ
নাজিবুল্লাহ সিদ্দীকী
মুহাদ্দিস ও আদিব, জামিয়াতুল মানহাল আল কওমিয়া
উত্তরা, ঢাকা

ইত্তিহাদ

সূচিপত্র

প্রথম ইসলামি হুকুমত ১৯
কুবায় আগমন ১৯
মসজিদে কুবা নির্মাণ ২০
মদিনায় আশেকে রাসুলদের এক অবিস্মরণীয় সংবর্ধনা ২১
বনু নাজ্জারের শিশুদের গান ২২
ইয়াসরিব এখন মদিনাতুন-নবী, নবীজির শহর ২৩
মসজিদে নববি : ইসলামের নতুন কেন্দ্র ২৩
ইসলামি ভ্রাতৃত্ব বন্ধন ২৪
পরিবারকে মক্কা থেকে মদিনায় স্থানান্তর এবং তাদের আবাসনের ব্যবস্থা ২৪
আসহাবে সুফফাহ : ইসলামের প্রথম মাদরাসা ২৫
যুহর, আসর ও ইশার চার রাকাত নামাজ ফরজ হওয়া এবং আজানের বিধান অবতীর্ণ ২৫
ইসলামি হুকুমতের সামনে নতুন বিপদ ২৬
আবদুল্লাহ বিন উবাই : মুনাফিকদের সরদার ২৭
ইহুদি ২৯
মদিনার অঙ্গীকার ৩০
কুরাইশ কর্তৃক মুসলমানদের মদিনা থেকে বের করে দেওয়ার অপচেষ্টা ৩১
কুরাইশ কর্তৃক পথ-অবরোধ ৩১
মদিনার উপর কুরাইশের আক্রমণের আশঙ্কা ৩২
জিহাদের অনুমতি ৩২
মক্কায় কেন জিহাদের অনুমতি দেওয়া হয়নি? ৩৩
জিহাদের উদ্দেশ্য ৩৪
অভ্যন্তরীণ ও বহিঃআক্রমণের আশঙ্কা ৩৫
প্রাথমিক তৎপরতা ৩৬
কুরাইশের দুর্বলতা : অরক্ষিত বাণিজ্যপথ ৩৭
গাজওয়া এবং সারিয়া ৩৮

সংবাদ সংগ্রহপদ্ধতি ৪০
সারিয়ায়ে আবদুল্লাহ বিন জাহাশ ৪১
কাবাকে কিবলা বানাবার বিধান অবতীর্ণ ৪৩
আশুরার রোজা ৪৩
রমজানের রোজা ফরজ হওয়া ৪৪
গাজওয়ায়ে বদর ৪৬
শিশুদের জিহাদি স্পৃহা ৪৬
বাণিজ্য-কাফেলার পরিবর্তে মক্কার সশস্ত্র বাহিনীর মুখোমুখি ৪৭
যুদ্ধের সূচনা ৫১
শাহাদাতের তামান্না ৫২
আনসারি তরুণদের জিহাদি জযবা ৫৩
মুশরিকদের শোচনীয় পরাজয় ৫৫
ফেরেশতার মাধ্যমে সাহায্য ৫৬
উমাইয়া ইবনে খালাফকে হত্য ৫৮
এই উম্মতের ফেরাউন ৫৯
বদরযুদ্ধে উভয়পক্ষে হতাহতের সংখ্যা ৬০
যুদ্ধবন্দিদের সঙ্গে আচরণ ৬০
রাসুলুল্লাহর জামাতার গ্রেফতারি ৬২
শরিয়তে সদকাতুল ফিতরের বিধান ৬৩
শরিয়তে ঈদের নামাজের বিধান ৬৩
ঈদের মাঠে রাসুলুল্লাহর নিয়মিত আমল ৬৩
মাতৃজাতির উদ্দেশ্যে বিশেষ নসিহত ৬৪
জাকাতের বিধান ৬৪
বদরযুদ্ধের প্রভাব ৬৪
হাবশা অভিমুখে কুরাইশদের প্রতিনিধিদল ৬৫
হজরত আলির সঙ্গে হজরত ফাতেমার শুভবিবাহ ৬৬
ইহুদিদের বিরুদ্ধে প্রথম অভিযান গাজওয়ায়ে বনু কাইনুকা ৬৭
গাজওয়ায়ে সাবিক ৬৮
কাব বিন আশরাফের গুপ্তহত্যা ৬৯
হজরত উম্মে কুলসুম রা. এর বিবাহ ৭০
সারিয়া যিকারদা ৭১
গাজওয়ায়ে উহুদ ৭২
উহুদ পাহাড়ের দিকে অগ্রসরতা এবং মুনাফিকদের বিরোধিতা ৭৩

প্রতিরক্ষা-কৌশল ৭৪
কুরাইশ বাহিনীর কিছু উল্লেখযোগ ব্যক্তি ৭৬
মুসলিম-বাহিনীর সৈন্যবিন্যাস ৭৭
আবু দুজানা রাদিয়াল্লাহু আনহুর বীরত্ব ৭৯
সামষ্টিক হামলা এবং মুসলমানদের বিজয় ৮০
যুদ্ধের পটপরিবর্তন ৮১
নবীজির হেফাজতে সাহাবিদের তুলনাহীন জানবাজি ৮১
বিক্ষিপ্ত মুসলমানদের হিম্মত এবং জান্নাতের আগ্রহ ৮৩
নবীজির সন্ধানলাভ এবং সাহাবিদের অবর্ণনীয় আনন্দ ৮৫
পর্বত-চূড়ায় আরোহণ ও সাহাবিদের সীমাহীন আত্মত্যাগ ৮৫
উবাই বিন খালাফের জাহান্নামের টিকিটপ্রাপ্তি ৮৬
উহুদ পাহাড়ের ঘাঁটিতে ৮৬
আহতদের শুশ্রূষা, প্রশান্তি অবতরণ ৮৮
আবু সুফিয়ানের সঙ্গে কথোপকথন ৮৯
গোয়েন্দাবৃত্তির জন্য হজরত আলির যাত্রা ৯০
উহুদের শহিদগণ ৯০
আমর বিন জামুহ রাদিয়াল্লাহু আনহু ৯১
হানযালা : ফেরেশতারা যার গোসল দিয়েছেন ৯১
মুসআব বিন উমাইরের অর্ধেক কাফন ৯১
এক শহিদের সর্বশেষ কথা ৯২
হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহুর লাশ ৯২
কে জিতলো আর কে হারলো? ৯৪
গাজওয়ায়ে হামরাউল আসাদ ৯৫
উম্মে উমারার স্পৃহা ৯৫
কয়েকটি গভীর ক্ষত ৯৭
রাজি ট্রাজেডি ৯৭
ইসলামের মহোত্তম চরিত্রের একটি উপমা ৯৯
রাসুলুল্লাহর প্রতি সাহাবিদের মহব্বতের বিস্ময়কর ঘটনা ১০০
বি'রে মাউনার মর্মান্তিক ঘটনা ১০০
পূর্বাঞ্চলের অভিযান : জিহাদের বিস্তৃত পরিধি ১০৪
গাজওয়ায়ে বনু লাহয়ান ১০৪
হজরত আবু বকরের মক্কার পার্শ্ববর্তী এলাকায় অভিযান পরিচালনা ১০৫
নজদ ও বাতনে উরানায় অতর্কিত আক্রমণ ১০৫

অভিযানগুলোর প্রতিক্রিয়া ১০৫
জিহাদের মাঝেই ইসলামের দাওয়াত ১০৬
ইহুদিদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযান গাজওয়ায়ে বনু নাজির ১০৭
গাজওয়ায়ে বদরুল মাওইদ (যুলকাদা ৪ হিজরি) ১০৭
ইহুদি আবু রাফের হত্যা (যিলহজ ৪ হিজরি) ১০৮
উত্তরাঞ্চলের অভিযান ১০৯
গাজওয়ায়ে দুমাতুল জানদাল ১০৯
গাজওয়ায়ে বনু মুসতালিক এবং ইফকের ঘটনা ১১১
মুনাফিকদের ভ্রষ্টাচার ১১২
ইফকের ঘটনা ১১৪
গাজওয়ায়ে খন্দক ১১৮
পরিখার নকশা এবং খননকার্য ১১৯
নৈশ-আক্রমণ প্রতিরোধের ব্যবস্থাপনা ১২২
সাহাবায়ে কেরামের রণোদ্দীপক ও প্রশংসামূলক কবিতা আবৃত্তি ১২২
পূর্ব-প্রাচ্য বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী ১২৩
এক সাহাবির ঘরে দাওয়াত ও নবীজির মুজেযা ১২৪
জোটবাহিনীর আগমন এবং মদিনা অবরোধ ১২৪
বনু কুরাইজার চক্রান্ত ১২৫
হজরত সাফিয়া এবং যুবাইর বিন আওয়ামের সাহসিকতা ১২৭
নাওফাল বিন আবদুল্লাহর মৃত্যু ১২৮
কুরাইশের সামনে অবনত হতে আনসারদের অস্বীকৃতি ১২৯
সাদ বিন মুআজের জখম ১৩০
আমর বিন আবদে ওয়াদ্দের হত্যা ১৩০
জোটে ভাঙ্গন ১৩১
ঝড়ের মৌসুম এবং জোটবাহিনীর ব্যর্থ প্রত্যাবর্তন ১৩৪
গাজওয়ায়ে বনু কুরাইজা ১৩৬
খন্দক পরবর্তী কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ১৪১
১. নবীজি সা. এর সঙ্গে যায়নাব বিনতে জাহশের বিবাহ ১৪১
২. নবীজি সা. এর সঙ্গে উম্মে হাবিবার বিবাহ ১৪৩
৩. সারিয়া আবু উবাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহু (সাইফুল বাহর) ১৪৪
৪. মক্কার তিনজন নিপীড়িত মুসলমানের মুক্তি ১৪৪
৫. সারিয়া উকাশা বিন মিহসান ও সারিয়া মুহাম্মদ বিন মাসলামা রা. ১৪৬

৬. সারিয়া যায়েদ বিন হারিসা রা. এবং আবুল আস বিন রাবির ইসলাম গ্রহণ ১৪৭
৭. সারিয়া যায়েদ বিন হারিসা রা. এবং উম্মে কিরফার হত্যা ১৪৮
৮. মুরতাদদের শাস্তি (৬ষ্ঠ হিজরি) ১৪৯
হুদাইবিয়াসন্ধি **১৫০**
কুরাইশের সঙ্গে আলোচনা ১৫০
বাইয়াতে রিদওয়ান ১৫১
কুরাইশের সন্ধির আকাঙ্ক্ষা ১৫৩
সন্ধির শর্তাবলি ও তার বিশ্লেষণ ১৫৩
চুক্তি লিপিবদ্ধ করতে কুরাইশের আপত্তি এবং নবীজির অন্তহীন উদারতা ১৫৭
সহনশীলতা এবং আনুগত্যের কঠিন পরীক্ষা ১৫৮
আবু বাসিরের কর্মযজ্ঞ ১৫৯
আবু বাসির-এর কর্মযজ্ঞ প্রসঙ্গে ড. আকরাম যিয়ার পর্যালোচনা ১৬০
সন্ধির প্রভাব ১৬২
খালিদ বিন ওয়ালিদ ও আমর বিন আস-এর ইসলামগ্রহণ ১৬২
অগ্রগামী যুদ্ধের সূচনা **১৬৩**
খাইবার : ইহুদি-ষড়যন্ত্রের আখড়া ১৬৩
গাজওয়ায়ে খাইবারের পূর্বপ্রস্তুতি : ইয়াসির বিন রিযামের হত্যা ১৬৪
গাজওয়ায়ে যি-কারাদ এবং এক কমবয়সি সাহাবির দুঃসাহসিক ঘটনা ১৬৪
গাজওয়ায়ে খাইবার **১৬৮**
কামুস দুর্গ বিজয় এবং মারহাবের হত্যা ১৬৯
হজরত আলির হাতে মারহাবের মৃত্যু ১৭০
যুবাইর বিন আওয়ামের হাতে ইহুদি ইয়াসিরের হত্যা ১৭০
খাইবারের অন্যান্য দুর্গ বিজয় ১৭১
সাফিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহার বিয়ে **১৭৩**
ফাদাক এবং ওয়াদিল কুরা বিজয় ১৭৩
ইহুদিদের আরেকটি ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র ১৭৪
ইহুদিদের সঙ্গে চাষাবাদ-চুক্তি ১৭৫
হাবশার মুহাজিরদের প্রত্যাবর্তন ১৭৫
হজরত আবু হুরাইরার আগমন ১৭৬
হুদাইবিয়ার সন্ধি এবং খাইবারযুদ্ধের পর মদিনার হুকুমতের অবস্থান ১৭৭
গাজওয়ায়ে যাতুর রিকা ১৭৮

সালাতুল খাওফ	১৭৯
আসহামা নাজাশির মৃত্যু	১৭৯
সুমামার গ্রেফতারি এবং মক্কার খাদ্য রফতানিপথ বয়কট	১৮০
শত্রুতা সত্ত্বেও মক্কাবাসীর উপর নবীজির অনুকম্পা	১৮২
রাষ্ট্রপ্রধানদের ইসলামের দাওয়াত	**১৮৩**
বাদশাহদের নিকট পত্র প্রেরণের তত্ত্ব	১৮৩
হিরাকলকে ইসলামের দাওয়াত	১৮৫
হিরাকল ও আবু সুফিয়ানের কথোপকথন	১৮৫
হিরাকলের কাছে নবীজির পত্র এবং তার সম্প্রদায়ের সঙ্গে আলাপ	১৮৯
হিরাকলের জবাবিপত্র এবং উপহারসামগ্রী	১৯০
রোমানদের কাছে নবীজির পত্র সংরক্ষণ	১৯১
হারিস বিন আবু শিমরের নিকট নবীজির পত্র	১৯১
মিশর অধিপতি মুকাওকিসের নামে পত্র	১৯১
কিসরা পারভেজের নামে পত্র	১৯৩
নাজাশির নামে পত্র	১৯৫
আরবের বিভিন্ন শাসকের নামে পত্র	১৯৬
উমরাতুল কাযা	**১৯৭**
মাইমুনা বিনতে হারিস রা. এর সঙ্গে বিবাহ	১৯৯
যায়নাব রা. এর ইনতেকাল	২০০
মুতাযুদ্ধ	**২০১**
বাইজেন্টাইন রোমানদের সঙ্গে প্রথম সংঘর্ষ	২০১
যাতুস সালাসিল যুদ্ধ	২০৬
কুরাইশের সঙ্গে চুক্তিভঙ্গ হওয়া	২০৭
মক্কা বিজয়	**২০৯**
মক্কায় অতর্কিত আক্রমণ	২১০
হজরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে সাক্ষাৎ	২১২
আবু সুফিয়ান বিন হারিসের ইসলামগ্রহণ	২১২
আবু সুফিয়ান বিন হারবের ইসলামগ্রহণ	২১৩
মুসলিম-বাহিনীর দর্শনলাভ	২১৫
বিজয়ীবেশে মক্কায় প্রবেশ	২১৫
হত্যা করতে এসে জানবাজে পরিণত	২১৭
জীবন-মরণ একসাথেই	২১৯

গাজওয়ায়ে হুনাইন **২২০**
তায়েফ অবরোধ ২২২
দুধবোন শায়মা রাদিয়াল্লাহু আনহার সঙ্গে সাক্ষাৎ ২২৪
হালিমা রা. এর সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং তার প্রতি সম্মানপ্রদর্শন ২২৪
বনু হাওয়াজিনের বন্দিদের মুক্তি ২২৫
গাজওয়ায়ে হুনাইনের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ২২৬
আবু মাহযুরার ইসলামগ্রহণ ২২৬
মক্কা থেকে মদিনায় প্রত্যাবর্তন ২২৬
আত্তাব বিন উসাইদের নেতৃত্বে হজ পালন ২২৭
গাজওয়ায়ে তাবুক **২২৮**
মুসলিম-বাহিনীর তাবুকের পথে যাত্রা ২৩১
কওমে সামুদের ধ্বংসাবশেষ অতিক্রম করার সময় নবীজির ভয় ২৩২
তাবুকে অবস্থান এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল দখল ২৩৩
শরিয়ত কর্তৃক জিজিয়ার অনুমোদন ২৩৪
উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রত্যাবর্তনের পরামর্শ ২৩৪
কায়সারের দূতকে ইসলামের দাওয়াত ২৩৫
গাজওয়ায়ে তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তন এবং মসজিদে জিরার ধ্বংস করা ২৩৫
মদিনায় আগমন এবং উম্মে কুলসুম রা. এর মৃত্যু ২৩৬
নিষ্ঠাবান তিন সাহাবির পরীক্ষা : হজরত আবু লুবাবার তাওবা ২৩৭
কাব বিন মালিক এবং তার সঙ্গীদের তাওবা ২৩৮
বিভিন্ন প্রতিনিধিদলের আগমন **২৪১**
তায়েফের প্রতিনিধিদল ২৪১
বনু তামিম প্রতিনিধিদল ২৪২
আদি বিন হাতেম রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইসলাম গ্রহণ ২৪৪
আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের মৃত্যু ২৪৫
ইসলামের দিকে দলে দলে মানুষের আগমন ২৪৬
হজ ফরজ হওয়া এবং সর্বপ্রথম হজ **২৪৭**
নাজরানের পাদরিদের সাথে বিতর্ক ২৫১
জাকাত উসুলকারী নিযুক্তীকরণ ২৫২
অন্যান্য প্রতিনিধিদলের আগমন ২৫৩
কতিপয় দুর্ভাগা লোক ২৫৩

বিদায় হজ **২৫৫**
গাদিরে খুম-এর ভাষণ ২৬০
আখেরাতের সফর **২৬৩**
রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান ও তার প্রস্তুতি ২৬৪
হজরত উসামা বিন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্ব ২৬৫
মরণব্যাধির সূচনা ২৬৬
উসামা-বাহিনীর যুদ্ধযাত্রা ২৬৬
হজরত আয়েশার কামরায় আখেরি অবস্থান ২৬৭
উম্মতের উপর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ ২৬৮
সর্বশেষ ইমামতি ২৬৮
হজরত আবু বকরকে ইমামতির নির্দেশ ও নায়েব বানানোর ইঙ্গিত ২৬৯
রাসুলুল্লাহ কী অসিয়ত লিখতে চেয়েছিলেন? ২৭১
হজরত আলিকে সম্বোধন করে অসিয়ত ২৭৩
মসজিদে নববিতে শেষবারের মতো গমন ২৭৪
উম্মতের প্রতি সর্বশেষ ভাষণ ২৭৫
হজরত আবু বকর সিদ্দিকের অনুগ্রহ ২৭৫
উসামা বিন যায়েদের আমির হওয়াই চূড়ান্ত ২৭৬
কবরকে সেজদাস্থল বানানোর নিষেধাজ্ঞা ২৭৬
আনসারি সাহাবিদের সাথে উত্তম আচরণ প্রদর্শনের তাগিদ ২৭৬
হজরত উসামা বিন যায়েদের জন্য নীরব দোয়া ২৭৭
দুনিয়ার উপকরণ থেকে সম্পর্কহীনতা ২৭৭
জীবনের শেষদিন- অফাতকাল **২৭৯**
আখেরি অসিয়ত : নামাজের প্রতি গুরুত্বারোপ এবং দুর্বলদের উপর সদয়তা ২৮২
রাসুলুল্লাহর বিয়োগব্যথায় সাহাবায়ে কেরামের অস্থিরতা ২৮৪
আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঐতিহাসিক ভাষণ ২৮৫
মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্ব দেওয়ার প্রশ্ন **২৮৭**
সোমবার বিকেল : সাকিফায়ে বনু সায়িদায় কী হয়েছিল? ২৮৮
আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতে বাইয়াত সম্পন্ন ২৯৪
আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বাইয়াত নিলেন কেন? ২৯৪
নবীজির কাফন-দাফন ২৯৫
নায়েবে রাসুলের হাতে দস্তুরমতো বাইয়াত ২৯৬
বাইয়াতের ক্ষেত্রে হজরত আলি ও হজরত যুবাইরের বিলম্ব ও তার কারণ ২৯৭

বাইয়াতের পর আবু বকর রা. এর প্রথম ভাষণ ৩০২
চিরদিনের জন্য চোখের আড়াল হয়ে গেল রিসালাত-প্রদীপ ৩০৩
জানাজা ও দাফন কাজে বিলম্ব কেন? ৩০৫
কাফন-দাফনের পূর্বেই খেলাফতের সমস্যা-সমাধান কেন আবশ্যক ছিল? ৩০৬
সাহাবায়ে কেরামের বিরহ-বেদনা ৩০৭

শামায়েলে মুসতফা

নবীজির দৈহিক আকৃতির বিবরণ ৩১১
নবীজির দৈহিক আকার-আকৃতি ৩১১
উত্তম চরিত্রের বিবরণ ৩১৩
ব্যবস্থাপনাগত সৌন্দর্য ৩১৫
তার মজলিসের সৌন্দর্য ৩১৬
প্রফুল্লতা ও হাসিখুশি স্বভাব ৩১৬
রুগ্ণ ব্যক্তির সেবা-শুশ্রূষা ৩১৮
জিকির ও ইবাদত ৩১৮
আল্লাহর জিকির ও খোদাভীতি ৩১৮
নবীজির ঘরোয়া জীবন ৩১৯
নবীজির কথাবার্তা ৩২১
শিশুদের প্রতি ভালোবাসা ৩২২
নবীজির চিত্তাকর্ষক হাস্যরস ৩২৪
শ্রদ্ধানিবেদন... নবীজির তরে ৩২৭
সৃষ্টির শ্রেষ্ঠজনকে সালাম ৩২৮
নবী-জীবনের সালভিত্তিক নকশা ৩৩০
মক্কিযুগ (নবুওয়াতের পূর্বপর্যন্ত) ৩৩১
মক্কি-যুগের পর নবুওয়াতপ্রাপ্তি ৩৩৫
মাদানি-যুগ ৩৪২
হিজরি সালভিত্তিক কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ৩৬০
সিরাতে মুসতফার পয়গাম ৩৬৬
ইসলাম কি বলপ্রয়োগের মাধ্যমে প্রসার লাভ করেছে? ৩৬৯
প্রাণের ক্ষয়ক্ষতি কম; কিন্তু উপকারিতা অনেক ৩৭২
ইতিহাসের শিক্ষা ৩৭৪

প্রথম ইসলামি হুকুমত

শহরের লোকদের কাছে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মক্কা থেকে রওনা হওয়ার সংবাদ পৌঁছে গিয়েছিল (সম্ভবত তাদের কাছে এই সংবাদ পৌঁছেছিল যে, তিনি রাতদিন সফর করছেন, এর মাঝে বিরতি ও বিশ্রামও নিচ্ছেন)। এজন্য ইয়াসরিববাসী প্রতিদিন ফজর নামাজ আদায় করে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের অপেক্ষায় শহরের বাইরে গিয়ে দূরদূরান্ত পর্যন্ত তাকিয়ে থাকত। যখন সূর্যের তাপ তীব্র হয়ে উঠত, তখন তারা ঘরে ফিরে যেত।[১]

কুবায় আগমন

অবশেষে একদিন যখন সূর্য ভালোভাবে উদিত হলো, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন ইয়াসরিবের পার্শ্ববর্তী বসতি 'কুবা'র সন্নিকটে এসে পৌঁছান। মদিনার অধিবাসীরাও তখন তাদের অভ্যাসমতো অপেক্ষা করে করে সূর্যতাপ তীব্র হলে ঘরে ফিরে যাচ্ছিল। ইতোমধ্যে এক ইহুদি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সঙ্গীকে সাদা কাপড় পরিহিত অবস্থায় আসতে দেখে। মরুভূমির মরীচিকায় তাদের শুভ্র পোশাক চিকচিক করছিল। ইহুদি তখন অকপটে বলতে থাকে- 'হে আরববাসী, তোমাদের সৌভাগ্য এসে গেছেন, যার জন্য তোমরা অপেক্ষা করছিলে।'

এ কথা শুনেই আনসাররা আরবদের সংবর্ধনারীতি অনুযায়ী হাতিয়ার ধারণ করে এবং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশেকরা তাকে বরণ করে নেওয়ার জন্য দৌড়াতে থাকে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের অভ্যর্থনার ভেতর দিয়েই চলতে চলতে কুবার বনু আমর বিন আউফের বসতিতে পৌঁছেন। (এখানেই অধিকাংশ মুহাজির অবস্থান করছিলেন। খোলা ময়দানে এসে থামলেন এবং চুপচাপ বসে পড়লেন। হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভিড় থেকে বাঁচানোর জন্য নিজেই দাঁড়িয়ে লোকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে থাকেন।

---

১. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৩৯০৬ (বাবু হিজরাতিন নাবিয়্যি -সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), সিরাতে ইবনে হিশাম : ১/৪৯২

যারা ইতিপূর্বে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেনি, তারা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকেই সালাম দিতে থাকে। এভাবে যখন সূর্য মাথার উপর ওঠে এবং গরম অসহ্য রকম তীব্র হয়, তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু চাদর দিয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ছায়া দেন। এবার সকলেই খাদেম-মাখদুম (সেবক-মণিব) চিনতে সক্ষম হয়।[২]

এটি ৮ রবিউল আওয়াল (২০ সেপ্টেম্বর ৬২২) সোমবারের ঘটনা।[৩]

মসজিদে কুবা নির্মাণ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু আমর বিন আউফে অবস্থান করেন। সেখানে একটি মসজিদের গোড়াপত্তন করেন, যা আজও 'মসজিদে কুবা' নামে প্রসিদ্ধ। এখানেই তিনি নামাজ আদায় করতেন।[৪] এটিই ছিল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্মিত প্রথম মসজিদ।

---

২. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৩৯০৬

ফায়দা : উক্ত হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সীমাহীন বিনয় এবং আবু বকর রা. এর সুউচ্চ আদবের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এমন ঐতিহাসিক মুহূর্তেও তিনি নিজেকে প্রকাশ করার চেষ্টা করেননি। হজরত আবু বকর রা. কর্মতৎপরতার দ্বারা চূড়ান্ত আদব ও শিষ্টাচারের উপমা পেশ করেছিলেন। হাতে চুমু দেওয়া, জুতা ওঠানোই কেবল আদব নয়; আসল আদব তো হলো মাখদুমের আরামের ব্যবস্থা করা এবং তাকে ভিড় থেকে বাঁচানো।

রাসুলুল্লাহ (সাল্ল্হ্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক দীর্ঘ সফর সমাপ্ত করে বড় বড় ঝক্কি-ঝামেলা সয়ে এসেছেন। তার ঐ মুহূর্তে বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল। আর এখানে আরাম এটাই ছিল যে, তাকে মানুষের ভিড় ও সাক্ষাতের ঝামেলা থেকে মুক্ত রাখা। সালাম, মুসাফাহা থেকে তাৎক্ষণিক রেহাই দেওয়া। ফলে খাদেমই তার পক্ষ থেকে এগুলো আঞ্জাম দেন। এতে কোনো ধরনের বড়ত্ব কিংবা অহমিকার (নাউজুবিল্লাহ) লেশমাত্র ছিল না। কারণ, এই আবু বকরই কিছুক্ষণ পর ছায়া দিতে তার মাথার উপর চাদর মেলে ধরেছেন। একেই বলে খেদমত। এ-ই হলো আদব।

৩. সহিহ বুখারিতে আছে- (ذلك يوم الإثنين من شهر ربيع الأول : رقم : ٣٩٠٦)

ইবনে সা'দ রহ. নবীজির কুবা-আগমনের তারিখ সম্পর্কে দু'টি বক্তব্য উল্লেখ করেছেন। ২ রবিউল আওয়াল সোমবার। ১২ রবিউল আওয়াল সোমবার [তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ১/২৩৩]।

কিন্তু বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ ও ঐতিহাসিক আল্লামা ইবনে কুনফুয ৮ রবিউল আওয়ালকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন [উসিলাতুল ইসলাম, পৃষ্ঠা ৪৬]। কেননা, অন্যান্য ক্যালেন্ডারের তারিখ অনুযায়ী সোমবার দিনের সঙ্গে মেলে না। ক্যালেন্ডার মোতাবেক ঐ বছর ১ ও ৮ রবিউল আওয়াল সোমবার, আর ১২ রবিউল আওয়াল শুক্রবার ছিল।

আমি (লেখক) এ প্রসঙ্গে যথাসম্ভব প্রমাণাদি এবং ক্যালেন্ডার সামনে রেখেই কাজ করেছি। ফলে আমার নিকট এটি প্রাধান্য পেয়েছে যে, নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কুবাতে আগমন করেছেন ৮ রবিউল আওয়ালে এবং মদিনাতে গমন করেছেন ১২ রবিউল আওয়ালে। আলি মুহাম্মদ খান রচিত 'তাকউয়িমে আহদে নবী' গ্রন্থে এমনই বলা হয়েছে।

৪. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৩৯০৬

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের আমানত ফেরত দেওয়ার জিম্মাদারি হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দিয়ে এসেছিলেন। তিনি তিনদিনের মধ্যে এই দায়িত্ব পালন করে ইয়াসরিব রওনা হয়ে যান এবং কুবাতে এসে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে মিলিত হন।[৫]

মদিনায় আশেকে রাসুলদের এক অবিস্মরণীয় সংবর্ধনা

কুবাতে চারদিন অবস্থান করে জুমার দিন ১২ রবিউল আওয়াল (২৪ সেপ্টেম্বর) মদিনার উদ্দেশে রওনা হন। পথিমধ্যে বনু সালিম বিন আউফ মহল্লার মসজিদে জুমার নামাজ আদায় করেন। মদিনার বুকে এটিই ছিল নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রথম জুমার নামাজ।[৬]

সেদিন সন্ধ্যায় তিনি মদিনায় প্রবেশ করেন। লোকেরা তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একনজর দেখার জন্য রাস্তা, গলি এবং বাড়ির ছাদে ভিড় করে। সর্বত্র স্লোগান চলতে থাকে-'আল্লাহু আকবার, মুহাম্মদ এসেছেন, আল্লাহু আকবার, আল্লাহর রাসুল এসেছেন।'[৭]

নিষ্পাপ শিশুরা আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে কবিতা আবৃত্তি করতে থাকে,

طلع البدرُ علينا ۞ من ثنيَّات الوَداع
وجبَ الشُّكر علينا ۞ ما دعا لله داعي
أيها المبعوثُ فينا ۞ جئتَ بالأمر المُطَاع

'ঐ দেখো, 'সানিয়্যাতুল ওদা' থেকে
উদিত হয়েছে আমাদের আকাশে- পূর্ণিমার চাঁদ!
আল্লাহর পথে আহ্বানকারী যতদিন আহ্বান করবে,
ততদিন শুকরিয়া আদায় করা আমাদের মহান দায়িত্ব!
আমাদের মাঝে প্রেরিত হে মহান রাসুল!
আপনি এসেছেন এমন বিষয় নিয়ে,
যা আমাদেরকে অনুসরণ করতেই হবে![৮]

মদিনা আগমনের পরেও তিনি ১৪দিন কুবাতে বনু আমর বিন আউফের সরদার কুলসুম বিন হিদ্‌মের ঘরে ছিলেন। ২২ রবিউল আওয়াল সোমবার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু নাজ্জারের সশস্ত্র লোকদের স্বাগত-মিছিলের

---

৫. সিরাতে ইবনে হিশাম : ১/৪৯৩

৬. সিরাতে ইবনে হিশাম : ১/৪৯৪

৭. মুসনাদে আহমদ : হাদিস নং ৩, মুসনাদ বাযযার : হাদিস নং ৫০

৮. সিরাতে ইবনে হিব্বান : ১/১৩৯, ১৪০, আসসিরাতুল হালাবিয়াহ : ২/৭৪, দালাইলুন নুবুওয়াহ, বাইহাকি : ২/২০৭

সাথে মদিনার প্রাচীন বসতিতে অবস্থানের জন্য গমন করেন।[৯]

সেদিন বাচ্চারা এই বলে দৌড়াচ্ছিল যে, 'ওই দেখো রাসুলুল্লাহ এসে পড়েছেন।'[১০]

কেউ বলছিল, 'আল্লাহর নবী এসে গেছেন, আল্লাহর নবী এসে গেছেন।'[১১]

বনু নাজ্জারের শিশুদের গান

সঙ্কীর্ণ গলিতে লোকেরা দলে দলে এসে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উষ্ট্রী তাদের নিকটে থামানোর জন্য অনুরোধ করতে থাকে। কিন্তু তিনি তাদের উত্তরে বলছিলেন, ' উষ্ট্রীকে যেতে দাও। এ আল্লাহর হুকুমের অনুগত।' রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তার নানাবাড়ি বনু নাজ্জারের গলিতে পৌঁছেন, তখন উষ্ট্রী স্বেচ্ছায় এক স্থানে বসে পড়ে। বনু নাজ্জারের ছোট ছোট মেয়েরা আনন্দে নেচে নেচে গাইতে থাকে,

نحنُ جَوَارٍ من بني النجَّار ۞ يا حَبَّذا محمدٌ من جار

> আমরা বনু নাজ্জার গোত্রের মেয়ে, কত খুশি ও আনন্দের কথা যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের প্রতিবেশী হয়েছেন।

পাশেই ছিল হজরত আবু আইয়ুব আনসারি রাদিয়াল্লাহু আনহুর দোতলা বাড়ি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার অনুরোধের ভিত্তিতে বাড়ির নিচতলায় অবস্থান করতে সম্মত হন।[১২]

ইহুদি আলেম আবদুল্লাহ বিন সালাম সেদিন তার বাগানে খেজুর পাড়ছিলেন। তিনি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে নবুওয়াতের আলামতগুলো ভালোভাবে চিনতে পেরে মুসলমান হয়ে যান।[১৩]

---

৯. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৩৯৩২ (বাবু মাকদামিন নাবিয়্যি আলমাদিনাতা), সিরাতে ইবনে হিশাম : ১/৪৭৮

১০. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৪৯৪১ (কিতাবুত তাফসির, বাবু লাতারকাবুন্না তাবাকান আন তাবাক)

১১. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৩৯১১ (বাবু হিজরাতিন নাবিয়্যি -সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

১২. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৩৯১১ (বাবু হিজরাতিন নাবিয়্যি -সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), দালাইলুন নুবুওয়াহ, বাইহাকি : ২/২০৮, ২০৯

১৩. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৩৯১১ (বাবু হিজরাতিন নাবিয়্যি -সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। বুখারির রেওয়ায়েতে এই শব্দ এসেছে, وهو في النخل لأهله يخترف لهم।
হাদিসের এই শব্দগুলো থেকেই কিছু কিছু আলেম হিজরত শীতকালে হয়েছে বলে যে দলিল পেশ করেন, তা খণ্ডন হয়ে যায়। কারণ, খেজুর শীতকালে আহরণ করা হয় না। তারচেয়ে বড় দলিল হলো, তখন হেমন্তকালের শুরু তথা সেপ্টেম্বর মাস ছিল।

ইয়াসরিব এখন মদিনাতুন-নবী, নবীজির শহর

এই শহর এখন নবীজির শহর। এখানেই তার বাসস্থান। তার আশেকদের দেশ এটিই। ইসলামের প্রথম কেন্দ্র এই মদিনা। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের পর নগরীর সবকিছুই নতুন সাজে সজ্জিত হয়েছে। সর্বত্র এমন আলো ও দ্যুতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে, যাকে আমরা নবীপ্রেম ছাড়া কিছুই বলতে পারি না।

এটি ছিল ইতিহাসের এক বিস্ময়কর ঘটনা। কোথাও এবং কখনো এমন হতে দেখা যায়নি যে, শত শত বছরের প্রাচীন কোনো শহরের বাসিন্দারা কোনো ব্যক্তির মহব্বতে এমনভাবে মজে গেছে, যার জন্য তাদের নাম-নিশানা বিলীন করে দিয়েছে এবং শহরের কবিলাগুলো তাদের বংশধারার গৌরব মিটিয়ে দিয়ে কেবল এক ব্যক্তির দিকে সম্বন্ধযুক্ত হতে পছন্দ করেছে! কিন্তু এখানে এমনটিই হয়েছে। ইয়াসরিববাসী তাদের শহরের নাম ভুলে যায়। এখন এটি নবীর শহর। তখন থেকেই 'মাদিনাতুন নবী' বলা শুরু হয়। মদিনার প্রথম অধিবাসী আউস-খাযরাজ এবং তাদের শাখাগোত্রগুলোর খোঁজ নিয়ে দেখা গেল- তাদের মধ্যকার বিভেদ মিটে গেছে এবং পারস্পরিক ঐক্য ও সৌহার্দ্য তৈরি হয়েছে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে 'আনসার' নামে ভূষিত করেন। এর মাধ্যমে দীন ও ইসলামের জন্য তাদের ত্যাগ ও কুরবানি এবং নুসরত-সাহায্যের উদাহরণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মক্কা থেকে আগত মুসলমানদের তিনি 'মুহাজির' উপাধি দেন। এই শহর এখন নবীর শহর। শহরের বাসিন্দা হলেন মুহাজির ও আনসার সাহাবিগণ। সবকিছুতেই ইসলামের রঙ। দীনের খাতিরে আত্মীয়তার বন্ধন বিসর্জন ও উৎসর্গ করার উপর প্রতিষ্ঠিত এই শহর।

মসজিদে নববি : ইসলামের নতুন কেন্দ্র

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনাতে এসে সর্বপ্রথম হজরত আবু আইয়ুব আনসারি রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাড়ির সামনের খোলা অংশে একটি মসজিদ নির্মাণ করতে মনস্থ হন। এই জায়গাটি দুই এতিম- সাহল এবং সুহাইলের মালিকানাধীন ছিল। তারা মসজিদ নির্মাণের জন্য জায়গাটি উপহার হিসেবেই দিতে চাচ্ছিল। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোর করে মূল্য পরিশোধ করেন। এরপর তিনি মসজিদের নির্মাণকাজ শুরু করেন। মসজিদের কিবলা বাইতুল মাকদাসের দিকে ছিল। দেয়াল কাঁচা ইট, খুঁটি খেজুর গাছের কাণ্ড আর ছাদ খেজুরের ডাল দিয়ে তৈরি করা হয়। তার দৈর্ঘ্য ছিল ১০৫ ফিট আর প্রস্থ ৯০ ফিট।[১৪]

[১৪]. সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ : ৩/৩৩৮

মসজিদের নির্মাণকাজে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ইট বহন করে নিয়ে যেতেন। মুসলমানরা তা দেখে অত্যধিক জোশ ও স্পৃহার সঙ্গে কাজ করতে থাকে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের হিম্মত ও উদ্দীপনা দেখে বলেন,

اللهم إن الأجرَ أجرُ الآخرة ۞ فارحَمِ الأنصارَ والمهاجرَة

হে আল্লাহ, প্রকৃত প্রতিদান তো আখেরাতের প্রতিদান, অতএব আপনি আনসার ও মুহাজিদের উপর রহম করুন।[১৫]

ইসলামি ভ্রাতৃত্ব বন্ধন

মুহাজিরদের আবাসনের ব্যবস্থা করা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। কারণ, তারা সবকিছু ত্যাগ করে এখানে হিজরত করেছেন। এই সমস্যা নিরসনকল্পে তিনি 'ভ্রাতৃত্ব বন্ধন' স্থাপন করার মাধ্যমে নিঃস্ব মুহাজিরদেরকে সচ্ছল আনসারিদের ভাই বানিয়ে দেন, যেন কষ্ট ও পেরেশানির সময় আত্মীয়স্বজনের অভাব অনুভূত না হয়।

আনসাররা এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেন। অগ্রাধিকার ও নিঃস্বার্থতার অনন্য উদাহরণ পেশ করেন। মুহাজির ভাইদের জন্য নিজেদের বাসস্থান, বাগ-বাগিচা এবং সম্পদ দু'ভাগ করে অর্ধেক তাদেরকে দিয়ে দেন। কিন্তু মুহাজিররা কৃতজ্ঞতা এবং অল্পতুষ্টির দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেন। কেবল প্রয়োজন পরিমাণ সাহায্য-সহযোগিতা তাদের থেকে গ্রহণ করেন।[১৬]

পরিবারকে মক্কা থেকে মদিনায় স্থানান্তর এবং তাদের আবাসনের ব্যবস্থা

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাতমাস যাবৎ হজরত আবু আইয়ুব রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাড়িতে অবস্থান করেন। এর মাঝেই তিনি তার খাদেম যায়েদ বিন হারিসা এবং আবু রাফেকে গোপনে মক্কায় পাঠান, যেন সেখানে রয়ে যাওয়া তার পরিবার-পরিজন: হজরত সাওদা, হজরত উম্মে কুলসুম, হজরত ফাতেমাকে মদিনায় নিয়ে আসেন। হজরত রুকাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা আগেই উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে মদিনায় চলে এসেছিলেন। তবে বড় মেয়ে যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা তার স্বামী আবুল আসের সঙ্গে মক্কায় ছিলেন।[১৭]

---

১৫. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ৩৯৩২ (বাবু মাকদামিন নাবিয়্যি আলমাদিনাতা), সিরাতে ইবনে হিশাম : ১/৪৯৯, ৫০৪, ৫০৫

১৬. সহিহ বুখারি : হাদিস নং ২৭৮০, ২৭৮১, ২৭৮২, (কিতাবুল মানাকিব, বাবু ইখাইন নাবী), সিরাতে ইবনে হিশাম : ১/৪৯৯, ৫০৪, ৫০৫

১৭. আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৪/৪৯৯

ওদিকে হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুও তার মেয়ে হজরত আসমা, হজরত আয়েশা এবং ছেলে আবদুল্লাহকে মদিনায় নিয়ে আসেন। যখন মসজিদে নববি এবং তার পাশেই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাসস্থান নির্মাণ পরিপূর্ণ হয়ে যায়, তখন নবীজি নিজের বাড়িতে ওঠেন। নবীজির সেই বাড়িতে হজরত সাওদা ও হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহুমার জন্য পৃথক পৃথক কামরা তৈরি করেন। আর সেখানেই হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে অত্যন্ত অনাড়ম্বরভাবে নবীজির ঘরে কনে হিসেবে উঠানোর আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়। এটি ১ হিজরির শাওয়াল মাসের ঘটনা।[১৮]

আসহাবে সুফফাহ : ইসলামের প্রথম মাদরাসা

কুরআনুল কারিম ধারাবাহিকভাবে অবতীর্ণ হচ্ছিল। নতুন ইসলামি হুকুমত হিসেবে মদিনার পরিবেশ অনুযায়ী আয়াত নাজিল হচ্ছিল। বিধিবিধানের ক্ষেত্রে মক্কায় অবতীর্ণ সুরাসমূহের তুলনায় মদিনায় অবতীর্ণ সুরাসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য বেশি ছিল।

মুহাজিরদের মধ্যে এমন নিঃস্ব এবং অসহায় লোকও ছিলেন, যাদের তখনও কোনো ঘরবাড়ি এবং জীবিকার ব্যবস্থা হয়নি, তাদেরকে মসজিদে নববির দক্ষিণ কোণে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুজরাসমূহের নিকটবর্তী চত্বরে থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়া হলো। এরা আসহাবে সুফফা নামে খ্যাতি লাভ করেন। তারা সারাদিন সেখানেই থাকতেন। কুরআনের আয়াত, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নসিহত শুনতেন এবং মুখস্থ করতেন। আর রাতের খাবারের জন্য যেসকল মুহাজির সাহাবির জীবিকার ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিল, তাদের সঙ্গে সুফফার সদস্যদের পাঠিয়ে দিতেন। সুফফার কিছু দরিদ্র সাহাবিকে স্বয়ং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে নিয়ে যেতেন।

যুহর, আসর ও ইশার চার রাকাত নামাজ ফরজ হওয়া এবং আজানের বিধান অবতীর্ণ

তখনও পর্যন্ত জোহর, আসর এবং ইশার দুই রাকাত করে আদায় করা হতো। মদিনায় আসার কিছুদিন পরই দুই রাকাতের পরিবর্তে চার রাকাত ফরজ করা হয়।[১৯]

সে সময়ে মুসলমানরা সময় অনুমান করে নামাজের জন্য মসজিদে উপস্থিত হতো। নামাজের জন্য আহ্বান করার কোনো স্বীকৃত পদ্ধতি ছিল না। ইহুদি-

১৮. আলকামিল ফিত তারিখ : ২/৬

১৯. মুখতাসার সিরাতুর রাসুল, শায়েখ মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাব, পৃষ্ঠা ১৪০, ১৪১ (সউদি ধর্মমন্ত্রণালয় সংস্করণ)

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

(পঞ্চম খণ্ড)

মূল
মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান

অনুবাদ
মুহাম্মদ নুরুয্যামান
তাকমিল, মাদরাসা বাইতুল উলুম, ঢালকানগর, ঢাকা
ইফতা, মারকাজুল বুহুস আল ইসলামিয়া, মিরপুর, ঢাকা

ইত্তিহাদ

সূচিপত্র

মীমাংসার জন্য অঙ্গীকারনামা **২১**

সমঝোতা সফল হওয়ার জন্য হজরত আলি রা. এর মহানুভবতা ২২

যুদ্ধবিরতির চুক্তির ইতিবাচক ফল ও সন্ত্রাসীদের বিক্ষোভ ২২

বহিঃশক্তির ব্যর্থতার গ্লানি ২৪

মীমাংসার ঘটনা : কতটা সঠিক, কতটা ভুল!! **২৫**

হজরত আলি রা. কেন মীমাংসার বৈঠকে উপস্থিত হলেন না? ২৫

মীমাংসার বৈঠকে কী আলোচনা-পর্যালোচনা হলো? ২৬

খেলাফত গ্রহণে হজরত ইবনে উমরের অপারগতার কারণ ২৯

সংলাপ ও সমঝোতার শেষপর্ব ৩০

শেষ ঘোষণা : মীমাংসা বৈঠকের পর উভয় দলের অবস্থা ৩২

ভ্রান্ত বর্ণনাগুলো কীভাবে প্রসিদ্ধ হয়ে গেল? ৩৩

বিশিষ্ট সাহাবিগণ ঘটনার তদন্ত করেছেন! ৩৪

দুই সালিস ও আইন প্রয়োগের ক্ষমতাসম্পন্ন আদালত বা ক্ষমতাসম্পন্ন শাসকের মধ্যে কী পার্থক্য ৩৫

শামে হজরত মুয়াবিয়া রা. এর স্বাধীন শাসন প্রতিষ্ঠা ৩৬

সীমান্তবর্তী ঝটিকা আক্রমণ **৩৭**

মিসরে হজরত মুয়াবিয়া রা. এর প্রথম আক্রমণ ও মুহাম্মদ বিন আবু হুযাইফার হত্যা ৪৩

মিসরে কায়েস বিন সা'দ রা. এর গর্ভনরের দায়িত্ব পালন ৪৪

মিসরের পথে আশতার নাখায়ির রওনা এবং হঠাৎ মৃত্যু ৪৫

মুয়াবিয়া রা. এর মিসর দখল এবং মুহাম্মদ বিন আবু বকরকে হত্যা ৪৬

মিসর দখলের ফল ৪৭

দুই পক্ষের মধ্যে সন্ধি **৫০**

শামবাসীর সঙ্গে হজরত আলি রা. এর রাজনৈতিক কৌশলের ধারা ৫০

হজরত আলির হৃদয়ে মুয়াবিয়া রা. এর শাসক হওয়ার অনুভূতি ও উদারতা ৫১

সীমান্তের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের অঙ্গীকার ৫৩

আমিরুল মুমিনিন ও আমিরে শাম ৫৫

রোম সম্রাটের হুমকি ও হজরত মুয়াবিয়া রা.এ প্রতিউত্তর ৫৫
ইসলামি রাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধানের ভিত্তি ৫৬
হজরত আলির ফিকহি মতের উপর ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা ৫৭
বিদ্রোহীদের ব্যাপারে হজরত আলি রা. এর মতের উপর ইজমা হওয়ার ফল ৬০
হজরত মুয়াবিয়া তার শাসনামলে হজরত আলির ইজতিহাদের সঙ্গে একমত হয়েছিলেন ৬১
খারেজিদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব ৬৩
খারেজিরা হারুরাতে ৬৫
খারেজিদের রুখে দেওয়া : হজরত আলির বিজ্ঞোচিত প্রমাণ উপস্থাপন ৬৬
খারেজিদের সঙ্গে চুক্তি ৬৭
খারেজিরা কুফায় ৬৭
না'রায়ে তাহকিম বা 'ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর' এ স্লোগানের দাঁতভাঙ্গা জবাব ৬৮
শাসকের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে হজরত আলির বাণী ৬৯
হজরত আলির সঙ্গে খারেজিদের দুর্ব্যবহার ৬৯
খারেজিদের আহ্বান ও সাধারণ মানুষের মানসিক প্রস্তুতি ৭০
কুফা থেকে খারেজিদের গোপনে যাত্রা ৭১
খারেজিদের রক্তপাত ৭২
খারেজিদের হাতে আবদুল্লাহ বিন খাব্বাব রা. কে হত্যার নির্মম ঘটনা ৭২
প্রথম ঘটনা ৭৩
খারেজিদের প্রতি শেষ সতর্কবার্তা ৭৪
খারেজিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আহ্বান ৭৬
একটি সংশয় ও তার নিরসন ৭৬
খারেজিদের সঙ্গে হজরত ইবনে আব্বাস রা. এর বিতর্ক ৭৭
নিহরুওয়ানের যুদ্ধ ৮২
অদ্ভুত আকৃতির ব্যক্তির অনুসন্ধান ৮৩
জঙ্গে জামাল, সিফফিন ও নিহরুওয়ানে লড়াইকারীদের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য ৮৪
হজরত আলি রা. এর ভারসাম্যপূর্ণ মানসিকতা ৮৫
ইরাক ও শাম উভয় অংশের অধিবাসীরাই ঈমানদার ও দীনদার ৮৫
আকিদা-বিশ্বাস সংশোধন ৮৭
আল্লাহর নবীর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার আকিদা খণ্ডন ৮৭
হজরত আলির কাছে বিশেষ ইলমের আকিদা খণ্ডন ৮৮

হজরত আবু বকর ও উমরের সাথে বিরোধের আকিদা খণ্ডন ৮৮
আবদুল্লাহ বিন সাবার বিরুদ্ধে গৃহীত পদক্ষেপ ৮৯
প্রকাশ্যে কুফুরিতে লিপ্ত সাবায়িদের মৃত্যুদণ্ড ৯০
শিরকি ও বিদআতি প্রথার মূলোৎপাটন ৯১
আপনজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ ৯২
মতবিরোধকে ঘৃণা ৯৩
দেশকে সমৃদ্ধ করার উদ্যোগ ও বিজয়াভিযান ৯৪
হজরত আলি রা. এর অধীন প্রাদেশিক গভর্নর ৯৫
পারস্য, কেরমান ও পার্বত্য অঞ্চলের অভিযান ৯৫
মার্ভের অভিযান ৯৫
নিশাপুরের অভিযান ৯৬
বন্দি শাহজাদির প্রতি সম্মানপ্রদর্শন ৯৬
মুশরিকদের বিরুদ্ধে হজরত আলি রা. এর পতাকাতলে ইবনে মাসউদ রা. এর শাগরিদদের জিহাদে অংশগ্রহণ ৯৭
মুরতাদ বা ইসলাম বর্জনকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ ৯৭
বেলুচিস্তান ও সিন্ধুতে নতুন অভিযান ৯৭
কান্দাবিল ও কিকানের অভিযান ৯৮
অভ্যন্তরীণ যুদ্ধসমূহে খ্রিষ্টানদের কূটচাল ৯৮
খির্‌রিত বিন রাশেদের চক্রান্ত ৯৯
খির্‌রিত বিন রাশেদের বিরুদ্ধে অভিযান ৯৯
শাহাদাতের হৃদয়বিদারক ঘটনা ১০১
দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি ও শাহাদাতের তামান্না ১০১
হত্যা-ষড়যন্ত্রে খারেজিরা ১০২
আবদুর রহমান বিন মুলজিম ও শাবিব বিন বাজরা ১০৩
প্রাণনাশি হামলা ও শাহাদাত ১০৪
হামলাকারীর সঙ্গেও উত্তম ব্যবহারের তাগিদ ১০৪
অন্তিম উপদেশ ১০৫
শাহাদাত ও দাফন ১০৬
হজরত আলি রা. এর জীবনাদর্শের কয়েকটি আলোকিত দিক ১০৭
ইলমের অঙ্গনে তার শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা ১০৮
বাচনভঙ্গি ও উপস্থাপনার কৌশল ১০৯
হজরত হাসান রা. শোকাবহ ভাষণ ও স্থলাভিষিক্ত হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ ১১০
আলি রা. এর শাহাদাতের পর মুয়াবিয়া রা. এর অভিব্যক্তি ১১১

জরুরি জ্ঞাতব্য ১১১
একটি সংশয় ও হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি রহ. এর কলমে তার সমাধান ১১৩
হজরত আলি রা. কি ব্যর্থ শাসক ছিলেন? ১১৪
একজন শাসকের প্রকৃত সফলতা কী? ১১৬
উম্মাহর সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের বাইরে গিয়ে দল গঠন ১২০
কট্টর শিয়াপন্থিদের তিন দল ১২১
১. সাধারণ কট্টরপন্থি ১২১
২. গোমরাহ বা বিপথগামী ১২২
৩. চরম বিদ্বেষী ১২২
মারওয়ানি ও নাসেবিদের পরিচয় ১২২
দলাদলির সূচনা কীভাবে হয়েছিল? হাফেজ জাহাবি রহ. এর বিশ্লেষণ ১২৫
রাবি ও রেওয়ায়েত গ্রহণের ক্ষেত্রে রাফেজি ও নাসেবিদের অদ্ভুত নিয়ম ১২৭
আবদুল্লাহ বিন সাবার পরিণতি কী হয়েছিল? ১২৮
সাহাবিদের মতভিন্নতা ছিল শরিয়তের পূর্ণতা বিধানের উদ্দেশ্যে ১৩৫
সৃষ্টিগত রহস্য- কুরআন ও সুন্নাহর উপর বিশ্বাসের পরীক্ষা ১৩৮
ইফকের ঘটনাও একটি পরীক্ষা ছিল? ১৩৯
সাহাবায়ে কেরামের মতানৈক্যে কীসের পরীক্ষা ছিল? ১৪০
দুটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা ১৪০
সাহাবিদের মতানৈক্য একদিক থেকে ক্ষতিকর কিন্তু অন্যদিক থেকে ছিল উপকারী ১৪১
খড়-কুটো পৃথক হয়ে গেছে ১৪১
মুসলিম উম্মাহর অভ্যন্তরীণ কাঠামো সুদৃঢ় হয়েছে ১৪১
সাহাবিদের মতানৈক্য কি ‘রুহামাউ বাইনাহুম’ (পরস্পর দয়াশীল)-এর পরিপন্থি? ১৪২
মুয়াবিয়া রা. এর ইজতিহাদি ভুল সম্পর্কে হজরত থানবির উক্তি ১৪৪
রাজনৈতিক মতবিরোধের সময় উপযুক্ত কর্মপন্থা ১৪৪
রাজনৈতিক মতবিরোধের ৩টি ধরন ১৪৫
তৃতীয় প্রকার মতবিরোধের ব্যাখ্যা ১৪৬
প্রথম প্রশ্নের সমাধান ১৪৬
দ্বিতীয় প্রশ্নের সমাধান ১৪৭
অপ্রয়োজনে সাহাবিদের মতানৈক্যের আলোচনা থেকে বিরত থাকার শিক্ষা ১৪৭

অন্যান্য জাতির ধর্মীয় যুদ্ধের সাথে সাহাবিদের মতানৈক্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ **১৫০**

খেলাফতে রাশেদার সমাপ্তিকাল

হাসান ইবনে আলি রা. এর খেলাফতকাল **১৫৪**
হজরত হাসান কি ভীত হয়ে সন্ধি করেছিলেন? ১৫৫
হজরত হাসানের নিয়মানুবর্তিতা ও ইবনে মুলজিমকে হত্যা ১৫৬
হজরত হাসান রা. এর পক্ষ থেকে সন্ধির ঘোষণা এবং দাঙ্গাবাজদের বিরোধিতা ১৫৭
ইরাকিদের উদ্দেশে হজরত হাসানের ভাষণ এবং দাঙ্গাবাজদের ধৃষ্টতা ১৫৭
হজরত হাসানের উপর প্রাণঘাতী আক্রমণ ১৫৮
হজরত হাসান কেন বাহিনী সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন? ১৫৯
সহিহ বুখারিতে সন্ধির ঘটনা ১৬১
সন্ধিচুক্তির ঘোষণায় হজরত ইবনে উমর রা. এর অংশগ্রহণ ১৬২
খেলাফতে রাশেদার পরিসমাপ্তি ১৬৪
হজরত মুয়াবিয়া রা. এর প্রথম ভাষণ ১৬৫
মদিনাবাসীর বাইয়াত ১৬৯
অঙ্গীকার রক্ষার প্রতি হজরত হাসান রা. এর গুরুত্বারোপ ১৭০
কায়েস বিন সা'দ রা. এর বাইয়াত ১৭১
ইরাক থেকে হজরত হাসান ও হুসাইন রা. এর প্রস্থান ও বিদায়ী বাণী ১৭২
হজরত হাসান ও হুসাইন রা. এর মদিনায় অবস্থান ১৭৩
হজরত হাসান ও হুসাইন রা. এর সঙ্গে মুয়াবিয়া রা. র উত্তম ব্যবহার ১৭৪
হজরত হাসান রা. এর সমালোচনার অপচেষ্টা ১৭৪
হজরত হাসান রা. এর মৃত্যু ১৭৫
খেলাফতে রাশেদা সম্পর্কে ইসলামি আকিদা **১৭৭**
খেলাফতে রাশেদা শ্রেষ্ঠ হওয়ার কারণ ১৭৯
শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবি রহ. এর বাণী ১৭৯

খেলাফতে রাশেদা-পরবর্তীযুগ

মুয়াবিয়া রা. এর খেলাফতকাল

বংশ পরিচয় ও প্রাথমিক জীবন **১৮৩**
হজরত মুয়াবিয়া নবীজির পবিত্র খেদমতে ১৮৩
নবীজির ইনতেকালের পর হজরত মুয়াবিয়া ১৮৪

হজরত মুয়াবিয়া রা. এর উপর সাহাবিদের আস্থা ও নির্ভরশীলতা ১৮৫
শাসনামলের সূচনা ১৮৬
সন্ত্রাসীদের ব্যাপারে হজরত মুয়াবিয়া রা. এর কর্মপন্থা ১৮৭
হজরত মুয়াবিয়া রা. এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ১৮৯
১. সবকিছুর উর্ধ্বে শরিয়তকে প্রতিষ্ঠিত রাখা ১৯০
নসিহতের উপর তৎক্ষণাৎ আমল ১৯০
কিসাসের বিষয়ে হজরত আলির ইজতিহাদের দিকে প্রত্যাবর্তন ১৯১
২. আরব নেতৃত্বকে নতুন আঙ্গিকে বিন্যাস ১৯৫
হজরত মুয়াবিয়া এবং হজরত আলির ব্যবস্থাপনাগত দৃষ্টিভঙ্গিতে পার্থক্য ১৯৫
বর্তমান আরব জাতীয়তাবাদের সাথে আরব নেতৃত্বের ব্যবস্থাপনাগত পার্থক্য ১৯৬
বনু উমাইয়া গোত্রের ঠিকাদারি : এক অবশ্যম্ভাবী প্রেক্ষাপট ১৯৬
৩. মুসলিমবিশ্বের সুরক্ষা ও নতুন বিজয়াভিযান ১৯৮
ভারত উপমহাদেশে জিহাদ অভিযান ২০০
বানু ও লাহোরের অভিযান ২০০
কিকান (ক্ষীরথার পর্বত) এর দ্বিতীয় অভিযান ২০১
খোরাসান অভিযান ২০৪
হজরত আবদুর রহমান বিন সামুরা রা. র নেতৃত্বে কাবুলের জিহাদ ২০৪
হজরত সিলাহ বিন আশইয়াম রহ. এর আত্মত্যাগ ২০৫
দুজন আরবমুজাহিদ শত্রুদের মুখ ফিরিয়ে দেয় ২০৬
কাবুল উপত্যকায় ২০৭
রণাঙ্গনে হাদিস ও ফিকহের তালিম ২০৮
ক্ষেপণাস্ত্রের ব্যবহার ২০৮
চূড়ান্ত লড়াই ২০৯
মুজাহিদদের বিশ্বস্ততা ২০৯
কাবুলের কয়েদি শিশু হলো উম্মাহর প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ২১০
কান্দাহার বিজয় ২১০
হজরত আবদুর রহমান বিন সামুরা রা. এর মৃত্যু ২১০
নতুন হাঙ্গামা ও তার প্রতিরোধ ২১১
গুর ও আশাল বিজয় ২১১
মধ্যএশিয়ায় বিজয়ের সূচনা ২১৩
আমুদরিয়ার ওই পারে ২১৩

মোজা ফেলে পালাল বুখারার সম্রাজ্ঞী ২১৩
বুখারা ও সমরকন্দ বিজেতা : হজরত সাঈদ বিন উসমান গনি রা. ২১৪
হজরত কুসাম বিন আব্বাস রা. এর শাহাদাত ২১৬
আফ্রিকা অভিযান ২১৮
হজরত উকবা বিন নাফে রহ. এর বিজয়সমূহ ২১৮
হজরত আমর ইবনুল আস রা. এর মৃত্যু ২১৯
হজরত মুয়াবিয়া বিন হুদাইজ রা. এর জিহাদ ২২১
সুস বিজয় ২২২
আফ্রিকার মাটিতে প্রথম ইসলামি বসতি, কাইরাওয়ানের গোড়াপত্তন ২২৪
বনাঞ্চল ফাঁকা করে চলে গেল হিংস্র জীব-জন্তুর দল ২২৬
হজরত আবু মুহাজির দিনার ও হাসসান বিন নুমান রা. র অভিযান ২২৭
রোমান সাম্রাজ্য ও মুসলিমবিশ্ব ২২৯
বিশ্বাসঘাতকদের সঙ্গেও বিশ্বস্ততা ২২৯
রোমানদের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ অভিযান ২৩১
শীতকালীন অভিযান ২৩১
জারির বিন আবদুল্লাহ রা. এর শীতকালীন অভিযান ও প্রত্যাবর্তন ২৩২
গ্রীষ্মকালীন কার্যক্রম ২৩৩
রোমকদের উপর আক্রমণের উদ্দেশ্য ২৩৩
কনস্টান্টিনোপলের উপর চূড়ান্ত হামলা ২৩৩
ইয়াজিদের নেতৃত্বের ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের মনোভাব ২৩৪
কনস্টান্টিনোপলের বাহিনীর কার্যবিবরণী ২৩৫
এশিয়া মাইনরের গুরুত্বপূর্ণ বিজয়সমূহ ২৩৯
রোম উপসাগরের দ্বীপপুঞ্জে অভিযান ২৪১
হজরত উমর ও মুয়াবিয়া রা. চীন ও ইথিওপিয়ায় হামলা করলেন না কেন? ২৪২
শামবাসীর জিহাদের আলোচনা হাদিসে ২৪৩
এসব অভিযান কি ডাকাতি ছিল? ২৪৩
কয়েকটি আশ্চর্যজনক ঘটনা ২৪৫
৪. শান্তি ও নিরাপত্তা এবং ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা ২৪৭
কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতা ২৪৮
আইন শৃঙ্খলা (পুলিশ) বিভাগ ২৪৯
ব্যক্তি-স্বাধীনতা ২৪৯

৫. রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন **২৫০**
সিলমোহর অধিদপ্তর : সরকারি লেখনী সংরক্ষণ বিভাগ ২৫০
প্রহরা বিভাগ ২৫০
হিজাবা : খলিফার সঙ্গে সাক্ষাতের সময় প্রদানের দায়িত্ব ২৫১
উন্নয়ন ও গৃহায়ন ২৫১
৬. বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্রের মূলোৎপাটন **২৫৪**
কুফায় খারেজিদের বিদ্রোহ ২৫৪
সাবায়িদের গোলযোগ ২৫৬
বসরা ও কুফায় জিয়াদ বিন আবি সুফিয়ানকে গভর্নর নিযুক্তীকরণ ২৫৭
জিয়াদের সংস্কার ও অবদান ২৫৮
মুয়াবিয়া রা. শাসনামলের দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা **২৬০**
হুজর বিন আদি রা. এর ঘটনা **২৬১**
১. ঘটনার প্রেক্ষাপট ২৬৩
২. সন্ধির প্রতি অনাস্থা ২৬৪
৩. হজরত হুসাইন রা. এর সাথে পত্রালাপ ২৬৪
৪. ফেতনাবাজ লোকদের পরিমণ্ডলের প্রভাব ২৬৫
৫. প্রতিবাদী আন্দোলনের সূচনা ২৬৬
৬. কুফায় জিয়াদের নিয়োগ ও হুজর বিন আদির সঙ্গে আচরণ ২৬৬
৭. কুফায় জিয়াদের প্রথম ভাষণ এবং হজরত হুজর রা. এর অসন্তোষের মৌলিক কারণ ২৬৭
৮. জিয়াদের পক্ষ থেকে বিরোধ মীমাংসার প্রচেষ্টা এবং সংলাপ ২৬৮
৯. জিয়াদের বসরা গমন এবং কুফার অবস্থার পরিবর্তন ২৬৯
১০. হজরত হুজ্র রা. এর প্রতিবাদী সংগ্রাম এবং কুফায় জিয়াদের জরুরি প্রত্যাবর্তন ২৭১
১১. সমঝোতার শেষপ্রচেষ্টা ২৭১
১২. হুজর বিন আদিকে গ্রেফতারের ব্যবস্থা ২৭২
১৩. হজরত হুজ্র রা. এর গ্রেফতার ও অপরাধপত্র প্রস্তুতীকরণ ২৭৩
১৪. মামলা সম্পর্কে হজরত মুয়াবিয়া রা. এর চিন্তাভাবনা ২৭৪
১৫. মৃত্যুদণ্ডের আদেশ কার্যকর করা হলো ২৭৫
হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. এর সুপারিশ ২৭৬
আবু মিখনাফের আস্থাহীন বর্ণনা ২৭৭
হুজ্র রা. এর হত্যার ব্যাপারে সাহাবা ও তাবেয়িদের অভিমত ২৭৭
হজরত মুয়াবিয়া রা. এর বেদনা ও পরিতাপ ২৭৮

হজরত আয়েশার অসন্তোষ এবং হজরত মুয়াবিয়ার অপারগতা প্রকাশ ২৭৯
২. ইয়াজিদের মনোনয়ন **২৮৩**
ইয়াজিদকে খলিফা হিসেবে মনোনয়নের কারণ ২৮৬
ইয়াজিদের মনোনয়নের ব্যাপারে মদিনার বিশিষ্ট সাহাবিদের সংযম ও সাবধানতা ২৮৮
ইয়াজিদের বাইয়াতে মদিনার বিশিষ্ট সাহাবিদের অনীহা ২৮৯
ইয়াজিদের বাইয়াত থেকে বিমুখতা প্রদর্শনকারী সাহাবিদের যুক্তি-প্রমাণ ২৯০
হজরত আবদুর রহমান বিন আবু বকর রা. এর মৃত্যু ২৯৩
আমর বিন হাযাম রা. এর ভিন্নমত, উপদেশ প্রদান ও হজরত মুয়াবিয়া রা. এর উত্তর ২৯৪
ইরাকের প্রধান ব্যবস্থাপক হজরত আহনাফ বিন কায়েসের অভিমত ২৯৪
ইয়াজিদের মনোনয়নের বিষয়ে অধিকাংশ আলেমের অভিমত ২৯৫
ব্যক্তিগত কর্মকাণ্ডের দিক থেকে ইয়াজিদের উপযুক্ততা ২৯৬
হজরত মুয়াবিয়া রা. এর দোয়া ও ইসতিখারা ২৯৮
ইয়াজিদের মনোনয়ন, একটি সমীক্ষা ২৯৯
তৎকালীন সময়ের দুটি হৃদয়বিদারক ঘটনা **৩০১**
এক. হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. এর মৃত্যু ৩০১
দুই. হজরত আবু হুরাইরা রা. এর মৃত্যু ৩০২
উম্মাহর হক সম্পর্কে পিতার পক্ষ থেকে পুত্রকে অসিয়ত **৩০৪**
জীবনসায়াহ্নে হজরত মুয়াবিয়া রা. **৩০৬**
হাদিসের দর্পণে হজরত মুয়াবিয়া রা. **৩১০**
অন্যায় ও গর্হিত কাজের প্রতি ঘৃণা ৩১০
ফ্যাশন, কৃত্রিমতা এবং লৌকিকতা ও আড়ম্বরতা গতিরোধ ৩১১
দীনকে তার প্রকৃত রূপরেখায় অবিচল রাখার প্রেরণা ৩১২
মানবজীবনের মূল্যায়ন ৩১২
অনৈসলামিক প্রথা বর্জন ৩১২
তোষামোদকারী লোকদের মুখে লাগাম প্রদান ৩১৩
সত্যকথনের প্রতি উদ্বুদ্ধকরণ ও বাকস্বাধীনতা ৩১৩
অনাড়ম্বর জীবনযাপন ৩১৫
শরিয়তের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়, সুন্নাত ও মুসতাহাবের প্রতিও যত্নশীলতা ৩১৬
প্রিয় রাসুলের আদর্শ ছড়িয়ে দেওয়ার বিপুল প্রেরণা ৩১৬
বিশেষ দিবসগুলো সম্পর্কে উৎসাহ প্রদান ও ভারসাম্য রক্ষা ৩১৭

ইলমের জন্য শিক্ষার্থীসুলভ স্পৃহা ৩১৭
দীনি মাসআলার তাহকিক (যাচাই-বাছাই) ৩১৮
ইলমি ও ফিকহি পারদর্শিতা ও বিশিষ্ট সাহাবিদের আস্থা ৩১৮
আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন, শাসনক্ষমতার প্রথম দায়িত্ব ৩১৯
খেলাফতের গুরুত্ব ৩১৯
বিভেদ সৃষ্টিকারীদের সংশোধন : শরিয়ত আঁকড়ে ধরা ৩১৯
সাহাবিদের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা ৩২০
জিহাদ ও দীন কায়েমের অদম্য স্পৃহা ৩২০
হাদিস বর্ণনায় হজরত মুয়াবিয়া রা. এর পন্থা ৩২১
বানোয়াট বর্ণনার গতিরোধ এবং তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ ৩২২
মিথ্যা বর্ণনা চেনার মাপকাঠি ৩২২
বানোয়াট বর্ণনাকারী ও অজ্ঞ বক্তাদের ব্যাপারে সরকারি পদক্ষেপ ৩২২
‘শুধু ভেতর ভালো হলেই চলে’ এই ভুল ধারণার অপনোদন ৩২৩
আলেম, শিক্ষার্থী ও মুয়াজ্জিনদের মনোবল বৃদ্ধি ৩২৩
দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি, আখেরাতের ভাবনা ও নবীপ্রেম ৩২৪
স্বাধীন মতপ্রকাশের ক্ষেত্রে হজরত মুয়াবিয়া রা. ৩২৫
মুয়াবিয়া রা. এর শাসনামলের প্রকৃত রূপরেখা ৩২৯
বিবর্তনের বড় কারণ ৩৩০
মুয়াবিয়া রা. র শাসনামলকে খেলাফতে রাশেদার মধ্যে গণ্য করা হয় না কেন? ৩৩১
খেলাফতে রাশেদা ও খেলাফতে মুয়াবিয়ার মধ্যকার পার্থক্য সম্পর্কে বিশিষ্ট আলেমদের বক্তব্য ৩৩২
ইতিহাসের শিক্ষা ৩৩৬
তারিখে সাহাবা ৩৪২

মীমাংসার জন্য অঙ্গীকারনামা

যুদ্ধবিরতির এক সপ্তাহ পর, ১৭ সফর ৩৭ হিজরিতে হজরত আলি রা. এবং হজরত মুয়াবিয়া রা. এর মধ্যে নিম্নোক্ত অঙ্গীকারপত্র স্বাক্ষরিত হয়-

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

এটি আলি ইবনে আবু তালিব ও মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান এবং তাদের সাথিদের মধ্যে কুরআন ও হাদিসভিত্তিক অঙ্গীকারপত্র।

১. হজরত আলি রা. এর ফয়সালা গোটা ইরাকবাসীর উপর এবং হজরত মুয়াবিয়া রা. এর ফয়সালা গোটা শামবাসীর উপর কার্যকর হবে, তারা উপস্থিত থাকুক বা না থাকুক।

২. হজরত আলি রা. তার সহযোগী আবদুল্লাহ বিন কায়েস, (আবু মুসা আশআরি)-কে এবং হজরত মুয়াবিয়া রা. হজরত আমর ইবনুল আস রা.-কে সালিসরূপে নির্বাচন করতে সম্মত হয়েছেন।

৩. উভয় সালিস এই মর্মে শপথ করবেন যে, তারা আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফয়সালা করবেন এবং যে বিষয়ের বিধান আল্লাহর কিতাবের সাথে মিলবে না, তা রাসুলের হাদিসে তালাশ করবেন।

৪. উভয় সালিস এবং তাদের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা রক্ষা করা হবে।

৫. উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ থাকবে। সংলাপ অব্যাহত থাকবে।

৬. উভয় সালিস ইরাক ও শামের মধ্যবর্তী একটি স্থান নির্ধারণ করবে।

৭. ফয়সালার জন্য আগত রমজানের শেষ পর্যন্ত সময় নির্ধারিত; কিন্তু উভয় সালিস চাইলে এর পূর্বের বা পরের কোনো সময়ও নির্ধারণ করতে পারবেন।

৮. এই সময়ের মধ্যে মানুষের জীবন, সম্পদ, পরিবার-পরিজন, সন্তানাদি, সব নিরাপদ থাকবে। অস্ত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ এবং সমস্ত পথ খোলা থাকবে।

এ অঙ্গীকারপত্রে হজরত আলি রা. এর পক্ষ থেকে যারা স্বাক্ষর করেছেন, তাদের নাম এই-

১. হজরত হাসান রা.

২. হজরত হুসাইন রা.

৩. হজরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা.
৪. হজরত আবদুল্লাহ বিন উমর রা.
৫. হজরত আশআস বিন কায়েস রা.
৬. হজরত সাহল বিন হুনাইফ রা.
৭. হজরত রাফে বিন খাদিজ রা.
৮. হজরত উকবা বিন আমের রা.

হজরত মুয়াবিয়া রা. এর পক্ষ থেকে যারা স্বাক্ষর করেছেন, তাদের নাম এই-

১. হজরত হাবিব বিন মাসলামা ফেহরি রা.
২. হজরত মুয়াবিয়া বিন হুদাইজ রা.
৩. হজরত আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস রা.
৪. হজরত আবদুল্লাহ বিন খালিদ বিন ওয়ালিদ রা.[১]

সমঝোতা সফল হওয়ার জন্য হজরত আলি রা. এর মহানুভবতা

উক্ত অঙ্গীকারপত্রের শুরু হজরত আলি রা. এর নামের সাথে 'আমিরুল মুমিনিন' লেখা হয়েছিল। কিন্তু হজরত মুয়াবিয়া রা. এর দিক থেকে জোরালোভাবে সেটি মুছে ফেলতে বলা হলো। হজরত আলি রা. পূর্ণ উদারতার সাথে সেটি কেটে দিয়ে তদস্থলে 'আলি বিন আবু তালিব' লিখে দিতে বলেন।[২] এর দ্বারা অনুমান করা যায়, সংলাপ ও চুক্তিকে সফল করার জন্য হজরত আলি রা. কতটা আন্তরিক ও নিষ্ঠাবান ছিলেন। এ কারণে প্রতিপক্ষের আইনি আপত্তিকে কোনো গোলযোগের কারণ হতে দেননি। আর এই চিন্তা থেকেই হজরত আলি উভয় সালিসকে অসিয়ত করেছিলেন যে, তোমরা উভয়ে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফয়সালা করবে। কুরআন যার আদেশ করেছে, তাকে জীবিত করবে। কুরআন যাকে নিষেধ করেছে, তাকে নিষিদ্ধ করবে।[৩]

যুদ্ধবিরতির চুক্তির ইতিবাচক ফল ও সন্ত্রাসীদের বিক্ষোভ

আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী সালিসির উক্ত সিদ্ধান্ত সবার জন্য সান্ত্বনার বাণী হয়ে উঠল। ইরাক ও শামের বাহিনী নিজ নিজ শিবিরে ফিরে গেল। হজরত আলি

---

১. আল আখবারুত তিওয়াল, পৃষ্ঠা : ১৯৪-১৯৬, আনসাবুল আশরাফ : ২/৩৩৪-৩৩৫, তারিখুত তাবারি : ৫/৫৪,৫৫, আবু মিখনাফ থেকে বর্ণিত।

২. মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ৩১৮৭, তারিখুত তাবারি : ৫/৫৩, সনদ সহিহ,
عن على بن مسلم عن حبان بن هلال عن مبارك بن فضاله عن الحسن عن الاحنف

৩. আলি রা. বলেন,/
ان تحكما بما في كتاب الله فتحييا ما احيا القرآن وتميتا ما امات القرآن. (مصنف ابن ابى شيبة، ح : ٧٥٨٧٣ ، ط الرشد)

তার খেলাফতের কেন্দ্র কুফায় এবং হজরত মুয়াবিয়া তার কেন্দ্র দামেশকে চলে গেলেন। মুসলিমবিশ্বের জীবনযাত্রা আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠল।

পক্ষান্তরে সন্ত্রাসীদের মধ্যে শুরু হলো বিক্ষোভ। দুঃখ ও বেদনায় তাদের অবস্থা বড় শোচনীয় হয়ে উঠল। খোদ শিয়াপন্থি ঐতিহাসিক আবু মিখনাফের বক্তব্য অনুযায়ী এই সন্ত্রাসীরা যখন হজরত আলি রা. এর বাহিনীর সঙ্গে সিফফিনের দিকে যাচ্ছিল, তখন এরা ছিল পরস্পর চিনি ও দুধের মতো ঘনিষ্ঠ এবং একে অন্যের সহযোগী। কিন্তু যখন মীমাংসার সিদ্ধান্ত হয়ে গেল, তখন এরা নিজেদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়ে উঠল এবং গালমন্দ করতে লাগল।[৪]

এটা তো স্পষ্ট যে, হজরত আলির চারপাশে জড়ো-হওয়া এই দাঙ্গাবাজ লোকগুলো কোনো সাহাবি বা তাবেয়ি ছিল না। বরং এরা ছিল সেসব সন্ত্রাসী, যারা বিভিন্ন ঘৃণ্য স্বার্থে জড়িয়ে ইসলামি খেলাফতকে দুর্বল এবং মুসলমানদেরকে বিক্ষিপ্ত করতে চাচ্ছিল। যখন তাদের স্বার্থ হাসিল হলো না, তখন স্বাভাবিকভাবেই তারা হতাশ হয়ে পড়ল এবং নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হলো।

এই দাঙ্গাবাজদের চিন্তায় প্রভাবিত লোকেরা আজও হজরত আলি রা. এর উক্ত সিদ্ধান্তের প্রতি অসন্তুষ্ট। তারা মনে করে এ সিদ্ধান্ত ছিল প্রজ্ঞার পরিপন্থি। আবার কেউ কেউ একে হজরত আলি রা. এর অজ্ঞতা ও হজরত মুয়াবিয়া রা. এর প্রতারণার ফল বলে আখ্যায়িত করে। অথচ হজরত আলি ও মুয়াবিয়া রা. এবং অন্যান্য বিশিষ্ট সাহাবি সালিসি ব্যবস্থায় একমত হয়ে মূলত নিম্নোক্ত আয়াতের উপর আমল করেছিলেন-

وَ اِنْ طَآئِفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا

> আর যদি মুমিনদের দুটি দল পরস্পরে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়, তা হলে তোমরা তাদের মধ্যে সন্ধি করে দাও।[৫]

এই চুক্তির মধ্যেই নিহিত ছিল মুসলমানদের কল্যাণ ও নিরাপত্তা। পবিত্র কুরআন তো যুদ্ধরত কাফেরদের সন্ধিপ্রস্তাবও গ্রহণ করার শিক্ষা দেয়। ইরশাদ হয়েছে,

---

৪.

خرجوا مع على الى صفين وهم متوادون احياء، فرجعوامتباغضين اعداء، مابرحوا من عسكرهم بصفين حتى فشا فيهم التحكيم ولقد اقبلوا يتدافعون الطريق كله ويتشاتمون ويضطربون بالسياط. (تاريخ الطبرى : ٣٦/٥)

৫. সুরা হুজুরাত, আয়াত ৯

وَ اِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا

আর যদি কাফেররা সন্ধির প্রতি আগ্রহী হয়, তা হলে আপনিও তার প্রতি আগ্রহী হোন।[৬]

কিন্তু অত্যন্ত আফসোসের বিষয়, দাঙ্গাবাজদের এটাও ভালো লাগল না যে, হজরত আলি রা. কালিমা-বলা মুসলমান ভাইদের সাথে সন্ধি করে নেবেন।

বহিঃশক্তির ব্যর্থতার গ্লানি

জঙ্গে জামাল ও জঙ্গে সিফফিনে মুসলমানদেরকে পরস্পরে মারামারি ও হানাহানিতে লিপ্ত দেখে তাগুতি শক্তিগুলো মুসলিমবিশ্বকে নতুন করে আঘাত করার পায়তারা করছিল। পারস্য ও ইরানের কয়েকটি বিজিত এলাকার অমুসলিমরা হজরত আলি রা. এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে শুরু করল। কোনো কোনো এলাকার মানুষ ধর্ম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে গেল।

এসব বিদ্রোহ দমন করার জন্য হজরত আলি রা. তার এক সেনাপতি এবং হজরত মুয়াবিয়া রা. এর বৈমাত্রেয় ভাই জিয়াদ বিন আবু সুফিয়ানকে প্রেরণ করলেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে বিদ্রোহের আগুন নেভাতে সক্ষম হন। ফলে সেসব এলাকায় আবার ইসলামের পতাকা উড্ডীন হয়।[৭] আর এভাবেই তাগুতি শক্তিগুলোর মনের বাসনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

৬. সুরা আনফাল, আয়াত ৬১

৭. তারিখুত তাবারি : ৫/১৩৭

মীমাংসার ঘটনা : কতটা সঠিক, কতটা ভুল!!

সিফফিনের যুদ্ধের আট মাস পরে, ৩৭ হিজরির রমজানে হজরত আলি ও মুয়াবিয়ার মধ্যে বিবাদ মীমাংসার জন্য হজরত আবু মুসা আশআরি ও হজরত আমর ইবনুল আস রা. ইরাক ও শামের সীমান্তবর্তী এলাকা 'আজরুহ'-এর নিকটে দুমাতুল জান্দাল নামক স্থানে একত্র হয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, উম্মাহর দুটি পক্ষের মধ্যে বিতর্কের সমাধান অন্বেষণ করা। যে বৈঠকে এ কথোপকথন হয়েছিল, তাকে বলা হয় 'মাজলিসে তাহকিম' তথা মীমাংসার বৈঠক। আর দুই সালিসকে বলা হয় 'হাকামাইন' তথা দুই বিচারক।[৮]

হজরত আলি রা. কেন মীমাংসার বৈঠকে উপস্থিত হলেন না?

হজরত মুয়াবিয়া রা. মীমংসার জন্য শাম থেকে ইরাকের সীমান্তে আগমন করেন। কিন্তু হজরত আলি রা. উপস্থিত হননি। কারণ, হজরত আলি রা. এর নতুন বিরোধীপক্ষ খারেজিরা ব্যাপকভাবে বিদ্রোহের প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিল। হজরত আলি যদি একদিনের জন্যও কুফায় অনুপস্থিত থাকতেন, তা হলে এই ফেতনাবাজ লোকগুলো ইসলামি খেলাফতের সিংহাসন উলটে দেওয়ার অপচেষ্টা চালাত। নিম্নোক্ত বর্ণনাগুলো থেকে এই পরিস্থিতির আভাস পাওয়া যায়।

'৩৭ হিজরির রমজানের নতুন চাঁদ যখন উদিত হলো। তখন হজরত মুয়াবিয়া রা. চারশত অশ্বারোহী নিয়ে দামেশক থেকে বের হয়ে দুমাতাল জান্দাল এসে পৌঁছেন। তারপর ইয়াজিব বিন হার আল আবসিকে কুফায় হজরত আলির কাছে পাঠিয়ে তার আগমনের সংবাদ প্রদান করেন এবং পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাকে আসার জন্য আহ্বান জানান।

ইয়াজিদ বিন হার হজরত আলির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এ বৈঠকে উপস্থিত হওয়ার আবেদন করে বলেন, আপনার উপস্থিতি এ বিতর্কের সমাধান, যুদ্ধের অবসান এবং ফেতনার আগুন নির্বাপিত করার কারণ হবে।

হজরত আলি রা. বললেন, ইবনে হার, আমি ওইসব লোকের কণ্ঠরোধ করে বসে আছি। যদি আমি তাদেরকে রেখে এখান থেকে বের হই, তা হলে এ শহরে শামবাসীর সঙ্গে সংঘটিত যুদ্ধের চেয়ে অনেক ভয়াবহ ফেতনা দেখা দেবে।

---

৮. তারিখুত তাবারি : ৫/৭৬

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

(ষষ্ঠ খণ্ড)

মূল

মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান

অনুবাদ

আম্মার আবদুল্লাহ

তাকমিল, জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া, মুহাম্মদপুর, ঢাকা

দাওয়াহ, মা'হাদুল ফিকরি ওয়াদদিরাসাতিল ইসলামিয়্যাহ,

সায়েদাবাদ, ঢাকা

ইত্তিহাদ

সূচিপত্র

ফেতনার যুগ

ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়ার যুগ ২২
বাইয়াতের জন্য প্রতিনিধিদের যাত্রা ২২
হজরত হুসাইন রা. ইয়াজিদের বাইয়াত কেন গ্রহণ করলেন না? ২৩
হজরত হুসাইন রা. কি বিশৃঙ্খলবাদীদের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন? ২৩
ইয়াজিদের প্রথম রাজনৈতিক ভুল ২৪
হজরত হুসাইন রা. ও ইবনে যুবাইর রা. এর মদিনা ছেড়ে মক্কার পথে রওনা ২৫
মদিনায় রওনার পূর্বে হুসাইন রা. এর সাথে ইবনে উমর রা. এর সাক্ষাৎ ২৬
হজরত হুসাইন রা. এর আন্দোলনের আসল প্রেক্ষাপট ২৭
মদিনায় ধরপাকড়, ওয়ালিদ ইবনে উতবার অপসারণ ও উমর ইবনে সাঈদের নিয়োগ ৩০
হুসাইন রা. ইরাক যাওয়ার ইচ্ছা কেন করলেন? ৩১
বড়দের অধিকাংশই কেন ইয়াজিদের হাতে বাইয়াতে সন্তুষ্ট ছিলেন? ৩৩
হজরত ইবনে আব্বাস এবং হজরত ইবনে উমর ইয়াজিদের বাইয়াতের ব্যাপারে কী বলেছিলেন? ৩৪
ইয়াজিদের পক্ষ থেকে কি কোনো নম্রতা বা ছাড় প্রকাশ পাচ্ছিল? ৩৪
হজরত ইবনে আব্বাস রা. এর নামে ইয়াজিদের চিঠি ৩৫
ইরাকের চিঠি ৩৭
৬০ হিজরির কুফা ৩৮
কুচক্রী মহলের চক্রান্ত কী ছিল? ৩৮
হুসাইন রা. এর প্রতি ইবনে যুবাইর রা. এর পরামর্শ ৩৯
মুসলিম ইবনে আকিলের কুফায় রওনা ৪০
মুসলিম ইবনে আকিলের সাথে নুমান ইবনে বাশিরের সাক্ষাৎ ৪০
ইবনে আকিলের সন্তোষজনক পত্র প্রেরণ এবং হুসাইন রা. এর সফরের দৃঢ় সংকল্প ৪২
কুফায় অবস্থার পরিবর্তন এবং উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদের নিয়োগ ৪২

মুসলিম বিন আকিলের হত্যা ৪৩
কুফা যাওয়া থেকে সাহাবিগণের বারণ ৪৪
শত নিষেধ সত্ত্বেও হজরত হুসাইন রা. থামলেন না ৪৫
চিঠি সাথে নিয়েছিলেন কেন? ৪৫
ইয়াজিদকে হজরত হুসাইন রা. এর রওনা হওয়ার সংবাদ অবগত করা এবং ইবনে জিয়াদকে মারওয়ানের চিঠি প্রেরণ ৪৬
ইবনে জিয়াদের কাছে ইয়াজিদের চিঠি ৪৭
ইয়াজিদের চিঠির উপর কিছু বিশ্লেষণ ও বিবেচনা ৪৭
হজরত হুসাইন রা. কে কুফার প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে বেখবর রাখার জন্য ইবনে জিয়াদের অপচেষ্টা ৪৮
হুসাইন রা. এর প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা এবং ইবনে আকিলের ভাইয়ের সামনে অগ্রসরের তাগিদ ৪৮
হুররা বিন ইয়াজিদের পরামর্শ, হুসাইন রা. এর দামেশক যাওয়ার সিদ্ধান্ত এবং তার কারণ ৫০
ইবনে জিয়াদ আসলে কী চাচ্ছিল এবং কেন? ৫১
উমর ইবনে সা'দের কারবালায় রওনা ৫৩
কারবালার বধ্যভূমি **৫৪**
কুফার সেনাদেরকে হজরত হুসাইন রা. এর তিনটি প্রস্তাব ৫৪
হজরত হুসাইন রা. কেন গ্রেফতার হতে রাজি ছিলেন না? ৫৫
কীভাবে বেজে উঠল যুদ্ধের দামামা? ৫৬
হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর অবমাননা ৫৭
পুত্র আবদুল্লাহর ইনতেকাল এবং চূড়ান্ত যুদ্ধের সূচনা ৫৮
কুফার অধিবাসীদের ভীরুতা ৫৮
হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাত ৫৯
কারবালার শহিদগণ ৬০
হত্যাকারীদের হঠকারী কবিতা ৬০
ইবনে জিয়াদের সামনে হজরত হুসাইন রা. এর মাথা ৬১
উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদের কাছে নবীপরিবারের নারীগণ ৬১
হজরত যাইনুল আবেদিন এবং আবদুল্লাহ ইবনে জিয়াদ ৬২
ইয়াজিদের কাছে নবীপরিবারের নারীগণ ৬২
যদি নবীজি জিজ্ঞেস করেন তাহলে কী উত্তর দেবে? ৬৫
কারবালার দুর্ঘটনার দায় কার? **৬৬**
কুফার অধিবাসী ৬৬

আলি-ভক্ত শিয়াদের মধ্যে যারা হুসাইন রা. এর হত্যায় শরিক ছিল ৬৭
আমর ইবনে সা'দ ৬৯
উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদ ৭০
কারবালার ঘটনা এবং ইয়াজিদের কীর্তি ৭১
এই সমস্যার সমাধান কী? ৭৩
কারবালার ঘটনা : ইতিহাসের শিক্ষা ৭৬
আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. এর ইরশাদ ৭৭
আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. এর সত্য উচ্চারণ এবং ইয়াজিদের পক্ষ থেকে বাধা ও প্রতিবন্ধকতা তৈরি ৭৮
ইয়াজিদের সময়কালের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি ৭৯
ইউরোপে আক্রমণের অবসান ৭৯
আফ্রিকায় উকবা ইবনে নাফে-এর বিজয়ধারা ৮১
আফ্রিকায় বিদ্রোহ ৮৪
খোরাসান এবং মধ্যএশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ৮৫
একটি চিন্তার বিষয় ৮৬
নির্মাণ ও উন্নয়নমূলক কাজ ৮৭
ইয়াজিদের বিরুদ্ধে মদিনাবাসীর বিদ্রোহ ৮৮
ইয়াজিদের কাছে মদিনার প্রবীণ ব্যক্তিদের আগমন ৮৮
মদিনাবাসীগণ কেন বিদ্রোহ করলেন এবং অধিকাংশই কেন এই আন্দোলনে শরিক হলেন না? ৯০
বিরোধিতার ব্যাপারে জমহুরের মতাদর্শ ৯২
ইবনে উমর রা. এর সাবধানী অবস্থান ৯৩
আন্দোলনের সূচনা ৯৫
হাররার যুদ্ধ ৯৬
সাহাবি ও তাবেয়িদের পরামর্শ ও ইয়াজিদের উপেক্ষা ৯৬
আক্রমণের প্রতি আমিরদের অনাগ্রহ এবং ইবনে জিয়াদের পরিষ্কার উত্তর ৯৭
তুমুল যুদ্ধ; ইবনে হানজালা রা. এর সাহসিকতা ৯৯
মদিনাবাসী শহিদের সংখ্যা ১০০
যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবায়ে কেরাম ১০০
প্রসিদ্ধ মুহাজির শহিদগণ ১০১
প্রসিদ্ধ আনসার শহিদগণ ১০২
মদিনাবাসীদের উপর শামের সৈন্যদের জুলুম ১০৪

শামের সৈন্যরা কি কাফের ছিল? ১০৬
মুসলিম ইবনে উকবার জোরপূর্বক বাইয়াত গ্রহণ ১০৭
ইয়াজিদের বাইয়াতকে হজরত উম্মে সালামার 'ভ্রষ্ট বাইয়াত' হিসেবে আখ্যাদান ১০৮
শামি সৈন্যরা কি মদিনার নারীদের ইজ্জত-আবরুও লুণ্ঠন করেছিল? ১০৮
হাররার ঘটনা সম্পর্কে হজরত আবু হুরাইরার সতর্কবাণী ১১০
হাররার ঘটনায় ইয়াজিদের প্রভাব ১১০
অত্যাচার, কুফুর না মুনাফিকি? ১১১
হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. এবং ইয়াজিদ ১১৩
আমর ইবনে সাঈদের মক্কায় সৈন্য নিয়োগ ১১৪
হজরত ইবনে যুবাইর রা. এর প্রতি বিরূপ ধারণা ১১৬
আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. এর প্রতি ইয়াজিদের প্রলোভন ১১৭
ইয়াজিদের শপথ ১১৭
ইবনে যুবাইর রা. সমঝোতা করা থেকে কেন বিরত রইলেন? ১১৯
মক্কায় শামের সৈন্যদের আক্রমণ ১২০
ইবনে যুবাইর রহ.-এর মক্কায় আগমন এবং সম্মানিত মাতার সাথে সাক্ষাৎ ১২১
হজরত মুনযির ইবনে যুবাইর রহ.-এর বীরত্ব ও শাহাদাত ১২১
হুসাইন ইবনে নুমাইরের কঠোর অবরোধ ১২২
মিসওয়ার ইবনে মাখরামা রা. এবং মুসআব ইবনে আবদুর রহমান রহ.-এর শাহাদাত ১২৩
কাবা শরীফে আগুন ১২৩
ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়ার মৃত্যু ১২৫
ইয়াজিদের সময়কাল ও তার সারকথা ১২৬
ইয়াজিদের অদূরদর্শিতা এবং রাজনৈতিক কিছু বড় ভুল ১২৮
ইয়াজিদের ব্যাপারে উম্মাহর আলেমদের মন্তব্য ১২৯
ইয়াজিদের ফিসকের ব্যাপারে আলেমদের ঐকমত্য ১৩০
মুয়াবিয়া ইবনে ইয়াজিদ ১৩৩
মুয়াবিয়া ইবনে ইয়াজিদের মৃত্যুর সংবাদ এবং ইবনে যুবাইর রা. ও হুসাইন ইবনে নুমাইরের মাঝে যুদ্ধের অবসান ১৩৫
ইবনে নুমাইরের আবদার এবং আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. এর দূরদর্শিতা ১৩৬
ইবনে যুবাইর রা. এর সাথে সন্ধি ও হিশাম কালবির উপাখ্যান ১৩৭
আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রা. এর আক্ষেপ প্রকাশ এবং সতর্কবাণী ১৩৮

আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. এর খেলাফতকাল

আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. এর জীবনচরিত **১৪২**
জন্ম ও শৈশব ১৪২
সাহসিকতা ও নেতৃত্বের যোগ্যতা ১৪৩
আয়েশা রা. এর সাথে আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. এর মহব্বত ১৪৪
যুহুদ ও ইবাদত ১৪৫
জ্ঞানগত ও ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত বিষয়ে পূর্ণতা ১৪৬
চিন্তার এক সূক্ষ্ম রেখা ১৪৭
৬৪ হিজরির বিপজ্জনক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট **১৫০**
উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদের বাইয়াত গ্রহণ শুরু ১৫১
হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. কেন খলিফা হলেন? ১৫৩
ইসলামিবিশ্বে সর্বময় গ্রহণীয়তা ১৫৪
ইবনে যুবাইর রা. এর হাতে শামের অধিকাংশ আমিরের বাইয়াত ১৫৪
উম্মতের ঐক্য ভেঙে দেওয়ার রাজনীতি **১৫৬**
স্বজনপ্রীতির আগুন ১৫৭
আইমান আল-আসাদির বিজ্ঞোচিত কবিতা ১৫৮
হজরত যাহ্হাক ইবনে কায়েস রা. এর সাথে মারওয়ানের বিরোধ ১৫৯
জাবিয়ায় পরামর্শসভা ১৬০
মারজে রাহাতের যুদ্ধ **১৬৩**
পরাজয়ের কারণ ১৬৫
মারজে রাহাতের যুদ্ধ ও পর্যালোচনা ১৬৫
বনু উমাইয়ার আমিরগণ কী কারণে রাষ্ট্রদ্রোহী ছিলেন? ১৬৬
আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. এর খেলাফত শরিয়তসম্মত ছিল ১৬৭
ওদের চোখে আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. এর তৎপরতা ১৬৮
চিন্তক ও বিবেকবানদের স্থানে যোদ্ধা নিয়োগ, একটি ভুল সিদ্ধান্ত ১৬৮
রাজনৈতিক গোঁড়ামির ব্যামো এবং পরবর্তীকালে তার প্রভাব ১৭১
শাম এবং মিসরে মারওয়ানের দখলদারিত্ব **১৭৩**
হিজাজে মারওয়ানের সৈন্যবাহিনীর পরাজয় ১৭৪
মারওয়ানের মৃত্যু ১৭৪
মুখতার : বনু সাকিফের মিথ্যাবাদী **১৭৭**
তাহরিকে তাওয়াবিন বা তাওয়াবিন আন্দোলন ১৭৮
তাওয়াবিনদেরকে মুখতারের নিজের দিকে আকৃষ্টকরণ ১৭৯

তাওয়াবিনদের পরিণাম ১৮০
মুখতারকে বন্দি ও তার পরবর্তী তৎপরতা ১৮২
মুখতারের ব্যাপারে মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়ার মন্তব্য ১৮৩
কারামতি কুরসি ১৮৪
হজরত হুসাইনের হত্যাকারীদের পরিণতি ১৮৫
আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. এর কাছে মুখতারের চিঠি প্রেরণ ১৮৬
শামে মুখতারের হামলা এবং উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদকে হত্যা ১৮৭
আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. এবং মুখতারের মধ্যে অসন্তোষের আগুন ১৮৮
আবদুল মালেক : দামেশকের নতুন শাসক ১৯০
হিজাজে আবদুল মালেকের অসফল অভিযান এবং মুখতারের ব্যর্থ ঘুঁটি চাল ১৯০
বসরা দখলের ব্যর্থ চেষ্টা ১৯১
মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়াকে ব্যবহারে ব্যর্থ চেষ্টা ১৯২
মুখতারের নবুওয়াতের দাবি ১৯৩
মুখতার এবং ইবনে যুবাইর রা. এর মাঝে প্রকাশ্য শত্রুতা ১৯৪
মুখতারকে কেন কাজ্জাব বলা হতো? ১৯৪
ইরাকে মুসআব ইবনে যুবাইরকে গভর্নরের দায়িত্ব ১৯৫
মাজারের চূড়ান্ত যুদ্ধ ১৯৫
ইবরাহিম এবং মুসআব ১৯৮
খারেজিদের উপদ্রব ১৯৯
জাজিরাতুল আরবের খারেজি সম্প্রদায় ২০০
ইরাকি খারেজিদের উপদ্রব ২০০
জারিফের মহামারি ২০২
আমর ইবনে সাঈদকে হত্যা ২০২
খোরাসানের অবস্থা ২০৩
আবদুল মালেক ও মুসআব ইবনে যুবাইরের মধ্যকার বিরোধ ২০৪
ইরাকের আমিরদের সাথে আবদুল মালেকের গোপন চাল ২০৪
বেঁকে বসল ইরাকের আমিরগণ ২০৫
ইরাকে আবদুল মালেকের চূড়ান্ত আক্রমণ ২০৬
হজরত মুসআব রহ.-এর শাহাদাত ২০৭
কুফার রাজপ্রাসাদ : কর্তিত মাথার প্রদর্শনী ২১০
মুসআব ইবনে যুবাইর রহ.-এর পরাজয়ের কারণ ২১১
বিজয়ের পর ইরাকে আবদুল মালেকের নতুন বিন্যাস ২১১

মুসআব ইবনে যুবাইর রহ.-এর শাহাদাতে আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা.-এর ঐতিহাসিক ভাষণ ২১২
হিজাজে আবদুল মালেকের দখলদারত্ব ২১৪
হাজ্জাজ বিন ইউসুফের আত্মপ্রকাশ ২১৪
মক্কায় অবরোধ ২১৭
পরিবেষ্টিত সৈন্যরা অনাহারের শিকার ২২০
আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. এর একা থেকে যাওয়ার কারণ ২২২
আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. ভুল নাকি আযিমতের উপর ছিলেন? ২২৩
শাহাদাতের প্রস্তুতি ২২৩
জীবনের শেষরাত ২২৪
মায়ের সাথে শেষসাক্ষাৎ এবং আসমা বিনতে আবু বকর রা. এর ঐতিহাসিক কথোপকথন ২২৫
হারামে সর্বশেষ নামাজ এবং নামাজের মুসতাহাবের প্রতি পূর্ণ মনোযোগ ২২৭
জীবন উৎসর্গকারীদের প্রতি সর্বশেষ বক্তব্য ২২৮
আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. এর শেষযুদ্ধ ২২৯
আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. এর প্রবাদপ্রতীম বীরত্ব ২২৯
আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. এর শাহাদাত ২৩১
মক্কায় আহাজারি ২৩৩
লাশের সাথে হাজ্জাজের নির্মমতা ২৩৪
হাজ্জাজের বেআদবি এবং হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এর মেয়ের দৃষ্টান্তহীন সত্যকথন ২৩৪
হজরত আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহার ধৈর্য এবং ইনতেকাল ২৩৬
হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. এর বাণী ২৩৬
আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. এর লাশের অমর্যাদা এবং কাফন-দাফন ব্যতীতই নিক্ষেপ ২৩৭
আবদুল মালেকের সাথে উরওয়া ইবনে যুবাইর রা. এর সাক্ষাৎ ২৩৭
এক মাস পর ইবনে যুবাইর রা. এর কাফন-দাফন ২৩৮
আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. এবং মুসআব ইবনে যুবাইর রা. এর শাহাদাতে মুসলমানদের দুঃখ ও আফসোস ২৩৯
ইবনে যুবাইর রা. খলিফায়ে হক এবং তার বিরোধিতাকারীরা রাষ্ট্রদ্রোহী ২৪০
মক্কাবাসীদের উদ্দেশ্য করে হাজ্জাজের ভাষণ ২৪২

আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. এর সময়কালের উপর দৃষ্টিপাত **২৪৩**
কাবাঘরের পুনঃনির্মাণ ইবনে যুবাইর রা. এর এক অনবদ্য অবদান ২৪৩
ইবনে যুবাইর রা. এর উপর কৃপণতার অপবাদ এবং বাস্তবতা ২৪৪
ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফত ধ্বংসের কারণ ২৪৬
উম্মতের গর্বের ধন ২৪৮
সাহাবিদের যুগ এবং পরবর্তীদের
মধ্যকার রাজনীতির তুলনা **২৫০**
অন্তরঙ্গতার নীতি : সন্তুষ্টি ও আগ্রহ ২৫২
শুরাইয়্যাত বা পারস্পরিক পরামর্শ-নীতি ২৫৩
খেলাফতে রাশেদার সময়কাল ২৫৩
শুরাইয়্যাত থেকে ব্যক্তি, ব্যক্তি থেকে রাজত্বের পরিভ্রমণ ২৫৪
হজরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর অক্ষমতা ২৫৫
ছোটদের নেতৃত্ব ও রাজত্ব ২৫৯
৭০ হিজরির ফেতনার দিকে হাদিসে ইঙ্গিত ২৬১
বাচ্চাদের ক্ষমতা গ্রহণের মাসআলায় আবু বারযা আসলামি রা. কে
অপমানিত করা ২৬২
হজরত আয়েয ইবনে আমর রা. এর অবমাননা ২৬৩
আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল রা. এর সাথে ইবনে জিয়াদের বাড়াবাড়ি ২৬৩
ইয়াজিদ থেকে মুয়াবিয়া ইবনে ইয়াজিদ পর্যন্ত ২৬৫
আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. এর সাথে উমাইয়া আমিরদের লড়াই ২৬৫
রাজনৈতিক বিবাদ এবং গৃহযুদ্ধের শেকড় ২৬৬
সাহাবিদের যুগে কেন এতো যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়েছিল? **২৭০**
সাহাবিদের রাজনৈতিক অস্থিরতা নিয়ে কিছু মৌলিক কথা **২৭৬**
তারিখে সাহাবা : ফেতনাময় যুগের একটু ঝলক **২৭৯**

উম্মতের হিতাকাঙ্ক্ষীজন

উম্মতের হিতাকাঙ্ক্ষীজন **২৮৬**
হজরত আবু হুরাইরা রা. **২৮৮**
হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. **২৯৩**
হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. **২৯৯**
ফেতনার যুগ এবং ইবনে উমর রা. এর সূক্ষ্ম দৃষ্টি ৩০৮
হজরত আলি ও হাসান রা. এর যুগে ৩০৯

হজরত ইবনে উমর রা. এর কাছে উত্তম শাসকের মাপকাঠি ৩১০
হজরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগে ৩১১
ইয়াজিদের পৈত্রিক ক্ষমতা নিয়ে ইবনে উমর রা. এর মন্তব্য ৩১৪
ইয়াজিদের যুগে ৩১৫
ইবনে যুবাইর রা. এবং বনু উমাইয়াদের মাঝে গণ্ডগোলের সময়কাল ৩১৭
হজরত আনাস ইবনে মালেক রা. ৩১৯
ওয়ায়েস ইবনে আমের আল-কারনি রহ. ৩২৪
হজরত আখনাফ ইবনে কায়েস রহ. ৩২৭
কাজি শুরাইহ ইবনুল হারেস রহ. ৩৩২

ফেতনার যুগ
ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়া থেকে
আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা.
এর শাহাদাত

রজব ৬০ -জুমাদাল উলা ৭২ হিজরি

এপ্রিল ৬৮০-অক্টোবর খ্রিষ্টাব্দ

ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়ার যুগ

রজব ৬০ হিজরি থেকে রবিউল আউয়াল ৬৪ হিজরি

হজরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর উত্তরাধিকার হলেন ৩৪ বছরের ইয়াজিদ। মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর মৃত্যুর সময় সে ছিল হিমসের উপকণ্ঠবর্তী হাওয়ারিন দুর্গে। পিতার ইনতেকালের এই দুঃসংবাদ শুনে দ্রুত রওনা করল খেলাফতের রাজধানীর উদ্দেশে। তবে ততক্ষণে হজরত মুয়াবিয়ার কাফন-দাফন সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল।[১]

এরপর ইয়াজিদ দেশের নেতৃবর্গ এবং দামেশকের অধিবাসীদের সম্মানপ্রদর্শনপূর্বক একটি পত্র লেখে– মুয়াবিয়া আল্লাহর একজন বান্দা ছিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাকে খেলাফত দ্বারা সম্মানিত করেছেন এবং অনুগ্রহ করে শাসন কর্তৃত্ব দান করেছেন। তিনি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত জীবিত ছিলেন এবং নির্ধারিত সময়ে আল্লাহর কাছে চলে গেছেন। তিনি পরবর্তীদের চেয়ে উত্তম আর পূর্ববর্তীদের চেয়ে নিম্নস্তরের ছিলেন। আমি বলছি না যে, তিনি মাসুম ও নিষ্পাপ ছিলেন; বরং তার আসল অবস্থা আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন। যদি তিনি ক্ষমা পেয়ে থাকেন তাহলে সেটা আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহেই। আর যদি পাকড়াও হন তাহলে সেটা তার নিজের ভুলত্রুটির কারণে। তার ইনতেকালের পর রাজত্ব পরিচালনার দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হয়েছে। তবে আমি এর জন্য নিজে থেকে কোনো চেষ্টা-তদবির করিনি। আল্লাহর যা পছন্দ, তিনি তা-ই করেছেন। তাই আল্লাহর জিকির এবং ইসতেগফার করাই উত্তম।[২]

বাইয়াতের জন্য প্রতিনিধিদের যাত্রা

আমির মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর শেষজীবনে হজরত নুমান বিন বাশির রা. ছিলেন কুফার গভর্নর। আবদুল্লাহ বিন জিয়াদ ছিলেন বসরার গভর্নর। আর মদিনার গভর্নর ছিলেন ওয়ালিদ বিন উকবা। ইয়াজিদ তাদের

---

[১] সিয়ারু আলামিন নুবালা ৩/১৬২; হাওয়ারিন দামেশক থেকে প্রায় তিন-চারদিন পায়ে হাঁটা পথের দূরত্বে অবস্থিত একটি এলাকার নাম। মাসালিকুল আবসার : ১/৭২

[২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়াহ : ১১/৪৫৯; এবং এটা আরো বের করেছেন ইবনে কুতাইবা, যার শুরুটা ছিল 'নিশ্চয় মুয়াবিয়া ছিলেন আল্লাহ তায়ালার একটি রশি।' উয়ুনুল আখবার : ২/২৬০

কাউকে অপসারণ না করে সকলকেই আপন দায়িত্বে বহাল রাখল। এভাবে খেলাফতের দায়িত্ব পূর্ণরূপে করায়ত্ত করার পর সকল স্থানে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর মৃত্যুসংবাদ জানানো এবং সবাইকে তার হাতে বাইয়াত করার জন্য প্রতিনিধিদের যাত্রা করার আদেশ দিলো।[৩]

হজরত হুসাইন রা. ইয়াজিদের বাইয়াত কেন গ্রহণ করলেন না?

হজরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনকালে হজরত হুসাইন ইবনে আলি রা. এবং হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর অবস্থান এই ছিল যে, পৈত্রিক রাজত্ব থেকে দূরত্ব বজায় রেখে খোলাফায়ে রাশেদিনের যুগের আদলে শুরাভিত্তিক ব্যবস্থাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা ও উম্মতের নেতৃত্ব-লাগাম উত্তম থেকে আরো উত্তম কারো হাতে হস্তান্তর করা। ঠিক এই কারণেই তারা ইয়াজিদের হাতেও বাইয়াত হওয়া থেকে বিরত ছিলেন। অবশ্য ইয়াজিদের হাতে বাইয়াত হয়ে যাওয়াটা যদিও সময়ের দাবি ছিল; কিন্তু উচিত এটাই ছিল যে, এই পৈত্রিক রাজত্বের ধারাটা বন্ধ করে দেওয়া। কারণ এতে অনেক অনিষ্টের আশঙ্কারয়েছে। এজন্য তাদের সর্বোত্তম করণীয় এটাই ছিল যে, তারা ইয়াজিদের হাতে বাইয়াত হয়ে দল ভারী না করে ইসলামি রাজনীতির সঠিক ও শুদ্ধ চিন্তাধারাকে মানুষের মাঝে প্রতিষ্ঠিত করা।

হজরত হুসাইন রা. কি বিশৃঙ্খলবাদীদের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন?

বিক্ষিপ্ত কিছু আলামত দ্বারা এটা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, হজরত হুসাইন রা. এবং হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর চিন্তাধারা প্রথমদিকে এমনই ছিল যে, নিজেদের মতাদর্শকে ভেতরে ভেতরে লালন করবেন এবং নীরব থাকোবেন। সেইসাথে তাদের চিন্তাধারার বিপরীত কোনো মত ও পথে পা বাড়াবেন না। তবে এমন কোনো সহিহ বর্ণনা পাওয়া যায় না, যাতে একথা প্রতীয়মান হয় যে, তারা কোনো বিশৃঙ্খলবাদীদের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। নয়তো হজরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে তো হজরত মুয়াবিয়া রা. জীবদ্দশাতেই কুফা থেকে প্রচুর চিঠি এসেছিল, যেগুলোতে হজরত হুসাইন রা. কে কুফায় এসে শাসনভার গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল।[৪] কিন্তু নির্ভরযোগ্য কোনো বর্ণনা দ্বারা একথা প্রমাণিত নয় যে, তিনি সেই আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন। এমনকি ইয়াজিদের রাজত্ব সত্ত্বেও তিনি কুফায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেননি। বরং নিজের মতাদর্শ লালন করে মদিনাতেই থাকোতে চেয়েছিলেন আজীবন। কিন্তু ইয়াজিদ

---

৩. তারিখুত তাবারি : ৫/৩৪৭

৪. আল মুজামুল কাবির লিততাবারানি : ৩/৮০

যখন জোরজবরদস্তি করে তাদের থেকে বাইয়াত গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলো, তখন তিনি আশ্রয়শূন্য হয়ে পড়লেন। ফলে কুফা যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া ছাড়া আর কোনো পথ তার সামনে খোলা রইলো না।[৫]

ইয়াজিদের প্রথম রাজনৈতিক ভুল

ইয়াজিদের জন্য উচিত এটাই ছিল যে, হজরত হুসাইন রা. এবং হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. কে তার বাইয়াতগ্রহণে বাধ্য না করা। হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলেও এমন অনেকে ছিলেন, যারা তার বাইয়াত গ্রহণে সম্মত ছিলেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি কাউকে অসম্মানিত বা বাইয়াতগ্রহণে বাধ্য করেননি। বরং তাদেরকে তাদের মতাদর্শের উপরেই থাকোতে দিয়েছেন। সেইসাথে তাদের সম্মানও রক্ষা করেছেন শতভাগ। শুধু হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুই নয়, হজরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলেও তার বাইয়াতগ্রহণে অসম্মত ব্যক্তিদের তিনি সামান্যও কষ্ট দেননি। নিজের আদর্শের উপর চলতে বাধ্য করেননি। কিন্তু ইয়াজিদ প্রথম রাজনৈতিক ভুলটাই করেছিল এক্ষেত্রে। কারণ সে বাইয়াতগ্রহণে অসম্মত ব্যক্তিদের বাধ্য করছিল তার বাইয়াত গ্রহণ করতে। তা ছাড়া সে পূর্ণমাত্রায় উপেক্ষা করেছিল তার পিতার অসিয়ত, যেখানে হজরত মুয়াবিয়া রা. বলেছিলেন, 'কোনো সম্মানিত ব্যক্তির সাথে কঠোরতা করো না এবং নিজের সিদ্ধান্তগ্রহণে কাউকে বাধ্য করো না।'[৬]

পিতার সেই অসিয়ত ইয়াজিদ খুব সহজেই ভুলে গিয়ে নিচ্ছিল একের পর এক সব ভুল সিদ্ধান্ত। যার কারণে সমস্যাও বাড়ছিল পাল্লা দিয়ে। ফলত অনেক কিছুই চলে যাচ্ছিল তার আয়ত্তের বাইরে।

নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে একথা জানা যায়, ইয়াজিদ সিংহাসনে আরোহণের পরপরই হজরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর আজাদকৃত গোলাম বুযাইককে মদিনার গভর্নর ওয়ালিদ ইবনে উকবার কাছে এই সংবাদ দিয়ে পাঠিয়েছিল যে, হজরত হুসাইন রা. এবং হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. কে সে যেন দ্রুত তার কাছে ডাকে আর তাদের থেকে বাইয়াত নিয়ে নেয়।

প্রতিনিধি মদিনায় যখন পৌঁছল তখন রাত হয়ে গিয়েছে। এরপর দারোয়ানের সাথে অনেক পীড়াপীড়ি করে গভর্নর ওয়ালিদ ইবনে উতবার সাথে সাক্ষাৎ করল এবং এই গুরুত্বপূর্ণ ফরমানের কথা জানাল।[৭]

---

৫. আনসাবুল আশরাফ : ৩/১৫৫-৫৬

৬. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া

৭. তারিখে খলিফা : ২৩২ ওয়াহাব ইবনে জারির তিনি জারির ইবনে হাযেম থেকে তিনি মুহাম্মদ থেকে

হজরত হুসাইন রা. ও ইবনে যুবাইর রা. এর মদিনা ছেড়ে মক্কার পথে রওনা

ওয়ালিদ ইবনে উতবা এই আদেশ পেয়ে প্রথমে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. কে নিজ প্রাসাদে তলব করলেন। এরপর বাইয়াত গ্রহণ করতে বললে তিনি বললেন, দেখুন, এটা বাইয়াতের সময় না। আমার মতো ব্যক্তি এভাবে গোপনে বাইয়াত করতে পারে না। কাল মিম্বরে বসে আপনি আমার থেকে বাইয়াত নিন।

এর ঠিক কিছুক্ষণ পরেই এলেন হজরত হুসাইন রা.। যেহেতু ওয়ালিদ বিন উতবা একটু নরম মনের ও আপসপ্রিয় মানুষ ছিলেন এবং হজরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কথায় নিশ্চিন্ত ছিলেন; তাই তিনি হজরত হুসাইন রা. কে বাইয়াতগ্রহণে আর জোর করলেন না। বরং উভয়কেই যাওয়ার অনুমতি দিয়ে দিলেন। তবে তাদেরকে দেখাশোনার জন্য কিছু লোককে পেছনে নিযুক্ত করে দিলেন। হজরত হুসাইন রা. এবং হজরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রা. রাষ্ট্রের অবস্থা দেখে অনুধাবন করলেন, ইয়াজিদের বাইয়াত গ্রহণ না করলে তাদেরকে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। যেহেতু বাইয়াত গ্রহণ করতে তারা বদ্ধপরিকর এবং তাদের একান্ত ও একমাত্র চাওয়া; তাই হজরত যুবাইর রা. রাতের শেষপ্রহরে ফুর-এর পথধরে মক্কার উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলেন।[৮]

পরদিন সকালে ওয়ালিদ যখন এই সংবাদ জানতে পারল তখন সে ৩০ বা ৮০ জন অশ্বারোহী সৈন্যকে তার পশ্চাতে পাঠাল। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে তিনি হাতছাড়া হয়ে গেলেন। ফলত তাকে আর ফেরাতে সক্ষম হলো না।[৯]

এর এক-দুদিন পর হজরত হুসাইন রা. পরিবার-পরিজনসহ মদিনা ছেড়ে মক্কা যাওয়ার প্রস্তুতি নিলেন।[১০]

তাদের মক্কা যাওয়ার কারণ হলো, মদিনা শহরটি শামের অনেকটা কাছাকাছি ছিল। মক্কা ছিল আরো দ্বিগুণ দূরত্বে। তা ছাড়া মক্কা পাহাড়-পর্বত দ্বারা বেষ্টিত। সুতরাং সেখানে প্রশাসনের পক্ষে তাদের গ্রেফতার করা ছিল ভীষণ কঠিন ব্যাপার। উপরন্তু কাবার সম্মানের দিকটা সামনে রেখে এটা সহজেই

আর তিনি রুযাইক থেকে বর্ণনা করেছেন, আল ইকদুল ফারিদ : ৫/১২৫ ইবরাহিম বাইহাকির আলমাহাসিন ওয়াল মুসাবি; ২৬

৮. তারিখে ইবনে খাইয়াত : ২৩২; ওয়াহাব ইবনে জারির থেকে, তিনি জুয়াইরিয়া বিনতে আসমা থেকে, তিনি মদিনার কোনো এক বৃদ্ধ থেকে এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

৯. আনসাবুল আশরাফ : ৫/৩০০; তারিখুত তাবারি : ৫/৩৪১

১০. তারিখুত তাবারি : ৫/৩৪১

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

(সপ্তম খণ্ড)

মূল

মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান

অনুবাদ

যুবাঈর আহমাদ

দাওরায়ে হাদিস, জামিয়া আরাবিয়া সৈয়দপুর, নীলফামারি।

মুতাখাসসিস, আল-আকাইদ আল-ইসলামিয়্যাহ

মারকাযু আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ, সারগোদা, পাকিস্তান।

খাদিম, মাদরাসাতুস সুফফাহ আল আরাবিয়্যাহ, রাজশাহী।

বি. এস. সি. ইন ইলেকট্রনিকস অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, হাবিপ্রবি।

ইত্তিহাদ

দুটি কথা

জারাহ-তাদিল গবেষণাশাস্ত্রের দুর্বোধ্য ও জটিলতর শাস্ত্রগুলোর অন্যতম। এই শাস্ত্রে যারা গবেষণা করে গেছেন, তাদের মেধা ও মেধার তীক্ষ্ণতা, বিচার-বুদ্ধির সক্ষমতা, অসাধারণ প্রজ্ঞা আজও বিস্ময়ের বিষয়। বিশেষত তাদের খোদাপ্রদত্ত স্মরণশক্তি ও মগজ ব্যবহারের পারঙ্গমতা কম্পিউটার সায়েন্সের ছাত্রকেও যন্ত্রের উপর থেকে ভরসাহীন করে তাদের প্রতি আস্থাশীল করে তুলবে! প্রথম হিজরি শতাব্দীগুলোতে এমন ব্যক্তিদের জন্মলাভ এবং ইসলামি জ্ঞানভান্ডার সংরক্ষণে তাদের অবিশ্বাস্য অবদান রাখার ইতিহাস ইসলামের সত্যতা ও সত্যধর্ম হবারই প্রমাণ বহন করে। আজ দেড় হাজার বছর পরেও আমরা তাদের অনন্য মেধা, অসাধারণ স্মৃতিশক্তির পাশাপাশি শাস্ত্রের প্রতি একনিষ্ঠতা, ধর্মভীরুতা ও তাকওয়ার গল্পগুলো সামনে এলে অবাক বিস্মিত হয়ে পড়ি। মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস সে-সকল মনীষারই অমর কীর্তির পরোক্ষ ফসল। তথ্যসূত্রের উপর তারা চুলচেরা বিশ্লেষণ এবং প্রত্যেক বর্ণনাকারীর আদ্যোপান্ত জীবনী বিরাট বিরাট ভলিউমে সংকলন করে না গেলে আজকের যুগে এসে কোনো গবেষকই জন্মলাভ করত না। আল্লাহ তায়ালা এসকল ইমামের কবরকে কেয়ামত পর্যন্ত জান্নাতের টুকরোয় পরিণত করে রাখুন।

উম্মাহর ইতিহাসের সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কিছু নেই। একই কথা লেখক মহোদয়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তবু দুটো কথা না বললেই নয়। আমার ক্ষুদ্র পর্যবেক্ষণে, সমকালীন যুগে যখন ইসলামের প্রতিটি শাস্ত্রের উপর, বিশেষত ইসলামের ইতিহাস এবং ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের ডিফেইম করার পেছনে ওরিয়েন্টালিজমের নখর থাবা বিস্তৃত হয়ে পড়েছে, র‍্যান্ড ও লং ওয়ারের মতো ডজনখানেক বিলিয়ন ডলার প্রকল্পের গবেষণা প্রতিষ্ঠান দিবানিশি কাজ করছে; ঠিক এই সঙ্কটময় মুহূর্তে এসে দেওবন্দি এক মাওলানার[১] এভাবে বুক

[১] ঘরানার (স্কুল অফ থট) পরিচয় প্রকাশ করা কনফিডেন্ট লোকদের কাছে লজ্জার কিছু নয়। অনেকে চোখ তুলে তাকাবে অথবা নাক সিটকে এড়িয়ে যেতে পারে। কিন্তু সত্যের উপর

চিতিয়ে দাঁড়িয়ে যাওয়া কারামত বৈ আর কী হতে পারে! এত বড় প্রজেক্ট একা হাতে সামাল দিয়ে যাচ্ছেন এক যুগের অধিককাল ধরে। ইতিহাসের অলি-গলি আর চৌরাস্তায় জমে থাকা হাজার বছরের আবর্জনা একলা হাতে সাফ করে যাচ্ছেন! ব্যক্তিগত পরিচয়ের সুবাদে যখনই কাজ নিয়ে কথা হয়, দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেন, 'মাওলানা, কত কাজ বাকি; অথচ সময় সঙ্গ দিচ্ছে না!' এই মানুষটির কাজের মূল্যায়ন যেভাবে হওয়া উচিত ছিল, হয়তো আজকের দিনে সেভাবে হচ্ছে না। তবে আগামীর ইসলামিবিশ্ব ও গবেষকমহল ভদ্রলোকের কাজের ফিরিস্তি ও অবস্থা লেখার সময় কপাল যে কুঞ্চিত করবে, এতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

বাংলাভাষায় এযাবতকালে প্রকাশিত ইসলামি ইতিহাস এবং যেকোনো শাস্ত্রীয় বিষয়ের উপর এত দীর্ঘ পরিসরে কোনো সিরিজ ছেপেছে কিনা, আমার জানা নেই। এ ছাড়া ইত্তিহাদ এই সিরিজ ভাষান্তরের প্রথম কুশীলবও বটে। সে হিসেবে 'মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস' বাংলা ভাষার ইতিহাসে একটি ইতিহাস সৃষ্টি করেছে, তা নির্দ্বিধায় বলা যায়। তবে গ্রহণযোগ্যতা ও কবুলিয়ত তো আসমানি দরবারে হয়, একথাও কি বলে দিতে হবে পাঠক?

ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে নাকি হতভাগাদেরও সুদিন ফিরে আসে। মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস প্রকল্পে আমার অংশগ্রহণটাও কতকটা সেভাবেই হয়েছে। কোনো একজন সুযোগ্য অনুবাদকের ব্যস্ততা বেড়ে গেলে অযোগ্য ও অথর্ব এই দুর্বল কাঁধে মুশাজারাতের অংশ এসে পড়েছিল। গ্রন্থটি পড়ার সৌভাগ্যই আমার জন্য ছিল বিশাল কিছু, সেখানে সিরিজের সবচেয়ে দুর্বোধ্য ও জটিল অংশের ভাষাবদলের কাজ হাতে আসাটা মিন জানিবিল্লাহ-ই বলতে হবে। কঠিন হলেও শেখার একটি বিরাট সুযোগ ছিল এটি আমার জন্য। পদে পদে, ধাপে ধাপে শিখেছি এই অংশ থেকে। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, এই অংশের কাজ করার মতো যথেষ্ট পরিমাণ উলুমে হাদিসের জ্ঞান আমার ছিল না। এক্ষেত্রে রবের তাওফিকের পর আমাকে দুটি বিষয় সবচেয়ে বেশি সহায়তা করেছে। এক. শেখার আগ্রহ আর দুই. অবাধ তথ্যপ্রবাহের (ইন্টারনেট) সুবিধা। এই দুটো নেয়ামত সঙ্গী না হলে সম্ভবত আমি এই প্রকল্প থেকে কুইট করতাম। বহুপূর্বেই!

প্রতিষ্ঠিত পরিচয় প্রকাশ থেকে 'কে কী ভাববে বা ঐক্যের কী হবে'- একথা ভেবে বিরত থাকা দুর্বলদের কাজ। লেখক নিজের এই পরিচয়কে পছন্দ করেন। তাই আমিও তাকে এভাবেই পরিচিত করলাম।

ইত্তিহাদের অনুবাদ প্যানেলের সবচেয়ে অযোগ্য ও অক্ষম হাত ও কাঁধ আমারই ছিল, এতে কোনোই সন্দেহ নেই। তবু দীনি কাজ হিসেবে প্রকল্পে যুক্ত থাকা, সাধ্যের সবটুকু ঢেলে দেওয়া এবং 'তারিখে উম্মতে মুসলিমা' উম্মাহর সমকালে যে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে, সেখানে নিজের সামান্য অবদান নিয়ে সম্পৃক্ত থাকার লোভ যে কিছুটা হলেও কাজ করেছে, তা একেবারে অস্বীকার করব না। অক্ষমতার কারণে কাজ করতে গিয়ে নানাবিধ বাঁধা-বিপত্তি ও চড়াই-উতরাই পেরিয়ে যেতে হয়েছে। কখনো কখনো নিজের অযোগ্যতার ফলে আর কাজ করতে মন চাইত না। কখনো আলস্য পেয়ে বসত চরমে। এই সময়গুলোতে স্নেহশীল ভাইয়ের মতো পাশে থেকে নিয়মিত প্রেরণা ও উৎসাহ যুগিয়ে গেছেন শ্রদ্ধেয় প্রকাশক মহোদয়। সম্মানিত লেখকের নিকট থেকেও অনুপ্রেরণা লাভ করার সৌভাগ্য হয়েছে সময়ে সময়ে। বিশেষত মেগাসিটির লাইমলাইট ছেড়ে পাহাড়ের পাদদেশে বসে একটি ছোট্ট প্রতিষ্ঠান (পূর্বের কর্মক্ষেত্রের তুলনায়) পরিচালনার পাশাপাশি বিশ্বমানের গবেষণা করে তিনি যে পথে হাঁটছেন, কেন যেন লেখকের এই চয়নটি আমার মননে তাঁর প্রতি অসীম অনুরাগ সৃষ্টি করেছে। জীবনের এই পর্যায়ে এসে সেই একই বৃত্তের পরিধিতে পথচলার প্রেরণা ও উৎসাহ যুগপৎ লাভ করেছি। কবুল হোক সকল প্রচেষ্টা!

বক্ষ্যমাণ খণ্ডটি ছিল লেখকের এই সিরিজের সবচেয়ে কষ্টকর, পরিশ্রমসাধ্য, ক্লান্তিকর... এই ধরনের নানা অভিধায় আপনি কাজটিকে সংজ্ঞায়িত করতে পারেন। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন তাঁর এই ঘামঝরানো সফরের কথা। হাজার হাজার গ্রন্থ আর শত শত প্রবন্ধ চশমার মোটা কাঁচের নিচে ফেলে রাখতে হয়েছে মাসের পর মাস। ভাষাবদল করতে গিয়ে আমাকেও পড়তে হয়েছিল নানামাত্রিক বিপাকে। অপরিচিত উৎসগ্রন্থের বিশুদ্ধ নাম, কখনো রাবিদের নামের সঠিক উচ্চারণ আবার কখনো লিলিপুট সাইজের টীকার পাঠোদ্ধার করতে যেয়ে বেশকিছু রাত চোখের পলক না ফেলেই দিনের আলো দেখেছে। এরপরেও হাল ছাড়তে পারিনি! কীভাবেই-বা পারতাম! সিরিজের সাথে পরিচিত হবার পর থেকেই এর প্রতি হাজারো পাঠকের বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস আর প্রকাশক সাহেবের লাগাতার মিষ্টিমুখর তাগাদা আমাকে বসে থাকতে দেয়নি। অবশেষে একদিন হাঁটি হাঁটি পা পা করে কাজটি শেষপর্যায়ে এসে পৌঁছে। ফালিল্লাহিল হামদু ওয়াল মিন্নাহ ইয়া রব!

এক্ষেত্রে একটি দায় আমার কাঁধে রয়ে গেছে। সেটি পাঠকের তরে উঠিয়ে দিতে চাই। লেখক এই অংশে বিশেষ করে সাহাবায়ে কেরামের ক্ষমাপ্রাপ্ত

জামাতের ব্যাপারে উঠে আসা ঐতিহাসিক সন্দেহ-সংশয়গুলো নিরসনে অমানসিক শ্রম ব্যয় করেছেন। এত শ্রমসাধ্য কাজের পরেও যখন লেখক এই অংশ পাঠের ক্ষেত্রে সাধারণ পাঠকদের সতর্ক দৃষ্টি কামনা করেছেন, তখন বুঝতে হবে এখানে নিশ্চয় কোনো জরুরি আবেদন রয়ে গেছে। জি পাঠক, আপনাকে এই খণ্ডটি পাঠের ক্ষেত্রে খুবই সংযত থাকতে হবে। যদিও লেখক আলেম-ওলামা, তলাবায়ে কেরাম এবং গবেষকদের জন্য এই অংশটি বিন্যস্ত করেছেন; কিন্তু সে-সকল পাঠকও এখানে আসতে পারেন, জীবনভর যারা আন্তরিকভাবে ইসলামের ইতিহাস পড়তে গিয়ে গার্বেজ সোর্স থেকে ইতিহাস অধ্যয়ন করে ফেলেছেন। ফলে তাদের স্বচ্ছ ও নির্মল মস্তিষ্কে মানব ইতিহাসের দ্বিতীয় সেরা প্রজন্মের উপর জন্ম নিয়েছে অগণিত নেতিবাচক ধারণা ও বিরূপ মনোভাব। তবে যে-সকল তরুণ পাঠক এখনো এমন অন্ধকার পথে হাঁটেননি, তাদের উচিত হবে এই খণ্ডকে সযত্নে পাশে রেখে পরবর্তী খণ্ডটি হাতে তুলে নেওয়া। প্রশ্ন ওঠে তাহলে এই খণ্ডের কী হবে? সহজ জবাব, জীবন চলার পথে যখনই সাহাবিদের ব্যাপারে কোথাও কোনো প্রশ্ন, দ্বিধা, সন্দেহ বা সংশয় অথবা নেতিবাচক ধারণার শিকার হবেন তখনই কালবিলম্ব না করে টেবিলে রাখা এই খণ্ডটি হাতে তুলে নেবেন। সূচিতে দৃষ্টি বুলিয়ে খুঁজে নেবেন কাঙ্ক্ষিত জিজ্ঞাসার জবাব! আশাকরি পাঠক, আপনাকে আশাহত হতে হবে না।

এই খণ্ডের অধিকাংশ পাঠক যেহেতু ওলামায়ে কেরাম, তাই তাদের নিকট সবিনয় নিবেদন, কোথাও সামান্যও কোনো অসংগতি, দুর্বোধ্যতা, তথ্যবিভ্রাট অথবা কোনো সংশোধনী দৃষ্টিতে এলে অধমকে সংশোধনের জন্য আদেশ করবেন। আলোচ্য খণ্ডে টীকার আধিক্য থাকলেও ইত্তিহাদ টীকার ক্ষেত্রে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। শাস্ত্রীয় ধাঁচের কাজ অনুবাদের ক্ষেত্রে ভাষাগত প্রাঞ্জলতা ও গদ্যের সাবলীলতা বজায় রাখার চেষ্টা করেছি। প্রতি সংস্করণে এই কাটাছেঁড়া তো চলতেই থাকবে। সাথে আপনাদের পক্ষ থেকে মূল্যবান পরামর্শ ও সংশোধনী এলে সেটি আমার জন্য সোনায় সোহাগা হিসেবেই ধরে নেব।

লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, প্রকাশক মহোদয় এই সিরিজ প্রকাশের ক্ষেত্রে যে ঐতিহাসিক 'কারনামা' আঞ্জাম দিয়েছেন, তা বোধকরি আর খুলে বলার প্রয়োজন নেই। এই পর্যায়ে তার শুকরিয়া আদায় করছি। ইসলামি প্রকাশনাজগতকে একটি নতুন আখলাকি দরজায় নিয়ে আসার জন্য তিনি

ইন্ডাস্ট্রিতে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। আল্লাহ তায়ালা এই সিরিজের লেখক, মাদার পাবলিশার্স, ইত্তিহাদের কর্ণধার মুফতি ইসহাক সাহেব, বিজ্ঞ অনুবাদক প্যানেলসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সকল ঐকান্তিক প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমার ভুলত্রুটি ক্ষমা করুন। দীনের মৌলিক সকল ক্ষেত্রে অবদান রাখার তাওফিক দান করুন। আমিন, ইয়া রব্বার আলামিন।

যুবাঈর আহমাদ
zamnoor622@gmail.com

সূচিপত্র

ইযালায়ে শুবুহাত

একটি বিশেষ অনুরোধ ২৫

উসমান রা.-এর সাথে সম্পৃক্ত ঐতিহাসিক সংশয় ও তার নিরসন ৩২

উসমান রা.-এর সময় খেলাফতের গভর্নর এবং উচ্চপদস্থ অফিসার কারা ছিলেন? ৩২

হজরত উসমান রা.-এর শাসনামলে কি সাহাবায়ে কেরাম বিদ্রোহের সূচনা করেছিলেন? ৩৯

স্বজনপ্রীতির নির্জলা মিথ্যা অভিযোগের ব্যাপারে কিছু কথা ৪৫

ফাসেকির প্রমাণ থাকার পরেও ওয়ালিদ বিন উকবা রা.-কে কেন গভর্নর করা হয়েছিল? ৪৮

হজরত উসমান রা. কি প্রবীণ সাহাবিদের সাথে অসদাচরণ করেছিলেন? ৫০

আম্মার ইবনে ইয়াসির রা.-কে প্রহার করানোর বাস্তবতা ৫১

উসমান রা. এবং অন্যান্য প্রবীণ সাহাবির মাঝে কি সম্পর্কের অবনতি ঘটেছিল? ৫৩

হজরত আলি কি হজরত উসমানের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন? তিনি কি উসমান-হত্যার পেছনে কোনো ভূমিকা পালন করেছিলেন? ৫৪

হজরত আয়েশা রা. কি উসমান-হত্যায় জড়িত ছিলেন? ৫৬

যুবাইর ইবনুল আওয়াম রা. কি উসমান-হত্যার ষড়যন্ত্রে অংশ নিয়েছিলেন? ৫৯

তালহা বিন উবাইদুল্লাহ রা. কি বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন? ৬০

তারিখুল খুলাফা এবং তারিখে দিমাশকের কিছু বিষয়ের উপর সামান্য আলোচনা ৬৭

তারিখে দিমাশকের একটি বর্ণনার জবাব ৭০

ষড়যন্ত্রের বীজ কি আমর ইবনুল আস রা. বপন করেছিলেন? ৭০

আমর ইবনুল হামিক আল-খুজায়ি কি উসমান-হত্যায় জড়িত ছিলেন? ৭৭

আবদুর রহমান বিন উদাইস রা. কি বিদ্রোহ বা হত্যায় জড়িত ছিলেন? ৭৮

গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতাঃ ফেতনায় কিছুটা প্রভাবিত হলেই কোনো সাহাবির সাহাবি হওয়া দুর্বল হয়ে যায় না ৭৮
মুহাম্মদ বিন আবু বকর এবং মুহাম্মদ বিন আবু হুজাইফা কেন খলিফা উসমানের বিরোধী ছিলেন? ৭৯
খলিফার দাফন জান্নাতুল বাকিতে হবার সময় কি হাঙ্গামা হয়েছিল? ৮১
হজরত উসমান রা.-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহে কি মূলত অনারবরা ছিল? ৮২
বিদ্রোহে অংশ নেওয়া ব্যক্তিদের কি কাফের বলা যাবে? ৮৩
গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতা ৮৪
আলি রা.-এর খেলাফতের সাথে সম্পৃক্ত সংশয়সমূহ ৮৫
হাওয়াবের ঝরনার চুলচেরা বিশ্লেষণ ৯০
কায়েস বিন আবি হাজেমের ব্যক্তিত্বের উপর সন্দেহ আরোপ ৯৬
জঙ্গে জামালে আলি রা.-এর প্রতিপক্ষদলের অবস্থান ১০০
হজরত তালহা, যুবাইর, আয়েশা রা. প্রমুখের মতো সম্মানিত ও যোগ্য ব্যক্তিরা কীভাবে ভুলের শিকার হয়েছিলেন? ১০২
জঙ্গে জামাল কি হজরত যুবাইর রা. শুরু করেছিলেন? ১০৬
হজরত আলি রা. ইবনে জুরমুজকে কেন হত্যা করেননি? ১০৭
আয়েশা রা. কি উসমান বিন হুনাইফের দাড়ি মুণ্ডন করে দিয়েছিলেন? ১০৭
ইমাম শাফেয়ির এই বর্ণনা কি প্রমাণিত, যেখানে তিনি বলেছেন জঙ্গে জামালে মাত্র চারজন সাহাবি অংশ নিয়েছিলেন? ১০৮
জঙ্গে জামাল পরিকল্পনাকারী ব্যক্তিবর্গের কার্যক্রম এবং সিরিয়াবাসীর খেলাফতের বিরোধিতা কেন কবিরা গুনাহ হিসেবে দেখা হয় না? ১০৯
জঙ্গে জামালের একটি নতুন দৃষ্টিকোণ ১১৬
সিফফিনের যুদ্ধ বিষয়ে কিছু প্রশ্ন ১২২
আলি রা.-এর সেনাবাহিনীতে দশ হাজার সাবায়ি থাকা প্রসঙ্গে ১৩৫
হাদিস এবং বিশুদ্ধ ইতিহাস থেকে মতানৈক্যপূর্ণ একটি ধারণাপ্রসূত ফলের জবাব ১৩৮
হজরত আলি রা.-এর সেনাবাহিনী কি শুধু উসমান রা.-এর হত্যাকারীদের দ্বারা গঠিত ছিল? ১৪১
আম্মার রা. সম্পর্কিত হাদিস নিয়ে আলোচিত সংশয়সমূহ ১৪৪

হজরত মুয়াবিয়ার গৃহীত ব্যাখ্যার ব্যাপারে আলেমদের অভিমত ১৪৯
হাদিসে বর্ণিত দুটি শব্দের الناكبة عن الطريق ব্যাখ্যায় আলেমদের উপর আরোপিত অভিযোগ ১৫০
বুখারি শরিফের এক বর্ণনার يدعوهم الى الجنة ويدعونه الى النار এর উপর আরোপিত অভিযোগ ১৫২
বিদ্রোহীগোষ্ঠী, আল-মারিকা (দীন ত্যাগকারী) এবং খারেজি দ্বারা কাদের বোঝানো হয়েছে? ১৫৬
বিদ্রোহীগোষ্ঠী শব্দে আরবি ব্যাকরণের আলিফ-লাম (নির্দিষ্টবাচক চিহ্ন) যুক্ত হবার কার্যকারণ ১৫৯
বিদ্রোহীগোষ্ঠী বলতে কিসাসের দাবিদারদের বোঝানো হয়েছে কি? ১৬২
আলি রা.-এর নাম থেকে আমিরুল মুমিনিন শব্দ কেটে দেওয়ার কথা কেন বলা হয়েছিল? ১৬৭
সিফফিনের যুদ্ধবিরতির সময়ে সাহাবিদের মাঝে সৃষ্ট আলোচনার সূত্র কতটুকু বিশুদ্ধ? ১৬৮
হজরত আলির প্রতি ইবনে আব্বাসের অসন্তুষ্ট হওয়া কি প্রমাণিত? ১৭১
একইসাথে মুজতাহিদ এবং বিদ্রোহী কীভাবে হওয়া যায়? ১৭১
হজরত আলি রা. কেন শুরুতেই যুদ্ধ বন্ধ করলেন না? ১৭৫
খলিফাকে ক্ষমতাচ্যুত করার দাবি না তুললে সেই আন্দোলন বিদ্রোহ হয় কীভাবে? ১৭৬
বিদ্রোহের একটি অখ্যাত সংজ্ঞা নিয়ে সামান্য আলোচনা ১৮১
সালাফগণ সাহাবিদের ব্যাপারে সর্বোচ্চ সম্মানের স্থান (নবীদের পর) দাবি করার পরেও কেন তাদের অনেককে বিদ্রোহের অভিযোগ দেন? ১৮৯
আকাবির-আসলাফ মুশাজারাতের মাসআলায় চুপ থাকার কথা বলে নিজেরাই কেন সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করেন? ১৯৩
দু'পক্ষই কেন হক ও সত্যের উপর থাকতে পারে না? ১৯৭
এমনও হতে পারে যে, সত্যের উপর থাকা দলটির পরিচয় আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না? ১৯৮
পরবর্তীদের কোথা থেকে এই অধিকার এলো, তারা এক পক্ষকে সত্যের উপর অবিচল এবং অপর পক্ষকে ভুল হওয়ার সিদ্ধান্ত দেয়? ২০০
আহলে সুন্নতের কথায় এত বৈপরীত্য কেন? ২০২
স্পষ্ট বিদ্রোহ, বাহ্যিক বিদ্রোহ নাকি প্রকৃত বিদ্রোহ ২০২

হাদিসে আম্মার যদি সহিহ হয়ে থাকে, তাহলে সেই সময়েই কেন ঐক্য হলো না? ২০৪
হাদিসে আম্মার রা. সহিহ হলে শামি আমিররা কেন অনুতপ্ত হননি? ২০৫
হাদিসে আম্মার যদি সহিহ হয়ে থাকে তাহলে অধিকাংশ সাহাবি নিরপেক্ষ ছিলেন কেন? ২১০
হাদিসে আম্মার সহিহ হলে হজরত আলি যুদ্ধ কেন বন্ধ করলেন? ২১৩
পরবর্তী সকল ফকিহের নিকট হজরত আলির অবস্থান সঠিক মনে হয়েছে আর সমকালীন তাবেয়িদের নিকট মনে হয়নি? ২১৩
মুশাজারাতের মাসআলায় এক পক্ষকে হকপন্থি এবং অপরপক্ষকে ভুলের উপর থাকা কি অকাট্য মনে করা হয়? ২১৬
মুফতি তাকি উসমানির অত্যন্ত উপকারী অভিমত ২১৯
কিছু বিশেষ ও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ২২০
নবীজির বর্ণিত খেলাফতে রাশেদার সময়সীমার ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞাসা ২২২
ইবনে খালদুন কি খেলাফতে রাশেদার সময়সীমা শুধুমাত্র চার খলিফার মাঝেই সীমাবদ্ধ মনে করতেন? ২২২
হজরত মুয়াবিয়ার খোলাফায়ে রাশেদিনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পক্ষে একটি দলিলের জবাব ২২৭
সাহাবিদের মাঝে সকল শাসক খলিফায়ে রাশেদ ছিলেন; তাহলে হজরত মুয়াবিয়া কেন খলিফায়ে রাশেদ গণ্য হবেন না? ২৩১
হাসান বিন আলি রা. সম্পর্কিত সংশয়সমূহ ২৩৪
হজরত মুয়াবিয়া ও হজরত হাসান-এর মাঝে সংঘটিত শান্তিচুক্তির সময় হুসাইন-এর অবস্থান কী ছিল? ২৩৪
হজরত হাসান সন্ধির সময়ে কেন অর্থমূল্যের শর্ত যুক্ত করেছিলেন? ২৩৫
হজরত মুয়াবিয়া কি হজরত হাসান-এর সাথে সন্ধির সকল শর্ত পূরণ করেননি? ২৩৬
হজরত হাসান কি তালাকের পর তালাক প্রদান করতেন? ২৩৮
হজরত হাসানের মৃত্যুতে আমির মুয়াবিয়া এবং তার পুত্র ইয়াজিদের প্রভাব ছিল কি? ২৪২
হজরত হাসান-হত্যায় কি বিনতুল আশআস জড়িত ছিলেন? ২৪৬
হজরত হাসান রা.-এর হত্যাকারী তাহলে কে ছিল? ২৫০
হজরত মুয়াবিয়া কি হাসান রা.-এর ইনতেকালে খুশি হয়েছিলেন? ২৫২

হজরত মুয়াবিয়া রা. সম্পর্কিত সংশয়সমূহ ২৫৩
অভিযোগগুলোর একটি সাধারণ তালিকা ২৫৪
মুয়াবিয়া রা.-এর ক্ষমতা গ্রহণ করা কি অবৈধ ছিল? ২৫৬
খেলাফত শুধু ৩০ বছর পর্যন্ত সীমাবদ্ধ বলার অর্থ কী? ২৫৯
তিন দশক নববি-পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত রাখার মর্মার্থ ২৬০
الخلافة ثلاثون سنة। হাদিসটি গভীরভাবে যাচাই-বাছাই ও বিশ্লেষণ ২৬০
বারো খলিফা সম্পর্কিত হাদিস ২৬১
মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবায় বর্ণিত অভিযোগ এবং তার জবাব ২৬৬
উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাদের আইনের ঊর্ধ্বে রাখার অভিযোগ ২৬৯
ইবনে গাইলানের উপর জুলুমের ঘটনা ২৬৯
জিয়াদ বিন আবি সুফিয়ানের জুলুম করার বাস্তবতা ২৭৩
সামুরা বিন জুনদুবের জুলুম করার বাস্তবতা ২৭৫
হজরত মুগিরার উপর বিলাসী জীবনধারা এবং অসামাজিক কার্যকলাপের অভিযোগ ২৭৭
সাহাবায়ে কেরামকে হত্যা করার অভিযোগ ২৮০
আম্মার ইবনে ইয়াসির রা.-এর মস্তক কর্তনের বাস্তবতা ২৮০
আমর বিন হামিক রা.-এর শাহাদাতের ঘটনার বাস্তবতা ২৮১
হজরত মুয়াবিয়া কি আমর রা.-এর হত্যার হুকুম দিয়েছিলেন? ২৮৩
আমর রা.-এর হত্যা এবং তার মস্তক খণ্ডনের প্রকৃত ঘটনা ২৮৪
এটা কি প্রথম কর্তিত মস্তক ছিল! ২৮৬
মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম কোন শহীদের মাথা কেটে ফেলা হয়েছিল? ২৮৭
আমিনা বিনতে শুরাইদের উপর জুলুমের নাটকীয় উপাখ্যান ২৮৮
প্রতিপক্ষকে হজরত মুয়াবিয়ার বিষপানে হত্যার অভিযোগ ২৯২
মালিক বিন হারেসকে বিষ পান করানো ২৯৩
আবদুর রহমান বিন খালিদকে বিষপানে হত্যা ২৯৩
হজরত হুজর বিন আদির হত্যার ব্যাপারে কিছু প্রশ্ন ২৯৫
হজরত হুজর রা.-কে হত্যার ঘটনায় আবু মিখনাফের মিথ্যাচার ২৯৬
হজরত আলির উপর গালমন্দ ও সমালোচনার অভিযোগ ৩০০
১. سب و شتم এর বাস্তবতা ও মৌলিক অর্থ ৩০০

২. যুদ্ধের সময় তৈরি হওয়া শব্দবাণ ৩০২
৩. হজরত মুয়াবিয়ার খেলাফতকালে হজরত আলির উপর গালমন্দ ৩০৪
মারওয়ান বিন হাকামের গালমন্দ করার বিষয়টি কি প্রমাণিত? ৩০৫
আহলে বাইতের প্রতি গালমন্দ করা মারওয়ানের পক্ষে যৌক্তিকভাবে অসম্ভব কি? ৩০৮
হজরত মুয়াবিয়ার সকল গভর্নর কি গালমন্দে অংশ নিত? ৩১১
মুয়াবিয়া রা. কি হজরত আলিকে গালমন্দ করাতেন? ৩১২
১. সহিহ মুসলিমের বর্ণনা ৩১২
মুসলিম শরিফের বর্ণনার কিছু আলোচনা ৩১৫
ইমাম নববির ব্যাখ্যা ৩১৬
২. আবু জুরআ দামেশকির সাথে সম্পৃক্ত বর্ণনার জবাব ৩১৭
৩. মুগিরা ইবনে শোবাকে গালমন্দ করার ব্যাপারে আদেশ প্রদান ৩১৮
সুনানে ইবনে মাজাহতে হজরত আলির বিরুদ্ধে হজরত মুয়াবিয়ার গালমন্দ বিষয়ে একটি বর্ণনার জবাব ৩২৩
সুনানে আবু দাউদ থেকে গালমন্দের ঘটনা প্রমাণের ব্যর্থ চেষ্টা এবং জবাব ৩২৬
হজরত মুগিরা ইবনে শোবা রা. কি গালমন্দ করতেন? ৩৩০
হজরত মুগিরা রা.-এর উপর অত্যধিক গালমন্দ করার অভিযোগ ৩৩১
আবদুল্লাহ বিন যালিম কর্তৃক বর্ণিত সমালোচনার বর্ণনাসমূহ ৩৩৪
সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিমের দুটি বর্ণনা এবং একটি ঐতিহাসিক অভিযোগের জবাব ৩৪১
উম্মে সালামার রা. বর্ণনা এবং হজরত মুয়াবিয়া রা.-এর গভর্নরদের উপর হজরত আলির সমালোচনার অভিযোগ ৩৫০
সরাসরি মসজিদের মিম্বার থেকে গালমন্দ করা কি খারেজিদের কাণ্ড ছিল? ৩৫৪
আলোচনার সারকথা ৩৫৬
সহিহ এবং দুর্বল বর্ণনার মাঝে পার্থক্য না করে সিদ্ধান্ত নেওয়া ভাইদের প্রতি অনুরোধ ৩৫৬
গালমন্দের বর্ণনাসমূহ : একটি ধারণাপ্রসূত দলিল ও তার জবাব ৩৫৭
গালমন্দ ও সমালোচনার বাস্তবতা এবং শেষকথা ৩৫৯
মুয়াবিয়া রা. কি রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য জিয়াদের বংশধারা পরিবর্তন করেছিলেন? ৩৬২

চারিত্রিক ও সামাজিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটি আলোচনা ৩৭১
হজরত মুয়াবিয়া কি অর্থনৈতিক
খেয়ানতের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন? ৩৭৪
হাকাম বিন আমর এবং আশালের জিহাদে প্রাপ্ত গনিমতের ঘটনা ৩৭৪
হজরত মুয়াবিয়ার অতুলনীয় উদারতা ৩৭৮
হাকাম বিন আমর-এর ইনতেকালের পেছনে কি মুয়াবিয়ার দেওয়া
রাজনৈতিক চাপ মুখ্য কারণ ছিল? ৩৭৯
হজরত মুয়াবিয়া কি উম্মতের সম্পদ নিজ স্বার্থে ব্যবহার করতেন? ৩৮০
হজরত মুয়াবিয়া এত খরচ কোথা থেকে করতেন? ৩৮৪
মুয়াবিয়া রা. উসমান হত্যাকারীদের
বদলা কেন নেননি? ৩৮৯
শরিয়ত পরিবর্তন ও বেদআত প্রচলনের জঘন্য অভিযোগ ৩৯২
হজরত মুয়াবিয়ার অসিয়তের বাস্তবতা ৩৯৫
উত্তরাধিকার হিসেবে ইয়াজিদের মনোনয়ন বিষয়ক আপত্তিসমূহের জবাব ৩৯৯
ইয়াজিদকে উত্তরাধিকার মনোনীত করা হজরত মুয়াবিয়ার ব্যক্তিগত স্বার্থ
অনুযায়ী ছিল কি? ৩৯৯
আল-কামিল ফিত-তারিখে বর্ণিত সনদবিহীন বানোয়াট বর্ণনা ৪০২
মুগিরা ইবনে শোবা কি উম্মতকে ফেতনা-ফাসাদে লিপ্ত করেছিলেন? ৪০২
হজরত মুয়াবিয়া কি ইয়াজিদকে উত্তরাধিকারী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য
গভর্নরদের উৎকোচ দিয়েছিলেন? ৪০৪
মুয়াবিয়া রা. কি ইয়াজিদের বাইয়াতের জন্য জবরদস্তি করেছিলেন? ৪০৯
আবদুর রহমানকে কি হুমকি-ধমকি দেওয়া হয়েছিল? ৪১৪
ইয়াজিদের অপকর্মের দায় কি হজরত মুয়াবিয়ার ঘাড়ে বর্তাবে? ৪১৫
হজরত হুসাইন, ইয়াজিদ এবং মর্মান্তিক কারবালা ৪১৮
প্রথমে ইয়াজিদের বাইয়াতে অস্বীকৃতি এবং পরবর্তীতে আলোচনায় বসতে
রাজি হবার কারণ কী ছিল? ৪২১
ষাটজন কুফাবাসী ও কারবালার রহস্যময় উপাখ্যান ৪২২
প্রাথমিকভাবে হুসাইন রা. ইয়াজিদের সাথে আলোচনায় বসতে কেন রাজি
হননি? ৪২৪

গণজোয়ারের মাধ্যমে সরকারের উপর রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করা কি জায়েজ? ৪২৫
কারবালার ময়দানে যুদ্ধের সূচনা কি হজরত হুসাইনের মাধ্যমে হয়েছিল? ৪২৬
ইয়াজিদের হাতে হজরত হুসাইন-এর পবিত্র মস্তক বেআদবির শিকার হয়েছিল কি? ৪২৭
ইয়াজিদ এবং কায়সারের শহর-কেন্দ্রিক হাদিসের আলোচনা ৪৩১
আল্লামা কুসতুলানির একটি ভুল তথ্যসূত্র ও একজন ভদ্রলোকের ঘটনা ৪৩৮
ইয়াজিদের নিষ্কলুষ হবার ব্যাপারে একটি অদ্ভুত দালিলিক ব্যাখ্যা ৪৪১
মোল্লা আলি কারির উপর ইয়াজিদকে সমর্থনের অভিযোগ ৪৪৭
ইয়াজিদের সমর্থনে আল্লামা ইবনুল আরাবির ভিত্তিহীন দলিল ৪৪৯
ইয়াজিদের আফসোস প্রকাশ ও হত্যার আদেশ না দেওয়া কি তার নিষ্কলুষ হওয়ার দলিল প্রদান করে? ৪৫০
হজরত হুসাইন রা.-এর রক্ত কি হালাল ছিল? ৪৫৩
হুসাইন রা.-এর কাফেলার জন্য কি পানি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল? ৪৫৪
যদি হুসাইন রা.-এর হত্যাকারীরা শিয়া হয়ে থাকে তাহলে ইয়াজিদ এবং ইবনে জিয়াদের উপর কেন অভিযোগ আরোপ করা হয়? ৪৫৫
শিয়ানে আলি সরকারি বাহিনীতে কীভাবে যোগদান করল? ৪৫৮
হজরত হুসাইন রা. কি কুফার শিয়াদের ব্যাপারে জানতেন না? ৪৫৯
কারবালায় লড়াইকারী বাহিনী কুফার ছিল নাকি সিরিয়া থেকে প্রেরিত? ৪৬১
হজরত আলির সাথে ইয়াজিদের (অযৌক্তিক ও অহেতুক) তুলনা ৪৬২
ইয়াজিদ অনুশোচনা ও কান্নাকাটি করে কারবালার পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায়নি? ৪৬৪
ইয়াজিদ এবং হজরত আলির আনুগত্যের বাইয়াত নিয়ে একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ : ইসলামি শরিয়াহ কি বলে? ৪৬৭
হজরত হুসাইন-এর কার্যক্রম কোন দিক থেকে প্রশংসাযোগ্য ছিল? ৪৭৩
মজলিসে শুরার নির্বাচন কীভাবে হবে? ৪৭৪
ইয়াজিদকে কি মুজতাহিদ হিসেবে গণ্য করা সম্ভব? ৪৭৫
হুসাইন রা. বিদ্রোহ করেছিলেন, এমন বর্ণনাগুলো সূত্রপরম্পরার দিক থেকে কেমন শক্তিশালী? ৪৭৮
ইয়াজিদ এবং হাদিসের রেওয়ায়েত ৪৮২
ইয়াজিদের হাদিস বর্ণনা : মুহাদ্দিসদের ভাষ্য ৪৮৩

উমর বিন আবদুল আজিজ রহ.-এর দৃষ্টিতে ইয়াজিদের অবস্থান ৪৮৯
ইমাম আহমাদের ‘কিতাবুয যুহদে’ ইয়াজিদের কোনো বর্ণনা আছে কি? ৪৯০
আত-তারগিব ওয়াত-তারহিব কিতাবে কি ইয়াজিদের রেওয়ায়েত বর্ণনা করা হয়েছে? ৪৯২
উচ্চ বংশীয় হবার কারণে কি কারো অপরাধের মাত্রা কমানো যেতে পারে? ৪৯৩
ইয়াজিদকে ন্যায়পরায়ণ প্রমাণ করার জন্য একটি আশ্চর্য দলিল ৪৯৩
গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া নামের কিছু বিখ্যাত রাবি ৪৯৫
ইবনে যুবাইর রা.-এর উপর উত্থাপিত
অভিযোগের জবাব ৪৯৬
ইবনে যুবাইর রা.-এর প্রতি উত্থাপিত রাজনৈতিক আপত্তিসমূহ ৪৯৬
ইবনে যুবাইর রা.-এর বিরোধিতায় এবং মোকাবেলায় কি অন্যান্য সাহাবি অগ্রগামী ছিলেন? ৫০১
ব্যাখ্যাসাপেক্ষ বিদ্রোহ কি ফাসেকির গুনাহ হিসেবে বিবেচিত হবে না? ৫০৩
ইবনে যুবাইর রা. কি ইবনে আব্বাস রা. এবং মুহাম্মদ বিন হানাফিয়াকে হত্যার চেষ্টা করেছিলেন? ৫০৩
অনেক সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা.-এর হাতে কেন বাইয়াত গ্রহণ করেননি? ৫০৫
ইবনে যুবাইর রা.-এর ব্যাপারে কি হাদিসে সতর্কবার্তা আছে? ৫১০
ইবনে উমর রা. কি ইবনে যুবাইরকে বিদ্রোহী এবং উমাইয়া প্রশাসকদের সঠিক মনে করতেন? ৫১১
ইবনে উমর রা.-এর বক্তব্যকে বিভিন্ন সময়ে বিভক্ত করার পেছনে শক্ত কোনো দলিল রয়েছে কি? ৫২১
ইবনে উমর কি ইবনে যুবাইরকে ভুলভাবে রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনাকারী মনে করতেন? ৫২৪
আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর-এর ব্যাপারে হজরত মুয়াবিয়ার মন্তব্য ৫২৫
ইবনে উমর রা. ইবনে যুবাইর রা.-এর হাতে প্রথম চার মাসে কেন বাইয়াত প্রদান করেননি? ৫২৭
ইবনে যুবাইর রা. কি নবীজির নাম খুতবা থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন? ৫২৯
মারওয়ান বিন হাকামের সাহাবি হওয়া ও তার রাজনৈতিক কার্যক্রম প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা ৫৩৩
সাহাবি হিসেবে পরিচিত বা প্রমাণিত হওয়ার মূলনীতি ৫৩৭

ইবনে হাজার কি মারওয়ানকে সাহাবি হিসেবে গণ্য করতেন? ৫৩৮
ইমাম বুখারি মারওয়ানের নামের সাথে 'রাদিয়াল্লাহু আনহু' লিখেছেন ৫৪০
কেমন ছিল মারওয়ানের পিতা হাকামের জীবন? ৫৪২
হজরত তালহার হত্যাকাণ্ডের পেছনে মারওয়ানের ভূমিকা ৫৪৪
মারওয়ানের ভুল-ত্রুটিগুলোকে কি ইজতিহাদি বলা যায়? ৫৪৬
যদি মারওয়ান চারিত্রিকভাবে দুষ্ট হয়ে থাকে তাহলে সহিহ বুখারিতে তার বর্ণনা কেন গ্রহণ করা হয়েছে? ৫৪৮
মারওয়ানের বর্ণনার ব্যাপারে হাফেজ ইবনে হাজারের দূরদর্শী পর্যালোচনা ৫৫২
হাফেজ ইবনে হাজারের বক্তব্যের ব্যাখ্যা ৫৫৩
মারওয়ানের ব্যাপারে শাহ আবদুল আজিজ দেহলবির মন্তব্য ৫৫৪
সাহাবিদের ব্যাপারে সর্বশেষ কিছু জরুরি কথা ৫৫৬
পরলোকগত ব্যক্তিদের ব্যাপারে কুরআনের নসিহত ৫৬১
সাধারণ কিছু প্রশ্নের জবাব ৫৬২
উম্মতের ইতিহাসে উত্থান-পতনের আওয়াজ কেন বেশি শোনা যায়? ৫৬২
উত্থান-পতনের সাতটি প্রাকৃতিক ধারাবাহিক পরিক্রমা ৫৬৪
কার্যক্রমের বিস্তৃতি এবং কেন্দ্রীয় শক্তির মাঝে সম্পর্ক ৫৬৭
মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস উত্থান-পতনের ধারাবাহিক পরিক্রমা ৫৬৯
পরিকল্পনা, আন্দোলন, রাষ্ট্র এবং সংগঠনের জেনেটিক বৈশিষ্ট্য ৫৭২
আল্লাহর বেঁধে দেওয়া মৌলিক ও প্রাকৃতিক শৃঙ্খলা বোঝা অত্যন্ত জরুরি ৫৭৪

ইযালায়ে শুবুহাত

সাহাবিগণের সুদীর্ঘ ইতিহাসজুড়ে তৈরি হওয়া ঐতিহাসিক
সন্দেহ-সংশয়ের অপনোদন

আলোচ্য অধ্যায়ের পৃষ্ঠাগুলো সাধারণ ইতিহাস পাঠক বা যারা ইতিহাস অধ্যয়ন সবেমাত্র শুরু করছেন, তাদের জন্য নয়। মূলত এই অংশ তাদের জন্য লেখা হয়েছে, যারা ইতোমধ্যে ইসলামি ইতিহাস অধ্যয়ন করতে গিয়ে সাহাবিদের ব্যাপারে নানা ধরনের সন্দেহ-সংশয়ে পতিত হয়েছেন। যারা আমাদের মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসের ধারাবাহিক পাঠক, এবং যারা পূর্বে পঠিত কোনো ভুল তথ্যের মাধ্যমে বিভ্রান্তির শিকার হননি; তারা মেহেরবানি করে পরবর্তী খণ্ডগুলোর অধ্যয়ন শুরু করতে পারেন।

একটি বিশেষ অনুরোধ

এই পর্যায়ে ধারাবাহিক ইতিহাস পর্যালোচনার মধ্যদিয়ে আমরা সেসব বিষয় আলোচনা করব, যেগুলোতে ইতিহাসের ছাত্র এবং সন্দিগ্ধ পাঠকবর্গ ইতিহাসপাঠের সময় নানা কারণে সন্দেহ ও সংশয়ে পতিত হয়ে থাকেন। নানা সময়ে তারা আমাদের সেসব জিজ্ঞাসা করে থাকেন। বিশেষ করে আমার কলামের নিয়মিত পাঠকবর্গ এবং ইতিহাসবিষয়ক লেকচারের শ্রোতাবৃন্দ এসব বিষয়ে প্রচুর প্রশ্ন করে থাকেন। অধিকাংশ প্রশ্নই ইতিহাস বিষয়ে সন্দেহ ও ভুল ধারণা থেকে তৈরি হয়েছে, যেগুলো জন্ম দিয়েছেন অধুনা কিছু ইতিহাসবিশ্লেষক। জনগণের মধ্যে চটকদার বিশ্লেষণমুখী এইসব অভিযোগ ও সন্দেহ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ফলে বাধ্য হয়ে তারা এসব নিয়ে প্রশ্ন করে থাকে। উপস্থিত মজলিস ব্যতীত এমন অনেক প্রশ্ন ডাক, ই-মেইল এবং ফেসবুকের মাধ্যমে আমাদের নিকট পৌঁছেছে। এখানে আমরা সেসব প্রশ্ন একত্র করেছি। এইসব সন্দেহ-সংশয়মূলক অভিযোগের জবাব হিসেবে আলোচ্য অধ্যায়ই যথেষ্ট হবে বলে মনে করি, ইনশাআল্লাহ। সকল প্রশ্নের জবাব তথ্যসূত্রসহ উল্লেখ করা হয়েছে। প্রশ্নকারীদের কোনো কোনো প্রশ্নে ঐতিহাসিক সূত্র ও গ্রন্থের উদ্ধৃতি পাওয়া গেছে। আমরা সেগুলো টীকায় সংযোজন করে দিয়েছি। কিছু কিছু তথ্যসূত্রের বেশকিছু প্রকাশনাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। সেসব ক্ষেত্রে আমাদের কাছে উপস্থিত গ্রন্থাদির প্রকাশনার নাম যুক্ত করে দিয়েছি, যাতে পাঠক শ্রোতাদের বিড়ম্বনার শিকার হতে না হয়। যেহেতু পাঠক এবং শ্রোতাদের ঈমান-আকিদা ও দীনি চেতনা বিশুদ্ধ রাখাই আমাদের প্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্য, তাই মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস লিখতে গিয়ে এই অধ্যায়েই আমরা সর্বাধিক পরিশ্রম ও গুরুত্ব দিয়েছি। এই লক্ষ্য পূরণ করতে গিয়ে আলোচ্য অধ্যায়টি বেশ দীর্ঘ হয়ে গেছে। কিন্তু এ ছাড়া আমাদের কোনো উপায় ছিল না। কেননা আমাদের মৌলিক উদ্দেশ্য হলো পাঠক-শ্রোতাদের আকিদা ও চিন্তাধারা এবং দীনি জ্ঞানের পরিধি বিশুদ্ধ ও শক্তিশালী করে তোলা, যাতে পরবর্তীতে নতুন করে সন্দেহ-সংশয় ও দ্বিধার বীজ কেউ সেখানে বপন করতে না পারে।

এ বিষয়টি সুপ্রসিদ্ধ যে, সাহাবিদের মাঝে পারস্পরিক মতবিরোধ, মতপার্থক্য এবং ক্ষেত্রবিশেষ বিবাদ প্রভৃতি আলোচনা পরিহার করে চলাই উত্তম। কিন্তু যখন তাদের মাঝে নানা কারণে তৈরি হওয়া এইসব পরিস্থিতির আলোচনা করা হয় খণ্ডিত, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে; যখন আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে মাগফেরাত তথা চূড়ান্ত ক্ষমা অর্জনকারী এই শ্রেষ্ঠ জামাতের পরিকল্পিতভাবে চরিত্রহননের ঘৃণ্য অপচেষ্টা চালানো হয়; খেলাফতে রাশেদা এবং সাহাবিদের মাঝে বিরোধপূর্ণ বিষয়াদির উপর ইতিবাচকভাবে উম্মাহর সকল মনীষীর ঐকমত্যে পৌঁছানো মতগুলোর উপর নানাভাবে বুদ্ধিবৃত্তিক আক্রমণ চালানো হয়; প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেকট্রনিক মিডিয়া এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সারাবিশ্বে সাহাবিদের ব্যাপারে সামগ্রিকভাবে একটি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি দাঁড় করানোর চেষ্টা চালানো হয় এবং গোলামির পেট্রোডলার ও পুঁজিবাদের পয়সায় এসব বিষয়কে জনপ্রিয় করে তোলা হয় এবং যখন সত্যপ্রিয় মুসলিম ও অমুসলিম জনতা প্রকৃত সত্যের সন্ধানে কি-বোর্ড চাপতে থাকেন; ঠিক এই পরিস্থিতিতে নীরবতা অবলম্বন না করে তথ্যসমৃদ্ধ ও বস্তুনিষ্ঠ জবাব প্রদান করা সময়ের প্রয়োজন হিসেবে দেখা দেয়। আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহর মিনহাজুস সুন্নাহ, আল্লামা ইবনে হাজার মাক্কি আল-হাইসামি রহিমাহুল্লাহর তাতহিরুল জিনান, শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবি রহিমাহুল্লাহর ইযালাতুল খাফা, মাওলানা রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহি রহিমাহুল্লাহর হিদায়াতুশ শিয়া, মুফতি মুহাম্মদ তাকি উসমানির হজরত মুয়াবিয়া আওর তারিখি হাকায়েক; এই ধরনের ঐতিহাসিক জবাবমূলক খণ্ডন। মাওলানা আবদুর শাকুর লখনবি ফারুকি, মাওলানা কাজি মাজহার হুসাইন চাকওয়াল, মাওলানা মুহাম্মদ নাফে জঙ্গ, আমার শ্রদ্ধেয় উসতাদ মরহুম মাওলানা আবদুস সাত্তার, পরম প্রিয় বুজুর্গ প্রাণপ্রিয় শায়েখ মাওলানা আবদুর রশিদ নোমানি রহিমাহুল্লাহ প্রমুখের রচিত বহু প্রবন্ধ-নিবন্ধ এবং কলাম এই ধরনের ঐতিহাসিক আপত্তি ও সংশয়ের জবাবে লিখিত হয়েছে। তাই এ বিষয়ে আমি পূর্ণ আত্মবিশ্বাস ও প্রত্যয়ের সাথে বলতে পারি, আমার এই কাজটি (ইযালায়ে শুবুহাত) আকাবিরের পদাঙ্ক অনুসরণে সাহাবিদের উপর আপত্তির খণ্ডন হিসেবে একটি ছোট্ট খেদমত হিসেবে গৃহীত হবে; কোনো নতুন পন্থা অথবা ফেতনা অথবা বেদআত হিসেবে নয়।

প্রথমে আমার ভাবনা ছিল, ঐতিহাসিক আপত্তিগুলোর খণ্ডন সেইসব বিষয়ে আলোচনার সময় প্রাসঙ্গিকভাবে তুলে ধরব; কিন্তু বন্ধু-বান্ধবদের পরামর্শে

এই ভাবনা ছেড়ে সকল অভিযোগের খণ্ডন একটি নির্দিষ্ট অধ্যায়ে আলোচনার পথ ধরি। এতে করে নতুন ও আগ্রহী ইতিহাস-পাঠকদের ধারাবাহিক ইতিহাস পাঠে কোনো ছেদ আসবে না। একইসাথে যারা পূর্বে অশুদ্ধ ও বিকৃত ইতিহাসের ছায়া মাড়াননি, তারাও এসব বিষয় এড়িয়ে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ইসলামি ইতিহাস ধারাবাহিকভাবে অধ্যয়ন করার সুযোগ পাবেন এবং আলোচ্য অধ্যায় ছেড়ে পরবর্তী অংশ পাঠের দিকে এগিয়ে যাবেন। এই অধ্যায়ে ইসলামি ইতিহাসের উপর আরোপিত অভিযোগগুলো সময়ের পরিক্রমায় ধারাবাহিকভাবে ঢেলে সাজানো হয়েছে। প্রথমে হজরত উসমান গনি, এরপর হজরত আলি মুরতাজা এরপর হজরত মুয়াবিয়া এবং সর্বশেষ হজরত হুসাইন এবং হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুমের সময়ে তাদের উপর আরোপিত আপত্তির প্রামাণ্য খণ্ডন মেলে ধরা হয়েছে।

আরোপিত অভিযোগ খণ্ডনের ব্যাপারে আমরা বিশেষভাবে গবেষণামূলক ইলমি পদ্ধতি অবলম্বন করেছি। নিছক আবেগ অথবা কারো প্রতি বিশেষ অনুরাগ থেকে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি। আপন ইচ্ছার উপর নির্ভর করে কোনো প্রতিষ্ঠিত সত্য হেলায় এড়িয়ে যাওয়া সাধারণ জনগণের কাজ। এজন্য কোনো ধরনের যোগ্যতা বা বিশেষ পারদর্শিতা বা গভীর অধ্যয়নের প্রয়োজন হয় না। একজন অজ্ঞ মূর্খ ব্যক্তি অত্যন্ত গভীর জ্ঞানের অধিকারী মানুষের মন্তব্য শুধু এতটুকু বলেই হেলা করতে পারে যে, এই কথাটি আমি বুঝি না, তাই এটা আমি মানব না! বাহ্যত এটি কোনো জ্ঞানমূলক বা গবেষণাধর্মী পদ্ধতি নয়। এভাবে পৃথিবীতে কোনো বিষয়ই প্রমাণসিদ্ধ করা সম্ভব নয়। বরং এতে করে ফাসাদ, বিভক্তি এবং মতপার্থক্য শুধু বাড়তেই থাকবে। কখনোই সমাধানের পথে হাঁটা সম্ভব হবে না।

কোনো বোধগম্য বিষয়কে ধারণা ও আন্দাজের ভিত্তিতে বিবেকপ্রসূতভাবে শুধু তখনই অস্বীকার করা সম্ভব, যখন সেই বিষয়টির বাস্তবতা অসম্ভাব্যতার গণ্ডিতে চলে যায়। উদাহরণত, যদি কেউ বলে, রাতের আকাশে আমি সূর্যের প্রচণ্ড কিরণ লক্ষ করেছি অথবা ২৫ রমজান এই বছর ঈদের চাঁদ দেখা গিয়েছিল!

যদি কোনো বিষয়ের সম্ভাব্যতা প্রমাণিত হয়, তাহলে বিনাপ্রমাণে হুট করে সেই বিষয়ের বাস্তবতা উড়িয়ে দেওয়া অনুচিত। তবে যদি সেই বিষয়ের বাস্তবতায় কোনো সন্দেহ বা দ্বিধা প্রকাশ পায় তাহলে প্রথমে সেই বিষয়ের আলোচক বা বর্ণনাকারীকে যাচাই করে দেখতে হবে। এখন কারো চোখ বা বর্ণনাকারীর যদি চারিত্রিক অথবা তার বর্ণনায় দুর্বলতা প্রমাণিত হয়, তাহলে সন্দেহ প্রবলতর

হয়ে পড়ে। এরপর যদি সেই সন্দেহের অভিযোগ বা আরোপিত অপবাদ যদি কোনো সম্মানিত ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে যায়, তাহলে সেই অভিযোগ সম্পূর্ণরূপে অশুদ্ধ ও বিকৃত হিসেবে প্রমাণিত হয়।

এজন্যই আমরা সম্মানিত ব্যক্তিদের ব্যাপারে আরোপিত সন্দেহমূলক ও বিতর্কিত বর্ণনাগুলোর প্রথমে সনদ বা বর্ণনাসূত্র যাচাই-বাছাই করেছি। স্বাভাবিকভাবে এই ধরনের সকল বর্ণনা আমাদের কাছে দুর্বল বা জয়িফ প্রমাণিত হয়েছে। এরপর আমরা যুক্তি ও বিবেকের দাবি থেকে বিষয়গুলোর আলোচনা টেনেছি। এতে করে ঘটনাগুলো আরো বেশি পরিষ্কার হয়ে পাঠকের সামনে এসেছে। এটিই মূলত ঘটনা যাচাই-বাছাইয়ের গবেষণামূলক ইলমি পদ্ধতি।

ইতিহাসের অধিকাংশ সন্দেহমূলক ও বিতর্কিত নেতিবাচক বিষয় মূলত দুর্বল অথবা বানোয়াট সূত্রের গর্ভে জন্ম নিয়েছে। এক্ষেত্রে আমরা এই সকল বর্ণনাকে অত্যন্ত দুর্বল অথবা বানোয়াট হিসেবে প্রমাণ করার মাধ্যমে অভিযোগগুলো অঙ্কুরেই পাথরচাপা দিতে সক্ষম হয়েছি। কেননা এটি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ মূলনীতি, 'দুর্বল বর্ণনার মাধ্যমে কোনো প্রসিদ্ধ ও সম্মানিত ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের চরিত্রকে লক্ষ্যবস্তু বানানো বৈধ নয়।' পাঠক, এটিও স্মরণ রাখবেন, ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের উপর আরোপিত অভিযোগ খণ্ডনকালে আমরা এমনসব লেখক গবেষক অথবা অনুলিখনকারীর বক্তব্য কখনোই মাইক্রোস্কোপের নিচে রাখিনি, যারা বিশ্বস্ত, নেককার এবং আমানতদার বর্ণনাকারী হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। কেননা এই সকল লেখক বা অনুলিখনকারী, হোন তারা ঐতিহাসিক কিংবা মুহাদ্দিস, নিজ নিজ নীতি ও শর্তের ভিত্তিতে বর্ণনা সংগ্রহ করে আপন পাণ্ডুলিপিতে একত্রিত করতেন। দ্বিধা ও সংশয় তৈরি হবার মতো বর্ণনা তো সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিমেও পাওয়া যায়, যেগুলো থেকে ভুল ব্যাখ্যা খুব সহজেই তৈরি করা যায়। সাধারণভাবে এসব বর্ণনায় তেমন মন্দ কিছু না থাকলেও পাঠকের বাঁকা দৃষ্টি ও বিকৃত চিন্তা খুব সহজেই এ ধরনের তথ্যকে উপজীব্য করে একটি দুর্গন্ধময় সমাধানে পৌঁছাতে পারে। কিছু কিছু বর্ণনা দুর্বল হলেও সেগুলোকে ইতিবাচকভাবে শক্ত প্রমাণের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করা যায়।

অবশ্য যে বর্ণনাগুলোতে ব্যাখ্যা করার কোনো সুযোগ থাকে না অথবা অত্যন্ত দুর্বল বর্ণনা, সেসব ক্ষেত্রে আমরাও ওই সকল ঘটনাকে যুক্তিপ্রমাণ ও বাস্তবতার নিরিখে অভিযোগ হিসেবেই গ্রহণ করেছি। কিন্তু পাশাপাশি এসব ঘটনা থেকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে সম্পূর্ণ নেতিবাচক সমাধানে উপস্থিত হওয়া ব্যক্তিদের সমালোচনাও করেছি।

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

(অষ্টম খণ্ড)

মূল

মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান

অনুবাদ

মাওলানা সিরাজুল ইসলাম

দাওরা : আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া দারুল উলুম মাদানীনগর, নারায়ণগঞ্জ

আরবি ভাষা ও সাহিত্য : আল-মারকাজুল ইসলামী, মুহাম্মদপুর, ঢাকা

তাখাসসুস ফিল ফিকহ : জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম,

(আকবর কমপ্লেক্স) মিরপুর-১ ঢাকা

ইত্তিহাদ

প্রসঙ্গকথা

মাওলানা ইসমাইল রেহান কর্তৃক রচিত বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি ইসলামি ইতিহাস-সম্ভারের এক অনন্য সম্পদ। ইতিহাসের ধারাবাহিকতা, বর্ণনাভঙ্গি, তথ্য-উপাত্তের প্রাচুর্য ও আলোচনার ভারসাম্যে যেকোনো শ্রেণি-পেশার সুস্থ-বোধসম্পন্ন পাঠক অভিভূত হতে বাধ্য। প্রামাণিক বিভিন্ন গ্রন্থের উদ্ধৃতিসহ অজানা বহু বিষয় যুক্তিসঙ্গত বিশ্লেষণসহ এতে সন্নিবেশিত হয়েছে, যা অন্য কোনো গ্রন্থে সচরাচর নজরে পড়ে না। গ্রন্থটিতে মুসলমানদের হারানো সালতানাত, ঐতিহ্য, স্বকীয়তা এবং শৌর্যবীর্যকে পাঠকের সামনে তুলে ধরার পাশাপাশি মুসলমানদের পরাজয় ও অধঃপতনের কারণগুলোও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ইতিহাসের একটি স্বচ্ছ দর্পণ বললেও বেশি বলা হবে না। কারো ব্যাপারেই এতে একরোখা নীতি অবলম্বন করা হয়নি। সত্যকে সত্য, মিথ্যাকে মিথ্যা বলেই অভিহিত করা হয়েছে। গুণকে গুণ এবং দোষকে দোষ হিসেবেই বর্ণনা করা হয়েছে।

মাকতাবাতুল ইত্তিহাদের স্বত্বাধিকারী মাওলানা ইসহাক সাহেবের অনুপ্রেরণায় অতি দ্রুত কাজটি সম্পন্ন করেছি। শাব্দিক অনুবাদের তুলনায় ভাবানুবাদের প্রতি লক্ষ রেখেছি বেশি। এতে কতটুকু সফল হয়েছি, তা বিচারের দায়িত্ব পাঠকের। কোথাও কোনো অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হলে আমাদের অবহিত করলে আমরা চিরকৃতজ্ঞ থাকব। আল্লাহ তায়ালা বইটির লেখক, অনুবাদক, সম্পাদক ও প্রকাশককে দুনিয়া-আখেরাতের সফলতা দান করুন। আমিন।

পাঠকদের প্রতি কিছু কথা

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস বর্ণনার এ ধারাবাহিকতায় আমরা এখন সেই যুগে প্রবেশ করছি, যেখানে রাজনৈতিক অঙ্গনে সাহাবায়ে কেরামের ভূমিকা সমাপ্ত হয়ে গেছে। তবে নিঃসন্দেহে এ যুগের শুরুলগ্নে হজরত আনাস ইবনে মালিক ও হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমরের ন্যায় ইলম-আমল ও জ্ঞান-প্রজ্ঞার সুউচ্চ মহীরুহ বিদ্যমান ছিলেন। কিন্তু রাজনীতির সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক ছিল না, যা সাধারণত ইতিহাসের একটা বড় অংশ হয়ে থাকে। তাদের সম্পূর্ণ মনোযোগ তালিম-তরবিয়ত ও শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি নিবদ্ধ ছিল। সেই অবশিষ্ট কতিপয় সাহাবিরও সম্ভবত এই একই অবস্থা ছিল, যারা প্রথম হিজরি শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত নির্জনতার জীবন কাটিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন।

মোটকথা, আমরা এখন যেই যুগে বিচরণ করছি, তাতে এমন কোনো মর্যাদাসম্পন্ন মহান ব্যক্তি নেই, যার সঙ্গে রাজনৈতিক মতবিরোধকে মুশাজারাতে সাহাবা তথা সাহাবিদের মতপার্থক্যের ন্যায় নাজুক বিষয় বলে অভিহিত করা যায়।

পাঠকদের কাছে একথা অস্পষ্ট নয় যে, হজরত উসমান যিন-নুরাইনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীদের আন্দোলন শুরু হওয়ার পর থেকে হিজরি ৭৩ সালে সংঘটিত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরের শাহাদাত পর্যন্ত আমরা বিভিন্ন ঘটনা যাচাই-বাছাই ও উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের জীবনেতিহাস বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সেসব কঠোর শর্তের প্রতি লক্ষ রেখেছি, যেগুলো হাদিসবিশারদগণ হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে অবলম্বন করে থাকেন। আমরা বিগত খণ্ডের শুরুতে এসব শর্তের প্রয়োজনীয়তার উপর বিস্তারিত আলোকপাত করেছি এবং একথা সুপ্রমাণিত করেছি যে, সাহাবায়ে কেরামের যুগের পারস্পরিক মতবিরোধ ও রাজনৈতিক মতপার্থক্যের সঠিক চিত্র ও ব্যাখ্যা সেই সময়েই আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠবে যখন আমরা ইতিহাসরচনার জন্য বিশুদ্ধ সনদসংবলিত বর্ণনাগুলোকে মাপকাঠি বানাব এবং এগুলোর সঙ্গে সাংঘর্ষিক দুর্বল বর্ণনাসমূহ পরিহার করব। ইসলামের মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের ব্যাপারে

তাদের শত্রুপক্ষের প্রচার-প্রসার করা সন্দেহপূর্ণ ও বানোয়াট বর্ণনাসমূহের ক্ষতি থেকে বাঁচার এটিই একমাত্র পন্থা এবং আমরা এখন পর্যন্ত এটিই ব্যবহার করে আসছি।

এই যুগে আমরা সাহাবায়ে কেরামের স্থানে পরবর্তী প্রজন্মকে নেতৃত্বের আসনে দেখতে পাই। তবে এই নতুন প্রজন্মের মধ্যে সাহাবায়ে কেরামের হাতে গড়া নেক ও সৎলোক যেমন ছিল তেমনি তাদের সাহচর্য ও শিক্ষা-দীক্ষা থেকে বঞ্চিত অসৎ চরিত্রের লোকও ছিল। তাদের মধ্যে মুহাম্মদ বিন কাসিম, তারিক বিন জিয়াদ ও উমর ইবনে আবদুল আজিজের মতো মহান ব্যক্তিরাও ছিলেন, যারা ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। আবার এমন লোকও ছিল, যারা নেককারদের সংস্পর্শে থাকা সত্ত্বেও আত্মশুদ্ধি ও অভ্যন্তরীণ দীক্ষা লাভ থেকে বঞ্চিত ছিল এবং মুসলিম উম্মাহর জন্য ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছে। কিছু লোক এমনও ছিল, যাদের কিছু কাজ অত্যন্ত ঈর্ষণীয় ছিল, কিন্তু আবার কোনো কোনো সময়ে তাদেরকে ফেতনা-ফাসাদে লিপ্ত হতে দেখা গেছে। এমন লোকও ছিল, যারা একটা সময় পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহর জন্য ক্ষতির কারণ সাব্যস্ত হয়েছে, তবে শেষবছরগুলোতে তাদের অবদান অত্যধিক প্রশংসনীয় ছিল। এটা অসম্ভবের কিছু নয় যে, ইতিহাসের প্রতিটি যুগে এবং দুনিয়ার প্রতিটি দেশ ও সমাজে বহু এমন মানুষের দৃষ্টান্ত রয়েছে, যারা ভালো-মন্দ মিলানো-ঝিলানো এবং কিছু উপকারী ও বিনিয়যোগ্য আর কিছু ক্ষতিকর ও শাস্তিযোগ্য কাজ করেছে।

প্রথম হিজরি শতাব্দীর শেষদশকগুলোতে পরিপূর্ণতা, ভারসাম্য ও দৃঢ়তার ধারক-বাহক সেই দল দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে শুরু করেন, যার প্রতিটি সদস্য الصحابة كلهم عدول। (সাহাবায়ে কেরাম প্রত্যেকেই ন্যায়নিষ্ঠ) মাপকাঠির আলোকে সবধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও সমালোচনার ঊর্ধ্বে ছিলেন। আর তাদের স্থানে আসন গ্রহণ করতে শুরু করেন সেসব লোক, হাদিসবিশারদ ও ইসলামি আইনশাস্ত্রবিদগণ هم رجال و نحن رجال (তারাও মানুষ, আমরাও মানুষ) মাপকাঠির আলোকে যাদের প্রত্যেককে যাচাই-বাছাই ও পরখ করে থাকেন। তাদের মধ্যে সর্বোত্তম লোকেরাও নিজেদের সকল গুণ ও যোগ্যতা সত্ত্বেও একজন নিম্নস্তরের সাহাবিরও সমান হতে পারবে না।

মুসলিম উম্মাহর কোনো সামষ্টিক প্রয়োজনে যেমন কোনো ইলমি বিষয় বা রাজনীতিতে সঠিক পথ অনুসন্ধানের জন্য ওলামায়ে কেরাম তাদের

ব্যাপারে আলোচনা-সমালোচনার অধিকার সংরক্ষিত রেখেছেন। এজন্য হাদিসশাস্ত্রবিদগণ তাদের কাউকে নির্ভরযোগ্য, কাউকে সত্যবাদী, কাউকে দুর্বল এবং কাউকে অগ্রহণযোগ্য বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাদের মধ্যে যাকে বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য ও উম্মাহর অনুসরণীয় ব্যক্তি হিসেবে মেনে নেওয়া হয়েছে, তার সম্পর্কে আলোচনা-সমালোচনার জন্য অবশ্যই ঐতিহাসিক বর্ণনাগুলোর সনদ বিশুদ্ধ হতে হবে। তবে যারা এই মর্যাদার অধিকারী নন তাদের সম্পর্কে কোনো দুর্বল বর্ণনা দ্বারা যদি দলিল পেশ করার প্রয়োজন পড়ে তাহলে যুক্তির মানদণ্ডে এতে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয়। যেমন আমরা এমন কতিপয় ক্ষেত্রে সনদ পর্যালোচনা করা ছাড়াই দুর্বল বর্ণনাও গ্রহণ করেছি।

জমানা ও লোকের পার্থক্য ছাড়া দুর্বল বর্ণনা গ্রহণ করার দ্বিতীয় কারণ হলো এই যুগের ঐতিহাসিক ঘটনাবলির ব্যাপারে সহিহ বা হাসান রেওয়ায়েত (ইতিহাস সম্পর্কিত হোক বা হাদিস সম্পর্কিত) অনেক কম। এমন বহু বিষয় বা ঘটনা আছে, যেগুলোর ব্যাপারে আমরা একটিও সহিহ বা হাসান রেওয়ায়েত পাইনি। যদি আমরা এখানেও সেই মাপকাঠিই বহাল রাখার চেষ্টা করি, যা সাহাবায়ে কেরামের যুগের বিভিন্ন ঘটনা ও পরিস্থিতি যাচাই-বাছাইয়ের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়েছিল তাহলে ইতিহাসের একটা বড় অংশ থেকে বঞ্চিত হয়ে আমরা আমাদের অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব। তা ছাড়া সামনের যুগগুলোর ইতিহাসের বেশিরভাগ অংশ খলিফাদের বা বাদশাহদের ক্ষমতার মসনদে সমাসীন হওয়া, ক্ষমতাচ্যুত হওয়া, বিজয় লাভ করা, অভিযান পরিচালনা করা ও বিভিন্ন বিদ্রোহের মতো পরিস্থিতির সঙ্গে সম্পর্কিত। সুতরাং এ ধরনের বিষয়াবলিতে সাধারণ মাধ্যমগুলোর খবর (যদি নিশ্চিতভাবে যুক্তিবিরোধী না হয়) গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত, যেমন আজকাল দুনিয়ার পরিস্থিতি সম্পর্কে জানার জন্য আমরা সাধারণ খবরের উপরই সীমাবদ্ধ থাকি।

এজন্য আমরা উল্লিখিত দুটি কারণের প্রতি লক্ষ করে সামনের যুগগুলোতে রেওয়ায়েত নেওয়ার ক্ষেত্রে কিছুটা প্রশস্ততা অবলম্বন করব। তবে সতর্কতা ও যুক্তির মানদণ্ডের প্রতিও প্রখর দৃষ্টি থাকবে। যেখানে যাচাই-বাছাই ও বিশ্লেষণের প্রয়োজন অনুভব হবে সেখানে রেওয়ায়েতকে যুক্তির মানদণ্ডে যাচাই-বাছাই করব। প্রাচীন উৎসগুলোর উদ্ধৃতি দিয়ে ঘটনার গভীর পর্যন্ত পৌঁছার চেষ্টার করব, যাতে মনগড়া কথাবার্তা ও তথ্যবিভ্রাট থেকে যতদূর সম্ভব বাঁচা যায়। তবে সাধারণ ঘটনাবলি, যেগুলোর ব্যাপারে কোনো

মতবিরোধ নেই, সেগুলোর ক্ষেত্রে পরবর্তী আলেমগণ যেমন হাফেজ ইবনে কাসির, আল্লামা ইবনুল আসির ও হাফেজ জাহাবির উদ্ধৃতিই যথেষ্ট হবে।

ইতিহাসের ছাত্ররা সাধারণত একটি মস্ত বড় ভুলের মধ্যে থাকে। তাদের মন-মানসিকতায় এ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, ইতিহাস ভিন্ন কোনো দুনিয়া আর ইসলামি বিধিবিধান অন্য কোনো দুনিয়ার জন্য। এজন্য কুরআন, হাদিস ও ফিকহের মধ্যে ইসলামি বিধিবিধান ও শিষ্টাচারের অধীনে সেসব শিক্ষা বা বিষয় পাঠ করার সময় যেগুলোর সম্পর্ক সরকার, রাজনীতি ও উম্মাহর নেতৃত্বের সঙ্গে, খুব অল্পসংখ্যক মানুষের চিন্তায় একথা আসে যে, এসব শিক্ষাকে বাস্তবে রূপদান, অতীত ও বর্তমানের ঘটনাবলির সঙ্গে এগুলোর সামঞ্জস্যবিধান এবং ভবিষ্যতে সংঘটিত বিভিন্ন সমস্যায় এগুলো থেকে দিকনির্দেশনা গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি।

অপরদিকে ইতিহাসে রাজনৈতিক দীনতা, গৃহযুদ্ধ, বিভিন্ন সালতানাতের বিদায় ও বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর অধঃপতনের ঘটনাবলি পাঠ করার সময়ে খুব অল্পসংখ্যক মানুষই এই চিন্তা করে যে, এই ভয়ানক পরিস্থিতির সবচেয়ে বড় কারণ সেসব দিকনির্দেশনা অমান্য করা, যেগুলো ইসলাম আমাদের শিক্ষা দিয়েছে। এই মানসিকতা তৈরির পেছনে মূলত সেক্যুলার ঐতিহাসিক ও প্রাচ্যবিদদের সেই চেষ্টা-সাধনাই সবচেয়ে বেশি দায়ী, যাতে তারা দীর্ঘদিন যাবৎ নিয়োজিত আছে। এই চেষ্টা-সাধনার প্রধান লক্ষ্য হলো, দীন ও দুনিয়াকে পৃথক করা, সরকার ও ধর্মের সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং রাজনীতিকে দীনী প্রভাব ও ধর্মীয় শিষ্টাচারমুক্ত করা। আফসোসের কথা হলো বর্তমানে মুসলমানদের মধ্যে যারা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত তাদের একটা বড় অংশ এই মানসিকতা গ্রহণ করে নিয়েছে এবং তারা রাজনীতিতে ইসলামের কোনো অংশ মানতে প্রস্তুত নয়। এ ধরনের রাজনীতির ব্যাপারে ড. মুহাম্মদ ইকবার রহ. বলেছেন,

جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی

ধর্মহীন রাজনীতি চেঙ্গিস খানের মতবাদ বৈ কিছু নয়।

বিগত দুই খণ্ডের মতো এ খণ্ডেও ধর্ম ও রাজনীতির এই সম্পর্ককে সামনে রেখে ঐতিহাসিক ঘটনাবলি ও বিপ্লবসমূহ স্পষ্ট করার আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়েছে, যাতে পাঠকদের মধ্যে এ বিশ্বাস জন্মে যে, অতীতে আমাদের প্রতিটি পরাজয় ও প্রতিটি গৃহযুদ্ধের পেছনে মূল কারণ ছিল ইসলামি বিধান, শিষ্টাচার ও ধর্মীয় রাজনীতিকে গুরুত্ব না দেওয়া। বর্তমানে এ ধরনের

অধঃপতন থেকে উত্তরণের একমাত্র চাবিকাঠি হলো ইসলামি শিষ্টাচার অবলম্বন করা ও ইসলাম অনুযায়ী রাজনীতি পরিচালনা করা।

ইতিহাস যাচাই-বাছাই ও নতুনভাবে বিন্যাসের এ সফর অব্যাহত আছে। ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। পাঠকদের সমীপে সুস্থতা, দৃঢ়তা, সাহস, কবুলিয়াতের জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করার সবিনয় অনুরোধ রইল।

মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান
৪ রমজান ১৪৩৯
২০ মে ২০১৮

সূচিপত্র

খেলাফতে বনু মারওয়ান

আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান ৩১
আবদুল মালিক : খলিফা না বাদশাহ? ৩১
বনু মারওয়ানের রাজনীতি ৩৪
বনু মারওয়ানের ইশতেহার ৩৪
ক্ষমতা পরিবর্তনের জন্য আইনি ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা ৩৫
রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনায় স্থবিরতার আসল কারণ ৩৭
আবদুল্লাহ ইবনে উমরের শাহাদাত ও পর্দার আড়ালের ষড়যন্ত্র ৩৮
আবদুল্লাহ ইবনে উমরকে কি হাজ্জাজ হত্যা করেছিল? ৪০
খারেজিদের বিশৃঙ্খলা ৪২
কুফায় হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের জ্বালাময়ী ভাষণ ৪৩
উমাইর ইবনে দাবির মৃত্যুদণ্ড ৪৫
কাতারি ইবনে ফুজাত খারেজিকে হত্যা ৪৬
শাবিব খারেজির সঙ্গে যুদ্ধ ৪৭
একজন খারেজি নারীর সাহসিকতা ৪৮
জিহাদের পুনর্জীবন ও আফ্রিকা বিজয় ৫১
যুহাইর ইবনে কায়েসের শাহাদাত ৫১
হাসসান ইবনে নুমানের কৃতিত্ব ৫২
আবদুর রহমান ইবনে আশআসের বিদ্রোহ ৫৪
বিদ্রোহের কারণ ৫৫
প্রথম যুদ্ধ ও হাজ্জাজের পরাজয় ৫৬
দায়রে জামাজিম রণাঙ্গন ৫৭
চূড়ান্ত যুদ্ধ : ইবনে আশআসের পরাজয় এবং হাজ্জাজের প্রতিশোধ গ্রহণ ৫৯
কুমাইল ইবনে জিয়াদের হত্যা ৬১
ইবনে আশআসের সঙ্গে যুদ্ধে যোগদানকারী আলেমগণ ৬২
ইমাম শাবি রহ.-এর সঙ্গে হাজ্জাজের আচরণ ৬৩

দায়রে জামাজিমের স্বাধীনতাকামীরা নিষ্ঠাবান ছিলেন	৬৪
তিক্ত অভিজ্ঞতার পরে শরয়ি রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে নতুনভাবে গবেষণা	৬৫
সশস্ত্র বিদ্রোহ বৈধ হওয়ার শর্তাবলি	৬৮
পরবর্তী শাসক হিসেবে ছেলেদের জন্য অগ্রিম বাইয়াত	৬৯
সাইদ ইবনুল মুসাইয়িবের প্রতি কঠোরতার বর্ণনা	৭০
খলিফা আবদুল মালিকের ইনতেকাল	৭০
সন্তানাদি	৭২
খলিফা আবদুল মালিকের জীবনের উপর একটি বিশ্লেষণ	৭৩
শারীরিক গঠন ও জ্ঞানগত যোগ্যতা	৭৪
খোশ মেজাজ : একটি মজার ঘটনা	৭৫
রোমানদের সঙ্গে যুদ্ধ	৭৬
দামেশকের মিথ্যাবাদীর শিরশ্ছেদ	৭৬
উন্নয়নমূলক কার্যক্রম	৭৯
ইসলামি মুদ্রার প্রচলন	৭৯
দাপ্তরিক কার্যক্রম আরবি ভাষায় রূপান্তর	৮০
নতুন শহর স্থাপন	৮১
হারামাইনের সেবা	৮২
বাইতুল মাকদিসের সেবা	৮২
মসজিদ নির্মাণ	৮৩
রাজনীতির ধরন	৮৩
বড়দের সাক্ষাতে চারটি জিনিস লক্ষণীয়	৮৪
সন্তানপ্রতিপালনের মূলনীতি	৮৪
কোমল হৃদয়	৮৫
সাহাবায়ে কেরাম ও আহলে বাইতের ইজ্জত-সম্মান	৮৬
সত্য উচ্চারণকারীদের প্রতি সম্মানপ্রদর্শন	৮৭
হারাম-হালালের বাছ-বিচার	৮৮
সারমর্ম	৮৮
ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালিক	৮৯
একটি মজার ঘটনা	৮৯
কুতাইবা ইবনে মুসলিমের বিজয়াভিযান	৯২
চীন সম্রাটের পাঠানো ফৌজের সঙ্গে মোকাবেলা	৯৩
বোখারা বিজয়	৯৪
খোরাসানে কুতাইবা ইবনে মুসলিম	৯৫

খাওয়ারিজম বিজয় ৯৭
সমরকন্দ বিজয় ৯৭
চীন সীমান্তে ১০০

স্পেন বিজয়

স্পেনের ভৌগোলিক অবস্থান ১০২
স্পেনের ইসলামপূর্বে ইতিহাস ১০২
স্পেনে সাহাবায়ে কেরামের অভিযান ১০৩
মরক্কোর গভর্নর মুসা বিন নুসাইর ১০৪
তারেক বিন জিয়াদ ১০৫
কাউন্ট জুলিয়ান ও ফ্লোরিন্ডা ১০৬
অদৃশ্যের সুসংবাদ ১০৭
প্রতিটি দেশই আমাদের দেশ ১০৮
এক লাখের মোকাবেলায় ১২ হাজার ১১০
তারেক বিন জিয়াদের ঐতিহাসিক ভাষণ ১১১
ওয়াদিয়ে লাক্কা রণাঙ্গন ১১২
দক্ষিণ ও মধ্য-স্পেন বিজয় ১১৫
মুসা বিন নুসাইরের আগমন ও এর মূল কারণ ১১৬
ঝড়ের গতিতে মুসা বিন নুসাইরের বিজয়াভিযান ১১৭
মুসা বিন নুসাইর ও তারেক বিন জিয়াদের সাক্ষাত ১১৮
আটলান্টিক মহাসাগরে পৌঁছা পর্যন্ত অভিযান ত্যাগ করব না ১১৯
উত্তর স্পেন বিজয় ১১৯

ভারত-উপমহাদেশে মুসলমানদের বিজয়ের সূচনা

ভৌগোলিক অবস্থান ১২০
উপমহাদেশের বিভিন্ন জাতি ১২০
উপমহাদেশের বিভিন্ন রাজ্য ১২১
মুসলমানদের অভিযানের সূচনা ১২১
আরব নারীদের কাফেলায় রাজা দাহিরের সৈন্যদের আক্রমণ ১২১
উবাইদুল্লাহ ইবনে নাবহান ও বুদাইল ইবনে তিহফা সিন্ধুতে ১২৪
মুহাম্মদ বিন কাসিমকে নির্বাচন ১২৫
মুহাম্মদ বিন কাসিমের বয়স : একটি ভুল নিরসন ১২৬
যুদ্ধের ব্যবস্থাপনা ও হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের দূরদর্শিতা ১২৭

সিন্ধুতে মুহাম্মদ বিন কাসিমের প্রথম কদম ও দেবল অবরোধ	১২৯
দেবল বিজয়	১৩০
মাহরান উপত্যকার পূর্বাঞ্চল বিজয়	১৩১
সিন্ধুনদের পারে	১৩২
রাজা দাহিরের সঙ্গে চূড়ান্ত যুদ্ধ	১৩৪
আরব নারীদের মুক্তি	১৩৬
ব্রাহ্মণাবাদ	১৩৭
আরুড় যুদ্ধ	১৩৮
মুলতান বিজয়	১৩৮
হাজ্জাজ বিন ইউসুফের মৃত্যু	১৪১
হজরত সাইদ ইবনে জুবাইরের হত্যা	১৪২
বলিষ্ঠ কণ্ঠে সত্য উচ্চারণ প্রশংসনীয়	১৪৬
হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের কার্যক্রমের বিচার-বিশ্লেষণ	১৪৭
হাজ্জাজের রক্তপাত	১৪৭
দুর্বল বর্ণনার আলোকে হাজ্জাজের জুলুম-নির্যাতন	১৪৮
বিশুদ্ধ বর্ণনায় হাজ্জাজের সীমালঙ্ঘনের প্রমাণ	১৫০
বিশুদ্ধ বর্ণনায় হাজ্জাজের কিছু গুণ	১৫০
সহিহ রেওয়ায়েতের আলোকে হাজ্জাজের নির্যাতনমূলক ইজতিহাদ	১৫২
দুর্বল রেওয়ায়েতের আলোকে হাজ্জাজের কিছু গুণ	১৫৬
গালি দেওয়া সত্ত্বেও বৃদ্ধকে ক্ষমা	১৫৬
ভুল স্বীকার	১৫৭
ইবনে কাসিরের ভাষায় হাজ্জাজের জীবনের সারমর্ম	১৫৭
হাজ্জাজের অন্তিম কথা	১৫৮
ওয়ালিদের নির্মাণ ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম	১৬০
দামেশকের জামে মসজিদ নির্মাণ	১৬০
জনৈক অমুসলিম রাষ্ট্রদূতের মূল্যায়ন	১৬৩
মসজিদে নববি নির্মাণ ও সম্প্রসারণ	১৬৩
ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালিকের ইনতেকাল	১৬৫
সুলাইমান ইবনে আবদুল মালিক	১৬৬
বনু মারওয়ানের নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে মতভেদ	১৬৭
উমর ইবনে আবদুল আজিজ ও হাজ্জাজের মধ্যকার দ্বন্দ্ব	১৬৮
ওয়ালিদ ও সুলাইমানের বিরোধ	১৬৯
ওয়ালিদের জেনারেলদের সুলাইমান কেন বরখাস্ত করেন?	১৭০

কুতাইবা ইবনে মুসলিমের হত্যা ১৭১
মুহাম্মদ বিন কাসিম হত্যার ট্রাজেডি ১৭১
মুসা বিন নুসাইরের সঙ্গে ব্যবহার ১৭৫
মুসা বিন নুসাইরের ইনতেকাল ১৭৬
তারেক বিন জিয়াদের নির্জনতা অবলম্বন ১৭৭
জেনারেলদের সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রে সুলাইমানের চরিত্র ১৭৭
স্পেনের স্থলাভিষিক্ত শাসক আবদুল আজিজের হত্যা ১৭৮
সুলাইমানের আমলে সংস্কারমূলক কার্যক্রম ১৭৯
সুলাইমান ইবনে আবদুল মালিকের যুগের বিজয় ১৮১
তাবারিস্তান বিজয় ১৮১
কনস্টান্টিনোপলের যুদ্ধ ১৮২
সুলাইমানের অসুস্থতা ও ইনতেকাল ১৮৫
এক নজরে খলিফা সুলাইমানের যুগ ১৮৮

উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ.
উমর ইবনে খাত্তাবের ছেলের নাতি ১৯০
উমর ইবনে আবদুল আজিজের শিক্ষা-দীক্ষা ১৯১
গভর্নরির যুগ ১৯৩
জুলুমের প্রতি অসন্তুষ্টি এবং বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা অনুভব ১৯৫
ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালিকের দরবারে ১৯৬
উমর ইবনে আবদুল আজিজ ও সুলাইমান ইবনে আবদুল মালিকের সম্পর্ক ১৯৯
দ্বিতীয় উমরের শাসনামল ২০২
তিনটি তাৎক্ষণিক বিধান ২০২
সরকারি প্রটোকল গ্রহণ করতে অস্বীকার ২০৩
বিগত খলিফার সরঞ্জামাদি নতুন খলিফার মালিকানাধীন হওয়ার প্রথার বিলুপ্তি ২০৪
দ্বিতীয় উমরের খেলাফতের পূর্বে প্রচলিত রাজনৈতিক ও সামাজিক ত্রুটি-বিচ্যুতি ২০৬
সেই যুগের সরকার-ব্যবস্থা ও সামাজিক অবক্ষয় কোন ধরনের ছিল? ২০৭
এক নজরে ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়ার যুগ ২০৯
শাসকদের স্বেচ্ছাচারিতা ও মনগড়া কর্মকাণ্ড ২০৯
গভর্নর ও জেনারেলদের সীমাহীন ক্ষমতা ২১০
হজরত আলি ও হজরত হুসাইন রা.-এর অবমাননা ২১৩

মদিনার অবমাননা	২১৫
রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপচয়	২১৫
ইবাদতের মধ্যে বিদআত	২১৬
জুমআর নামাজে বিলম্ব করা	২১৬
সরকারের আনুগত্য ফরজে আইন	২২০
জমিদারদের দৌড়-ঝাঁপ, স্বজনপ্রীতি ও ভোগ-বিলাসিতা	২২০
সমাজে সৃষ্ট অবক্ষয়	২২১
এক আদর্শ সরকারের আত্মপ্রকাশ	২২৩
খেলাফতের নেতৃত্ব জনগণের সন্তুষ্টির উপর সীমাবদ্ধ	২২৩
নিজের ঘর ও পরিবার থেকে সংস্কার শুরু	২২৫
রাষ্ট্রপ্রধানের শান-শওকত ও বিশেষত্বের পরিসমাপ্তি	২২৬
অবৈধ সম্পত্তি ফেরত প্রদান	২২৬
নিজের ও নিজের স্ত্রীর আংটিও কোষাগারে জমা প্রদান	২২৬
আমিরদের সম্পত্তির হিসাব	২২৭
শাহজাদাদেরও ছাড় দেওয়া হয়নি	২২৭
ফাদাকের মাসআলা	২২৮
বংশের লোকজন থেকে আসা চাপ দমন	২২৯
বন্ধুকে ছাড় দেননি	২৩০
ফুফুর দরখাস্ত প্রত্যাখ্যান	২৩১
উমর ইবনে আবদুল আজিজের সংস্কারসমূহ	২৩২
অপরাধ তদন্তের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম আদর্শ	২৩২
খোলাফায়ে রাশেদিনের প্রজ্ঞাপূর্ণ কর্মপদ্ধতি	২৩৩
তদন্তের ক্ষেত্রে কঠোরতার প্রবণতা এবং এর ক্ষতিকর দিক	২৩৩
শাস্তি কার্যকর করার ক্ষেত্রে উমর ইবনে আবদুল আজিজের ভারসাম্য	২৩৪
রাসুলকে গালমন্দকারী ছাড়া অন্যকারও অপমানকারীর মৃত্যুদণ্ড হতে পারে না	২৩৬
জালেম অফিসারদের বিরুদ্ধে তদন্ত ও শাস্তি	২৩৬
সরকারি ভয়-ভীতির পরিসমাপ্তি	২৩৭
মধ্যম শ্রেণির লোকদের উপর ভরসা	২৩৭
জিম্মি ও ক্রীতদাসদের প্রতি দয়া	২৩৭
ক্রীতদাসদের ব্যাপারে গভর্নরদের কাছে জরুরি চিঠি	২৪০
খেলাফতের সুউচ্চ লক্ষ্য-উদ্দেশ্য	২৪১
আমরা হালচাষ করে নিজেদের উদর পূর্তি করব	২৪১
রাসুলুল্লাহ পথপ্রদর্শক ছিলেন, তহশিলদার ছিলেন না	২৪২

ট্যাক্স উঠিয়ে দেওয়া হয় ২৪২
খাজনার চৌকি বিলুপ্তি সাধন ২৪২
বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অফিসারদের হাদিয়া-তোহফা আদায়ের উপর নিষেধাজ্ঞা ২৪২
শাসক খানদানের ব্যবসায় অংশগ্রহণের উপর নিষেধাজ্ঞা ২৪৩
জীবজন্তুর অধিকার রক্ষার তাগিদ ২৪৩
খলিফার সাদাসিধা ও দুনিয়াবিমুখ জীবন ২৪৪
পেঁয়াজ ছাড়া ঘরে কিছু ছিল না ২৪৪
হজের আগ্রহ এবং আর্থিক দৈন্য ২৪৪
যাও তুমি স্বাধীন ২৪৫
পোশাক-পরিচ্ছদে সরলতা ২৪৫
এক জোড়া কাপড় ২৪৫
নিজের কাজ নিজের হাতে করতেন ২৪৬
সরকারি খরচাদিতে সতর্কতা অবলম্বন ২৪৬
বাইতুল মালের চুলা ব্যবহার করতেন না ২৪৬
ব্যক্তিগত কাজে সরকারি বাহন ব্যবহার করতেন না ২৪৭
অন্যদের অল্পতুষ্টি ও দুনিয়াবিমুখতার শিক্ষাদান ২৪৭
তার অফিসিয়াল জীবনের একটি চিত্র ২৪৮
রাজনৈতিক অঙ্গনের দৃষ্টিভঙ্গি ও কার্যক্রম সংশোধনের প্রচেষ্টা ২৫০
সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের প্রতি গুরুত্বারোপ ২৫০
গুনাহের কাজ বন্ধ করার চেষ্টা ২৫১
সাহাবিদের মতবিরোধকে কেন্দ্র করে মুসলমানদের মধ্যে দলাদলি ২৫১
হাদিসবিশারদগণ হজরত আলি ও আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরের ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক করে দিয়েছেন ২৫২
সাহাবিদের সমালোচনা করে নিজেদের জবান কলুষিত করবেন না ২৫৩
সাহাবিদের দৃষ্টান্ত চোখের মতো ২৫৩
জুমআর খুতবায় আলি রা.-এর দোষ বর্ণনার উপর নিষেধাজ্ঞা ২৫৩
বিগত খলিফাদের আলোচনায় সতর্কতা অবলম্বন ২৫৪
নববি সুন্নতের প্রচার-প্রসার ২৫৫
মাগাজি, সিরাত ও মানাকিব পাঠদানের প্রচলন ২৫৬
আলেমদের বেতন-ভাতা জারি করা ২৫৬
দীনের প্রচার-প্রসার ২৫৭
গোত্রগত গোঁড়ামি দূর করার চিন্তা ২৫৭

আল্লাহর ভয় ও আখেরাতের চিন্তা ২৫৯
দাবিকের রাতসমূহ ও জাহান্নামের ভয় ২৫৯
মৃত্যুর পরে আমাকে দেখবে ২৬০
ছুটি কাটালে কাজ বেড়ে যাবে ২৬০
জান্নাত ছাড়া কোনো কিছুর আশা নেই ২৬০
অঝোরধারায় চোখের অশ্রু ২৬১
চূড়ান্ত পর্যায়ের চিন্তা ও ব্যথা-বেদনা ২৬১
সাহল, আবদুল মালিক, মুজাহিম : কয়েকজন বিশ্বস্ত সহকর্মী ২৬১
ইসলামি শুরা-পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠার চিন্তা এবং বনু মারওয়ানের বিরোধিতা ২৬৩
খেলাফতের যোগ্য ব্যক্তি কাসিম ইবনে মুহাম্মদ রহ. ২৬৪
সাহায্যকারীদের ইনতেকাল ২৬৪
সর্বশেষ ভাষণ এবং লোকদের প্রতি অসন্তুষ্টি ২৬৫
খারেজিদের সঙ্গে বিতর্ক ২৬৬
শেষদিনগুলি এবং মৃত্যুর ঘটনা ২৭১
শেষমুহূর্ত এবং সন্তানদের অসিয়ত ২৭১
সমাজে দ্বিতীয় উমরের সংস্কারমূলক কার্যক্রমের প্রভাব ২৭৪
অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা দমন ২৭৪
জাকাত খাওয়ার উপযুক্ত মানুষের অনুপস্থিতি ২৭৪
ছাত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি ২৭৫
মানুষের রুচিবোধ ও মন-মানসিকতায় পরিবর্তন ২৭৫
বাইরের বিজয় কেন হয়নি? ২৭৬
তার জীবনাদর্শে রোম-সম্রাটও প্রভাবিত ২৭৬
উন্নয়নমূলক কাজ ২৭৮
কর্ডোভা ব্রিজ ২৭৮
সরকারি আয় বৃদ্ধি ২৭৮
উমর ইবনে আবদুল আজিজের জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা ২৭৯
এক জায়গায় অবস্থান করে গোটা দুনিয়ায় প্রভাব বিস্তার ২৭৯
সংস্কার প্রচেষ্টার দুটি বৈশিষ্ট্য ২৮০
উমর ইবনে আবদুল আজিজের পরে ২৮২
দ্বিতীয় ইয়াজিদ ইবনে আবদুল মালিক ২৮৫
অভ্যন্তরীণ গোলযোগ ২৮৫

বহির্বিশ্বে অভিযান পরিচালনা : ফ্রান্সে আক্রমণ	২৮৬
চরিত্র ও অবদান	২৮৮
হিশাম ইবনে আবদুল মালিক	২৯০
সিন্ধু অভিযান	২৯০
সিন্ধে ইসলামি মারকাজ 'মানসুরা' নির্মাণ	২৯১
তুর্কিস্তান অভিযান	২৯১
জর্জিয়া ও আর্মেনিয়ার জিহাদ	২৯৮
রোমানদের সঙ্গে লড়াই	৩০১
বারবারদের বিদ্রোহ	৩০২
ফ্রান্স অভিযান	৩০৫
স্পেনের উন্নতি-অগ্রগতি	৩০৭
আরবগোত্রগুলোর মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি	৩০৮
দলাদলি ও গোত্রীয় দ্বন্দ্বের আসল সমাধান	৩০৯
জায়েদ ইবনে আলি রহ.-এর বিদ্রোহ ও হত্যা	৩০৯
মাসলামা ইবনে আবদুল মালিকের তিরোধান	৩১০
হিশাম ইবনে আবদুল মালিকের ইনতেকাল	৩১০
হিশামের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য	৩১১
জুমআর নামাজে উপস্থিত না হওয়ার কারণে শাহজাদাকে শাসন	৩১১
গান-বাজনা পরিহার	৩১২
জিহাদের প্রেরণা	৩১২
বুজুর্গদের সঙ্গে সম্পর্ক	৩১৩
সর্বোত্তম অডিট সিস্টেম	৩১৩
সারকথা	৩১৪
(দ্বিতীয়) ওয়ালিদ ইবনে ইয়াজিদ	৩১৫
হিশামের ভুল	৩১৬
ওয়ালিদের ধ্বংসাত্মক রাজনীতি : যোগ্য শাসকদের বরখাস্ত	৩১৭
আরবদের গোত্রগত বিদ্বেষ আবার ফুঁসে ওঠে	৩১৮
দ্বিতীয় ওয়ালিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ	৩১৮
দ্বিতীয় ওয়ালিদ সম্পর্কিত কিছু সন্দেহপূর্ণ বর্ণনা	৩১৯
(তৃতীয়) ইয়াজিদ ইবনে ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালিক	৩২২
ইবরাহিম ইবনে ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালিক	৩২৪
দ্বিতীয় মারওয়ান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মারওয়ান	৩২৫

বনু হাশেমের দাওয়াতের বিবরণ : কয়েকটি নীতিগত কথা ৩২৭
বনু হাশেমের বিপ্লবী দাওয়াত ৩৩০
সরকার-বিরোধী আন্দোলনের কারণ ৩৩১
শিয়াদের তিন দলে বিভক্তি ৩৩৩
শিয়ারা হজরত জায়েদ ইবনে আলিকে বিদ্রোহে উৎসাহিত করে ৩৩৪
জায়েদ ইবনে আলিকে তার কল্যাণকামীরা নিষেধ করেন ৩৩৫
জায়েদ ইবনে আলির বিদ্রোহ ও হত্যা ৩৩৬
খলিফা হিশামের শোকপ্রকাশ ৩৩৬
আলেমদের দৃষ্টিতে জায়েদ ইবনে আলির অবস্থান ৩৩৭
বনু হাশেমের বুজুর্গরা কি ইমামতের আকিদার কারণে বিদ্রোহ করেছেন? ৩৩৭
খেলাফত ও ইমামত সম্পর্কে হজরত আলি ও হজরত আব্বাসের মানসিকতা ৩৩৮
হজরত আলির ইমামতের আকিদা : সাবায়িদের অপপ্রচার ৩৪০
হজরত হুসাইন রা.-এর সন্তানদের দৃষ্টিভঙ্গি ৩৪১
হজরত মুহাম্মদ বাকেরের আকিদা ৩৪২
জাফর সাদেকের আকিদা ও দৃষ্টিভঙ্গি ৩৪৪
মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়্যা ও বনু আব্বাসের সম্মানিত ব্যক্তিদের রাজনৈতিক অবস্থান ৩৪৫
বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়্যার ছেলে আবদুল্লাহ আবু হাশেম ৩৪৬
একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ৩৪৮
বনু হাশেমের অধিকাংশ উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন লোকের রাজনৈতিক অবস্থান ৩৪৯
আবদুল্লাহ আবু হাশেম ও মুহাম্মদ ইবনে আলি কেন আন্দোলন পরিচালনা করেন? ৩৫০
ইমাম জাইনুল আবেদিনের শানে কবি ফারাজদাকের অবিস্মরণীয় কবিতা ৩৫১
সাইয়েদদের জনসাধারণ থেকে পূর্ণ সহযোগিতা পাওয়ার আশা কেন ছিল? ৩৫২
মুহাম্মদ ইবনে আলি আব্বাসির আন্দোলন ৩৫৪
আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপন ও রূপরেখা ৩৫৪
দাওয়াতের জন্য খোরাসানকে কেন বেছে নেওয়া হলো? ৩৫৫
আন্দোলনের কেন্দ্র হিসেবে ইরাককে কেন নির্বাচন করা হয়? ৩৫৫
বনু ফাতিমাকে সংযুক্ত করার ক্ষেত্রে সফলতা ৩৫৬
হিশাম ইবনে আবদুল মালিকের সন্দেহ ৩৫৬

মুহাম্মদ ইবনে আলির যথোপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা ৩৫৭
আন্দোলনের জন্য আকিদা ও দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে শিথিলতা ও অস্পষ্টতার পলিসি ৩৫৮
রাজনৈতিক স্বার্থের জন্য দীনের মধ্যে শিথিলতার ভয়াবহ পরিণতি ৩৫৮
শাসকদের পক্ষ থেকে আব্বাসি দাঈদের ধরপাকড় ৩৬০
মুহাম্মদ ইবনে আলির ইনতেকাল ও ইবরাহিমকে স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ ৩৬০
আবু মুসলিম খোরাসানি ৩৬১
ইয়েমেনি ও মুজারিদের গোঁড়ামির উত্থান ও মসজিদসমূহে ভিন্ন ভিন্ন মিম্বর স্থাপন ৩৬১
গোত্রগত বিদ্বেষের কারণে খোরাসানে সরকারি সৈন্যবাহিনীর মধ্যে দ্বন্দ্ব ৩৬২
আব্বাসি ইমাম ইবরাহিমকে গ্রেফতার করে মৃত্যুদণ্ড প্রদান ৩৬৪
আবুল আব্বাস সাফফাহর আত্মপ্রকাশ ৩৬৫
মারওয়ান ইবনে মুহাম্মদের অভিযান ও শোচনীয় পরাজয় ৩৬৭
আব্বাসিদের দামেশক দখল এবং গণহারে উমাইয়া শাহজাদাদের হত্যা ৩৬৮
মারওয়ান ইবনে মুহাম্মদের পরিণতি ৩৬৯
বিজ্ঞজনদের দৃষ্টিতে সর্বশেষ উমাইয়া খলিফা ৩৭০
এক নজরে বনু সুফিয়ান ও বনু মারওয়ানের শাসনামল ৩৭২
উমাইয়া খেলাফতের পতনের কারণসমূহ ৩৭৪
বনু আব্বাসের সফলতার কারণসমূহ ৩৭৭
বনু আব্বাসের ধর্ম ও আকিদা-বিশ্বাস ৩৭৮
এক নজরে খেলাফতে যুবাইরিয়াসহ বনু উমাইয়ার খেলাফত ৩৮০
বিভিন্ন পরিস্থিতি ও ক্ষমতার পরিবর্তন ৩৮২

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে অরাজনৈতিক কতিপয় খ্যাতিমান ব্যক্তিত্বের অবদান

মুসলিম উম্মাহর একটি বৈশিষ্ট্য ৩৮৬
ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের বিভাজন ৩৮৮
রাজনৈতিক নেতৃত্বের ব্যাপারে উম্মতের অবস্থান ৩৯০
দীনি নেতৃত্বের ব্যাপারে উম্মাহর অবস্থান ৩৯১
দীনি নেতৃত্বের সঙ্গে শাসকদের কর্ম পদ্ধতি ৩৯২
সাইদ ইবনুল মুসাইয়িব রহ. ৩৯৬
জন্ম ও জ্ঞানার্জন ৩৯৬

মদিনার মুফতি ৩৯৬
প্রখর স্মৃতিশক্তি ও চূড়ান্ত পর্যায়ের বিনয় ৩৯৭
শাসকদের থেকে অমুখাপেক্ষিতা ৩৯৭
হাররার ঘটনা ৩৯৭
আবদুল মালিক ও সাইদ ইবনুল মুসাইয়িব ৩৯৮
সরকারি রোষের মুখোমুখি ৪০০
কন্যার জন্য রাজপুত্রের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান ৪০২
ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালিকের সঙ্গে অমুখাপেক্ষিতার আচরণ ৪০৪
নামাজ ঠিক করে দেওয়ার জন্য হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ৪০৫
স্বপ্নের ব্যাখ্যা করার অতুলনীয় যোগ্যতা ৪০৫
তাকওয়া, আত্মসমালোচনা ও আত্মমর্যাদাবোধ ৪০৬
হালাল উপার্জনের প্রতি জোর তাগিদ ৪০৭
শরিয়ত কর্তৃক নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকাই হলো আসল ইবাদত ৪০৭
তিনি মুসতাজাবুদ দাওয়াহ বুজুর্গ ৪০৮
ইনতেকাল ৪০৮
সাইদ ইবনে জুবাইর রহ. ৪০৯
শিক্ষা-দীক্ষা ৪০৯
জ্ঞানগত মর্যাদা ৪১০
ইবাদত ও সাধনা ৪১১
বিদ্রোহে অংশগ্রহণ ও মৃত্যুদণ্ড ৪১২
ইমাম আমের ইবনে শারাহিল আশ-শাবি রহ. ৪১৩
জ্ঞানগত যোগ্যতা ৪১৩
মেধা, স্মৃতিশক্তি ও মেহনত-মুজাহাদা ৪১৩
চরিত্র ও মেজাজ ৪১৪
হাদিস ও আকিদা সংরক্ষণের জন্য ইমাম শাবির প্রচেষ্টা ৪১৫
রাফেজিদের পরিচিতি, ইমাম শাবির সূক্ষ্মদৃষ্টির কারিশমা ৪১৮
সরকারি মহলে ইমাম শাবির মর্যাদা ৪২০
বিদ্রোহে অংশগ্রহণ ও আত্মগোপন ৪২০
ইনতেকাল ৪২২
হাসান বসরি ইবনে ইয়াসার রহ. ৪২৩
বংশপরিচয় ৪২৩
যৌবনকাল ও জ্ঞানার্জন ৪২৩
মুসলিমবিশ্বে তার মর্যাদা ৪২৪

চরিত্র ও কৃতিত্ব	৪২৫
বাগ্মিতা, দাওয়াত ও ইসলাহি কার্যক্রম	৪২৬
বস্তুনিচয় ও ধনসম্পদের লোভ-লালসার প্রতি ঘৃণা	৪২৬
পরকালের চিন্তাভাবনার গুরুত্ব	৪২৭
মৃত্যু, জান্নাত ও জাহান্নামের স্মরণ	৪২৮
গুনাহ থেকে বিরত থাকা এবং তাওবার প্রতি জোর দেওয়া	৪২৮
সত্যিকার নবীপ্রেমিক	৪২৯
কবি ফারাজদাকের তাওবা	৪২৯
সাহাবিদের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা	৪৩০
কপটতার ব্যাপারে তার গাম্ভীর্যপূর্ণ অভিমত	৪৩৩
তিন প্রকারের মানুষ	৪৩৪
নরখাদক মুনাফিক ও দুনিয়াপূজারি মুনাফিক	৪৩৫
শাসকদের মধ্যে নিফাকের ব্যাধি	৪৩৫
মুমিন ও মুনাফিকের পার্থক্য	৪৩৫
আলেমদের জন্য আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা	৪৩৫
আলেমদের দুনিয়া তালাশের উপর আফসোস প্রকাশ	৪৩৬
আত্মিক ব্যাধির চিকিৎসার জন্য বিশেষ মজলিস	৪৩৬
নিঃসঙ্কোচে সত্যোচ্চারণ	৪৩৭
জালেম শাসকদের বিরুদ্ধে সঠিক ব্যবস্থা	৪৩৭
শেষবয়সে শাসকদের নিকট তার মর্যাদা	৪৩৮
উমর ইবনে আবদুল আজিজের নামে ঐতিহাসিক চিঠি	৪৩৮
ইনতেকাল	৪৪২
বহুমুখী যোগ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা	৪৪২
মুহাম্মদ ইবনে সিরিন রহ.	৪৪৪
বংশ, শৈশব ও জ্ঞানার্জন	৪৪৪
ইলমি যোগ্যতা	৪৪৪
হাদিসের মূলনীতি প্রণয়ন	৪৪৫
তাকওয়া-পরহেজগারি	৪৪৬
অবৈধ লাভ থেকে বাঁচার জন্য মূল পুঁজি ধ্বংস করে দেন	৪৪৬
শাস্তি সহ্য করেছেন কিন্তু সরকারের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকা সহ্য করেননি	৪৪৬
নিজের কড়া হিসাব	৪৪৭
উত্তম চরিত্র ও উত্তম পোশাক	৪৪৭
শাসকদের সঙ্গে সম্পর্ক না রাখা	৪৪৮

স্বপ্নের ব্যাখ্যার ইমাম	৪৪৯
নিজের মৃত্যুর ব্যাপারে স্বপ্ন	৪৪৯
সন্তানদের সর্বশেষ অসিয়ত	৪৫০

মুসলিমবিশ্বে মতাদর্শগত বিরোধ ও আলেমদের অবদান

শিয়া	৪৫৪
নাসেবি	৪৫৫
সুন্নত থেকে বিচ্যুতি : হাদিস অস্বীকার অথবা জাল হাদিস প্রণয়ন	৪৫৬
খারেজি	৪৬০
খারেজিদের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শাখাগত ফেরকা	৪৬১
মুরজিয়া	৪৬২
মুতাজিলা	৪৬৬
জাবরিয়া	৪৬৮
কাদরিয়া	৪৬৮
জাহমিয়া	৪৬৯
আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআত	৪৭১

ইমাম আবু হানিফা রহ. : এক ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব

তার যুগের নানান ঘটনাপ্রবাহ	৪৭৪
আকিদাগত বিষয়ে বিতর্কের দক্ষতা	৪৭৫
প্রখর মেধা ও উপস্থিতবুদ্ধি	৪৭৬
ফিকহশাস্ত্রের প্রতি মনোনিবেশ	৪৭৭
পাঠদান ও ফতোয়ার মসনদে	৪৭৮
জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম, আমানতদারি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের বাস্তব অভিজ্ঞতা	৪৭৯
চারিত্রিক গুণাবলি	৪৮০
দীনের মূলনীতি প্রণয়ন এবং ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর অবদান	৪৮৩

বনু মারওয়ানের শাসনামলের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাপঞ্জি

প্রথম হিজরি-শতাব্দী	৪৯৩
দ্বিতীয় হিজরি–শতাব্দী	৫০৩
বনু মারওয়ানের খেলাফত : কিছু শিক্ষণীয় দিক	৫১৪

খেলাফতে বনু মারওয়ান

৭৩ হিজরি থেকে ১৩২ হিজরি

৬৯২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৭৪৯ খ্রিষ্টাব্দ

আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান

জুমাদাল উলা ৭৩ হিজরি থেকে শাওয়াল ৮৬ হিজরি
অক্টোবর ৬৯২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে অক্টোবর ৭০৫ খ্রিষ্টাব্দ

৭৩ হিজরি সালের ১৭ জুমাদাল উলা থেকে মুসলিমবিশ্বে আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের শাসনামলের সূচনা হয়। তার পরে ১৩২ হিজরি সাল পর্যন্ত তার সন্তানদের হাতেই মুসলিমবিশ্বের নেতৃত্বের বাগডোর থাকে। আমরা বর্তমান যুগের সাধারণ ঐতিহাসিকদের বিপরীতে এ শাসনামলকে 'খেলাফতে বনু মারওয়ান' নামে অভিহিত করেছি। কারণ 'বনু উমাইয়া' এক বিশাল বংশ, যার অন্যান্য শাখা এই নতুন রাজত্বে শামিল ছিল না। খোলাফায়ে রাশেদিনের পরে বনু উমাইয়ার দুটি শাখাগোত্র ক্ষমতার মসনদে আসীন ছিল। প্রথমে হজরত মুয়াবিয়া রা.-এর গোত্র। হজরত মুয়াবিয়া রা.-এর বংশপরম্পরা হলো, মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান ইবনে হারব ইবনে উমাইয়া। এই বংশে হজরত মুয়াবিয়া রা.-এর পরে ইয়াজিদ এবং মুয়াবিয়া ইবনে ইয়াজিদ মসনদে সমাসীন হয়। এটা ছিল বনু উমাইয়ার সুফিয়ানি শাখা, যাদের রাজত্ব এখানেই খতম হয়ে যায়।

এর পর থেকে শুরু হয় হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা.-এর শাসনকাল। তার শাসনকালেই মারওয়ান ইবনে হাকাম একজন রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে হাঙ্গামা সৃষ্টি করে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। মারওয়ানের বংশধারা হলো, মারওয়ান ইবনে হাকাম ইবনে আস ইবনে উমাইয়া। পরবর্তীতে মারওয়ানের সন্তানেরাই নেতৃত্বের আসন অলংকৃত করে। তখন আমির মুয়াবিয়ার সন্তানাদি ও বনু উমাইয়ার অন্যান্য শাখাগোত্রের কতিপয় লোক রাজ্যের নিম্নস্তরের কিছু পদে অধিষ্ঠিত ছিল। এ ছাড়া রাজ্যপরিচালনায় তাদের কোনো অংশীদারত্ব ছিল না। এজন্য পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকরা এই শাসক-পরিবারের জন্য বনু মারওয়ান বা আলে মারওয়ান পরিভাষা অধিক পরিমাণে ব্যবহার করেছেন। আমরাও তাই অবলম্বন করেছি।

আবদুল মালিক : খলিফা না বাদশাহ?

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরের শাহাদাতের পরপরই হিজাজ আবদুল মালিকের দখলে চলে আসে। সিরিয়া, মিশর, আফ্রিকা ও ইরাক পূর্ব থেকেই

তার দখলে ছিল। মুসলিমবিশ্বে তখন তার প্রতিপক্ষ কেউ ছিল না। এজন্য সব জায়গাতেই সাধারণ-বিশেষ সব শ্রেণি-পেশার মানুষ তার হাতে বাইয়াত হয়ে যায়।

বনু মারওয়ানের রাজত্ব নিশ্চিত কোনো আইনগত ও শরিয়তসিদ্ধ পন্থায় প্রতিষ্ঠিত হয়নি; বরং এ রাজত্ব একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ ও ধারাবাহিক বিদ্রোহের ফলে অস্তিত্ব লাভ করে। কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে একে অস্বীকার করাও কোনোভাবে সম্ভব ছিল না। তখন এই বাস্তবতা মেনে নেওয়া ছাড়া কোনো গত্যন্তর ছিল না যে, এখন মুসলিমবিশ্বের রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্বের চাবিকাঠি মারওয়ান-পরিবারের হাতে। তবে এখানে একটা কথা থেকে যায় যে, তাদের এ শাসনব্যবস্থাকে মুলুকিয়াত (রাজত্ব) বলা হবে নাকি খেলাফত? এ সম্পর্কে সর্বাধিক ভারসাম্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত হলো, এ-জাতীয় শাসনব্যবস্থার গঠনগত দিক লক্ষ করলে রাজত্বের সংজ্ঞায় ফেলা যায়। তবে যদি শাসকের মধ্যে খলিফার প্রয়োজনীয় গুণাবলি বিদ্যমান থাকে, কুরআন-সুন্নাহর আইনকে বাতিল ঘোষণা না করে, শরিয়তকেই রাষ্ট্রীয় আইন হিসেবে বাস্তবায়ন করে এবং মুসলিম জনসাধারণ এ হুকুমতকে একক রাজনৈতিক কেন্দ্র হিসেবে মেনে নেয়, তাহলে খেলাফত বলার সুযোগ আছে। এতে খলিফার মধ্যে ব্যক্তিগত কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি বা দুর্বলতা থাকলেও তাতে কিছু যায় আসে না। এ খেলাফত খেলাফতে রাশেদার মতো অনুকরণীয় আদর্শ বা নমুনা হবে না ঠিক, কিন্তু একে সাধারণ খেলাফতের মর্যাদা দেওয়া হবে এবং এ খেলাফতব্যবস্থা বহাল থাকাকালে দ্বিতীয় কোনো নাগরিকের জন্য খেলাফতের দাবি তোলা ঠিক হবে না, যাতে গোটা মুসলিমজাতি রাজনীতির এক সুতায় গাঁথা থাকে। মোটকথা, এ ধরনের প্রেক্ষাপটে মুসলমানরা কী করবে এবং এ-জাতীয় পরিস্থিতি কীভাবে সামলাবে, সে নির্দেশনাও ইসলামের রয়েছে। কুরআন-সুন্নাহ ও যৌক্তিক দলিল-প্রমাণ থেকে মুসলিম উম্মাহর ফকিহগণ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, যেই শাসক মুসলমানদের সন্তুষ্টি ব্যতীত সামরিক শক্তি ও অস্ত্রের জোরে তাদের উপর চেপে বসে, তাকে খলিফা বা ইমাম হিসেবে মেনে নেওয়া হবে। পরবর্তীকালে সে জুলুম-নির্যাতন করুক, তাতে কোনো সমস্যা নেই। তবে তার জুলুম-নির্যাতন ও সীমালঙ্ঘনের উপর ধৈর্য ধারণ করবে আর বৈধ বিষয়াদিতে তার অনুসরণ করবে। ইমাম কুরতুবি রহ. লিখেছেন, অধিকাংশ আলেমের মত হলো, জালেম বাদশাহর অনুসরণের উপর ধৈর্য ধারণ করা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা থেকে উত্তম। কারণ তার বিরোধিতা ও বিদ্রোহের

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

(নবম খণ্ড)

মূল

মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান

অনুবাদ

মঈনুদ্দীন তাওহীদ
তাকমিল, টঙ্গী দারুল উলুম মাদরাসা
ইফতা, জামিয়া মাদানিয়া বারিধারা, ঢাকা

ইত্তিহাদ

সূচিপত্র

বাগদাদের আব্বাসি খেলাফত
আবুল আব্বাস সাফফাহ ২১
ফাতেমিদের সাথে আব্বাসি খানদানের প্রতারণা ২১
সাফফাহর প্রথম ভাষণ, সাবায়িদের উপর আক্রমণ এবং ন্যায় ও ইনসাফের অঙ্গীকার ২২
সাফফাহর চাচা দাউদ ইবনে আলির ভাষণ; কুরআন এবং নববি পথে চলার ওয়াদা ২৩
সাফফাহর দরবারে ইমাম আবু হানিফা ২৫
সাফফাহ শব্দের মর্ম ২৬
আনবারে খেলাফতের রাজধানী ২৭
দানশীলতা ২৭
বনু উমাইয়ার উপর আব্বাসিদের জুলুম ২৮
নিরাপত্তা প্রদানের পরেও ইবনে হুবাইরার মৃত্যুদণ্ড ৩১
আব্বাসি আন্দোলনের প্রধান অর্থযোগানদাতা আবু সালামার হত্যা ৩২
বিদ্রোহ ৩৩
ইমাম ইবরাহিম ইবনে মাইমুনের হত্যা ৩৪
মানসুরের মতে আবু মুসলিম হলো বিড়ালের মতো ৩৫
সাফফাহর ওফাত এবং তার শাসনকালের কিছু বৈশিষ্ট্য ৩৬
কিছু বিদআতের মূলোৎপাটন ৩৮
জুমআর খুতবা দাঁড়িয়ে দেওয়ার সুন্নাত ৩৮
ঈদের নামাজের পর খুতবা দেওয়ার সুন্নাত ৪০
বনু উমাইয়ার উপর জুলুম সম্পর্কে বর্ণিত কিছু রেওয়ায়েতের বিশ্লেষণ ৪২
আব্বাসি খলিফাদের উপর একটি অভিযোগ ৪৫
আব্বাসি আন্দোলনের সফলতা এবং কিছু কথা ৪৬
আবু জাফর মানসুর ৪৮
আবদুল্লাহ ইবনে আলির বিদ্রোহ ৪৯

আবু মুসলিম খোরাসানির পরিণতি ৫০
মতাদর্শগত ফেতনা ৫৭
সুনবাযের বিদ্রোহ ৫৮
রাওয়ান্দি আন্দোলন ৫৯
মাআন ইবনে জায়েদার হত্যা ৬১
উসতাদ সিসের ফেতনা ৬২
আফ্রিকায় খারেজিদের আত্মপ্রকাশ ৬২
মানসুর আব্বাসির শাসনকালে ফিকহের সংকলন ৬৪
ইমাম আবু হানিফার ফিকহি অবদান ৬৪
হাদিসের খেদমত এবং কিতাবুল আসার ৬৫
কিতাবুল আসারের বৈশিষ্ট্য ৬৬
হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফার গৃহীত নীতিমালা ৬৬
ফিকহের সংকলন; সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ এবং এক বৃহৎ অবদান ৭০

ইমাম মালেক ইবনে আনাস এবং তার মুওয়াত্তা ৭৭
আলাবিদের বিদ্রোহ ৮১
আবদুল্লাহ ইবনে হাসান মুসান্না রহ. ৮১
মুহাম্মদ নফসে জাকিয়্যার পক্ষ থেকে মাহদি হওয়ার দাবি ৮২
পিতার অসিয়ত; আত্মগোপন এবং তল্লাশি ৮৪
গ্রেফতার এবং কঠোরতা ৮৫
নফসে জাকিয়্যার বিদ্রোহ ৮৬
মানসুর এবং নফসে জাকিয়্যার মধ্যকার পত্র আদান-প্রদান ৮৭
নফসে জাকিয়্যার বিরুদ্ধে সেনাভিযান ৯২
আলোচনার ব্যর্থ চেষ্টা ৯৪
চূড়ান্ত লড়াই এবং নফসে জাকিয়্যার মৃত্যু ৯৬
ইবরাহিমের সাথে যুদ্ধ ৯৮
ইবরাহিমের মৃত্যুতে মানসুরের দুঃখপ্রকাশ ১০০
কিছু শিক্ষা ১০২
নফসে জাকিয়্যার আন্দোলনের মতাদর্শীয় প্রভাব ১০৩
কেন ফাতেমিদের বিদ্রোহ বারবার ব্যর্থ হলো? ১০৪
বনু ফাতেমার বিদ্রোহে ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মালেকের অবস্থান ১০৬
নফসে জাকিয়্যা এবং ইবরাহিমের বিদ্রোহ-পরবর্তী অবস্থা ১০৮
সাইয়েদ এবং রাফেজিদের মধ্যে আকিদাগত পার্থক্য ১০৯

সাইয়েদদের বিদ্রোহসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা ১১৫
বাগদাদ নগরীর গোড়াপত্তন ১১৮
ইমাম আবু হানিফার বন্দিজীবন এবং অনন্তকালের অভিযাত্রা ১২২
বিচারকের পদ গ্রহণ না করার উল্লেখযোগ্য কিছু কারণ ১২৪
ফিকহের সংকলনে একাগ্রতার প্রয়োজন ১২৫
পক্ষপাতিত্বের অপবাদ থেকে বাঁচার প্রয়োজনীয়তা ১২৬
মানসুরের পররাষ্ট্রনীতি ১২৭
আন্দালুস এবং আবদুর রহমান ইবনে মুয়াবিয়া ১২৭
সমুদ্র বাধা হওয়ায় আল্লাহর শুকরিয়া ১২৮
রোমান সাম্রাজ্য ১২৯
আবু জাফর মানসুরের ইনতেকাল ১৩০
মানসুরের জীবন-পরিক্রমা ১৩১
দৈনন্দিন কার্যতালিকা ১৩১
এক পরিশ্রমী কর্মোদ্যম জীবন ১৩১
বিলাসিতা-বিবর্জিত জীবন ১৩২
মানসুরের দৃষ্টিতে শাসন-নীতি ১৩২
রাজনীতি একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র ১৩৩
প্রখর মেধাশক্তি ১৩৩
ব্যথাভরা অনুশোচনা ১৩৫
ইলমি অবদান ১৩৫
মানসুর এবং আবদুল মালিকের মিল ১৩৬
সুদৃঢ় শাসন প্রতিষ্ঠায় মানসুরের অবদান ১৩৭
মাহদি ইবনে মানসুর ১৩৮
চরিত্র এবং অবদান ১৩৮
শাসনের ক্ষেত্রে নীতিগত অবস্থান ১৪০
খাইযুরান এবং মুরিয়্যা বিনতে মারওয়ান; মানবতার এক শিক্ষণীয় ঘটনা ১৪১
মুসা কাজিম রহ.-কে মর্যাদা প্রদান ১৪৩
যুদ্ধাভিযান এবং রোমানদের সাথে সংঘর্ষ ১৪৫
জিন্দিকদের ফেতনা দমনে খলিফা মাহদির অবদান ১৪৮
মুকান্নার ফেতনা ১৪৮
সাম্প্রদায়িকতার কণ্টকময় অরণ্য ১৪৯
জিন্দিকদের নির্মূল করার জন্য পৃথক অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা ১৫৩

জিন্দিকদের নির্মূল করে দিতে মাহদির অসিয়ত	১৫৬
খলিফা মাহদির উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড	১৫৬
যুবরাজতন্ত্র	১৫৮
মৃত্যুর পয়গাম	১৫৯
মাহদির ইনতেকাল	১৬০
আল-হাদি ইবনে মাহদি	১৬২
হুসাইন ইবনে আলির বিদ্রোহ	১৬২
আর রশিদ ইবনে মাহদি	১৬৫
হারুনুর রশিদের জীবনচরিত	১৬৫
খাইযুরানের ইনতেকাল এবং বারামিকার উত্থান	১৬৭
রাজনীতিতে অনারবদের নেতৃত্বে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন	১৬৮
অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন অভিযান	১৭১
বিদ্রোহ	১৭১
ইয়াহইয়া ইবনে আবদুল্লাহ হাশেমির বিদ্রোহ	১৭২
বিশ্বময়ী খেলাফতে ভাঙনের সুর	১৭৩
ইদারিসা সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা	১৭৪
আফ্রিকানদের বিরোধিতা এবং আগালিবা সাম্রাজ্যের সূচনা	১৭৪
বারমাকিদের উত্থান-পতন	১৭৬
বারমাকিদের পরিচয়	১৭৬
আবু মুসলিম খোরাসানির দক্ষিণবাহু খালেদ বারমাকি	১৭৭
খালেদ বারমাকির মন্ত্রিত্বকাল	১৭৮
অনরাবীয় সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ	১৭৮
খলিফাদের সাথে দুগ্ধসম্পর্ক	১৭৯
উসতাদ এবং উসতাদপুত্রের সুবাদে পাওয়া মর্যাদা	১৮০
খলিফা হারুন ইয়াহইয়া বারমাকিকে পিতা বলে সম্বোধন করতেন	১৮০
হারুনের ক্ষমতার জন্য ইয়াহইয়া বারমাকির চেষ্টা-প্রচেষ্টা	১৮০
জাফর ইবনে ইয়াহইয়া বারমাকির নেতৃত্ব	১৮১
ফজল ইবনে ইয়াহইয়া বারমাকির অবদান	১৮২
বারমাকিদের ক্ষমতা এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি	১৮৩
হারুন কেন তাদের এতটা ক্ষমতা দিলেন?	১৮৪
হারুনের ভুল অনুধাবন	১৮৭
বারমাকিদের শাস্তি দেওয়ার কারণ	১৮৮

প্রহরী রবিয়ের খানদান ১৮৮
ফজল ইবনে রবি ১৯০
বারমাকিদের ঘিরে হারুনের সন্দেহ ১৯১
আসলেই কি বারমাকিরা বিদ্রোহ করতে চেয়েছিল? ১৯২
হারুনের মনে সন্দেহের উদ্রেক হওয়ার গুরুত্বপূর্ণ প্রথম কারণ ১৯৩
সন্দেহের দ্বিতীয় কারণ ১৯৪
সন্দেহের তৃতীয় কারণ ১৯৬
যুবরাজের ঘোষণা ১৯৮
বারমাকিদের বিরুদ্ধে গৃহীত পদক্ষেপ ১৯৯
বারমাকিদের হত্যা; সঠিক না ভুল পদক্ষেপ? ২০১
একটি ভিত্তিহীন ঘটনা এবং বাস্তবতা ২০২
বারমাকিদের পতনের পর অন্যদের যা হয়েছিল ২০৫
বহির্দেশীয় অভিযান ২০৬
রোমান যুদ্ধ ২০৬
আন্দালুস এবং ফ্রান্স অভিযান ২১০
হারুনুর রশিদের শেষ অভিযানসমূহ ২১১
হারুনুর রশিদের ইনতেকাল ২১৩
হারুনের শাসনামল এবং কর্মকাণ্ডের উপর কিছু আলোকপাত ২১৪
জ্ঞানের উৎকর্ষ এবং কাগজশিল্পের বিপ্লব ২১৪
রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সফলতা ২১৫
আল্লামা সুয়ুতির লেখনীতে হারুনের জীবনচরিত ২১৬
প্রিয়নবীর ভালোবাসা ২১৭
সাহাবিদের প্রতি সম্মান ২১৮
আলেমদের সাথে সম্পর্ক ২১৯
হৃদয়ের সরলতা ২১৯
এক পেয়ালা পানি যখন সাম্রাজ্যের মূল্য ২২০
বদান্যতা ২২১
ফিকহে হানাফির উত্থান ২২১
আমিন ইবনে রশিদ ২২৩
মামুনুর রশিদের পক্ষ থেকে খেলাফতের ঘোষণা ২২৪
আমিনের বেপরোয়ারা স্বভাব ২২৫
বাগদাদ অবরোধ ২২৬

আমিনের করুণ পরিণতি	২২৭
আমিনুর রশিদের কিছু রাজনৈতিক ভুল	২৩০
আমিনের সময়ে রোমান সাম্রাজ্য	২৩১
মামুনুর রশিদ	২৩২
খেলাফতপূর্ব জীবন এবং যোগ্যতা	২৩২
খেলাফতের সূচনা এবং সাহল পরিবারের প্রভাব	২৩৬
ফেতনা, অরাজকতা এবং বিদ্রোহ	২৩৯
শামের বিদ্রোহ দমন	২৩৯
সাইয়েদদের বিদ্রোহ	২৩৯
আলাবিদের পূর্বের আন্দোলন এবং তৎকালীন আন্দোলনের মধ্যে পার্থক্য	২৪০
হারসামা ইবনে আইয়ুনের হত্যা	২৪৫
মামুনের অনুপস্থিতিতে বাগদাদের অবস্থা	২৪৬
আলি রেজা রহ.-কে পরবর্তী খলিফা বানানোর সিদ্ধান্ত; আব্বাসিদের প্রত্যাখ্যান এবং মামুনের বাগদাদ সফর	২৪৭
আলি রেজা রহ.-এর ওফাত	২৫২
বাগদাদের সিংহাসনে আরোহণ	২৫৩
খোরাসানের দায়িত্বে তাহির ইবনে হুসাইন	২৫৪
তাহের ইবনে হুসাইনের কিছু নসিহত	২৫৫
খোরাসান এবং ইয়েমেনের নতুন সাম্রাজ্য—তাহেরিয়্যা এবং যিয়াদিয়্যা	২৫৮
বুরানের সাথে পরিণয়	২৫৮
আহমাদ ইবনে আবি খালেদের মন্ত্রিত্ব	২৬০
বাবক খুররামি	২৬০
দর্শনশাস্ত্রের বিকাশ	২৬১
দর্শনশাস্ত্র সম্পর্কিত গ্রন্থের অনুসন্ধান	২৬২
দর্শনশাস্ত্রীয় জ্ঞানের আরবি রূপান্তর	২৬২
মামুনের দর্শন শেখার মোহ	২৬৩
বিজ্ঞান এবং অন্যান্য শাস্ত্রে তার অবদান	২৬৪
ব্যাকরণ, সাহিত্য, কাব্য ও ইতিহাসশাস্ত্রে অবদান	২৬৫
দর্শনশাস্ত্রের উপকারিতা	২৬৭
দর্শনশাস্ত্রের ক্ষতিকর দিক	২৬৭
খলিফা মামুন বিভ্রান্ত মতাদর্শের শিকার কীভাবে হলেন?	২৭০
মামুনের আবিষ্কৃত কিছু বিদআত	২৭৪

খালকে কুরআনের মাসআলা নিয়ে মামুনের কঠোরতা ২৭৬
রোমানদের সাথে যুদ্ধ ২৭৬
যুবাইদার ইনতেকাল, তার জীবন ও নহরে যুবাইদা সম্পর্কে কিছু কথা ২৭৭
মামুনের মিসর সফর এবং বিদ্রোহ দমন ২৮০
খালকে কুরআনের মাসআলা এবং ইমাম আহমাদ রহ. এর গ্রেফতারি ২৮১
মামুনের মৃত্যু যেভাবে হলো ২৮৪
মামুনের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ২৮৪
মামুনের শাসনকালের সারসংক্ষেপ ২৮৫
অপরিপক্বতা ২৮৬
গুণাবলি ২৮৭
মুতাসিম বিল্লাহ ইবনে রশিদ ২৮৯
পড়াশোনায় অনীহা এবং শক্তিতে অতুলনীয় ২৮৯
সিংহাসনে আরোহণ ২৯০
মুহাম্মদ ইবনে কাসিমের বিদ্রোহ ২৯০
তুর্কিদের উত্থান ২৯১
নতুন শহর সামেরা ২৯৩
বাবক খুররামির পরিণতি ২৯৩
রোমানদের সাথে যুদ্ধ ২৯৫
নিজের চোখেই এর উত্তর দেখবি ২৯৭
মুসলিম সেনাদের অভিযাত্রা এবং ঘোরতর যুদ্ধের সূচনা ২৯৭
তুর্কিদের বিদ্রোহ ২৯৯

খালকে কুরআনের মাসআলায় ইমাম আহমাদ ইবনে হামবলের দৃঢ়তা ৩০১
জন্ম এবং শিক্ষা ৩০২
ভয়াবহ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা ৩০৩
আহমাদ ইবনে হামবলের অবিস্মরণীয় দৃঢ়তা এবং তার জবানবন্দি ৩০৩
আবুল হাইসামের জন্য প্রার্থনা ৩১০
ইমাম আহমাদ ইবনে হামবলের সম্মান ও মর্যাদা ৩১১
মুতাসিমের ইনতেকাল ৩১২
কৃষিখাতে আগ্রহ ৩১২
আব্বাসি হুকুমতের সাথে ইসলামি আইনের সামঞ্জস্য ৩১৩
আল-ওয়াসিক বিল্লাহ ইবনে মুতাসিম ৩১৫
ইমাম আহমাদ ইবনে হামবলের আত্মগোপন ৩১৫

আহমাদ ইবনে নসরের বিদ্রোহ এবং পরিণাম ৩১৬
রোমানদের সাথে বন্দি-বিনিময় ৩২১
ইমাম আবু আবদুর রহমান আজদির সত্যকথন এবং ওয়াসিক বিল্লাহর চিন্তার পরিবর্তন ৩২২
ওয়াসিক বিল্লাহর ইনতেকাল ৩২৭
আল-মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ ৩২৯
বিদআতকে নির্মূল করে সুন্নাহর পুনঃপ্রতিষ্ঠা ৩২৯
যুদ্ধ-জিহাদ ৩৩২
স্বভাব-চরিত্র ৩৩৩
ইমাম আহমাদ ইবনে হামবলের ইনতেকাল ৩৩৪
ইমাম আহমাদ ইবনে হামবলের মুসনাদ গ্রন্থ ৩৩৫
যুবরাজ এবং খলিফা হত্যা ৩৩৬
মুতাওয়াক্কিলের জন্য সুসংবাদ ৩৩৬
জাল বর্ণনা ৩৩৭
খতমে কুরআনের অনুষ্ঠান ৩৩৭
প্রকৃত সুখীর পরিচয় ৩৩৮
উত্থানকালের শেষপ্রদীপ ৩৩৮
বিচ্ছিন্ন রাজত্ব এবং আব্বাসি খেলাফত ৩৩৯

বাগদাদের আব্বাসি খেলাফত

হিজরি ১৩২ থেকে ৬৫৬ সন

৭৪৯ থেকে ১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দ

আবুল আব্বাস সাফফাহ

রবিউল আউয়াল ১৩২ থেকে জিলহজ ১৩৬
হিজরি; অক্টোবর ৭৪৯ থেকে জুন ৭৫৪ খ্রিষ্টাব্দ

আব্বাসি খেলাফতের প্রতিষ্ঠাতা আবুল আব্বাস সাফফাহর প্রকৃত নাম আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ। উম্মাহর নেতৃত্বের গুরুদায়িত্ব গ্রহণের সময় তার বয়স ২৪ বছরের অধিক ছিল না। বিগত দিনগুলোতে কেউ এত কম বয়সে মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্বের মসনদে আসীন হয়নি; উম্মাহর ইতিহাসে এত কম বয়সে খলিফা হওয়ার ঘটনা এটাই প্রথম।

বনু উমাইয়ার সাথেও ছিল তার আত্মীয়তার সম্পর্ক। তার মা প্রথমে আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের বিবাহে ছিলেন। আবদুল মালেক ইনতেকাল করলে তিনি মুহাম্মদ ইবনে আলির সাথে পরিণয়ে আবদ্ধ হন; তার ঔরসেই আবুল আব্বাস সাফফাহ জন্মগ্রহণ করেন।[১] আল্লামা সুয়ুতি রহ. লেখেন, সাফফাহ ছিলেন একজন দানশীল ব্যক্তি। যেকোনো ওয়াদা পূরণে তিনি সামান্যও বিলম্ব করতেন না। কেউ কিছুর আবেদন করলে মজলিস থেকে ওঠার পূর্বেই তার প্রয়োজন পূরণ করে দিতেন।[২]

ফাতেমিদের সাথে আব্বাসি খানদানের প্রতারণা

আব্বাসিরা সাধারণ মুসলমানদের এ-কথা বিশ্বাস করাতে সক্ষম হয়েছিল যে, নববি বংশধর হওয়ার সুবাদে তারা সম্পূর্ণরূপে কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক হুকুমত পরিচালনা করবেইনকিলাবে সফলতার ক্ষেত্রে এটাই ছিল প্রধান কারণ।

জনগণ এ বিশ্বাসেই তাদের সমর্থন জানিয়েছিল, তাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছিল এবং তাদের উপর করেছিল পূর্ণ ভরসা। মূলত এটাই ছিল আন্দোলনের প্রধান স্লোগান ‘আর-রিযা মিন আলি মুহাম্মদ’-এর প্রকৃত মর্ম।

---

[১] মুরুজুয যাহাব : ৪/৯৪

[২] তারিখুল খুলাফা পৃষ্ঠা : ১৯২।
তবে অন্যত্র তিনি বলেছেন, ‘সাফফাহ অবলীলায় মানুষের রক্ত প্রবাহিত করতেন; এক্ষেত্রে পূর্ব-পশ্চিমে তার গভর্নররাও তার অনুকরণ করত। পাশাপাশি তিনি ছিলেন দানবীর ব্যক্তিত্ব। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৯৩।

আন্দোলনের সময় 'নববি বংশ' দ্বারা ব্যাপক অর্থ নেওয়া হয়েছিল। এ-সময় বনু আব্বাস ও বনু ফাতেমার মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। বনু আব্বাস খুব ভালোভাবেই জানত, তারা একাকী কখনোই এ আন্দোলনে সফল হতে পারবে না। এ-কারণে তারা সূচনাতেই বনু ফাতেমার কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তিকে নিজেদের সাথে নিয়ে নেয়। এক্ষেত্রে হাসান ইবনে আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুমার দৌহিত্র আবদুল্লাহ ইবনে হাসান এবং তার পুত্র মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য; পরহেজগারি ও সৎকর্মে তারা 'নফসে জাকিয়্যা' (পরিশুদ্ধ আত্মা) উপাধিতে ভূষিত ছিলেন।

আন্দোলনের প্রথম ধাপে নিশ্চিতভাবে কেউ-ই এ কথা বলতে পারেনি যে, কীভাবে এই আন্দোলন সফলতার মুখ দেখবে; কোন বংশ থেকে খলিফা নির্ধারিত হবে; খেলাফতের মসনদে কে আসীন হবে; বনু ফাতেমা নাকি বনু আব্বাসের কেউ? এমন সম্মিলিত পদক্ষেপের দরুন আন্দোলনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি ধাপেই ছিল আপামর জনতার সমর্থন। তবে ১৩০ হিজরিতে উমাইয়া শাসক মারওয়ান ইবনে মুহাম্মদের সময়ে মক্কায় বনু হাশেমের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের একটি গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সাফফাহর বড়ভাই আবু জাফর মানসুরও সে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। এই গোপন বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল যে, আন্দোলন সফল হওয়ার পর খলিফা হবে হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রপৌত্র নফসে জাকিয়্যা মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ।[৩]

কিন্তু সম্মিলিত আন্দোলনের ফলে মারওয়ানি হুকুমতের পতন হওয়া-মাত্র আব্বাসিরা এই অঙ্গীকার ভঙ্গ করে। হিজরি ১৩২ সনের রবিউল আউয়াল মাসে তারাই কুফায় প্রবেশ করে বিজয়ী বেশে। জনগণ ঈদের দিনের মতো নতুন নতুন জামা পরে, বর্ণিল সাজে সজ্জিত হয়ে উচ্ছ্বসিত আনন্দে বরণ করে নেয় তাদের। পরের দিন, অর্থাৎ ১২ রবিউল আউয়াল জুমআর দিন আব্বাসি নেতৃবৃন্দ সাফফাহকে মুসলিম উম্মাহর খলিফা হিসেবে ঘোষণা দেয়।[৪]

সাফফাহর প্রথম ভাষণ, সাবায়িদের উপর আক্রমণ এবং ন্যায় ও ইনসাফের অঙ্গীকার

আবুল আব্বাস সাফফাহ জুমআর নামাজের সেই জনসমাগমেই জনগণ থেকে খেলাফতের বাইয়াত গ্রহণ করেন। প্রাথমিক কিছু কথার পর তিনি সে-সব

[৩] তারিখে ইবনে খালদুন : ৩/৩৩৫; তাজারুবুল উমাম ওয়া তাআকুবুল হুমাম : ৩/৩৭৯।

[৪] তারিখে তাবারি : ৭/৪২৫; তারিখে খলিফা ইবনে খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ৪০৯।

সাবায়িকে ভর্ৎসনা করেন, যারা বনু ফাতেমার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে সোচ্চার ছিল। তিনি তার প্রদত্ত ভাষণে বলেন, 'পথভ্রষ্ট এই সাবায়িরা মনে করে, হুকুমত ও খেলাফত আমাদের (বনু আব্বাসের) নয়; বরং তাদের (বনু ফাতেমার) অধিকার। সাবায়িরা ধ্বংস হোক! তাদের চেহারা বিবর্ণ হোক! এটা কীভাবে সম্ভব? আল্লাহ তায়ালা তো আমাদের মাধ্যমেই আঁধারে ডুবে থাকা মানুষকে হেদায়েত দিলেন। অজ্ঞতায় নিমজ্জিত সমাজে আমাদের মাধম্যেই জ্ঞানের মশাল জ্বালালেন। আমাদের মাধ্যমেই তাদের স্পষ্ট ধ্বংস থেকে বাঁচিয়ে মুক্তির পথ দেখালেন। পরস্পর শত্রুতায় লিপ্ত থাকা এ-জাতিকে তো তিনি আমাদের মাধ্যমেই জড়িয়ে দিলেন ভ্রাতৃত্বের সুদৃঢ় বন্ধনে, যা দেখে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারায় আনন্দের রেখা ফুটে উঠেছিল।'

এরপর তিনি আন্দোলনের কৃতিত্ব ও প্রেক্ষাপটের দিকে জনগণের দৃষ্টি ফেরাতে গিয়ে বলেন, 'মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর হুকুমত পেয়েছে তার সাহাবিরা। শুরার মাধ্যমে তারা ন্যায় ও ইনসাফের আচরণ করেছিলেন, অন্যান্য জাতিকে অধীনস্থ করে তারা কায়েম করেছিলেন ইনসাফের হুকুমত। যেখানে ব্যয়ের প্রয়োজন, তারা সেখানে ব্যয় করেছিলেন, আর অবশিষ্টটুকু বিলিয়ে দিয়েছিলেন প্রাপ্যদের মধ্যে। এভাবেই তারা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন একদম রিক্তহস্তে। এরপর ক্ষমতায় আসে বনু হারব ও বনু মারওয়ান। তারা ক্ষমতার পালাবদল করতে থাকে নিজেদের মধ্যে। চারদিকে ছড়িয়ে দেয় অন্যায় আর অত্যাচারের শাসন। এভাবে তারা আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করলে মহামহিম সত্তা আমাদের মাধ্যমে তাদের শাস্তি দেন এবং আমাদের অধিকার ফিরিয়ে দেন আমাদের হাতে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের যে বংশ থেকে তোমরা সর্বদা কল্যাণ ও ন্যায়ের আচরণ পেয়েছ, তাদের পক্ষ থেকে কখনো অকল্যাণ ও জুলুমের শিকার হবে না।'[৫]

সাফফাহর চাচা দাউদ ইবনে আলির ভাষণ; কুরআন এবং নববি পথে চলার ওয়াদা

এরপর চাচা দাউদ ইবনে আলি দাঁড়িয়ে জনগণকে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন, 'আল্লাহর শপথ করে বলছি, নহর খনন এবং দুর্গ নির্মাণের উদ্দেশ্যে আমরা আন্দোলন করিনি। বনু উমাইয়ারা আমাদের অধিকার মথিত করেছে; আমাদের চাচাতো ভাইদের উপর জুলুম করেছে। এটা আমাদের আত্মসম্মানে আঘাত করেছে; আমরা এ অপমান বরদাশত করতে

---

[৫] তারিখে তাবারি : ৭/৪২৫, ৪২৬।

পারিনি, এটাই আমাদের আন্দোলনের অন্যতম প্রধান কারণ। তারা তোমাদের উপর অসদাচরণ করেছে, তোমাদের উপর জুলুম করেছে এবং অহর্নিশ চালিয়েছে লাঞ্ছনা আর অত্যাচারের খড়্গ। আল্লাহর শপথ, ওই সবকিছু আমাদের বিছানায় নিশ্চিন্তে ঘুমোতে দিত না।

তোমাদের উপর উমাইয়াদের বঞ্চনা আর সম্পদের উপর দখলদারি প্রতিষ্ঠা আমাদের অস্থির করে রাখত।

আজ আমরা তোমাদের আল্লাহ, তার রাসুল, রাসুলের পরিবার এবং আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর নামের ওয়াদা দিয়ে বলছি, আমরা সমাজে আল্লাহর হুকুম বাস্তবায়ন করব, কুরআন অনুযায়ী আমলের পাবন্দি করব এবং জনগণের সর্বশ্রেণির সাথে নববি নীতির আচরণ করব।

আল্লাহ আজ তোমাদেরকে তোমাদের প্রত্যাশিত দৃশ্য দেখার সুযোগ দিয়েছেন। একজন হাশেমি আজ তোমাদের খলিফা। তোমরা আজ এ-কারণে আনন্দিত। আল্লাহ তায়ালা আজ তোমাদের শামীয়দের উপর ক্ষমতাবান করেছেন। তিনি তোমাদের সাম্রাজ্য দিয়েছেন, ইসলামকে শক্তিশালী করেছেন। তিনি তোমাদের এমন এক শাসক দিয়েছেন, আল্লাহপ্রদত্ত ন্যায় ও ইনসাফের মহান গুণে যিনি গুণান্বিত। আল্লাহর নিকট তোমাদের কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত।

আমাদের আনুগত্যকে তোমরা নিজেদের উপর আবশ্যক করে নাও। আমাদের হুকুমত তো প্রকৃতপক্ষে তোমাদেরই হুকুমত; সুতরাং নিজেদের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের হঠকারিতা বা প্রতারণার আশ্রয় নিয়ো না। প্রতিটি বংশেরই একটি শহর থাকে; আমরা তোমাদের কুফাকেই আমাদের শহর মনে করি।'

ভাষণের শেষে তিনি বলেন, 'মনে রেখো, এই নেতৃত্ব আর কখনোই আমাদের হাতছাড়া হবে না; বরং আমাদের সর্বশেষ খলিফাই তা ঈসা ইবনে মারিয়ামের হাতে অর্পণ করবেন।'[৬]

এখান থেকেই অনুমান করা যায়, সাময়িক সফলতা, ক্ষমতা এবং বিজয় সতর্ক ব্যক্তিদেরও কীভাবে আত্মপ্রবঞ্চনায় ফেলে দেয়। কীভাবে তাদের চিন্তাকে স্থবির করে ফেলে! অথচ সবাই জানে যে, আব্বাসিদের শাসনও একদিন শেষ হয়েছিল। উমাইয়াদের চেয়েও আব্বাসিদের পতন হয়েছিল নিদারুণ ভয়াবহভাবে।

---

[৬] তারিখে তাবারি : ৭/৪২৫-৪২৭; আল-কামিল ফিত-তারিখ : ১৩২ হিজরি।

সাফফাহর দরবারে ইমাম আবু হানিফা

উমাইয়া শাসনের শেষদিকে ইরাকের অবস্থা বেজায় খারাপ হয়ে অনিরাপত্তা এবং শাসকদের কঠোরতা চরম পর্যায়ে বেড়ে যায়। ইমাম আবু হানিফা রহ. এ সময় হিজাজ চলে যান। পরবর্তী সময়ে সাফফাহর খেলাফতের সংবাদ শুনে তিনি পুনরায় কুফায় চলে আসেন।[৭]

নিজের শাসনক্ষমতার জন্য সাফফাহ আলেমদের বাইয়াতকে যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করেন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি তাদের ডেকে বলেন, 'আল্লাহর অসীম অনুগ্রহে আপনাদের নবীর পরিবারের নিকট খেলাফত ফিরে এসেছে। তিনি হককে বিজয়ী করেছেন। আপনারা আলেমগণ হককে সাহায্য করার ক্ষেত্রে প্রধান জিম্মাদার। আপনারা যতটুকু চান, আল্লাহর দেওয়া সম্পদের মাধ্যমে ততটুকুই আপনাদের সম্মানিত করা হবে। আপনারা এমনভাবে খলিফার আনুগত্যের শপথ করুন, যা আমাদের পক্ষে এবং বিরোধিতার সময় আপনাদের বিপক্ষে প্রমাণ হবে। এমনভাবে আপনারা বাইয়াত হয়ে যান, যা আপনাদের নিরাপত্তার পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করবে। খলিফার আনুগত্যহীন হয়ে আপনারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবেন না। অন্যথায় আপনারা সেই দলেরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন, যাদের হক হওয়ার কোনো দলিল বিদ্যমান নেই।'

ওলামায়ে কেরাম এ সময় আবু হানিফার দিকে তাকাতে থাকেন। সাফফাহর আহূত আলেমদের মধ্যে কাজি ইবনে আবি লায়লা এবং কাজি ইবনে

---

[৭] ইমাম আবু হানিফার জীবনীকারগণ এ-ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, তিনি উমাইয়া গভর্নর ইবনে হুবাইরার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে হিজাজ চলে গিয়েছিলেন। এটাও তাদের ঐকমত্য সিদ্ধান্ত যে, আবু হানিফা রহ. মানসুর আব্বাসির আমলে কুফায় প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু উপর্যুক্ত বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, সাফফাহের বাইয়াতের সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং সেখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও পালন করেছেন। অর্থাৎ, মানসুরের শাসনের পূর্বে একবারের জন্য হলেও তিনি কুফায় এসেছিলেন।

বর্ণনার মধ্যে সমতা বিধানের জন্য বলা যায়, উমাইয়া ও আব্বাসিদের খেলাফত কেন্দ্রিক এই কোন্দলের সময় আবু হানিফা রহ. কোনো এক স্থানে স্থির ছিলেন না; বরং হিজাজ চলে গেলেও কখনো কখনো তিনি কুফায় আসতেন। খলিফা মানসুরের সময়ই তিনি বসবাসের জন্য পুনরায় কুফায় ফিরে এসেছিলেন। যুক্তির দাবিও এটা; কেননা কোন্দল ও অনিরাপদ পরিবেশে মানুষ কখনো এক স্থানে অবস্থান করে না; বরং অস্থিরতা কেটে যাওয়ার পর পরিবেশ শান্ত হলেই কোনো এক স্থানে বসবাসের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। শায়েখ মুহাম্মদ আবু যাহরা রহ. ইমাম আবু হানিফাকে নিয়ে তার গবেষণাধর্মী জীবনীগ্রন্থ 'আবু হানিফাহ : হায়াতুহু ওয়া আসরুহু'তে ৪০ থেকে ৪২ পৃষ্ঠায় এ সংক্রান্ত বিশদ আলোচনা করেছেন। আগ্রহী পাঠক সেখান থেকে দেখে নিতে পারেন।

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

(দশম খণ্ড)

মূল
মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান

অনুবাদ
মঈনুদ্দীন তাওহীদ
তাকমিল, টঙ্গী দারুল উলূম মাদরাসা
ইফতা, জামিয়া মাদানিয়া বারিধারা, ঢাকা

ইত্তিহাদ

সূচিপত্র

আব্বাসিদের উত্থানকালে প্রসিদ্ধ আলেমদের অবদান

ফকিহে শাম ইমাম আওজায়ি রহ. ২৩
ইমাম মালেক ইবনে আনাস রহ. ২৯
মুসলিম ইতিহাসের প্রথম বিচারপতি ৩৩
ইমাম আবু ইউসুফ রহ. ৩৩
ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান শাইবানি রহ. ৪০
ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইদরিস আশ-শাফেয়ি রহ. ৪৫
অসি-কলম যাদের কাছে একইসাথে থাকে ৫২
কাজি আসাদ ইবনে ফুরাত ৫৩
সিসিলি বিজয় ৫৪
আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ. ৫৮
মুজাহিদ এবং হাজিদের জন্য ব্যয় ৬০
জিহাদের তামান্না ৬১
ফুজাইল ইবনে ইয়াজের উদ্দেশ্যে ইবনুল মুবারকের চেতনাদীপ্ত কবিতা ৬২
বন্দি নারীদের আর্তনাদ ৬৪

সিহাহ সিত্তার সংকলন এবং সংকলক

সিহাহ সিত্তা সংকলনের প্রয়োজনীয়তা ৭০
ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল-বুখারি রহ. ৭২
ইমাম মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ নিশাপুরি রহ. ৭৮
ইমাম নাসায়ি রহ. ৮০
ইমাম আবু দাউদ সিজিস্তানি রহ. ৮৩
ইমাম তিরমিজি রহ. ৮৫
ইমাম ইবনে মাজাহ কাজবিনি রহ. ৮৭

আত্মশুদ্ধির সম্রাট

ইবরাহিম ইবনে আদহাম রহ. ৯০
দাউদ তায়ি রহ. ৯৩

ফুজাইল ইবনে ইয়াজ রহ. ৯৫
মারুফ কারখি রহ. ৯৮
বিশর হাফি রহ. ১০১
যুন্নুন মিসরি রহ. ১০৩
সারি সাকাতি রহ. ১০৫
আবু ইয়াজিদ বুসতামি রহ. ১০৮
আব্বাসিদের উত্থানকাল; কিছু শিক্ষা, কিছু উপদেশ ১১০

আব্বাসি খেলাফতের পতনকাল
আব্বাসিদের পতনযুগ নিয়ে একটি সামগ্রিক পর্যালোচনা ১১৪
এমন দুর্বল খেলাফত না থাকাই কি ভালো ছিল? ১১৫
৪০৯ বছরের ইতিহাসে ২৭ খলিফা ১১৬
পতনকালকে সংক্ষেপে উল্লেখ করার কারণ ১১৬
আব্বাসিদের পতনের তিনটি ধাপ ১১৯
পতনের প্রথম যুগ ১১৯
দ্বিতীয় যুগ ১২০
তৃতীয় অর্থাৎ সর্বশেষ যুগ ১২১

আব্বাসি খেলাফতের পতন
প্রথম যুগ; প্রথম পর্ব
আল-মুনতাসির বিল্লাহ ১২৪
আল-মুসতাঈন বিল্লাহ ১২৫
আলাবিদের বিদ্রোহ ১২৬
মুসতাঈনের হত্যা ১২৮
আল-মুতাজ বিল্লাহ ১২৯
মিশরের তুলুনিয়া সাম্রাজ্য ১৩০
সালতানাতে সাফফারিয়ার আত্মপ্রকাশ ১৩১
আল-মুহতাদি বিল্লাহ ১৩২
মুহতাদির হত্যা ১৩৪
আল-মুতামিদ আলাল্লাহ ১৩৫
বিদ্রোহ ১৩৫
পরবর্তী খলিফার ঘোষণা ১৩৬
সাহিবুয যান্‌য আলি ইবনে মুহাম্মদের ফেতনা ১৩৬

জঘন্য আকিদা এবং মিথ্যা দাবি ১৩৭
গণহারে মুসলিম হত্যা ১৩৭
বসরায় বয়ে চলা রক্তের নদী ১৩৮
হাবশিদের প্রথম পরাজয় ১৩৯
আব্বাসি বাহিনীর হামলায় হাবশিদের চূড়ান্ত পরাজয় ১৪০
আব্বাসি এবং তুলুনি সাম্রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ ১৪৩
রোমানদের হামলা ১৪৪
সাফফারিয়া সাম্রাজ্যের উত্থান ১৪৫
সালতানাতে সামানিয়া ১৪৫
যুবরাজের পরিবর্তন-কেন্দ্রিক একটি চমৎকার সিদ্ধান্ত ১৪৬

আব্বাসি খেলাফতের পতন
প্রথম যুগ; দ্বিতীয় পর্ব
আল-মুতাজিদ বিল্লাহ ১৪৮
ভয়ানক ফাঁদে পা বাড়াতে গিয়েও ফিরে আসা ১৪৯
কারামিতাদের আত্মপ্রকাশ ১৫০
আল-মুকতাফি বিল্লাহ ১৫২
সালতানাতে তুলুনিয়ার সমাপ্তি ১৫২
রাশিয়ার বর্বর গোত্রগুলোর মধ্যএশিয়া আক্রমণ ১৫৩
রোমানদের সাথে যুদ্ধ ১৫৩
মুকতাফির ইনতেকাল ১৫৩

আব্বাসি খেলাফতের পতন
প্রথম যুগ; তৃতীয় পর্ব
আল-মুকতাদির বিল্লাহ
উবাইদিদের হাতে তিউনিস, মিশর এবং মরক্কোর দখল ১৫৫
মানসুর হাল্লাজের হত্যা ১৫৬
রোমানদের সাথে সন্ধি এবং যুদ্ধ ১৫৭
দাইলামি শিয়া এবং কারামিতাদের উচ্ছৃঙ্খলা ১৫৮
হাজরে আসওয়াদের সাথে কারামিতাদের বর্বরতা ১৫৮
ধর্মীয় বিতর্ক ১৫৮
খেলাফতে নারীদের রাজত্ব এবং একটি ব্যর্থ বিদ্রোহ ১৫৯
আরেকটি বিদ্রোহ এবং মুকতাদিরের মৃত্যু ১৫৯

আল-কাহের বিল্লাহ ১৬১
দাইলামিদের দখলদারি এবং কাহেরের পরিণতি ১৬২
আর-রাযি বিল্লাহ ১৬৩
সালতানাতে বনু বুওয়াইহের প্রতিষ্ঠা ১৬৩
ইবনে রায়েকের স্বায়ত্তশাসন এবং আন্দালুসি শাসকদের খেলাফত দাবি ১৬৪
অরাজক পরিস্থিতি ১৬৪
আব্বাসি মন্ত্রী ইবনে মুকলার হত্যা ১৬৫
খলিফা রাযির ইনতেকাল ১৬৬
সালতানাতে ইখশিদিয়ার উত্থান ১৬৭
ইখশিদের মৃত্যু এবং কাফুরের উত্থান ১৬৭
ইখশিদিয়া সালতানাতের সমাপ্তি ১৬৮
আল-মুত্তাকি লিল্লাহ ১৬৯
খলিফা এবং জনগণের সাথে অত্যাচারী অমাত্যদের ব্যবহার ১৬৯
'আমিরুল উমারা' পদের জন্য অমাত্যদের কোন্দল ১৭০
একটি রুমালের বিনিময়ে মুসলিম বন্দিদের মুক্তি ১৭০
মুসলিমবিশ্বের উপর রুশ হামলা ১৭১
খলিফাকে বনু হামদানের সহযোগিতা ১৭২
খলিফা মুত্তাকির মৃত্যু ১৭৩
আল-মুসতাকফি বিল্লাহ ১৭৪

পতনকালের প্রথম শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ আলেমদের অবদান
ইমাম মুহাম্মদ ইবনে জারির তাবারি রহ. ১৭৭
পিতার স্বপ্ন ১৭৭
ইলমের জন্য বিশ্বভ্রমণ ১৭৮
বাগদাদে ফতোয়া প্রদান এবং হাদিসের দরস ১৮২
ইমাম তাবারির শিষ্যবৃন্দ ১৮২
দিনরাতের কার্যতালিকা ১৮৩
কুরআনের প্রতি অনুরাগ ১৮৪
সম্পদ, খ্যাতি এবং দরবারবিমুখতা ১৮৬
উন্নত শিরে খেলাফতের দরবারে ১৮৮
আকিদা বিশুদ্ধীকরণে তার অবদান ১৮৯
রাফেজিদের প্রতিরোধে তার ভূমিকা ১৯০

নাসেবিদের খণ্ডন ১৯৩
তাওহিদের পক্ষে ইমাম তাবারির বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর ১৯৪
স্বভাব-প্রকৃতি এবং শারীরিক গঠন ১৯৫
ইমাম তাবারির ইনতেকাল ১৯৬
ইমাম তাবারির ইলমি অবদান ১৯৭
ইমাম আবু জাফর তাহাবি রহ. ২০০
ইমাম আবুল হাসান আশআরি রহ. ২০২
ইমাম আবু মানসুর মাতুরিদি রহ. ২০৪
ফাজায়েলে সাহাবার উপর আলেমদের অবদান ২০৫
ইলমে হাদিসের খেদমত এবং আবু ইয়ালা মুসেলি ২০৬
ইমাম তাবারানি রহ. ২০৭
ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া রহ.-এর অবদান ২০৭
ইবনুল আনবারি রহ. ২০৮
মন্ত্রী আলি ইবনে ঈসা আল-জাররাহ রহ. ২০৮
জুনাইদ বাগদাদি রহ. ২০৯
শায়েখ আবু বকর শিবলি রহ. ২১২

আব্বাসি খেলাফতের পতন মধ্যযুগ

বনু বুয়াইহের দখলদারি ২১৫
যায়েদি শিয়াদের মতাদর্শ প্রচার ২১৬
দাইলামিদের উত্থান ২১৬
বনু বুয়াইহের আত্মপ্রকাশ ২১৭
খলিফা এবং বনু বুয়াইহ ২১৭
মুসতাকফির অপসারণ ২১৮
বনু বুয়াইহ কেন আব্বাসিদের খেলাফতে রেখেছিল!! ২১৯
আহমাদ ইবনে বুয়াইহ সম্পর্কে কিছু আলোচনা ২১৯
আল-মুতি লিল্লাহ ২২১
আসমানি বিপদ ২২১
দুর্ভিক্ষ এবং প্রাণহানি ২২২
বখতিয়ার ইযযুদ্দৌলা : মুসলিমবিশ্বজুরে রাফেজিদের দৌরাত্ম্য ২২৩
রোমানদের আক্রমণ ২২৪
সাইফুদ্দৌলার মৃত্যু ২২৭

রোমানদের আক্রমণ	২২৮
সম্রাটের বিদ্রুপাত্মক চিঠি	২২৮
ইসলামি সীমান্তে রোমান বাহিনী	২৩১
বাগদাদের বাজারে আগুন	২৩১
জিহাদ নিয়ে বনু বুয়াইহের ঠাট্টা	২৩২
খলিফা মুতিয়ের অব্যাহতি এবং মৃত্যু	২৩৩
আল্লাহর অদৃশ্য সাহায্য	২৩৩
আত-তায়ি লিল্লাহ	২৩৫
আযুদুদ্দৌলা বুয়াইহির উত্থান	২৩৫
প্রথম 'শাহানশাহ' উপাধি	২৩৬
শাহজাদি জামিলা বিনতে হামদানের করুণ কাহিনি	২৩৬
উবাইদিদের হাতে তুর্কি আমিরের পরাজয়	২৩৮
আযুদুদ্দৌলার মৃত্যু এবং বনু বুয়াইহের পতনের পূর্বাভাস	২৩৮
আল-কাদির বিল্লাহ	২৪০
শিয়াদের মাতম-মিছিল এবং বাগদাদের আইনশৃঙ্খলার অবনতি	২৪১
মুসআব ইবনে যুবাইর দিবস	২৪২
আমিদুল জুয়ুশের আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ, মিছিল নিষিদ্ধ এবং ফেতনার পরিসমাপ্তি	২৪২
আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের মাসহাফ এবং শিয়া-সুন্নি দ্বন্দ্বে ইহুদিদের হাত	২৪৩
বনু বুয়াইহের মধ্যকার ক্ষমতার কোন্দল	২৪৪
ইসলাম ও খলিফার মর্যাদা ফিরিয়ে আনতে খলিফা কাদির বিল্লাহর প্রচেষ্টা	২৪৪
সুলতান মাহমুদ গজনবির আত্মপ্রকাশ এবং আব্বাসি খেলাফতকে সহায়তা	২৪৫
উবাইদি শাসকদের দূরভিসন্ধি	২৪৫
ভ্রান্ত আকিদার মূলোৎপাটনে খলিফা ও মাহমুদ গজনবির কর্মতৎপরতা	২৪৬
সুলতানের পক্ষ থেকে খলিফাকে বিষ শনাক্তকারী পাখি উপহার	২৪৬
হাজিদের কাফেলা লুণ্ঠন এবং বাগদাদের মন্ত্রীর দমন-অভিযান	২৪৭
বুয়াইহিদের পারস্পরিক কোন্দল এবং গজনবি ভীতি	২৪৭
কাওয়ামুদ্দৌলার অত্যাচার এবং মৃত্যু	২৪৮
সুলতান মাহমুদের ইরান দখল	২৪৮
বাগদাদে রাফেজিদের কুফরি খুতবার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি	২৪৯
সুলতাম মাহমুদ এবং খলিফা কাদির বিল্লাহর মৃত্যু	২৫০
রোমানদের আক্রমণ	২৫০

আল-কায়িম বি-আমরিল্লাহ ২৫১
বুয়াইহি বংশের অভ্যন্তরীণ কোন্দল ২৫১
বাসাসেরির অত্যাচার এবং জালালুদ্দৌলার উদাসীনতা ২৫২
শাহেনশাহে আজম উপাধির প্রতি জালালুদ্দৌলার লোভ ২৫২

অন্তিম মুহূর্তে আব্বাসি খেলাফত এবং সেলজুকদের উত্থান
জালালুদ্দৌলার মৃত্যু এবং বাগদাদে আবু কালিজার বুয়াইহির শাসন ২৫৪
সেলজুকদের ইস্পাহান বিজয় ২৫৪
আনাতোলিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত সেলজুকদের সীমান্তরেখা ২৫৪
শিয়া-সুন্নি দ্বন্দ্ব ২৫৫
তুগ্রুল সেলজুকির বাগদাদ আগমন ২৫৬
বাসাসেরির ষড়যন্ত্র এবং খলিফার নির্বাসন ২৫৬
সুলতান তুগ্রুলের হাতে খেলাফত পুনরুদ্ধার ২৫৯
এক নজরে বুয়াইহা রাজত্ব ২৬২
বনু বুয়াইহ এবং সাইয়েদদের আদর্শ ২৬২
আব্বাসিদের উত্থানকালে রাফেজি আন্দোলন সফল না হওয়ার কারণ ২৬৪
রাফেজি মতবাদের ব্যাপারে সাইয়েদদের অসন্তোষ ২৬৫
বনু বুয়াইহ এবং ইসনা আশারিয়া ২৬৬
ইসনা আশারিয়াদের বিশুদ্ধ চার কিতাব ২৬৭
ইসনা আশারিয়াদের কুতুবে আরবাআতে বর্ণনার সংখ্যা ২৬৮
ইসনা আশারিয়া মতবাদ এবং বুয়াইহিদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ২৬৯
ইসনা আশারিয়া আকিদার দর্শন ২৭০
বুয়াইহিদের পক্ষ থেকে সাইয়েদদের ক্ষমতা না দেওয়ার কারণ ২৭২
বনু বুয়াইহের ইলমি এবং গবেষণামূলক কর্মপন্থা ২৭৫
একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ২৭৬
রাফেজিদের পক্ষ থেকে ইসলামি ইতিহাসে ভেজাল মিশ্রণ ২৭৭
আল-আগানির রেওয়ায়েত; উমাইয়া ও আব্বাসি খলিফাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ২৭৭
খলিফাদের বিলাসিতা নিয়ে সন্দেহপূর্ণ বর্ণনা ২৭৮
বুয়াইহি শাসক ও তাদের মেয়াদকাল ২৮০

আব্বাসিদের পতনকালের দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ আলেমদের অবদান
বাতিল ফেরকাগুলোর সাথে জ্ঞানভিত্তিক মোকাবেলা ২৮৪
আবু বকর আজুরি রহ. ২৮৪

কাজি আবু বকর বাকিল্লানি রহ. ২৮৫
শায়েখ আবু ইসহাক ইসফারায়েনি রহ. ২৮৮
আল-ফাশিদ য়ুজযি রহ. ২৮৮
আবু মানসুর আবদুল কাদির বাগদাদি আল-ইসফারায়েনি রহ. ২৮৯
বনু মানদা বংশ ২৮৯
বাতিল হুকুমতের ভেতরেও জনগণের সুবিধা রক্ষায় আলেমদের অবদান ২৯১
কাজি আসসাল ইসপাহানি রহ. ২৯১
হাফেজ আবদুল গনি আবু মুহাম্মদ আল-আযদি রহ. ২৯২
কাজি ইয়াহইয়া ইবনে মানসুর রহ. ২৯৩
ইমাম আবুল হাসান কাজবিনি রহ. ২৯৩
ইমাম আবু হামিদ ইসফারায়েনি রহ. ২৯৪
ইমাম হাসান ইবনে আহমাদ সাবেয়ি রহ. ২৯৫
আবু হাকিম আল-কাবির রহ. ২৯৫
ইমাম মাওয়ারদি রহ. ২৯৬
চারিত্রিক এবং আধ্যাত্মিক সংশোধনের প্রচেষ্টা ২৯৮
জারাহ ও তাদিল[৪৬৯] ২৯৮
ইলমের অন্যান্য শাখা ২৯৯
আন্দালুসি আলেমদের অবদান ৩০০
একজন অখ্যাত আলেমের অসামান্য অবদান ৩০১
পরিশিষ্ট ৩০২

খেলাফতের পতনকাল শেষ যুগের প্রথম পর্ব
সেলজুক সালতানাতের ছায়ায় আব্বাসি খেলাফত ৩০৩
সেলজুক সালতানাতের সূচনা ৩০৪
সেলজুক সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান তুগ্রুল বেগ ৩০৪
তুগ্রুল বেগ ৩০৫
আলপ আরসালান এবং মানজিকার্টের যুদ্ধ ৩০৭
মালিক শাহ ৩১১
প্রসিদ্ধ প্রকৌশলী উমর খৈয়াম ৩১২
নিজামুল মুলক তুসি ৩১৩
দীনি মাদরাসা প্রতিষ্ঠায় নিজামুল মুলক তুসির অনন্য অবদান ৩১৬
সেলজুকদের শাখা-উপশাখা ৩১৮

আল-কায়িম বি-আমরিল্লাহ ৩১৯
একটি সূক্ষ্ম বিষয় ৩২০
আল-মুকতাদি বি-আমরিল্লাহ ৩২১
তিনজন বীর বাদশাহর উত্থান ৩২১
সিসিলির পতন ৩২২
শিয়া-সুন্নি কলহ ৩২২
আল-মুসতাজহির বিল্লাহ ৩২৩
মালিক শাহের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে আত্মকলহ ৩২৩
প্রথম ক্রুসেড এবং বাইতুল মাকদিসের পতন ৩২৩
সেলজুকদের পারস্পরিক সন্ধি ৩২৪
শামে ফিরিঙ্গিদের ধারাবাহিক বিজয় ৩২৪
সেলজুক সেনাদের ব্যর্থ অভিযান ৩২৫
টাইবেরিয়াসে ফিরিঙ্গিদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় ৩২৫
ফিরিঙ্গিদের সাহায্য নিয়ে মুসলিম শাসকদের একে অপরকে পরাহত করার নীতি ৩২৬
বাতেনিদের ফেতনা ৩২৬
সুলতান মুহাম্মদের ইনতেকাল এবং মাহমুদ সেলজুকির ক্ষমতাগ্রহণ ৩২৭
মুসলমানদের দুর্বল অবস্থা এবং এর কারণ ৩২৭
আল-মুসতারশিদ বিল্লাহ ৩২৯
ইরাকের গৃহযুদ্ধ ৩২৯
শামে রাফেজিদের বিশৃঙ্খলা ৩৩০
দুবাইস ইবনে সাদিকার ফেতনা ৩৩০
সুলতান মাসউদ সেলজুকি এবং খলিফার দ্বন্দ্ব ৩৩২
ভূমিকম্প এবং আসমানি গজব ৩৩২
খলিফা মুসতারশিদের হত্যা ৩৩৪
মাসউদের হুকুমে দুবাইস হত্যা ৩৩৫
আর-রাশিদ বিল্লাহ ৩৩৬
খলিফার সাথে সুলতান মাসউদের বিরোধ ৩৩৬
রাশিদ বিল্লাহর হত্যা ৩৩৭
আল-মুকতাফি লি-আমরিল্লাহ ৩৩৮
খোরাসানে তুর্কানেগুজদের ফেতনা এবং সেলজুকদের পতন ৩৩৮
তুর্কানেগুজদের মোকাবেলায় সানজারের পরাজয় এবং বন্দিত্ব ৩৩৮

সুলতান সানজারের মুক্তি এবং মৃত্যু ৩৩৯
ইসলামি দুনিয়ার নয়া মুহাফিজ ইমাদুদ্দীন জিনকি ৩৪০
নুরুদ্দীন জিনকি ৩৪১
সুলতান মাসউদ এবং খলিফার মধ্যকার দ্বন্দ্ব ৩৪১
খলিফার বদদোয়া এবং সুলতানের মৃত্যু ৩৪২
এক নজরে সেলজুক সালতানাত ৩৪২
সেলজুকদের পতনের কারণ ৩৪৪

আব্বাসি খেলাফতের পতনকাল শেষযুগ, শেষপর্ব
খেলাফতের স্বাধীন ক্ষমতার পুনর্বহাল ৩৪৬
খেলাফতের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার এবং খলিফা মুকতাফি ৩৪৬
দাকুকা এবং খুজিস্তানে সেনাভিযান ৩৪৬
বাগদাদে ব্যর্থ আক্রমণ ৩৪৭
খলিফা মুকতাফির ইনতেকাল ৩৪৭
আল-মুসতানজিদ বিল্লাহ ৩৪৮
ফেতনাবাজ লোকদের থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা ৩৪৮
আল্লামা ইবনে হুবাইরার মৃত্যু ৩৪৯
উজির জামালুদ্দীন ইসপাহানির ইনতেকাল ৩৫০
নুরুদ্দীন জিনকির অবদান ৩৫০
মুসতানজিদের ওফাত ৩৫১
আল-মুসতাজি বি-আমরিল্লাহ ৩৫২
ইমাম আহমাদ ইবনে হামবলের প্রতি অনুরাগ ৩৫২
সাহাবিদের নিন্দায় রচিত কিতাবের বিনাশ ৩৫৩
বনু উবাইদের চূড়ান্ত পতন এবং খুতবায় আব্বাসি খলিফার নাম বহাল ৩৫৩
শাম ও মিশরে আইয়ুবি সালতানাতের গোড়াপত্তন ৩৫৩
ঘুরি, খাওয়ারিজম এবং তুর্কানেখাতাদের উত্থান ৩৫৩
খলিফার অসুস্থতা এবং মৃত্যু ৩৫৪
আন-নাসের লি-দীনিল্লাহ ৩৫৫
অবাক-করা গোয়েন্দা বিভাগ ৩৫৫
কৌশলে অভিজ্ঞ এক খলিফা ৩৫৬
খলিফা নাসেরের ভ্রান্ত আকিদা ৩৫৬
শোক-মিছিলের অনুমতি এবং পুনরায় শিয়া-সুন্নি উত্তেজনা ৩৫৭

খলিফার কপটতা এবং মুসলিমবিশ্বের কল্যাণ সম্পর্কে উদাসীনতা ৩৫৭
সমরবিদ্যার পরিবর্তে খেলতামাশায় উৎসাহ প্রদান ৩৫৮
রাফেজিদের প্রতি ঘৃণার কারণে যুবরাজ থেকে অব্যাহতি ৩৫৯
পক্ষাঘাত এবং মৃত্যু ৩৬০
ক্রুসেডারদের আক্রমণ এবং তাতার হামলা ৩৬০
আজ-জাহির বি-আমরিল্লাহ ৩৬১
একজন চরিত্রবান খলিফা ৩৬১
জমানা যোগ্য লোকের উপযুক্ত নয় ৩৬২
আল-মুসতানসির বিল্লাহ ৩৬৩
পাঠশালা, গ্রন্থাগার এবং হাসপাতাল ৩৬৩
শক্তিশালী সেনাবাহিনী ৩৬৪
হককথনের সমর্থন ৩৬৪
আল-মুসতাসিম বিল্লাহ ৩৬৫
দুর্বল শাসন ৩৬৫
নবীজির ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতিফলন ৩৬৫
বাগদাদের পতন; আব্বাসি খেলাফতের পরিসমাপ্তি ৩৬৬
আব্বাসি খেলাফতের পতন; কিছু শিক্ষা কিছু উপদেশ ৩৬৭
আব্বাসি খলিফাদের শুরু এবং শেষ একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা ৩৭৫
আব্বাসিদের উত্থানকালের দশ খলিফার ব্যক্তিত্ব ও কর্ম ৩৭৯

আব্বাসিদের উত্থানকালে প্রসিদ্ধ আলেমদের অবদান

হিজরি ১৫০ থেকে ২৫০ সন

ফকিহে শাম ইমাম আওজায়ি রহ.

(সময়কাল : ৮৮-১৫৭ হিজরি)

হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীর একজন প্রখ্যাত ফকিহ হলেন ইমাম আওজায়ি রহ.। হিজরি ৮৮ সনে তিনি বালাবাক শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তার প্রকৃত নাম আবদুর রহমান ইবনে আমর। দামেশকের আওজা গ্রামের দিকে লক্ষ করে তাকে আওজায়ি বলা হয়। ইমাম আবু যুরআ রহ.-এর বক্তব্য অনুসারে বংশগতভাবে তিনি ছিলেন সিন্ধি। মুসলিম বাহিনীর হাতে বন্দি হয়ে শামে এসে তিনি আওজাতে বসবাস করা শুরু করেন।[১]

তিনি সাহাবায়ে কেরামের যুগ পেয়েছিলেন; তবে তাদের থেকে কোনো রেওয়ায়েত বর্ণনা করেননি। শৈশব কেটেছিল এতিম এবং দরিদ্র অবস্থায়। তার মা তাকে নিয়ে এক শহর থেকে অন্য শহরে ঘুরে বেড়াতেন।

একদিন তিনি শিশুদের সাথে খেলছিলেন; এমন সময় সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন এক আরবসরদার। অন্য শিশুরা সরদারের ভয়ে পালিয়ে গেলেও তিনি ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন। সরদার এই দৃশ্য দেখে বিস্মিত হয়ে তাকে জ্ঞানান্বেষীদের অন্তর্ভুক্ত করে ইয়াহইয়া ইবনে কাসির রহ.-এর নিকট ইয়ামামায় পাঠিয়ে দেন। ইয়াহইয়া ইবনে কাসির রহ. তার প্রতিভা দেখে অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করেন এবং নিজের ইলমের সুবাসে তাকে সুরভিত করে পাঠিয়ে দেন বসরায়। বসরায় গিয়ে তিনি প্রথমেই মুহাম্মদ ইবনে সিরিন রহ.-এর নিকট উপস্থিত হন। ইবনে সিরিন তখন মৃত্যুশয্যায় ছিলেন। এর কিছুদিন পরেই মুহাম্মদ ইবনে সিরিন রহ. ইনতেকাল করেন।[২]

এরপর তিনি নাফে মাওলা উমর, আমর ইবনে শুয়াইব, আলকামা ইবনে মারসাদ, মাইমুন ইবনে মিহরান, ইবনুল মুনকাদির, ইবনে শিহাব যুহরি

---

১. আল-আলাম, যিরিকলি : ৩/৩২০; মাশাহিরু উলামায়িল আমসার, ইবনে হিব্বান, পৃষ্ঠা : ২৮৫ তবে ইবনে সা'দের বক্তব্য অনুসারে তার সম্পর্ক হামদান বংশের শাখাগোত্র আওজা এর সাথে। -তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৭/৪৮৮

২. সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৭/১১০, ১১১

রহিমাহুমুল্লাহর মতো প্রখ্যাত ব্যক্তিদের থেকে ইলম অর্জনের সৌভাগ্য অর্জন করেন।

শিক্ষকতার আসন অলংকৃত করলে তার শিষ্যত্ব লাভে ধন্য হয়েছিলেন ইমাম মালেক, আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক, আবু ইসহাক ফাজারি, বাকিয়া ইবনে ওয়ালিদ, বাকিয়া ইবনে মুসলিম, ইয়াহইয়া ইবনে কাত্তানের মতো জগদ্বিখ্যাত মনীষী।[৩]

ফকিহ হওয়ার পাশাপাশি তিনি ছিলেন একজন আবেদ ও জাহেদ ব্যক্তিত্ব। সারা রাত কেটে যেত নফল নামাজ, কুরআন তেলাওয়াত আর প্রভুর দরবারে রোনাজারিতে। কান্নার অতিশয়তায় তার সেজদার স্থান ভিজে যেত।[৪]

হিজরি ১৫০ সনে তার সাথে হজের সফরে থাকা এক ব্যক্তি বর্ণনা করেন, হজের সফরে আমি দিন বা রাতে কখনো তাকে ঘুমাতে দেখিনি। তিনি সর্বদাই নামাজ পড়তেন; ঘুম ধরলে পশুর গদিতে হেলান দিয়ে থাকতেন।[৫]

তার কথা এবং আলোচনায় থাকত আত্মশুদ্ধি এবং আখেরাতের অনন্য পাথেয়। বক্তব্য চলাকালে একবার তিনি বলেন, "লোকসকল, আল্লাহর নেয়ামতের মাধ্যমে তার প্রজ্বলিত অগ্নি থেকে আত্মরক্ষা করো; যেই আগুন শরীর ভেদ করে হৃদয়ও জ্বালিয়ে দেবে। তোমরা স্বল্প সময়ের জন্য এই ভূমিতে অবস্থান করছ; এখান থেকে তোমাদের যেতেই হবে। তোমাদের পূর্বে বহু জাতি এখান থেকে চলে গেছে; তারাও তোমাদের মতো দুনিয়ার এই সৌন্দর্য দেখে বিমোহিত হয়েছিল। তারা তোমাদের চেয়ে দীর্ঘ হায়াত আর শক্তিশালী দেহের অধিকারী ছিল; তোমাদের চেয়েও বড় ভবন বানানোর যোগ্যতা তাদের ছিল। তারা পাহাড় চিড়ে ফেলে এই পৃথিবীর বুকে রাজ করেছিল। তাদের শক্তি ছিল অস্বাভাবিক, শরীর ছিল বৃহদাকার স্তম্ভের মতো; কিন্তু সময়ের পালাবর্তনে তারাও চলে গেছে, তাদের অস্তিত্ব ও আলোচনা মুছে গেছে পৃথিবীর বুক থেকে।"[৬]

তিনি প্রায়ই বলতেন, "রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিদের থেকে যা বর্ণিত হয়েছে, তাই ইলম। তাদের থেকে যা বর্ণিত নয়; তা ইলম নয়।"

---

৩. সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৭/১০৮

৪. প্রাগুক্ত : ৭/১২০

৫. প্রাগুক্ত : ৭/১১৯

৬. প্রাগুক্ত : ৭/১১৮

তিনি আরো বলতেন, “উসমান এবং আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুমার ভালোবাসা তার দিলেই স্থান পায়, যে ব্যক্তি মুমিন।”[৭]

তার আরো কিছু মূল্যবান উক্তি নিম্নে তুলে ধরা হলো :

» আল্লাহ কোনো জাতির অকল্যাণের ইচ্ছা করলে তাদের জন্য বিতর্কের পথ খুলে দিয়ে ইবাদতের দরজা বন্ধ করে দেন।[৮]

» মুমিন কম কথা বলে বেশি আমল করে আর মুনাফিক বেশি কথা বলে কম আমল আমল করে।

» যখনই কোনো ব্যক্তি নতুন কোনো বিদআতের আবিষ্কার করে, তখনই তার ভেতর থেকে তাকওয়া উঠিয়ে নেওয়া হয়।

» কেউ যদি আলেমদের থেকে বর্ণিত বিরল মাসআলার উপর আমল করে; এর মাধ্যমে সে যেন ইসলাম থেকেই বের হয়ে যায়।[৯] মৃত্যুকে অধিকহারে স্মরণকারীর জন্য অল্প জিনিসই যথেষ্ট।[১০]

ইমাম আওজায়ি রহ. ছিলেন বাদামি বর্ণের হালকা গড়নের। দাঁড়িতে মেহেদি ব্যবহার করতেন; সর্বাঙ্গ ছিল আভিজাত্য আর গাম্ভীর্যে পরিপূর্ণ। কোনোদিন কেউ তাকে অট্টহাসি দিতে দেখেনি। মজলিসে আখেরাতের আলোচনা করলে উপস্থিত সকলের হৃদয় আখেরাতের চিন্তায় নরম হয়ে যেত।

শাসকের সমুখে হক কথা বলার ক্ষেত্রে তিনি কোনো কিছুরই পরোয়া করতেন না। নিজের চোখেই তিনি দেখেছিলেন উমাইয়াদের পতন আর তাদের কাঁধে ভর করে আব্বাসিদের উত্থানের দৃশ্য। সাফফাহের চাচা আবদুল্লাহ ইবনে আলি যখন দামেশক দখল করে উমাইয়া আমিরদের উপর নির্মম হত্যাকাণ্ড চালান; ইমাম আওজায়ি তখন সেখানেই ছিলেন।

আবদুল্লাহ ইবনে আলি এই নির্মমতার বৈধতা নেওয়ার জন্য তাকে নিজের কাছে ডেকে নিয়েছিল। ইমাম আওজায়ি সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখেন ইবনে আলি সিংহাসনে বসে আছে। তার ডানে-বামে জোটবদ্ধ চারটি দল। একদলের হাতে নাঙ্গা তলোয়ার, আরেকদলের হাতে ধারালো কুঠার, অপর দুটি দল মোটা লাঠি আর হাতুড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দুই ব্যক্তি এসে ইমাম আওজায়ির

---

৭. প্রাগুক্ত : ৭/১২০

৮. প্রাগুক্ত : ৭/১২১

৯. প্রাগুক্ত : ৭/১২৫

১০. প্রাগুক্ত : ৭/১১০, ১১১

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

(একাদশ খণ্ড)

মূল
মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান

অনুবাদ
আবদুর রশীদ তারাপাশী

ইত্তিহাদ

অনুবাদকের কথা

সকল প্রশংসা রাব্বুল আলামিন আল্লাহর, যিনি মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন এক পুরুষ ও এক নারী থেকে, এর পর বিভক্ত করেছেন বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হতে পারে।

দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক খাতিমুন নাবিয়্যিন হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি, যিনি অনাগত উম্মাহর উদ্দেশ্যে বলে গেছেন, আমার সাহাবিগণ আকাশের নক্ষত্রতুল্য। তোমরা তাদের যাকেই অনুসরণ করবে হেদায়েতপ্রাপ্ত হবে।

ইতিহাসকে বলা হয় ব্যাকমিরর বা পেছন দেখার আয়না। এর মাধ্যমে জানা হয় অতীত জাতিসমূহের ভালোমন্দ কর্মগাথা। আর সে আলোকে রাঙানো যায় নিজের বর্তমান। সুন্দর ও সুবিন্যস্ত আকারে সাজানো যায় ভবিষ্যৎ। আয়না যেভাবে স্বচ্ছ না হলে সুন্দরভাবে দেখা যায় না চেহারা, তেমনি ইতিহাস যদি স্বচ্ছ তথা দালিলিক না হয়, তাহলে তা থেকে গ্রহণ করা যায় না ইবরত ও শিক্ষা। অনেক জাতি একসময় স্ব স্ব সভ্যতা নিয়ে বসবাস করেছিল এ পৃথিবীতে, এরপর কালের অমোঘ বিধানে হারিয়ে গেছে মানবজাতির স্মৃতি থেকে। কারণ, তারা রেখে যেতে পারেনি তাদের কোনো ইতিহাস। তাই আজ কেউ জানে না তাদের কথা।

বিশ্বইতিহাসে মুসলমানরাই একমাত্র জাতি, যারা তাদের ধর্মগ্রন্থের মতো ইতিহাসকেও সংরক্ষণ করেছে সনদপরম্পরায়। ফলে অন্যান্য জাতির ইতিহাসের মতো ইসলামি ইতিহাস হয়নি নিরেট কোনো গল্পকাহিনি। সনদপরম্পরায় বর্ণিত হওয়ার কারণেই কেউ চিরন্তন সত্য কাহিনির সঙ্গে মিথ্যা কাহিনি জুড়তে চাইলেও পারছে না কোনোভাবে। গবেষকগণ চুলচেঁড়া বিশ্লেষণের মাধ্যমে তুলে আনছেন খাঁটি সত্য। ঝেরে ফেলছেন মিথ্যা।

ইসলামের শত্রুরা শুরু থেকেই অপচেষ্টা চালিয়ে গেছে এবং যাচ্ছে, ইসলামি ইতিহাসের স্বচ্ছ আয়নাটি ময়লা করে সত্যকে মিথ্যার আকারে উপস্থাপনের। এ ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে রাফেজি তথা শিয়া সম্প্রদায় ও প্রাচ্যবিদ

নামের গবেষকশ্রেণি। তারা বিভিন্ন আঙ্গিকে ইসলামি ইতিহাসকে বিকৃত করতে চেয়েছে। বিকৃত করতে চেয়েছে ইসলামের আদর্শপুরুষদের চরিত্র ও সমুজ্জ্বল জীবনসংগ্রাম। সন্দেহ ঢুকানোর অপপ্রয়াস পেয়েছে সত্য বর্ণনায়। বিতর্কিত করতে চেয়েছে ইসলামের স্বচ্ছ ইতিহাস রচয়িতাদের।

এ ক্ষেত্রে দুই মহান ব্যক্তিত্বকে টার্গেট করতে দেখা যায় তাদেরকে। একজন ইমামুল মাগাজি মুহাম্মাদ বিন ইসহাক। অপরজন ইমামুত তারিখ আল্লামা ইবনে জারির তাবারি। এরা তাদের বহুমাত্রিক বর্ণনাকে করে তুলতে চেয়েছে বিতর্কিত। কারণ, এই দুই মহান মনীষীকে বিতর্কিত করা গেলে অতি সহজে পুরো ইসলামি ইতিহাসকে বিতর্কিত করা সম্ভব। তারা চেষ্টার ত্রুটি করেনি। যুগে যুগে বিভিন্ন আঙ্গিকে চেষ্টা করে গেছে। কিন্তু প্রতি যুগে উম্মাহর একদল নিঃস্বার্থ গবেষক তাদের সেসব প্রচেষ্টায় জল ঢেলে দিচ্ছেন। ফলে তারা কোনোকালেই সফল হতে পারেনি, পারবেও না, ইনশাআল্লাহ।

বক্ষ্যমাণ খণ্ডে আলোচিত হয়েছে বনু আব্বাসের খেলাফতকালসহ তাদের সমকালের বিভিন্ন সালতানাতের ইতিহাস। এতে একদিকে যেমন সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে ইসলামের প্রতি আলেম, খলিফা ও সুলতানদের আত্মনিবেদনের প্রয়াস, তেমনি ফুটে উঠেছে শিয়া ও রাফেজিদের কদাকার চেহারা।

মুহতারাম লেখক অত্যন্ত সুন্দর আঙ্গিকে দলিলপ্রমাণের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন সেকালের সত্য ইতিহাস। খণ্ডন করেছেন রাফেজি ও প্রাচ্যবিদদের অভিযোগসমূহের। বিশেষ করে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন মুহাম্মাদ বিন ইসহাক ও ইমাম তাবারির উপর বিভিন্ন অভিযোগ ও এর খণ্ডন।

সময়ের শ্রেষ্ঠ ইতিহাস-গবেষক মাওলনা ইসমাইল রেহান হাফিজাহুল্লাহর এই মূল্যবান কাজ বাংলাভাষীদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য ইত্তিহাদ-এর স্বত্বাধিকারীকে আল্লাহ জাজায়ে খায়ের দান করুন। তার অনুরোধে নিজেকে এর সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে পেরে গৌরববোধ করছি।

মানুষ ভুলশুদ্ধের সংমিশ্রণে সৃষ্ট। মানুষের কোনো কাজই শতভাগ নিখুঁত হতে পারে না। এখানে কোনো ভুল পরিলক্ষিত হলে কিংবা এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় কোনো পরামর্শ থাকলে প্রকাশনী কর্তৃপক্ষকে জানাবার বিনীত অনুরোধ রইল।

আবদুর রশীদ তারাপাশী

সূচিপত্র

বাগদাদে আব্বাসি খেলাফতের সমসাময়িক বিভিন্ন সরকার

আব্বাসি খেলাফত আমলে প্রতিষ্ঠিত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ শাসনব্যবস্থা ২৩
মিশরের শাসনব্যবস্থা ২৩
তুলুনিয়া সাম্রাজ্য ২৩
ইখশিদিয়া সাম্রাজ্য ২৫
মধ্যএশিয়া, খোরাসান, ইরান ও ইরাকের সরকার ২৬
তাহিরিয়া সাম্রাজ্য ২৬
জায়েদিয়া তালিবিয়া সাম্রাজ্য (তাবারিস্তান) ২৭
সাফফারিয়া সাম্রাজ্য ২৯
সামানিয়া সাম্রাজ্য ৩০
বনু হামদান সাম্রাজ্য ৩২
দাওলাতে হামদানিয়া মসুল ৩৪
হামদানিয়া সাম্রাজ্য (হালাব) ৩৫
বনু হামদান সাম্রাজ্য (মসুল) ৩৬
বানু হামদান সাম্রাজ্য (হালাব) ৩৭
একনজরে বনু হামদান ৩৭
বাহরাইন ৩৮
উয়ুনিয়া সাম্রাজ্য

সেলজুক সাম্রাজ্য

সেলজুক ৪১
মহান সেলজুকগণ ৪১
মহান সেলজুকদের তালিকা ৪২
বিভক্ত সেলজুক সাম্রাজ্য ৪৩
সালাজাকায়ে ইরাক ৪৩
ইরাকি সেলজুক সুলতানদের তালিকা ৪৫

সালাজাকায়ে খোরাসান ৪৬
খোরাসানি সেলজুক সুলতানগণ ৪৭
সালাজাকায়ে শাম ও আল-জাজিরা ৪৭
সালাজাকায়ে শামের মসনদে যারা ছিলেন, তাদের তালিকা ৪৮
সালাজাকায়ে রোম ৪৮
আতাবাকানে আজারবাইজানি ৪৯

উত্তর আফ্রিকা সাম্রাজ্য বনু আব্বাসের উত্থানকালে প্রতিষ্ঠিত
রুসতুমিয়া সাম্রাজ্য ৫২
রুসতুমিয়া সাম্রাজ্যের শাসকদের তালিকা ৫৪
বনু মিদরার সাম্রাজ্য (সিজিলমাসা, মরক্কো) ৫৪
ইদারিসা সাম্রাজ্য (মরক্কো) ৫৫
এ সাম্রাজ্যের শাসকদের তালিকা হচ্ছে নিম্নরূপ ৫৭
আগালিবা সাম্রাজ্য তিউনিস ৫৮
এ সাম্রাজ্যের শাসকদের তালিকা হচ্ছে ৫৯

উত্তর-আফ্রিকার সাম্রাজ্য বনু আব্বাসের পতনকালে প্রতিষ্ঠিত
জিরিয়া সাম্রাজ্য (তিউনিস, আলজেরিয়া) ৬২
বনু হাম্মাদ সাম্রাজ্য (আলজেরিয়া) ৬৪
বনু হাম্মাদের শাসক-তালিকা ৬৬
আলে খাজরুন সাম্রাজ্য (বনু জিনাতা তালিবিয়া) ৬৭
ইয়েমেনে বিভিন্ন শাসন ৬৮
ইয়াফিরি সাম্রাজ্য : (সানা ইয়েমেন) ৬৮
জিয়াদিয়া সাম্রাজ্য (জুবাইদ ইয়েমেন) ৬৮
নাজাহিয়া সাম্রাজ্য (জুবাইদ ইয়েমেন) ৬৮
সুলাইহিয়া সাম্রাজ্য (জুবাইদ ইয়েমেন) ৬৯
এই সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন শাসক হচ্ছেন : ৭০
বনু জারি সাম্রাজ্য (আদন, ইয়েমেন) ৭০
হামদানিয়া সাম্রাজ্য, সানা, ৭০
জায়েদিয়া সাম্রাজ্য, আলে আর-রিসি (সানা, ইয়েমেন) ৭০
এই সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ কয়জন শাসক হচ্ছেন ৭১

আব্বাসি খেলাফতের সমান্তরাল বিভিন্ন ভ্রান্ত ফেরকার শাসন

খেলাফতের সমান্তরাল বিভিন্ন ভ্রান্ত ফেরকার আন্দোলনের প্রেক্ষাপট ৭৪
ইসমাইলি ফেরকা ৭৯
ইসমাইলিদের আকিদার সারাংশ ৮০
কারামিতা ৮২
শামে কারামিতাদের রাজত্ব ৮৩
আবু সাইদ জুনাবি (বাহরাইনে কারামিতা রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা) ৮৪
আবু তাহের কারামিতি ৮৪
আবু মানসুর কারামিতি ৮৫
আসাম কারামিতি : বনু উবাইদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব এবং কারামিতা রাজ্যের পতন ৮৫
বিদ্রোহী সরদারগণ ৮৬
ইরান এবং সিন্ধু অঞ্চলে কারামিতা সম্প্রদায় ৮৬
আল-আহসায় কারামিতাদের রাজত্ব ৮৭
এক নজরে কারামিতা সম্প্রদায়ের শাসন ৮৭

বনু উবাইদ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাকাল

আফ্রিকা ও মিশরে ইসমাইলি ফেরকার শাসন ৮৯
উবাইদুল্লাহ বিন মাইমুন ওরফে আল-মাহদি ৯০
বনু উবাইদের আন্দোলন এবং ফ্রি-ম্যাসনের মধ্যে সাদৃশ্য ৯১
আফ্রিকায় শিয়া আবু আবদুল্লাহর ক্রিয়াকলাপ ৯৩
আফ্রিকার বিভিন্ন সরকারের অবস্থা ৯৪
আগালিবাদের মধ্যকার রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং আবু আবদুল্লাহর জন্য উত্তম সুযোগ ৯৫
আবু আবদুল্লাহ কর্তৃক কাইরাওয়ান দখল ৯৫
উবাইদুল্লাহ বিন মাইমুনের আফ্রিকায় আগমন এবং গ্রেফতারি ৯৬
নামধারী 'ফাতিমি' সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ৯৬
নির্বিচারে আলেম হত্যা ৯৭
মুসলমানদের উপর অত্যাচার এবং মসজিদের সম্মানহানি ৯৯
মুসলমানদের প্রতিরোধ এবং তাদের পাইকারি হত্যা ৯৯
শিয়া আবু আবদুল্লাহ রহস্য উন্মোচন করে দেয় ১০০
উবাইদুল্লাহর নির্দেশে আবু আবদুল্লাহকে হত্যা ১০১
ইদারিসা রাজ্যের বিলুপ্তি ১০২
উবাইদুল্লাহ বিন মাইমুনের অব্যাহত বিজয় ১০২

বনু আগলাবের ঘরবাড়ি এবং দুর্গ ধ্বংস ১০৩
মাহদিয়া শহরের ভিত্তি ১০৩
শরিয়তের বিকৃতি : ইসলামের নামে কুফুরির প্রসার ১০৩
সুস্পষ্ট রিসালাতের ঘোষণা ১০৪
মিথ্যা সাক্ষ্যের ভিত্তিতে আলেমদের শূলে চড়ানো ১০৪
উবাইদুল্লাহর শিক্ষণীয় মৃত্যু ১০৪
অবতরণের জায়গাটা অত্যন্ত মন্দ ১০৫
উবাইদুল্লাহর বংশধারা ১০৫
কতিপয় ইতিহাসবেত্তার মারাত্মক ভুল এবং তার প্রতিবিধান ১০৬
উবাইদি সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে আলেমদের প্রতিক্রিয়া ১০৭
বনু উবাইদের সঙ্গে বিতর্ক ১০৯
দুনিয়াদার আলেম সম্প্রদায় ১১২

বনু উবাইদ সাম্রাজ্য উত্থানকাল

আল-কায়িম ১১৪
আবু ইয়াজিদের অভিযান এবং আলেমদের সমর্থন ১১৪
আল-মানসুর ১১৮
আবু ইয়াজিদ খারেজির অভিযান এবং আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের সঙ্গে
অনুচিত আচরণ ১১৮
আবু ইয়াজিদের হত্যা ১১৯
এক অন্ধ আলেমের সরকারি পদগ্রহণ থেকে অস্বীকৃতি ১১৯
দীনের হেফাজতের লক্ষ্যে আলেমদের প্রচেষ্টা ১১৯
আল-মানসুরের মৃত্যু ১২০
আল-মুয়িজ ১২১
আলেকজান্দ্রিয়া দখল ১২১
ঈদে গাদির এবং শোকসভা ১২২
কায়রো এবং জামে আজহারের ভিত্তি ১২২
কুফুরি কাব্য ১২৩
কারামিতাদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব ১২৪
শামবাসীর উপর অত্যাচার ১২৪
ফকিহ আবু বকর নাবলুসির উপর অমানবিক অত্যাচার ১২৫
আন্দালুসিয়ার উপর দখল প্রতিষ্ঠার ব্যর্থ প্রয়াস ১২৬
আল-আজিজ ১২৭

তুমি সত্যবাদী হলে তোমার বংশতালিকা বর্ণনা করো! ১২৭
ইহুদি বংশোদ্ভূত উজির ইবনে কুল্লিস ১২৮
ইহুদি উজিরের মৃত্যুতে আল-আজিজের শোক ১২৯
জাওহারের মৃত্যু ১২৯
সানহাজা গোত্রের প্রতিপত্তি ১৩০
আল-হাকিম ১৩১
আল-হাকিমের কিছু বিস্ময়কর নির্দেশ ১৩২
আবু রাকওয়ার অভিযান ১৩৪
আবু রাকওয়ার আত্মহত্যা ১৩৫
অত্যাচারের সীমালঙ্ঘন পরিণামে বংশের লোকদের হাতে হত্যা ১৩৫
মুয়িজ বিন বাদিস আফ্রিকায় মুসলমানদের সহায়তাকারী ১৩৬
আজ-জাহির ১৩৭
হাজরে আসওয়াদের অসম্মান ১৩৮
শাম হাতছাড়া হওয়া ১৩৮
আল-মুসতানসির ১৩৯
বাগদাদেও তার নামের খুতবা ১৩৯
সাহাবিদেরকে গালিগালাজ এবং আলেমদের বন্দিত্ব ১৩৯
ইউরোপীয় শক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব ১৩৯
মুসতানসিরের প্রশাসনিক অদক্ষতা এবং বদর জামালির উত্থান ১৪০
উত্তর আফ্রিকায় আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের উত্থান : জিরি-পরিবারের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ১৪০
বনু উবাইদের ছায়া-মুক্তির ঘোষণা ১৪১
মুসলমানদের পরস্পর লড়াইয়ে জড়ানোর পরিকল্পনা ১৪২
মুয়িজ বিন বাদিস : সিরাত ও কৃতিত্ব ১৪৩
বনু উবাইদের পতন শুরু : সেলজুকদের উত্থান ১৪৪
ইউরোপীয় শক্তিকে শামে হামলার আহ্বান ১৪৪
মিশরে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ১৪৪
অরাজক সময় : মুসতানসিরের মৃত্যু ১৪৫

বনু উবাইদ সাম্রাজ্য পতনকাল

আল-মুসতালি ১৪৭
ফেরকায়ে নাজারিয়ার উদ্ভব : হাসান বিন সাব্বাহ এবং শাইখুল জিবাল সিনান ১৪৭
প্রথম ক্রুসেড ১৪৭

আল-আমির ১৪৮
আল-হাফিজ ১৪৯
আজ-জাফির ১৪৯
আল-ফায়িজ ১৫০
আল-আজিদ ১৫০
বনু উবাইদের শাসনকালের চিত্র ১৫১
একনজরে বনু উবাইদের শাসনামল ১৫২
মৌলিক অধিকার হরণ ১৫২
ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংস ১৫২
বাধাবন্ধনহীনভাবে সাহাবিদের অপমান ১৫৩
ফিকহে মালিকির উপর নিষেধাজ্ঞা ১৫৩
আজান এবং নামাজে পরিবর্তন : মসজিদ জনশূন্য-বিরান ১৫৪
কায়রো প্রতিষ্ঠার প্রতি দৃষ্টিপাত ১৫৫
একটুখানি চিন্তার ক্ষেত্র ১৫৬
বনু উবাইদ এবং বনু বুওয়াইহিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানের প্রশ্ন ১৫৭
বাতেনি সম্প্রদায়ের আলামুত-কেন্দ্রিক সাম্রাজ্য ১৫৯
ইসমাইলিদের দাঈরূপে হাসান বিন সাব্বাহ ১৬০
আলামুত দুর্গ দখল ১৬১
কৃত্রিম বেহেশত এবং হাশিশের পাতা ১৬২
মালিক শাহ কর্তৃক দূত প্রেরণ এবং হাসান কর্তৃক ভীতি প্রদর্শন ১৬৩
বাতেনিদের দ্বিতীয় বড় ঘাঁটি ছিল খালিঞ্জান দুর্গ ১৬৫
সরকারি চাকরিজীবীদের যাচাই-বাছাই ১৬৬
বাতেনিদের হাতে ফখরুল মুলকের শাহাদাত ১৬৭
সুলতান মুহাম্মদ সেলজুকি কর্তৃক বাতেনিদের দুর্গে হানা এবং শায়েখ সামানজানির দূরদর্শিতা ১৬৭
ইবনে আত্তাশের হত্যা এবং খালিঞ্জান দুর্গ ধ্বংস ১৬৮
হাসান বিন সাব্বাহর মৃত্যু এবং তার অনুসারীদের কর্মকাণ্ড ১৬৯
জালালুদ্দীন হাসানের ইসলাম প্রকাশ ১৬৯
আলামুতের ধ্বংস ১৭১
আলামুতের বাতেনি ধর্মগুরুদের তালিকা : ১৭২
অন্যান্য ইসমাইলি ফেরকা ১৭৩
নাজারি ফেরকা ১৭৩

বোহরি ফেরকা ১৭৩
আগাখানি ফেরকা ১৭৪
গ্রিকদর্শনের হামলা ও বাতেনিদের
চিন্তাগত ভ্রান্তির বিস্তার ১৭৬
দর্শনের প্রশ্নে মুতাজিলা এবং বাতেনিদের পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি ১৭৭
আল-ফারাবি ও আবু আলি সিনা ১৭৮
বাতেনি মতবাদ ১৮০

দর্শনগত ফেতনা মোকাবেলায়
আলেমদের অবদান ১৮২
শাইখুল ইসলাম আবু ইসমাইল আনসারি রহ. ১৮৪
ইমাম আবু ইসহাক শিরাজি রহ. ১৮৭
ইমামুল হারামাইন জুয়াইনি রহ. ১৯০
ইমাম আবু হামিদ গাজলি রহ. ১৯৩
ইমাম ইলকিয়া আল-হাররাসি রহ. ১৯৭
ইমাম ফখরুদ্দীন রাজি রহ. ১৯৯
হিজরি ষষ্ঠ শতাব্দীর সংস্কারক এবং
আধ্যাত্মিক ইমামগণ ২০১
শায়েখ আবদুল কাদির জিলানি রহ. ২০২
আল্লামা ইবনুল জাওযি রহ. ২০৫
শায়েখ শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দি রহ. ২০৯

একনজরে আব্বাসি খেলাফতের পাঁচশতাব্দীকাল
হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দী ২১২
হিজরি তৃতীয় শতাব্দী ২২৪
হিজরি চতুর্থ শতাব্দী ২৪২
হিজরি পঞ্চম শতাব্দী ২৫৮
হিজরি ষষ্ঠ শতাব্দী ২৭৫
হিজরি সপ্তম শতাব্দী ২৯৬

কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জবাব ৩০৮
ইমাম আবু হানিফা রহ. সম্পর্কে অভিযোগ ৩০৯
ইমাম আবু হানিফা এবং বিদ্রোহে সহায়তা ৩১০

বিদ্রোহে ইমাম মালিক রহ.-এর পৃষ্ঠপোষকতা ৩২৩
বিদ্রোহের ব্যাপারে ইমাম আহমাদ বিন হামবল রহ. এবং ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর মনোভাব ৩২৫
সারকথা ৩২৭
সিরাতে ইসহাক এবং মুহাম্মদ বিন ইসহাকের বিরুদ্ধে অভিযোগ ৩২৮
আলেমদের দৃষ্টিতে ইমাম তাবারি রহ.-এর অবস্থান ৩৩৯
ইমাম আবু বকর ইবনে খুজাইমার (মৃত্যু : ৩১১ হিজরি) অভিমত ৩৪০
আবদুর রহমান আল-মিসরির (মৃত্যু : ৩৪৭ হিজরি) অভিমত ৩৪১
আবদুল আজিজ আবুল হাসান আত-তাবারির অভিমত ৩৪১
আবু মুহাম্মদ আল-ফারগানির অভিমত ৩৪২
আবু হামিদ আল-ইসফারাইনির অভিমত ৩৪৩
হাফেজ আবু ইয়ালা আল-খালিলি রহ.-এর অভিমত ৩৪৪
খতিব বাগদাদি রহ.-এর অভিমত ৩৪৪
ইমাম আবদুল কাহির আল-বাগদাদির অভিমত ৩৪৪
আবু ইসহাক শিরাজি রহ.-এর (মৃত্যু : ৪৭৬ হিজরি) অভিমত ৩৪৫
আল্লামা ইবনুস সালাহ রহ.-এর (মৃত্যু : ৪৬৩ হিজরি) অভিমত ৩৪৫
ইমাম শারফুদ্দীন নববি রহ.-এর (মৃত্যু : ৬৭৬ হিজরি) অভিমত ৩৪৫
আল্লামা তাজুদ্দীন সুবকি রহ.-এর (মৃত্যু : ৭২৭ হিজরি) অভিমত ৩৪৫
আল্লামা ইবনে তাইমিয়ার অভিমত ৩৪৬
হাফেজ জাহাবি রহ.-এর অভিমত ৩৪৬
হাফেজ ইবনে কাসির রহ.-এর (মৃত্যু : ৭৭৪ হিজরি) অভিমত ৩৪৭
ইবনে হাজার আসকালানি রহ.-এর (মৃত্যু : ৮৫২ হিজরি) অভিমত ৩৪৭
আল্লামা মাহমুদ আলুসি রহ.-এর অভিমত ৩৪৭
সমকালের ইলমি উৎসগ্রন্থ থেকে এর পক্ষে কতিপয় উদাহরণ ৩৪৭
২. তার হাদিসের উসতাদবৃন্দ ৩৪৮
৩. ইমাম তাবারি রহ.-এর কতিপয় ছাত্র ৩৫১
তাফসিরের কিতাবাদিতে ইমাম তাবারি রহ.-এর বর্ণনা ৩৫৫
আকিদা ও আহকামের কিতাবাদিতে ইমাম তাবারির রেওয়ায়েতের উদ্ধৃতি ৩৫৫
ইমাম তাবারি রহ. এবং তারিখে তাবারির উপর কতিপয় অভিযোগের জবাব ৩৫৮

জাহাবি রহ. কি ইমাম তাবারিকে শিয়া বলেছেন? ৩৫৯
ইমাম তাবারি থেকে সাহাবিদের অপবাদ সংক্রান্ত পত্র উল্লেখ করা কি তার রাফেজি হওয়ার দলিল নয়? ৩৬১
ইমাম তাবারি কি মাসাহ আলাল কাদামাইন তথা উভয় পায়ের উপর মাসাহ করার দাবিদার ছিলেন? ৩৬৬
ইমাম তাবারি রহ. ভ্রান্ত আকিদা পোষণ করতেন? ৩৭৩
ইমাম ইবনে জারির তাবারি রহ. কি মিথ্যা সনদ গড়তেন? ৩৭৪
সির্‌রি বারবার ইমাম তাবারিকে কীভাবে পত্র পাঠাবেন? ৩৭৪
হাফেজ জাহাবি কি ইমাম তাবারির উপর রাফেজিদের জন্য হাদিস গড়ে নেওয়ার অপবাদ আরোপ করেছেন? ৩৭৫
হাফেজ ইবনে হাজার কি ইবনে জারির তাবারির প্রতি শিয়াদের জন্য মনগড়া বর্ণনা তৈরির অপবাদ আরোপ করেছেন? ৩৭৬
ইমাম তাবারির প্রতি কি ইমাম দারাকুতনি অভিযোগ উত্থাপন করেছেন? ৩৭৮
হাদিসে গাদিরে খামকে বিশুদ্ধ সাব্যস্ত করা কি ইমাম তাবারির শিয়া হওয়ার দলিল হতে পারে? ৩৮০
আবু হাইয়ান আন্দালুসি রহ. কি ইমাম তাবারি রহ.-কে শিয়াদের ইমাম বলেছেন? ৩৮২
হাফেজ ইবনে হাজার কি ইমাম তাবারিকে শিয়াদের ইমাম বলেছেন? ৩৮৬
ইমাম তাবারি কি মুয়াবিয়া রা.-এর উপর লানত করেছেন ৩৮৭
মুহাম্মদ বিন জারির বিন ইয়াজিদ আত-তাবারি এবং মুহাম্মদ বিন জারির বিন রুসতুম এক ব্যক্তি ছিলেন নাকি ভিন্ন ব্যক্তি? ৩৯১
ইমাম তাবারি কি নবীদের নিষ্পাপ হওয়া এবং সাহাবিদের সত্যের মাপকাঠি হওয়ার বিপরীতে হাদিস বানিয়ে নিয়েছিলেন? ৩৯২
ইমাম তাবারির বিস্ময়কর বর্ণনাসমূহ সংকলন করা কি তার বিশ্বাসের ত্রুটির দলিল? ৩৯৪
দুর্বল, মিথ্যুক এবং জালিয়াত রাবিদের তালিকায় ইমাম তাবারির কোনো সম্পর্ক নেই ৪০৫
দুর্বল ও মিথ্যাবাদী রাবিদের কাতারে ইমাম তাবারিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি ৪০৫
মনগড়া বর্ণনার পরিচয় সংক্রান্ত কিতাবাদিতেও ইমাম তাবারির কথা উল্লেখ করা হয়নি ৪০৮
সারকথা ৪১২

চারটি স্থূল বর্ণনা ৪১২
বিক্ষিপ্ত প্রশ্নমালা ৪১৭
উমাইয়া শাসনামলের ইতিহাস কি মনগড়া? এগুলো কি তাদের প্রতিপক্ষ বনু আব্বাসিদের রচিত? ৪১৭
আব্বাসিযুগের ইতিহাসে আব্বাসি খলিফাদের দোষ কি শিয়ারা ঢুকিয়েছিল? ৪২২
আব্বাসিদের যুগে স্থানীয় সাম্রাজ্যগুলোকে কেন গ্রহণ ও স্বীকৃতি প্রদান করা হয়? ৪২৩
স্থানীয় হুকুমত এবং ফকিহদের কর্মতৎপরতা ৪২৭

বাগদাদে আব্বাসি খেলাফতের
সমসাময়িক বিভিন্ন সরকার

আব্বাসি খেলাফত আমলে প্রতিষ্ঠিত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ শাসনব্যবস্থা

বনু আব্বাসের শাসনামলে আন্দালুস, খোরাসান, মধ্যএশিয়া, শাম, মিশর, ইয়েমেন, ইরান এবং উত্তর-আফ্রিকায় অনেকগুলো সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা পায়। এগুলোর মধ্যে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সাম্রাজ্যের পরিচিতি তুলে ধরা হচ্ছে। যদিও কতিপয় সাম্রাজ্যের আলোচনা বনু আব্বাসের খেলাফতের আলোচনাপ্রসঙ্গে গত হয়েছে; কিন্তু তা ছিল অগোছালো এবং অপূর্ণ। তাই এখানে গোছালো আলোচনা উপস্থাপনের চেষ্টা করা হচ্ছে।

মিশরের শাসনব্যবস্থা
তুলুনিয়া সাম্রাজ্য

২৫৪-২৯২ হিজরি (৮৬৮-৯০৫ খ্রিষ্টাব্দ)

১. আহমাদ বিন তুলুন : এই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আহমাদ বিন তুলুন। মিশর-কেন্দ্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা করলেও অল্পদিনের ভেতরে শামও তার শাসনাধীন রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। আহমাদ নীলনদের তীরবর্তী ফুসতাত শহরে সামাররার মতো এক সুবিশাল শহরের গোড়াপত্তন করেন। তবে শিল্পপতি ও পেশাজীবীদের আধিক্যের কারণে শহরটি ‘কাতায়ে’ নামে বিখ্যাত হয়ে ওঠে। তার প্রতিষ্ঠিত জামে ইবনে তুলুন মসজিদটি আজ অবধি অক্ষত থেকে প্রতিষ্ঠাতার অনন্য রুচিবোধের সাক্ষ্য দিয়ে যাচ্ছে। তার নির্মিত ‘কাবাশ’ দুর্গ গৌরবময় মুসলিম-প্রত্নতত্ত্বের স্মারক হয়ে আজ পর্যন্ত মূল আকারে বিদ্যমান।

তুলুন সাম্রাজ্যের শাসনামলে মিশর ও সিরিয়ার সমৃদ্ধি ছিল ঊর্ধ্বমুখী। সাম্রাজ্যটি কাগজ, রৌপ্যমুদ্রা, তৈজসপত্র, অস্ত্র, সাবান ও চিনি উৎপানের জন্য বিখ্যাত ছিল। কৃষিতেও বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়েছিল। তার যুগে নীলনদ সংস্কার করে সেখান থেকে কয়েকটি শাখা নদী তৈরি করা হয়। কৃষকদের জমি বরাদ্দ দেওয়ার জন্য ‘দিওয়ানুল আমলাক’ নামক একটি দপ্তর

কাজ করত। করের হার কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল। নীলনদের উপর সেতু নির্মাণ করা হয় এবং মরুপথে মুসাফিরদের পানির সহজলভ্যতার জন্য স্থানে স্থানে কূপ খনন করা হয়।

২. খুমারাবিয়া : আহমাদের পর শাসক হন তার পুত্র খুমারাবিয়া। তিনি বাগদাদের খেলাফতের সঙ্গে সম্পর্কবৃদ্ধির লক্ষ্যে কন্যা কাতরালিন্দিকে খলিফার কাছে বিয়ে দেন এবং বিয়ে উৎসবে পানির মতো অর্থকড়ি ব্যয় করেন।

৩. হারুন বিন খুমারাবিয়া : খুমারাবিয়ার ইনতেকালের পর তুলুন সাম্রাজ্য অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়ে। তার স্থলাভিষিক্ত আবুল আসাকির জাইশের বিপরীতে সেনাবাহিনী বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তারা জাইশকে ক্ষমতা থেকে হটিয়ে তারই ভাই হারুন বিন খুমারাবিয়াকে শাসক পদে মনোনীত করে। তখন হারুন ছিলেন মাত্র ১৪ বছরের কিশোর। সুযোগের সদ্ব্যবহার করে ২৯২ হিজরিসনে আব্বাসিরা সেনা-অভিযান চালিয়ে হারুনকে পরাজিত করে।

৪. শাইবান বিন আহমাদ : এরপর হারুনের চাচা শাইবান কিছুদিন রাজমঞ্চে অধিষ্ঠিত থাকেন; কিন্তু তিনিও কিছুদিন পর আব্বাসিদের মোকাবেলায় পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হন। এভাবেই সাম্রাজ্যটি বিলুপ্ত হয়ে যায়। সাম্রাজ্যের শাসকদের তালিকা ছিল নিম্নরূপ :

১. আহমাদ বিন তুলুন	২৫৪-২৭০ হিজরি,	৮৬৮-৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দ।
২. খুমারাবিয়া বিন আহমাদ	২৭০-২৮২ হিজরি,	৮৮৩-৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দ।
৩. জাইশ বিন খুমারাবিয়া	২৮২-২৮৩ হিজরি,	৮৯৫-৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দ।
৪. হারুন বিন খুমারাবিয়া	২৮৩-২৯২ হিজরি,	৮৯৬-৯০৫ খ্রিষ্টাব্দ।
৫. শাইবান বিন আহমাদ	২৯২ হিজরি,	৯০৫ খ্রিষ্টাব্দ।

তুলুন সাম্রাজ্য মাত্র ৩৮ বছর প্রতিষ্ঠিত ছিল; কিন্তু ইতিহাসবিদগণ সপ্রশংস শব্দে তাদের কথা উল্লেখ করে থাকেন।[১]

---

[১] ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান, ১/১৭৩; তারিখে ইবনে খালদুন, ৪/৩৮৫; আল-কামিল ফিত-তারিখ, সন ২৯২ হিজরি; আত তারিখুল ইসলামি, মাহমুদ শাকির : ৬/৯৭; আল-মাওসুআতুল মুজিজা ফিত তারিখিল ইসলামি, ১৪/১-৪; মুজিযুত তারিখিল ইসলামি, পৃষ্ঠা ২২০-২২১

ইখশিদিয়া সাম্রাজ্য

৩২৭-৩৫৮ হিজরি (৭৫৭-৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দ)

তুলুনিয়া সাম্রাজের বিলুপ্তির পর আব্বাসিদের পক্ষ থেকে মিশর এবং শামে যিনি গভর্নর নিযুক্ত হন, তার নাম ছিল মুহাম্মদ বিন তুগুজ। 'ইখশিদ' উপাধিতে খ্যাত এই লোকটি আব্বাসি খেলাফতকে দুর্বল দেখতে পেয়ে হিজরি ৩২৭ সনে মিশর এবং শামে স্বায়ত্তশাসিত সরকার প্রতিষ্ঠা করে নেন। ইখশিদ ৩৩৪ হিজরিসনে ইনতেকাল করেন। তার পরে তার সন্তানরা রাজ্যটি শাসন করতে থাকে। তুলুন সাম্রাজ্যের মতো ইখশিদিরাও মিশর এবং শামকে উন্নতির পথে নিয়ে যায়। ইখশিদ ফুসতাত শহরে ব্যাপ্তি বাড়িয়ে তোলেন। মিশরে প্রথমবারের মতো তারাই উজিরের পদ সৃষ্টি করেন। প্রথম উজির হিসেবে নিযুক্ত হন ফজল বিন জাফর। ইখশিদি শাসকরা সপ্তাহে একদিন খোলা আদালত বসাতেন। তখন যেকোনো ব্যক্তি শাসকদের কাছে সরাসরি তাদের অভাব-অভিযোগ তুলে ধরার সুযোগ পেত।

ইখশিদ সাম্রাজ্য মোট ৩১ বছর টিকে ছিল। সাম্রাজ্যটির শাসক-তালিকা ছিল নিম্নরূপ :

১. আবু বকর মুহাম্মদ বিন তুগুজ ইখশিদ (সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা) ৩২৭-৩৩৪ হিজরি, ৭৫৭-৭৭১ খ্রিষ্টাব্দ।

২. আবুল কাসিম আনুজুর বিন ইখশিদ ৩৩৪-৩৪৯ হিজরি, ৭৭১-৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দ।

৩. আলি বিন ইখশিদ ৩৪৯-৩৫৫ হিজরি, ৭৯০-৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দ।

৪. আবুল মিসক কাফুর মাওলা ইখশিদ ৩৫৫-৩৫৬ হিজরি, ৮২৩-৮৩৭ খ্রিষ্টাব্দ।

৫. আহমাদ বিন আলি বিন ইখশিদ ৩৫৬-৩৫৮ হিজরি, ৮৩৭-৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দ।

৩৫৮ খ্রিষ্টাব্দে বনু উবাইদ মিশর দখল করে এই সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি ঘটায়।[২]

---

[২] আল-মাওসুআতুল মুজিজা ফিত তারিখিল ইসলামি, ১৪/৫-৮; মুজিযুত তারিখিল ইসলামি, পৃষ্ঠা : ২৩২

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস
(দ্বাদশ খণ্ড)

মূল
মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান

অনুবাদ
যুবাঈর আহমাদ
দাওরায়ে হাদিস, জামিয়া আরাবিয়া সৈয়দপুর, নীলফামারি।
মুতাখাসসিস, আল-আকাইদ আল-ইসলামিয়্যাহ
মারকাযু আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ, সারগোদা, পাকিস্তান।
খাদিম, মাদরাসাতুস সুফফাহ আল আরাবিয়্যাহ, রাজশাহী।
বি. এস. সি. ইন ইলেকট্রনিকস অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, হাবিপ্রবি।

ইত্তিহাদ

পাঠকদের সমীপে কিছু কথা

তারিখে উম্মতে মুসলিমাহর প্রথম তিনটি খণ্ডে পাঠকবর্গ যেভাবে তাদের আবেগ ও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন, আমার মত নগণ্য লেখকের জন্য তা অপরিসীম আনন্দের। লেখক ও প্রকাশকের ধারণা ছাড়িয়ে পাঠকরা এই প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছেন। সামান্য কিছু সময়ের মাঝে কয়েকটি সংস্করণ বের হয়েছে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার, যিনি ইসলাম ও এর সমৃদ্ধ ইতিহাস জানার আগ্রহ মুসলানদের মাঝে জাগিয়ে দিয়েছেন। প্রবীণ আলেমগণ অধমের কাজটি আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছেন। একইসাথে নানাদিক থেকে নানাভাবে পাঠকদের পক্ষ থেকে অনুরোধ আসতে থাকে যেন চতুর্থ খণ্ড অতি দ্রুত প্রকাশিত হয়। (মূল উর্দু বইয়ের) তিন খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব থেকেই আমরা চতুর্থ খণ্ড নিয়ে কাজ করছিলাম। তবে তারিখে উম্মত প্রকাশের পর পাঠকদের উপচেপড়া আগ্রহ আর উদ্দীপনা আমার কাজ আরও বেগবান করে। বিগত তিন বছর ধরে তাই লেখালেখির অধিকাংশ সময় এই বিষয়েই অতিবাহিত হয়েছে। অবশেষে সেই ক্ষণটি আজ উপস্থিত। জি পাঠক, চতুর্থ খণ্ড আপনাদের হাতের পরশ পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে রয়েছে।

পূর্বের তিনটি খণ্ডে আপনারা সিরাতে নববি, খেলাফতে রাশেদা, খেলাফতে বনু উমাইয়া, খেলাফতে বনু আব্বাস এবং এই সময়ে জেগে ওঠা আরও কিছু শাসনামলের ইতিহাস পাঠ করেছেন। বক্ষ্যমাণ খণ্ডে আমরা খেলাফতে বনু আব্বাসের পতনযুগে ইসলাম ও মুসলিমদের পাশে দাঁড়ানো কয়েকজন বীর মুজাহিদ সুলতানের আলোচনা এনেছি। তাদের জীবন ও কর্মের প্রয়োজনীয় সকল দিক ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। রাজনীতি, সমরনীতি, অসম সাহস ও অসাধারণ বীরত্ব, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দিয়ে তারা যেভাবে পতনোন্মুখ উম্মাহকে রক্ষায় এগিয়ে এসেছিলেন, তা ইতিহাসে স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায় হয়ে রয়েছে। ইতিহাসের এই অধ্যায়গুলো অত্যন্ত শিক্ষাময় এবং অপরিসীম আত্মত্যাগে পরিপূর্ণ।

এই সময়ে পাঠকবর্গ যে বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে লক্ষ করবেন, সেটি হলো ইসলামি জিহাদের নববিধারার পুনরুত্থান, কিছুকাল যাবত যা সঠিকভাবে

বাস্তবায়িত হয়নি। সম্ভবত উম্মত এই আমলের দিকে এত দ্রুত ধাবিত হতো না যদি সে-সময় সিসিলির পতন, বাইতুল মাকদিসের উপর খ্রিষ্টানদের দখলদারি, ধারাবাহিকভাবে ক্রুসেড অভিযান এবং পূর্বদিক থেকে ধেয়ে আসা পঙ্গপালের ন্যায় তাতার আগ্রাসন একই সাথে মুসলিম উম্মাহর উপর আসমানি আজাব হিসেবে আপতিত না হতো। মুসলমানরা ইতঃপূর্বে কখনো এমন বড় বড় ফেতনার সম্মুখীন হননি। কিন্তু সর্বগ্রাসী এই তুফানে প্রাথমিকভাবে ডুবে গেলেও আল্লাহর দেওয়া আসমানি কালাম, নবীজির (আলাইহি আলফ সালাতু ওয়াস সালাম) জীবন থেকে তারা এবারেও সমাধান খুঁজে নিতে পেরেছিলেন। আখেরি উম্মতের এটিই বৈশিষ্ট্য; কেয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত তারা কখনো সার্বিক পতনের সম্মুখীন হবেন না। পূর্বসূরিদের ইতিহাস তাদের এই সময় অনুপ্রেরণা দিয়ে যাচ্ছিল। ফলে এই মহাপ্লাবনের মাঝেও উম্মাহর মাঝে আবির্ভূত হন সুলতান ইমাদুদ্দীন জিনকি, সুলতান নুরুদ্দীন জিনকি, সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবি, জালালুদ্দীন খাওয়ারিজমশাহ, সাইফুদ্দীন কুতুজ এবং সুলতান রুকনুদ্দীন বাইবার্সদের (রহিমাহুমুল্লাহ) মতো মহান মুজাহিদ সিপাহসালার। তাদের মাধ্যমেই ডুবতে থাকা উম্মতের নৌকায় আবারও পাল সোজা হয়, লাগে প্রশান্তির সুবাতাস। নতুন গন্তব্যের দিকে পুনরায় ছুটে চলা শুরু করে মুসলিম উম্মাহর আগামীর তরী। এভাবে এগিয়ে যেতে যেতে উম্মাহর নেতৃত্ব এসে যায় বনু উসমানের হাতে। এই গোত্র মহান রাব্বুল আলামিনের অশেষ কৃপায় উম্মাহকে আগামী কয়েক শতাব্দীর জন্য এগিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ইসলাম দুশমন শক্তিগুলোর সাথে বোঝাপড়া করে বিগত শতাব্দী পর্যন্ত টিকে ছিলেন তারা। উম্মাহর সার্বিক কল্যাণ তাদের মাধ্যমে অর্জিত হয়ে এসেছে এই শতাব্দীগুলোতে। আলোচ্য খণ্ডে[১] আমরা এই মহান ব্যক্তিত্ব এবং সুলতানদের নিয়ে আলোচনার প্রয়াস চালাব।

আলোচনার ধারাক্রম ঠিক এমন হবে :

- সিসিলির ইতিহাস
- ক্রুসেডযুদ্ধ এবং আতাবেক শাসকবৃন্দ
- ক্রুসেডযুদ্ধ এবং আইয়ুবি শাসকবৃন্দ
- খাওয়ারিজমশাহি শাসকবৃন্দ এবং তাতার আগ্রাসন
- বাগদাদের পতন

[১] অনূদিত বইয়ের দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ও চতুর্দশতম খণ্ডে এই বিষয়গুলো স্থান পেয়েছে।

- মামলুক সুলতান এবং বনু আব্বাসের খলিফাগণ (কায়রো)
- মোঙ্গল সাম্রাজ্য এবং ইসলামের দাওয়াত
- উসমানি সালতানাত। উত্থান থেকে পতনের যুগ।

মূলত আটটি বিষয় মনে হলেও এই আলোচনাগুলোতে ইতিহাসের আটটি বিশাল ভান্ডার লুকিয়ে আছে। হাজার হাজার বর্ণনার সারমর্ম এবং শিক্ষণীয় বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে এখানে। অধমকে বিশুদ্ধ বর্ণনার খোঁজে যেভাবে শত শত কিতাবের পৃষ্ঠায় ক্লান্তিকর ইলমি অভিযাত্রা করতে হয়েছে, তা আর উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি না। তবে এই কাজ করতে গিয়ে বিস্ময়, থ্রিল, উত্তেজনা, আনন্দ-বেদনা ও অগণিত শিক্ষার সন্নিবেশে এমন এক সুবিশাল দুনিয়া লক্ষ করেছি, লেখক ও পাঠককে আপন সত্তা হারিয়ে ইতিহাসের সেই গলিপথে ঘুরতে যেতে বাধ্য করবে, একথা নিশ্চিতরূপেই বলা যায়।

সবশেষে আরজ, কষ্টকর, ক্লান্তিদায়ক এবং প্রচুর শ্রমসাধ্য গবেষণার নানা পর্যায় পেরিয়ে আপনাদের সামনে একটি তরলায়িত, উপভোগ্য, শিক্ষণীয় ইতিহাসগ্রন্থ তুলে ধরতে পেরেছি। দোয়া করি, আমরা যেন ইতিহাস অধ্যয়নের মাধ্যমে সময়ের চাহিদা এবং সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধান গ্রহণ করতে পারি। আল্লাহর কাছে এই প্রচেষ্টা যেন কবুল হয়, এজন্য আমরা দোয়া করছি। আপনারাও আমাদের দোয়ায় স্মরণ রাখবেন।

ওয়াস সালাম
মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান
২৯ জিলহজ, ১৪৪১
২০ আগস্ট, ২০২০
ইদারা উলুমুল কুরআন, হাসান আবদাল, আটক
পাঞ্জাব, পাকিস্তান

সূচিপত্র

সিসিলির ইতিহাস ২৩
সিসিলির ভৌগোলিক অবস্থান ২৩
মুসলমানদের আগমনের পূর্বে সিসিলি ২৪
সিসিলি খেলাফতে রাশেদা ও বনু উমাইয়ার সময়ে ২৫
বনু আগলাবের শাসনামল ২৬
সিসিলিতে মুসলমানদের জ্ঞানচর্চার ইতিহাস ২৮
সিসিলি বিজয়ের পূর্ণতার ইতিহাস ২৯
সিসিলিতে মুসলিমদের পতন ৩২
সিসিলিতে বনু উবাইদ গোত্রের শাসন ৩৪
ইবনে কারহাবের স্বাধিকার আন্দোলন ৩৪
বনু উবাইদের বিজয় অভিযান এবং বিদ্রোহী আন্দোলন ৩৬
আবু ইতাফ মুহাম্মাদ বিন আশআশ আল-আজদি ৩৮
বনু কালব গোত্রের স্বায়ত্তশাসন ৩৯
হাসান বিন আলি কালবি ৩৯
আহমাদ বিন হাসান বিন আলি ৪০
রামতার যুদ্ধ ৪০
মাজাজের ঘটনা ৪৪
আহমাদ বিন হাসানের পদচ্যুতি ৪৫
আবুল কাসেম কালবি ৪৫
আবুল কাসেম কালবির উত্তরসূরিরা ৪৬
নরম্যানদের আত্মপ্রকাশ ৪৮
আফ্রিকা থেকে সাহায্য ৪৯
সিসিলিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগররাষ্ট্র এবং কালবি গোত্রের পতন ৪৯
ষড়যন্ত্রের বীজ ৫০
ইসলামি সিসিলিকে রক্ষার সর্বশেষ চেষ্টা ৫১
রজারের ভাই রবার্টের আগমন ৫২
সিনহাজিদের সহায়তা এবং সিসিলির জনগণের অকৃতজ্ঞ মনোভাব ৫২

ইবনে বা'বার জিহাদি আন্দোলন এবং বনু উবাইদের বিশ্বাসঘাতকতা ৫৩
রাজধানী পালেরমোর পতন ৫৪
প্রতিরোধের সর্বশেষ ফুলকি ৫৫
নরম্যানদের শাসনামলে মুসলমানদের জীবন ৫৬
ক্রুসেডের পেছনে নরম্যানদের কালো হাত ৫৭
দ্বিতীয় রজারের দ্বিমুখী নীতি ৬০
উত্তর আফ্রিকার আক্রমণ ৬১
আফ্রিকার বন্দি নারীদের উদ্ধারে সিসিলির মুসলমানদের ভূমিকা ৬৩
ইবনে জুবাইর আন্দালুসির সিসিলি ভ্রমণ এবং চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা ৬৭
জার্মান সাম্রাজ্যের যুগে সিসিলি ৬৯
লিওয়াসিরা শহর অবরোধ ৬৯
সুলতান আবু জাকারিয়া ইয়াহইয়া; আশার সর্বশেষ প্রদীপ ৭০
নাওয়াসিরা শহরে মুসলমান ৭১
ফ্রান্সের উপনিবেশ যুগ; মুসলমানদের অস্তিত্ব বিনাশ ৭২
সিসিলির আলেমদের কিছু আলোচনা ৭৩
ইবনে রাওয়াহা ৭৬
সিসিলির প্রতি ইকবালের মর্সিয়া গাথা ৭৭
মুসলিম সিসিলির শাসকবৃন্দের ধারাবিন্যাস ৮০
ক্রুসেডযুদ্ধ এবং আতাবেক শাসকবৃন্দ ৮৫
প্রথম ক্রুসেড ৮৬
পেট্রুস পাদরির উত্তেজনা ৮৮
ক্রুসেডযুদ্ধ মূলত কোনগুলো ৯৩
রোমান সেলজুকদের সাথে যুদ্ধ ৯৩
আন্তাকিয়ায় ক্রুসেডারদের আক্রমণ এবং দখল ৯৪
জেরুসালেমের পতন, ক্রুসেডারদের অকল্পনীয় জুলুম-অত্যাচার ৯৫
ফরাসি ঐতিহাসিক লেবানের বক্তব্য ৯৬
মসজিদুল আকসা হারিয়ে পাগলপারা মুসলমান ৯৭
শাম অঞ্চলে খ্রিষ্টানদের নতুন নতুন শহর ৯৯
জেরুসালেমের নতুন শাসক ৯৯
আতাবেক সাম্রাজ্য ১০২
ইমাদুদ্দীন জিনকি ১০২
জিনকি সালতানাত জিহাদের ময়দানে ১০৪

ফাতহুল ফুতুহ ১০৬
সুলতান ইমাদুদ্দীনের হত্যাকাণ্ড ১০৭
সুলতানের জীবনীর প্রতি এক ঝলক ১০৮
সুলতান ইমাদুদ্দীনের উত্তরাধিকারী ১০৯

নুরুদ্দীন জিনকি ১১০

দামেশক অবরোধ ১১১
নুরুদ্দীন জিনকির দামেশক দখল ১১২
নুরুদ্দীন জিনকি এবং মিশরের উবাইদি শাসন ১১৩
আসাদুদ্দীনের মিশরে প্রথম অভিযান ১১৬
মিশরে দ্বিতীয় অভিযান ১১৮
মিশরে তৃতীয় অভিযান ১১৯
সেনাপতি আসাদুদ্দীনের মন্ত্রিত্ব এবং ইনতেকাল ১২১
সালাহুদ্দীন আইয়ুবির মিশরের ক্ষমতায়ন ১২২
নুরুদ্দীন জিনকির ইনতেকাল ১২২
নুরুদ্দীন জিনকির জীবনের কিছু ঈমানদীপ্ত ঘটনা ১২২
আল-মালিকুস সালিহ ইসমাইল ১২৬
জিনকি বংশের শাসকদের প্রতি এক নজর ১২৭
আতাবেক শাসকদের ক্রমবিন্যাস ১২৮

আইয়ুবি শাসকবৃন্দ এবং ক্রুসেডযুদ্ধ ১৩১

সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবি ১৩২

দিময়াত নগরীতে ক্রুসেডারদের হামলা ১৩৫
মিশরের বুক থেকে উবাইদি শাসনের অবসান ১৩৭
পশ্চিম ত্রিপোলি (লিবিয়া) অধিগ্রহণ ১৩৮
আরেকটি ব্যর্থ বিদ্রোহ ১৩৮
সালাহুদ্দীন আইয়ুবির জীবনে আমূল পরিবর্তন ১৩৯
খুঁজে পেলেন জীবনের উদ্দেশ্য ১৪১
নুরুদ্দীন জিনকি থেকে সালাহুদ্দীন আইয়ুবি ১৪২
আলেকজান্দ্রিয়ার যুদ্ধ ১৪২
শামে অগ্রাভিযান ১৪৩
রামাল্লার পরাজয় এবং প্রতিশোধ ১৪৬
খলিফা মুসতাদির ইনতেকাল, আন নাসিরের শাসন শুরু ১৪৮

সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবির চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন ১৪৮
আল-মালিকুস সালিহের ইনতেকাল এবং আলেপ্পোর নতুন প্রশাসক ১৪৯
সালাহুদ্দীন আইয়ুবির সাথে ইজ্জুদ্দীন মাসউদের রাজনৈতিক টানাপোড়েন ১৪৯
রেজিন্যাল্ডের হিজাজে ব্যর্থ আক্রমণ ১৫০
বিরোধীপক্ষের সম্মিলিত জোট গঠন ১৫১
হালাব (আলেপ্পো) বিজয় ১৫১
শাতিম ক্রুসেডারদের শায়েস্তা করার মিশন ১৫২
মসুলের সর্বশেষ অবরোধ ১৫২
হিত্তিনের যুদ্ধ ১৫৫
রেজিন্যাল্ডের পরিণতি ১৫৮
ইসলামি বাহিনীর ধারাবাহিক বিজয়াভিযান ১৫৯

বাইতুল মাকদিস বিজয় ১৬১
বিজিত ক্রুসেডারদের সাথে সুলতানের আচরণ ১৬৬
সুলতানের মহানুভবতা; লেন পুলের ভাষ্য ১৬৭
তৃতীয় ক্রুসেড ১৬৯
মধ্যসিরিয়ায় ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে অভিযান ১৭০
তৃতীয় ক্রুসেডের পাঁয়তারা, নতুন প্রেক্ষাপট ১৭১
তৃতীয় ক্রুসেড এবং আক্কার যুদ্ধক্ষেত্র ১৭৪
ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ডের রাজার আগমন ১৭৯
একজন ইউরোপীয় নারীর আকুল আবেদন ১৭৯
আক্কা নগরীর পতন ১৮০
উপকূলের যুদ্ধক্ষেত্র ১৮১
বাইতুল মাকদিসের যুদ্ধক্ষেত্র ১৮৩
সন্ধি আলোচনা এবং রামাল্লার সন্ধি চুক্তি ১৮৫
ক্রুসেডারদের অর্জন ও বিসর্জন ১৮৬
সুলতানের অসিয়ত ১৮৭
সুলতান সালাহুদ্দীনের ইনতেকাল ১৮৮
সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবির জীবনের উপর টুকরো নজর ১৯২
আকিদা এবং চিন্তাধারা ১৯২
সুলতানের ন্যায়পরায়ণতা এবং ইনসাফ ১৯৩
অল্পতুষ্টি এবং দুনিয়াবিমুখতা ১৯৪
সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবির চরিত্র এবং ব্যক্তিত্ব ১৯৫

শরিয়ত পালনের ক্ষেত্রে কঠোর সুলতান ১৯৬
নামাজের ক্ষেত্রে সুলতানের নিয়মানুবর্তিতা ১৯৭
কুরআন মাজিদের পাগল সুলতান সালাহুদ্দীন ১৯৮
হাদিসের ভালোবাসায় সুলতান ১৯৮
চরম যুদ্ধাবস্থায় হাদিসের দরস ১৯৯
বীরত্ব ও সাহসিকতা ১৯৯
জিহাদ, আত্মার খোরাক ২০১
সামুদ্রিক জিহাদে প্রবল আগ্রহ ২০২
সুলতানের ক্ষমা এবং মহানুভবতা ২০৪
শত্রুর সাথে উত্তম আচরণ ২০৫
সুলতানের মেহমানদারি ২০৫
আলেমদের সম্মাননা প্রদানের একটি ঘটনা ২০৬
সুলতান আইয়ুবির উত্তরসূরিরা ২০৮
আল-মালিকুল আদিল ২১০
চতুর্থ ক্রুসেড ২১০
বাইজান্টাইন রোমানদের পতন ২১৪
আল-মালিকুল আদিলের পুত্র ২১৬
পঞ্চম ক্রুসেড ২১৮
আল-মালিকুল আদিলের মৃত্যু এবং তার পুত্রদের ক্ষমতা গ্রহণ ২২২
আল-মালিকুল কামিল মুহাম্মাদ ২২৩
দিময়াতের উপর ক্রুসেডারদের দখল ২২৩
নীলের বদ্বীপে ঐতিহাসিক যুদ্ধ ২২৪
ষষ্ঠ ক্রুসেড ২২৯
বাইতুল মাকদিস জার্মানদের অধীনে এবং আলেমদের আন্দোলন ২৩১
তিন ভাইয়ের ইনতেকাল ২৩২
আল-মালিকুস সালিহ নাজমুদ্দীন আইয়ুব ২৩৪
আস-সালিহ আইয়ুবের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ২৩৬
খাওয়ারিজমি সিপাহিদের সমস্যা যেভাবে নিরসন হয়েছিল ২৩৭
আস-সালিহ আইয়ুব এবং আস-সালিহ ইসমাইলের মতবিরোধ ২৩৮
বাইতুল মাকদিস ফিরে পাওয়া, গাজার যুদ্ধ ২৩৮
আস-সালিহ আইয়ুবের বিজয়গাথা এবং উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ ২৪০
সপ্তম ক্রুসেড ২৪১

আস-সালিহ আইয়ুবের অসিয়তনামা ২৪৭
তুরান শাহকে কি উত্তরাধিকার মনোনীত করা হয়েছিল ২৫৯
দিময়াতে ক্রুসেডারদের পরিস্থিতি ২৬০
নেতৃত্বে শাজারাতুদ দুর ২৬১
আল-মালিকুল মুয়াজ্জাম তুরান শাহ ২৬৭
ক্রুসেডারদের সাথে চূড়ান্ত যুদ্ধ ২৬৭
তুরান শাহের হত্যা এবং আইয়ুবি সালতানাতের পতন ২৬৯
ক্রুসেডারদের সাথে শাজারাতুদ দুরের সফল দ্বিপাক্ষিক আলোচনা ২৭২

খাওয়ারিজম সাম্রাজ্য এবং তাতার আগ্রাসন ২৭৭
তাতার ফেতনার সূচনা ২৭৮
হাদিসে নববিতে তাতার ফেতনার ব্যাপারে স্পষ্ট ইঙ্গিত ২৭৮
তাতারদের ধ্বংসাত্মক তাণ্ডবলীলা ২৭৯
খাওয়ারিজম সালতানাত ২৮৩
খাওয়ারিজমশাহি সুলতান ২৮৪
আনুশতেগিন এবং তার সন্তানাদি ২৮৪
আলাউদ্দীন তাকিশ ২৮৬
আলাউদ্দীন মুহাম্মাদ খাওয়ারিজমশাহ ২৮৮
তাতার আগ্রাসনের পূর্বমুহূর্তে ইসলামি বিশ্বের বাস্তব অবস্থা ২৯৪
গায়েবি ইশারা ২৯৫
আল্লাহওয়ালা বুজুর্গদের ভাষ্যে মুসিবতের পূর্ব আলামত ২৯৬
বাগদাদের খেলাফত এবং খাওয়ারিজমের মাঝে রাজনৈতিক টানাপোড়েন ২৯৭
চেঙ্গিস খানের আত্মপ্রকাশ ২৯৯
ইয়াসা ৩০০
চীন বিজয় ৩০১
খলিফা নাসিরের কূটনীতি ৩০২
চেঙ্গিস খানের বাণিজ্য কাফেলা ৩০৪
দূত হত্যা এবং চেঙ্গিস খানের ক্রোধ ৩০৫
প্রথম সংঘর্ষ ৩০৬
খাওয়ারিজম সুলতানের পলায়ন ৩০৮
বোখারার পতন ৩০৯
সমরকন্দের পতন ৩১২
খাওয়ারিজমি মুসলমানদের গণহিজরত ৩১৩

আলাউদ্দীন খাওয়ারিজমশাহের মৃত্যু ৩১৪
শিক্ষণীয় মুহূর্ত এবং পরিস্থিতির কুশীলবরা ৩১৫
পশ্চিমা তাতার ৩১৭
রাশিয়া এবং ইউরোপের দ্বারপ্রান্তে তাতার বাহিনী ৩১৮
ধারাবাহিক ধ্বংসযজ্ঞ ৩১৯
একজন পশ্চিমা ঐতিহাসিকের ধারাভাষ্য ৩২১
তাতারদের বর্বরতা এবং নারকীয় তাণ্ডবলীলা ৩২২
খলিফার কূটনৈতিক চাল ৩২৬

সুলতান জালালুদ্দীন খাওয়ারিজমশাহ ৩২৯
নতুন করে জিহাদের প্রস্তুতি; বিজয়ের ধারাবাহিকতা ৩৩২
গজনি এবং পারওয়ানের যুদ্ধ ৩৩৩
ইসলামি বাহিনীতে ফাটল ৩৩৭
হিন্দুস্তানে সুলতান ৩৪২
দিল্লি সুলতানের নিকট সাহায্য কামনা ৩৪৫
ইরানে সুলতান : নতুন প্রতিরোধ যুদ্ধ ৩৪৭
তাতার আগ্রাসন রোধে আন্তর্জাতিক সামরিক জোট গঠনের ঐতিহাসিক পরিকল্পনা ৩৪৮
বাগদাদে কূটনৈতিক ব্যর্থতা এবং খলিফার সাথে সংঘর্ষ ৩৫০
উত্তর ইরান এবং আজারবাইজানের বিজয়াভিযান ৩৫২
জর্জিয়ার বিজয় অভিযান ৩৫৩
খলিফা নাসিরের ইনতেকাল ৩৫৪
বাতেনি ফেরকার মূলোৎপাটন ৩৫৪
দ্বিতীয় দফা তাতার আগ্রাসন : চেঙ্গিসের মৃত্যু ৩৫৬
জর্জিয়ার ঐতিহাসিক যুদ্ধ ৩৫৮
সুলতানের বিরুদ্ধে মুসলিম শাসকদের সামরিক জোট ৩৫৯
তাতারদের আক্রমণ, সুলতানের আহ্বান ৩৬১
সুলতানের পরিণতি ৩৬৩
সুলতান-পরবর্তী সময়ে মুসলিমবিশ্বের অবস্থা ৩৬৪
সুলতানের সঙ্গীদের পরিণতি ৩৬৬
সালতানাতে খাওয়ারিজমের শাসকবৃন্দ : উত্থান থেকে পতন ৩৬৭

সিসিলির ইতিহাস

সিসিলি ভূমধ্যসাগরের সবচেয়ে বড় এবং সুবিস্তৃত দ্বীপ হিসেবে পরিচিত। এখানে মুসলমানদের আগমনের ইতিহাস বহু পুরোনো। তৃতীয় হিজরি শতাব্দীতে তারা সর্বপ্রথম এখানে শাসন শুরু করেন। ২১৩ হিজরি (৮২৮ খ্রিষ্টাব্দ) থেকে ৪৪৮ হিজরি (১০৯১ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত মুসলিম শাসন স্থায়ী হয়েছিল। ২৭১ বছরের এই দীর্ঘ শাসনামলে মুসলমানরা সিসিলিকে সভ্যতা, সংস্কৃতি ও উন্নতির স্বর্ণ শিখরে পৌঁছে দিয়েছিলেন। গ্রিক সভ্যতার শিরকি ছোঁয়া ও প্রভাব থেকে পবিত্র করে এই বিস্তীর্ণ দ্বীপাঞ্চলকে মুসলমানরা তাওহিদের আলোয় উদ্ভাসিত করে তোলেন। দেবদেবী ও কল্পনাপ্রসূত বিভিন্ন খোদার অলীক পুরাণ এবং রূপকথার গল্প একপাশে রেখে মুসলমানরা শিখিয়েছিলেন তাওহিদের সত্যতা ও নবীদের জীবনাদর্শ। এক আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী মুসলমানরা সিসিলিকে সর্বপ্রকার গোমরাহি, পশ্চাৎপদতা এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন ও কুসংস্কারপূর্ণ জীবন থেকে তুলে এনে জ্ঞান, প্রজ্ঞা, শান্তি ও নিরাপত্তার জীবন উপহার দিয়েছিলেন। ভূমধ্যসাগরের সকল দ্বীপের জন্য সভ্যতার কেন্দ্রভূমি হয়ে উঠেছিল সিসিলি।

সিসিলির ভৌগোলিক অবস্থান

সুবিশাল এই দ্বীপটি ইতালির দক্ষিণ এবং তিউনিসিয়ার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। ২৫ হাজার ৭শ বর্গকিলোমিটার আয়তনের এই দ্বীপটি জ্যামিতিক দৃষ্টিকোণ থেকে অনেকটা ত্রিভুজাকৃতি ধারণ করে। সবুজ-শ্যামলিমা ও নৈসর্গিক সৌন্দর্যমণ্ডিত এই দ্বীপে বহু শহর এবং গ্রাম অবস্থিত। একই সাথে এই দ্বীপে রয়েছে সুউচ্চ পর্বতশ্রেণি, কুলকুল শব্দে বয়ে চলা নদী এবং বিশাল আয়তনের ঘন জঙ্গল। এই দ্বীপের তিন কোণে তিনটি বিখ্যাত শহর অবস্থিত। চারদিক সমুদ্রবেষ্টিত হওয়ায় এই শহরগুলো জয় করা ছিল বেশ দুঃসাধ্য। সিসিলির দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থিত বিখ্যাত শহর সারাকুসা। এই শহরটি সুদীর্ঘকাল যাবত এক অপ্রতিরোধ্য শহর হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিল। স্বাভাবিকভাবেই এজন্য সিসিলির সবচেয়ে দুর্ভেদ্য নগরী হিসেবে সিরাকুসা সামরিক দিক থেকে একটি শক্তিশালী অবস্থান রাখত। এখানে একই সাথে জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা ও জ্ঞানী-গুণীদের অবস্থান ছিল উল্লেখযোগ্য।

দ্বীপের উত্তর কোণে অবস্থিত ঐতিহাসিক শহর পালেরমো। এই দ্বীপের একটি প্রাচীন শহর হিসেবে পরিচিত। বহুযুগ পূর্ব থেকে এ শহরটি সিসিলির রাজধানী হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। মুসলমানদের শাসনামলেও এই শহরটি রাজধানীর মর্যাদা পেয়েছিল। জ্ঞানবিজ্ঞান, নগরায়ন ও স্থাপত্য শৈলীতে মুসলিম শাসনে পালেরমো নিজেকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যায়। ভূমধ্যসাগরের দ্বিপায়িত নগরগুলোর মধ্যে পালেরমোকে সমসাময়িক মুসলিম স্পেনের কর্ডোভা নগরীর সাথে তুলনা করা হতো।

দ্বীপের উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত শহর মেসিনা। এখানে প্রাকৃতিকভাবে তৈরি হওয়া একটি ছোট্ট খাড়ি (চ্যানেল) সিসিলিকে ইতালির মূল ভূখণ্ড থেকে পৃথক করেছে। একে বর্তমান সময়ের ভাষায় মেসিনা প্রণালি হিসেবে ডাকা হয়। পালেরমোর পরে মেসিনাকেই সিসিলির দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর হিসেবে গণ্য করা হয়। এখানেই রয়েছে সিসিলির সবচেয়ে বিখ্যাত সমুদ্রবন্দর।

দক্ষিণ-পশ্চিম তীরে জিরজানত[২] শহর অবস্থিত। ভূমধ্যসাগরের তীর থেকে মাত্র তিন মাইল দূরে। এই শহরটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি। নৈসর্গিক অপরূপ বিভা এখানে দৃশ্যমান।

পশ্চিমে মাজারা শহর। এখানেই মুসলমানরা প্রথম তাদের পদচিহ্ন রেখেছিলেন। আফ্রিকা থেকে আসা মুসলিমরা প্রথমে এখানেই ডেরা ফেলতেন। ইসলামি বিজেতাগণ এই শহরেই তাদের জাহাজ নোঙর করতেন। এরপর এগিয়ে যেতেন ভেতরের দিকে।

সিসিলির মধ্যভাগে অবস্থিত কসরিয়ানা একটি প্রাচীন শহর। রোমানদের অধীনে এই শহর বহু বছর শাসিত হয়েছে। ঐতিহাসিক শহর হিসেবে এটি খুবই প্রসিদ্ধ।

তাওরমিনা উত্তর পূর্ব উপকূলের একটি বন্দরনগরী। বহু প্রচেষ্টার পর ২৮৯ হিজরিতে এই শহর বিজিত হয়। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতপ্রবণ পাহাড়ি এলাকায় এর অবস্থান। বেশকিছু স্বর্ণের খনি তাওরমিনাকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ করেছে।

কাতানিয়া শহর বাণিজ্যিক রাজধানী হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল। লেন্তনি উপকূল থেকে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত একটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত শহর এটি।[৩]

মুসলমানদের আগমনের পূর্বে সিসিলি

প্রাচীন সময়ে সিসিলিতে গ্রিক সাম্রাজ্য এবং কারতাজেনিক বংশের শাসন বিদ্যমান ছিল। ৫০৮ খ্রিষ্টপূর্ব সময়ে ইতালির শহর রোম একটি গণতান্ত্রিক

---

[২] আরও কিছু উচ্চারণ রয়েছে এই শহরের। যেমন, উকিজকানত, এগ্রিজেনতো ইত্যাদি।
[৩] নিহায়াতুল আরব ফি ফুনুনিল আদব লিন নুওয়াইরি, ১/২৩৪; সিসিলি অধ্যায় দ্রষ্টব্যষ্টব্য।

শাসনব্যবস্থা তৈরি করে। দেখতে দেখতে দুই শতাব্দীর মাঝে আশপাশের শহরগুলো এই শাসনের অন্তর্ভুক্ত হতে থাকে। ইতিহাসে এটিই মহান রোমান সাম্রাজ্য হিসেবে পরিচিত। একসময় দ্বীপাঞ্চল সিসিলিও এই শাসনের অধীনে এসে যায়। খ্রিষ্টপূর্ব ২১২ সালে পরিপূর্ণভাবে সিসিলিকে রোমান সাম্রাজ্যের মাঝে একীভূত করে নেওয়া হয়।

খ্রিষ্টপূর্ব একশ সালে রোমের বিখ্যাত রাজা সিজার জন্ম নেন। শক্তিশালী এই বিজেতা রোমান গণতান্ত্রিক শাসন ভেঙে বাদশাহি শাসন শুরু করেন। রোমের সুদীর্ঘ সময়ের শাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়লে সিসিলি রাজনৈতিকভাবে টানাপোড়োনের শিকার হয়। ৬৬৮ খ্রিষ্টাব্দে কনস্টান্টাইন দ্বিতীয় হত্যাকাণ্ডের শিকার হলে তার পুত্র মার্ট বেইজ সিসিলির শাসনকর্তা নির্বাচিত হন। সিসিলির ইতিহাসে এটিই সেই সময় ছিল যখন মুসলমানদের পদভারে কম্পিত হচ্ছিল উত্তর আফ্রিকার মরুভূমি। কিছুকালের মধ্যেই মুসলিম বিজেতাদের হাতে পতন ঘটে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের বিখ্যাত দ্বীপরাষ্ট্র সিসিলির।[৪]

সিসিলি খেলাফতে রাশেদা ও বনু উমাইয়ার সময়ে

হযরত উসমান গনি রা. তৃতীয় খলিফার শাসনামলে ৩৩ হিজরিসনে (৬৫৪ খ্রিষ্টাব্দ) সর্বপ্রথম সিসিলি অভিযান সূচিত হয়।[৫] হজরত মুয়াবিয়া রা. এর শাসনামলে ৪৬ হিজরি (৬৬৬ খ্রিষ্টাব্দ) বিখ্যাত সেনাপতি আবদুল্লাহ বিন কায়েসের নেতৃত্বে দ্বিতীয় অভিযান পরিচালিত হয়। এই অভিযানে সামরিক জাহাজ ব্যবহার করা হয়েছিল।[৬] এরপর উমাইয়া শাসনামলে একাধিক উমাইয়া খলিফা সিসিলি জয়ের চেষ্টা চালিয়ে যান। দ্বীপরাষ্ট্রের রোমান শাসকরা এই অভিযানগুলোর ফলে সমূহ ক্ষতির সম্মুখীন হতো। তারা এতটুকু অনুধাবন করেছিল, বেশিদিন এই অঞ্চল বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের অধীনে রাখা সম্ভব হবে না। উমাইয়া খলিফা আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের সময় ইতিহাসবিখ্যাত সেনাপতি মুসা বিন নুসাইর ৬৮ হিজরি মোতাবেক ৭০৫ খ্রিষ্টাব্দে সিসিলিতে সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। এসময় মুসলিমরা দক্ষিণ উপকূলে 'উলুইয়া' নামে একটি ছোট্ট শহর জয় করেন। তবে এসময় সিসিলির অভ্যন্তরে অনিবার্য কারণে বিজয় অভিযান পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি।[৭]

---

[৪] আল-মুসলিমুন ফি সিকিল্লিয়া, আহমাদ তাওফিক আল-মাদানি, পৃষ্ঠা- ২১-৪১; তারিখে সিকিল্লিয়া, রিয়াসাত আলি নদবি, ১/১৯-৩০, ৫৩-৬৮;

[৫] তারিখে সিকিল্লিয়া, ১/৭৪-৮০

[৬] নিহায়াতুল আরব : ২৪/২১-৫৭

[৭] তারিখে খলিফা ইবনে খাইয়াত, পৃষ্ঠা : ২৯২

বনু আগলাবের শাসনামল

সিসিলির বিজয় মূলত এই গোত্রের ভাগ্যে লিপিবদ্ধ ছিল। ঐতিহাসিকভাবে এই গোত্রের পূর্বপুরুষ এবং প্রধানতম ব্যক্তি ইবরাহিম বিন আগলাব। বনু আব্বাসের খেলাফতকালে উত্তর আফ্রিকার প্রদেশ তিউনিসিয়ার গভর্নর ছিলেন। ১৮১ হিজরি মোতাবেক ৭৯৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি খলিফা হারুনুর রশিদের নিকট তিউনিসিয়ার স্বায়ত্তশাসনের জন্য আর্জি পেশ করেন। খেলাফতের প্রতি এই গোত্রের আনুগত্য আমলে নিয়ে খলিফা সাময়িক ও স্বল্প পরিসরে তিউনিসিয়াকে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করেন। ইবরাহিম চাইলে যেকোনো অঞ্চলে সামরিক অভিযান পরিচালনা করতে পারবেন, এমনকি আঞ্চলিকভাবেও তিনি নিজের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন; প্রশাসক ইবরাহিমের হাতে এতটুকুই এখতিয়ার ছিল। দ্বিপাক্ষিক এই সমঝোতা চুক্তির ফলে শুরু হওয়া বনু আগলাবের গোত্রীয় শাসন তিউনিসিয়ায় ১১২ বছর পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই শাসন সমগ্র উত্তর আফ্রিকাকে নিজের অধীনে আনতে সক্ষম হয়েছিল। দুঃসাহসী গোত্রের সৈন্যরা ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত উপকূলীয় অঞ্চলে শক্তিশালী সামরিক অবস্থান তৈরি করেছিলেন। বিশেষভাবে তারা মুসলিম নৌবহর ও নৌবাহিনীকে অসাধারণ শক্তি-সামর্থ্য এবং অনন্য প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জন করে দিয়েছিলেন। ভূমধ্যসাগরে মুসলিম শক্তিকে চ্যালেঞ্জ করবে এমন কেউ ছিল না। এই সময় তারা উপকূলীয় অঞ্চলে অবস্থিত বড় বড় দ্বীপ রাষ্ট্রগুলোতে ইসলামি সামরিক অভিযান শুরু করেন। এই অভিযানগুলোর ফল হিসেবেই পরিপূর্ণভাবে বিজিত হয় ভূমধ্যসাগরের বুকে অবস্থিত বৃহত্তম দ্বীপ সিসিলি।

গোত্রীয় আগলাবি শাসক জিয়াদাতুল্লাহ ২১২ হিজরির রবিউল আউয়াল মোতাবেক ৮২৭ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসে বিখ্যাত কাজি আসাদ বিন ফোরাতকে সেনাবাহিনীর প্রধান সিপাহসালার নিযুক্ত করে সিসিলি অভিযানে প্রেরণ করেন। এই বাহিনীতে ছিল দশ হাজার সাহসী বীর সৈন্য। ছোট ছোট সামরিক নৌযানে চেপে তারা সিসিলির দিকে এগিয়ে যান। বাইজান্টাইন সেনাপতি মাইকেল দেড় লক্ষ সৈন্যের একটি বিশাল বাহিনী সাথে নিয়ে মোকাবেলায় নামে। কিন্তু খুব দ্রুতই সংখ্যাধিক্য তাদের পরাজয়ের পথে

ঠেলে দেয়। কাজি আসাদ তার সাহসী বাহিনী নিয়ে একের পর এক শহর জয় করতে থাকেন। বাইজান্টাইন বাহিনী প্রতিটি ময়দানে পরাজিত হয়ে মাঠ ছেড়ে পালাচ্ছিল। প্রতিটি বিজিত শহরে শক্তিশালী সামরিক অবস্থান ধরে রেখে মুসলিম বাহিনী সামনে এগিয়ে যেতে থাকে। দুর্বার গতিতে চলতে থাকা এই অভিযানের একপর্যায়ে এসে কাজি সাহেব হঠাৎ ইনতেকাল করেন। সময়টি ছিল ২১৩ হিজরির রবিউস সানি মোতাবেক ৮২৮ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাস। বিজয়ের নিদর্শন হিসেবে তাকে সেখানেই দাফন করা হয়। সেনাপতির মৃত্যুর পরেও মুসলিমবাহিনী তাদের অভিযান অব্যাহত রাখেন।

২১৪ হিজরি মোতাবেক ৮২৯ খ্রিষ্টাব্দে মুসলিম স্পেনের বিখ্যাত প্রশাসক দ্বিতীয় আবদুর রহমান তিউনিসিয়ার এই সাহসী গোত্রকে ভূমধ্যসাগরে অভিযানের জন্য সবধরনের সামরিক সহযোগিতা প্রদান করেন। নিজ উদ্যোগে ৩০০ জাহাজের একটি বিশাল বহর প্রস্তুত করে তিউনিসিয়ার উপকূলে প্রেরণ করা হয়। প্রতিবেশী মুসলিম শাসকের পক্ষ থেকে এমন অসাধারণ ও অসামান্য সহযোগিতা পেয়ে গোত্র-সেনাদের মনোবল আকাশচুম্বী হয়ে ওঠে। ভূমধ্যসাগরের দ্বীপগুলোতে বিশেষত সিসিলি অভিযানে তারা আরও বেশি উদ্যমী হয়ে ওঠেন।

ভৌগোলিকভাবে সিসিলি এক বিশাল দ্বীপাঞ্চল। এখানে বড় শহরের সংখ্যা কয়েক ডজনের মতো। পালেরমো বহু যুগ পূর্ব থেকেই এই দ্বীপের রাজধানী হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এ ছাড়াও ইটালির দক্ষিণ অংশে বেশকিছু শহর সিসিলিপ্রশাসনের অধীনে পরিচালিত হতো। ইতালির সাথে ওতপ্রোতভাবে সংযোগ অব্যাহত থাকায় বাইজান্টাইন সাহায্য এবং রসদপ্রবাহ কখনো বন্ধ হতো না। এজন্য সমগ্র দ্বীপে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করা চাট্টিখানি কথা ছিল না। এরপরেও মুসলিম বাহিনী তাদের সর্বশক্তি একত্র করে সিসিলির পূর্ণ বিজয়ের ব্যাপারে অব্যাহতভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ২১৫ হিজরি মোতাবেক ৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দে সিসিলির রাজধানী পালেরমো অবরোধ করা হয়। দীর্ঘ পাঁচ বছর অবরোধ করে রেখে অবশেষে ২২০ হিজরি মোতাবেক ৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দে দুর্জেয় এই শহর মুসলিম বাহিনী জয় করেন। এই যুদ্ধে চার হাজারের অধিক খ্রিষ্টান মৃত্যুবরণ করে। ২৪৪ হিজরি মোতাবেক ৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের প্রাদেশিক রাজধানী কসরিয়ানা মুসলমানদের অধিকারে আসে।[৮]

---

[৮] নিহায়াতুল আরব : ২৪/১১৫-১২৭, ৩৫৩-৩৬২

সিসিলিতে মুসলমানদের জ্ঞানচর্চার ইতিহাস

সিসিলি যদিও গ্রিক ও রোমান সভ্যতার শাসনামলে থাকাকালে দর্শন, কাব্য-সাহিত্য এবং চিকিৎসাশাস্ত্রে যথেষ্ট সমৃদ্ধি অর্জন করেছিল; কিন্তু মুসলিমদের আগমনের পূর্বে এই শাস্ত্রগুলো সিসিলি থেকে বলা যায় বিলুপ্ত হয়ে পড়েছিল। প্রাচীন সভ্যতার নমুনা হিসেবে কিছু ভগ্নস্তূপ এবং ছাদবিহীন কিছু মিনারা দাঁড়িয়ে ছিল সমগ্র দ্বীপ জুড়ে। মুসলমানদের আগমনের সময় সিসিলিতে সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য তেমন কিছুই ছিল না। অত্যাচারী স্বেচ্ছাচারী শাসক এবং স্বার্থান্বেষী কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মীয় মহল জনগণের কষ্ট-ক্লেশের উৎপাদনযন্ত্র ব্যবহার করে সমগ্র ইউরোপে বাণিজ্য করত। বিনিময়ে জনগণ পেত শুধু কোনোমতে খেয়েপরে বেঁচে থাকার সুযোগ। এমনকি শিক্ষাক্ষেত্রেও ন্যূনতম প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের ব্যাপারে শাসকদের কোনো মাথাব্যথা ছিল না। জনগণ মন ও মননের দিক থেকে প্রস্তরযুগে ফিরে গিয়েছিল। তাদের মগজে ছিল না কোনো চিন্তাভাবনা। দৃষ্টির সামনে সীমাবদ্ধ ছিল আগামীর ভবিষ্যৎ। আজকের দিনটি ছিল তাদের পরম পাওয়া। উত্তর আফ্রিকার মহান আগলাবি বাহিনী যখন সিসিলি জয় করে শাসন আরম্ভ করেন, তখন প্রতিটি বিজিত শহরে ফুটে ওঠে জ্ঞানচর্চার অনন্য ফল্গুধারা। কি দুনিয়াবি, কি দীনি প্রতিটি ক্ষেত্রেই সমকালীন মুসলিম স্পেনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিশ্বমানের জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার পরিবেশ সিসিলিতে তৈরি হয়েছিল সেই যুগে।

মূলত মুসলিম বাহিনী কোনো অঞ্চল জয় করলে সেই বাহিনীতে উপস্থিত থাকতেন সকল শাস্ত্রের পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ। পরবর্তীকালে বিভিন্ন অঞ্চল জয় হওয়ার পর কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শহরগুলো থেকে দলে দলে মুসলিম বিজ্ঞানীরা নতুন অঞ্চলে হিজরত করতেন। তাদের লক্ষ্য ছিল অন্ধকারে নিমজ্জিত মানবতাকে আসমানি আলোয় উদ্ভাসিত করে জ্ঞানবিজ্ঞানে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। এই লক্ষ্যে তারা সিসিলির অঞ্চলগুলোতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যান। তৈরি করেন অসংখ্য মসজিদ, মাদরাসা এবং শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান। পরবর্তীযুগে সিসিলি ভ্রমণকারীদের ভাষ্যমতে এ অঞ্চলের প্রতিটি মসজিদ-মাদরাসায় সুবিশাল লাইব্রেরি থাকার বর্ণনা পাওয়া যায়। এই গ্রন্থাগারগুলোতে একাধারে হাদিস, তাফসির, ইতিহাস, সাহিত্য, উসুল এবং সমকালীন জ্ঞানবিজ্ঞান সম্পর্কিত অজস্র গ্রন্থ সংরক্ষিত ছিল। সিসিলির মুসলিম

অধিবাসীদের অধিকাংশই আহলে সুন্নাতের অনুসারী ছিলেন। ফিকহের ক্ষেত্রে তারা মালিকি মাজহাব অনুসরণ করে চলতেন।[৯]

সিসিলি বিজয়ের পূর্ণতার ইতিহাস

জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চায় মুসলমানরা সিসিলিকে সমৃদ্ধ করলেও পূর্ণাঙ্গ সিসিলি বিজয় বহুদিন পর্যন্ত সুদূরপরাহত ছিল। এখনো সিসিলিতে মুসলমানদের আগমন শত বছর পূর্ণ হয়নি; অথচ এখানে নিয়মিত রাজনৈতিক অস্থিরতা বিরাজ করত। নিকটস্থ উত্তর আফ্রিকার আমির স্থানীয় গভর্নরদের সহযোগিতা না করার ফলে সুষ্ঠুভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করতে পারতেন না। আমিরদের পছন্দ না হলে সেই গভর্নর খুব বেশিদিন ক্ষমতায় থাকতে পারতেন না। অর্থাৎ এই অঞ্চলে নিয়মিত গভর্নর পরিবর্তন ছিল একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। সিসিলি যেহেতু উত্তর আফ্রিকার উপকূলীয় অঞ্চলের আমিরদের অধীনে শাসিত হতো ফলে এই রাজনৈতিক অস্থিরতার ঢেউ আচ্ছন্ন করত সিসিলিকেও। একজন নতুন গভর্নর এসে ক্ষমতা গ্রহণ করতে না করতেই নানা কারণে তিনি হত্যাকাণ্ডের শিকার হতেন। ফলে কিছুটা সামলে উঠতে না উঠতেই পুনরায় রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার শিকার হতো সিসিলি। কখনো কখনো এক বছরের মধ্যেই কয়েকজন গভর্নর পরিবর্তন হতো। ঠিক এই কারণে সিসিলির পূর্ণাঙ্গ বিজয় বহু বছর পর্যন্ত বিলম্বিত হয়। এই অস্থিতিশীল সময়ে বাইজান্টাইন সেনাবাহিনী সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে ভূমধ্যসাগরে অবস্থিত বেশকিছু মুসলিম দ্বীপাঞ্চল যেমন মালটা, সাইপ্রাস প্রভৃতি দখল করে নেয়। এমনকি ইতালির দক্ষিণে অবস্থিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলও মুসলমানদের হাতছাড়া হয়ে যায়।

তিউনিসিয়ায় বনু আগলাবের বিখ্যাত প্রবীণ শাসক ইবরাহিম বিন আহমাদ সিসিলির অবস্থা নিয়ে অত্যন্ত পেরেশান থাকতেন। অবশেষে তিনি তার যোগ্য পুত্র আবুল আব্বাসকে ২৮৭ হিজরি মোতাবেক ৯০০ খ্রিষ্টাব্দে সিসিলির গভর্নর হিসেবে প্রেরণ করেন। আবুল আব্বাস ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত সাহসী এবং বীর যোদ্ধা ছিলেন। সেনাবাহিনী পরিচালনাতেও তার দক্ষতা ছিল অনন্য পর্যায়ের। প্রথমেই তিনি বিদ্রোহী মনোভাবাপন্ন দলগুলোকে কঠোরভাবে শায়েস্তা করে তার আনুগত্যে নিয়ে আসেন। এরপর শক্তিশালী সেনাবাহিনী নিয়ে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন। একে একে বিজয় করেন বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ ও শহর। একপর্যায়ে পৌঁছে যান বাইজান্টাইন

[৯] আল-মুসলিমুন ফি সিকিল্লিয়া, আহমাদ তাওফিক আল-মাদানি, পৃষ্ঠা- ২২০-২৩০

সাম্রাজ্যের রাজধানী রোম শহরের উপকণ্ঠে। মুসলিম সেনাবাহিনী অবরোধ করে মহান রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী। সমকালীন পোপ ইউহান্না ইবরাহিম বিন আহমাদের পুত্র আবুল আব্বাসকে বার্ষিক কর প্রদান করার শর্তে সন্ধি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হন। কোনোমতে এই দফায় রোম শহরকে পতন থেকে রক্ষা করেন। সন্ধি হয়ে যাওয়ায় মুসলমানরা সেখান থেকে ফিরে আসেন।

আবুল আব্বাস এরপর সিসিলির পশ্চিম দিকে বাহিনী পরিচালনা করেন। এমন সময় সংবাদ আসে যে, তার পিতা তিউনিসিয়ায় মারাত্মক এক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছেন। রোগটি ছিল মানসিক। সেফ্রেনিকার মতো অনেকটা। নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে ব্যর্থ হচ্ছিলেন সম্মানিত আমির। এই পরিস্থিতিতে একবার তিনি কয়েকজন নিরপরাধ ব্যক্তির হত্যার ফরমান জারি করে বসেন। তার এমন আচরণ ও কর্মপন্থায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে স্থানীয় আমিরগণ। এই গোত্রের সাথে আব্বাসি খেলাফতের অত্যন্ত গভীর সম্পর্ক থাকার পরেও আমিরের ব্যাপারে কঠোর ভাষায় লিখিত অভিযোগ প্রেরণ করা হয়। সে-সময়ে বাগদাদের খলিফা ছিলেন মুতাজিদ বিল্লাহ।[১০]

ঠিক এই সময়েই পশ্চিম আফ্রিকায় ভ্রান্ত ইসমাইলি ফেরকার প্রবর্তক আবু আবদুল্লাহ ইয়েমেনি জোরেশোরে তার মতাদর্শ প্রচার করছিল। এমন পরিস্থিতিতে উত্তর আফ্রিকার মতো কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে একজন মানসিক বিকারগ্রস্ত শাসক বিদ্যমান থাকা খেলাফতের জন্য ছিল প্রচণ্ড হুমকিস্বরূপ। এজন্য খলিফা সুসম্পর্ক থাকার পরেও চটজলদি আহমাদ বিন ইবরাহিম বিন আহমাদকে ক্ষমতা ত্যাগ করার হুকুম জারি করেন।

গভর্নর ইবরাহিম খলিফার আদেশ মান্য করে ক্ষমতা ছেড়ে দেন। সিসিলিতে অবস্থানরত তার যোগ্য পুত্র আবুল আব্বাসকে ডেকে তিউনিসিয়ার দায়িত্ব অর্পণ করেন। এরপর তিনি নিজের চিকিৎসার দিকে মনোযোগী হন। আল্লাহর রহমতে খুব স্বল্প সময়ের মধ্যেই পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন তিনি। মানসিক বিকারগ্রস্ত থাকার সময়ে তিনি কিছু ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। যার ফলে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক নিরপরাধ মানুষ মৃত্যুবরণ ও নানাধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল। এবার তিনি কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ দরবেশি ও জিহাদের জীবন বেছে নেন। ক্ষমতার মসনদ ছেড়ে হাতে তুলে নেন ঢাল-তলোয়ার আর বর্শা। এই বৃদ্ধ বয়সে সুফিদের পোশাক পরিধান করে সিসিলিতে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর জন্য রওনা হন। সিসিলির পূর্ণাঙ্গ বিজয়ের জন্য তিনি এবার

[১০] নিহায়াতুল আরব : ২৪/১৩০-১৪৬; আল-কামিল ফিত-তারিখ, ২৮৭-২৮৯ হিজরি দ্রষ্টব্য।

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

(ত্রয়োদশ খণ্ড)

মূল

মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান

অনুবাদ

মঈনুদ্দীন তাওহীদ

তাকমিল, টঙ্গী দারুল উলূম মাদরাসা

ইফতা, জামিয়া মাদানিয়া বারিধারা, ঢাকা

ইত্তিহাদ

সূচিপত্র

বাগদাদের পতন **২১**
যেভাবে ধেয়ে এলো ভয়াবহ দুর্যোগ ২৩
খলিফা নাসেরের সময়কাল ২৩
খলিফা জাহিরের সময়কাল ২৫
মুসতানসির বিল্লাহ ২৬
যোগ্য শাসক হয়েও সাম্রাজ্যকে রক্ষা করতে না পারার কারণ ২৮
শেষখলিফা মুসতাসিম বিল্লাহ ২৯
শেষসময়ে বাগদাদের করুণ অবস্থা ৩০
রাজন্যবর্গের ভোগবিলাস ৩১
অনুষ্ঠানগুলোতে সালাতের প্রতি উদাসীনতা ৩২
হজের আয়োজনে বিলম্ব ৩৩
আসমানি সতর্কবার্তা ৩৫
ইবনে আলকামির মন্ত্রিত্ব ৩৬
মন্ত্রী এবং আমির দুয়াইদারের কোন্দল ৩৭
কারাকোরাম রাজের নতুন সিদ্ধান্ত ৩৭
খ্রিষ্টানদের পক্ষ থেকে তাতারদের প্রতি মুসলিমদের পূর্বাঞ্চলে আক্রমণের প্রস্তাব ৩৯
ফ্রান্স অধিপতির নামে হালাকু খানের চিঠি ৪০
হালাকু খানের সমরকন্দ আগমন ৪০
বাগদাদে হালাকু খানের গুপ্তচর ৪০
বাগদাদের প্রশাসন ও সামরিক বিভাগের মধ্যে দূরত্ব ৪১
দুয়াইদারের গ্রেফতারির আশঙ্কা ৪২
হালাকু খান উত্তর ইরানে ৪৩
শিয়া-সুন্নি দাঙ্গা ৪৩
ধ্বংসের আয়োজন ৪৪
তাতারদের সাথে মন্ত্রীর যোগসাজশ ৪৫
বাগদাদের সেনাবাহিনী নিয়ে আলকামির ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র ৪৬
মুসেলের গভর্নর বদরুদ্দীন লু'লুউর রাজনৈতিক অবস্থান ৪৭

খলিফার নামে সতর্কবার্তা ৪৭
হালাকু খানের অগ্রযাত্রা এবং পিছু হটা ৪৮
সেনাসংখ্যা কমানোর অব্যাহত চেষ্টা ৪৯
হালাকু খানের পক্ষ থেকে আলকামিকে বাগদাদ প্রদানের আশ্বাস ৪৯
হালাকু খানের পক্ষ থেকে ইরাকি আমিরদের হুমকি ৫০
আক্রমণের অজুহাত ৫০
খলিফা ছিলেন স্বপ্নে বিভোর ৫২
কূটনৈতিক চালে খলিফার ব্যর্থতা ৫২
হালাকু খানের চূড়ান্ত আক্রমণ; ইরাকের আমিরদের পত্র আদানপ্রদান ৫৩
ইরাকের কিছু আমির ও সেনা-অফিসারের পারস্পরিক পত্রবিনিময় ৫৩
হালাকু খান বাগদাদের সামনে ৫৪
আক্রমণে গোল্ডেনহোর্ডের অংশগ্রহণ ৫৫
খলিফার ব্যর্থ চেষ্টা ৫৬
খলিফাকে সাহায্য করতে মুহাম্মদ আল-কামিলের অস্থিরতা ৫৭
যুদ্ধের ব্যাপারে খলিফার নিকট আমিরদের আবেদন ৫৯
তাতারদের মুখোমুখি; এক ভয়ঙ্কর লড়াই ৬০
খলিফার পক্ষ থেকে পলায়নের ব্যর্থ চেষ্টা ৬২
বাগদাদ অবরোধ; তির ও পাথরের বৃষ্টি ৬২
আল্লাহ তাদের বুদ্ধি ছিনিয়ে নেন ৬৩
প্রতিরোধ ও পরাজয় ৬৩
ইবনে আলকামির চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতা ৬৪
প্রতিনিধি দলের ব্যর্থ যাত্রা ৬৫
শাহজাদা আবু বকর যখন ঘুঁটির চাল ৬৫
হালাকু খানের দরবারে খলিফা ৬৭
শহরবাসীকে নিরস্ত্র করা হয় ৬৮
জামে মসজিদের শেষখুতবা ৬৯
কেয়ামতের বিভীষিকা বাগদাদ নগরীতে ৬৯
হালাকু এবং খলিফা রাজপ্রাসাদে ৭০
প্রাসাদের রমণী ও ধনভান্ডারের পরিণতি ৭১
খেলাফত-প্রাসাদে গণহত্যা ৭২
মান এবং অপমান সব আল্লাহর হাতে ৭২
খাবার হিসেবে সম্পদ উপস্থাপন ৭৩
মুতাসিম বিল্লাহর জীবনের শেষসময়গুলো ৭৩

খলিফাকে একটি পাখির ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ ৭৪
খলিফাকে বাঁচানোর সর্বশেষ চেষ্টা ৭৪
মুতাসিমের হত্যা ৭৬
এ তাণ্ডব যেন কোনোভাবেই থামে না ৭৭
দুর্ভিক্ষ এবং মহামারি ৭৮
গ্রন্থাগার বিলীন হয়ে যায় নদীগর্ভে ৭৮
সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পর শহরের পরিবেশ ৭৮
জনৈক ফকিহর আত্মকাহিনি ৭৯
তাতারদের হাতের মুঠোয় বাগদাদ নগরী ৮০
একটি সূক্ষ্ম বিষয় ৮১
ইবনে আলকামির পরিণতি ৮২
গাদ্দারের সাথে মোঙ্গলদের আচরণ ৮৩
ইবনে আলকামির দৃষ্টান্তমূলক মৃত্যু ৮৪
বাগদাদের গাদ্দার নাসিরুদ্দীন তুসি; পরিচয় ও কর্ম ৮৫
তুসির অপকর্মের ফিরিস্তি ৮৫
বাগদাদের পতনে মুসলিম দুনিয়ার শোক ৮৮
বাগদাদের শোকে শেখ সাদির আরবি কবিতা ৯০
ফারসি ভাষায় রচিত বাগদাদকে নিয়ে শেখ সাদির শোকগাথা ৯১
বাগদাদের পতনে কাফেরদের আনন্দোৎসব ৯৩
হালাকু খানের দরবারে বদরুদ্দীন লু'লুউ ৯৪
খলিফা-পরিবারের শেষপরিণতি ৯৫
মুতাসিমের হাশেম-গোত্রীয় বিবি এবং তার মেধা ও বিচক্ষণতা ৯৫
মুতাসিমের দুই ছেলে জীবিত ছিলেন ৯৬
শাহজাদিদের উপাখ্যান ৯৬
ফাতিমা বিনতে মুতাসিম ৯৭
এক অসহায়ের ফরিয়াদ ৯৭
মুতাসিমের দৌহিত্র ৯৮
কিছু সুসংবাদ ৯৮

ইসলামি দুনিয়ার নয়া মুহাফিজ মিশরের মামলুক সালতানাত
বিভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্রের আত্মপ্রকাশ ১০০
মালিকা শাজারাতুদ দুর ১০৩
আল-মালিকুল মুয়িজ ইজ্জুদ্দীন তুর্কমানি ১০৪

বাহরিয়া ও মুয়িজিয়া ১০৪
তুর্কমানির হত্যা; শাজারাতুদ দুরের করুণ পরিণতি ১০৬
আল-মালিকুল মানসুর নুরুদ্দীন আলি ১০৮
বাগদাদের পর মোঙ্গল সেনাদের শাম আক্রমণ ১০৮
জাজিরার উপর হালাকু খানের আক্রমণ ১১০
ইরবিলের পতন ১১০
সিলভানের যুদ্ধ ১১২
সিলভান নগরী রক্ষায় ইবনে শাদ্দাদের কূটনৈতিক প্রচেষ্টা ১১৬
নবীজির সুসংবাদ; এটা আমার শহর ১২০
হালাকু খান সিলভানের রণাঙ্গনে ১২০
সিলভান পদানত করতে নিত্যনতুন কৌশল ১২২
ফোরাত পাড়ি দিয়ে শামে আক্রমণ ১২৩
হাররানের পতন ১২৩
মারদিন অভিযান ১২৩

ইসলামের নতুন শমসের; সাইফুদ্দীন মাহমুদ কুতুজ
আল-মালিকুস সালিহের দরবারে ১২৬
এক জ্যোতিষীর ভবিষদ্বাণী ১২৬
নবীজির পক্ষ থেকে সুসংবাদ ১২৭
মাহমুদ ইবনে মাওদুদ ১২৯
শাম ও মিশরে তাতার আক্রমণের আশঙ্কা ১২৯
আল্লামা কামালুদ্দীন ইবনুল আদিমের দূতালি ১৩০
শায়খুল ইসলাম ইজ্জুদ্দীন ইবনে আবদুস সালামের মত ১৩১
মিশরের রাজ-সিংহাসনে সাইফুদ্দীন কুতুজ ১৩১
কুতুজের নির্বাচনে খাওয়ারেজমি নেতৃবৃন্দের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ১৩১
কয়েকজন আমিরের আপত্তি এবং কুতুজের উত্তর ১৩২
আল-মালিকুন নাসেরকে সহযোগিতার ব্যাপারে কুতুজের আশ্বাস প্রদান ১৩২
আল-মালিকুন নাসের এবং বাইবার্সের মধ্যকার মতানৈক্য ১৩৩
আলেপ্পোর পতন ১৩৪
আল-মালিকুন নাসেরের পলায়ন; দামেশকে বিশৃঙ্খলা ১৩৬
কুতুজের পয়গাম এবং আল-মালিকুন নাসেরের বোকামি ১৩৭
সিলভান যুদ্ধের শেষ দৃশ্যপট ১৩৭
দুজন দাসের গাদ্দারি; সিলভানের পতন ১৩৮

শেষনিশ্বাস পর্যন্ত দুটি সিংহের লড়াই	১৪০
হালাকু খানের দরবারে আল-কামিলের সাহসী উচ্চারণ	১৪০
মুহাম্মদ আল-কামিলের শাহাদাত	১৪২
তিনি যেন হুসাইনি পথের পথিক	১৪২
কিতবুগা নয়ান; এক মানুষ খেকো হায়না	১৪৩
দামেশকের পতন	১৪৫
দামেশকের মুসলমানদের সঙ্গিন অবস্থা	১৪৬
শাম অধিপতি আল-মালিকুন নাসেরের পরিণতি	১৪৮
শামের শোচনীয় অবস্থা	১৪৯
বাইবার্সের মিশর প্রত্যাবর্তন	১৪৯
হালাকু খানের চিঠি	১৫০
কমান্ডারদের সাথে কুতুজের জরুরি পরামর্শ	১৫১
জিহাদের প্রস্তুতি	১৫২
মোঙ্গল দূতদের হত্যা	১৫৩
মুসলিম সেনাদের কায়রো ত্যাগ	১৫৪
শুরু হয় যাত্রা	১৫৫
খ্রিষ্টানদের সাথে চুক্তি; পশ্চাৎকে সুরক্ষিত রাখার কৌশল	১৫৭
আইনেজালুত অভিমুখে	১৫৮
কুতুজের জ্বালাময়ী ভাষণ	১৫৮
আইনেজালুত যুদ্ধ	১৫৯
কুতুজের বীরত্ব	১৬১
বিটসিয়ানের যুদ্ধ	১৬২
হায় ইসলাম!	১৬৩
চূড়ান্ত বিজয়	১৬৪
কিতবুগা নয়ানের পরিণতি	১৬৪
কুতুজের দামেশক আগমন; এক ঐতিহাসিক সংবর্ধনা	১৬৭
দামেশকে তাৎক্ষণিক গৃহীত কিছু পদক্ষেপ	১৬৮
কবিদের পক্ষ থেকে সম্মাননা	১৬৮
প্রাচ্যবিদদের ঘৃণ্য অপকর্ম	১৬৯
কিছু শুভ সংবাদ	১৭০
ইউরোপের উপর মুসলমানদের দয়া	১৭২
আইনেজালুত পরবর্তী অবস্থা	১৭৫
আল-মালিকুন নাসেরের শাহাদাত	১৭৫

সুলতান কুতুজের শাহাদাত ১৭৫
আলেমদের দৃষ্টিতে কুতুজের অবস্থান ১৭৭
সমাধি নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হলেও নাম হয়ে আছে অমর ১৭৯
মামলুকদের শক্তিপ্রয়োগ-নীতি ১৮০

বীরকেশর সুলতান রুকনুদ্দীন বাইবার্স

বাইবার্সের জীবনের সূচনাকাল ১৮২
বাইবার্সের সিংহাসনে আরোহণ ১৮৪
ক্ষমতাপ্রাপ্তির পর ১৮৬
শোবাক বিজয় ১৮৭
খেলাফত ফিরিয়ে আনার মেহনত ১৮৭
বর্ণাঢ্য আয়োজনে খেলাফতের আগমন ১৮৯
বাইবার্সকে মিশর ও শামের কর্তৃত্ব প্রদান ১৯০
তাতারদের বিরুদ্ধে পরিচালিত জিহাদ ১৯১
খালিদ ইবনে ওয়ালিদের সমাধিযুদ্ধ ১৯১
মামলুকদের ইরাক অভিযান; কারণ ও প্রয়োজনীয়তা ১৯২
ইরাক অভিযানে খলিফার অংশগ্রহণ ১৯৩
একটি ভুল পরামর্শ ১৯৪
তাতারদের সাথে যুদ্ধ এবং খলিফার শাহাদাত ১৯৫
মুসেলের যুদ্ধ ১৯৬
আস-সালিহ ইসমাইলের শাহাদাত ২০০
আল-হাকিমের খেলাফত ২০০
নতুন খলিফার জিহাদি ভাষণ ২০১
তাতার আক্রমণের আশঙ্কা; বাইবার্সের প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা ২০২
নতুন বন্ধুর খোঁজে ২০২
একটি বিস্ময়কর ঘটনা ২০৩
বাইবার্স ও বারকে খানের সম্পর্ক ২০৫
বারকে এবং হালাকু খানের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টির কারণ ২০৫
বারকে এবং হালাকু খানের রক্তাক্ত লড়াই ২০৬
নওমুসলিম তাতারদের মিশর অভিবাসন ২০৮
বারকে খানের সাথে সুলতানের কূটনৈতিক যোগাযোগ ২১০
বারকে খানের পক্ষ থেকে কূটনৈতিক যোগাযোগ ২১২
বাইবার্সের পক্ষ থেকে পাঠানো দ্বিতীয় প্রতিনিধিদল ২১৩

বারকে খানের দরবারে সুলতানের প্রতিনিধি	২১৪
মিশরের দরবারে বারকে খানের দ্বিতীয় প্রতিনিধিদল	২১৪
সুলতানের দ্বিতীয় প্রতিনিধিদল এবং রোম সম্রাটের চক্রান্ত	২১৫
সম্রাটের বিরুদ্ধে বাইবার্সের মধুর প্রতিশোধ	২১৬
বারকের দরবারে সুলতানের দূত	২১৭
ইউরোপের সাথে সম্পর্ক স্থাপন	২১৮
পরাজয় যেন তাতারদের পিছু ছাড়ছিল না	২১৯
হালাকু খানের ইউরোপপ্রীতি এবং বাইবার্সের নতুন চাল	২১৯
হালাকু খানের মৃত্যু	২২০
আবাকা খানের অভিষেক; বারকে খানের আরেক বিজয়	২২১
ইরাক আক্রমণের পরিকল্পনা	২২১
বারকে খানের ইনতেকাল	২২২
ফিরিঙ্গিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ	২২৩
কায়সারিয়া বিজয়	২২৫
আল-বিরা শহরের পুনর্নির্মাণ	২২৬
হাইফা, এটলিট এবং আরসুফ বিজয়	২২৭
সাফেদ দুর্গ দখল	২২৯
আক্কা অভিযান	২৩০
জাফফা এবং আরনুম বিজয়	২৩১
ত্রিপোলি আক্রমণ	২৩২
আন্তাকিয়া বিজয়	২৩৩
ভয় করি না, ধরি না কো ধার	২৩৪
সুলতানের আজিব খেল	২৩৫
ছদ্মবেশ ধরার কারণ	২৩৭
হজের সফর	২৩৭
শামের ভূমিতে সুলতানি ঝড়; আক্কা ও ক্রাকডেস যুদ্ধ	২৩৮
ইউরোপ রাজদের অষ্টম ক্রুসেডযাত্রা	২৪০
বাতেনিদের বিরুদ্ধে অভিযান	২৪১
অষ্টম ক্রুসেড	২৪২
তিউনিসের যুদ্ধ	২৪২
শামের যুদ্ধ	২৪৩
শামের শেষ অভিযান	২৪৪
ক্রাকডেস দুর্গ	২৪৪

সাইপ্রাসে মুসলিম নৌবহর ধ্বংস	২৪৪
আক্কা এবং ত্রিপোলি আক্রমণ; মাউন্ট ফোর্ড বিজয়	২৪৫
তাতার-যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্ব	২৪৭
তাতারদের অগ্রযাত্রা এবং পশ্চাৎগমন	২৪৭
আমির কালাউনের হাতে তাতারদের পরাজয়	২৪৮
সুলতান বাইবার্স আবারও দামেশকে	২৪৯
বৃটেনের সাথে আবাকার কূটনৈতিক যোগাযোগ	২৪৯
আনাতোলিয়ার সীমান্ত এলাকায় অভিযান	২৫০
আল-বিরার উপর তাতারদের ব্যর্থ আক্রমণ	২৫০
আনাতোলিয়ায় আবাকা খানের কর্তৃত্ব	২৫১
আফ্রিকার বিজয়াভিযান	২৫১
এক ঐতিহাসিক যুদ্ধ	২৫১
সুলতান বাইবার্সের ইনতেকাল	২৫৪
হঠাৎ মৃত্যুর কারণ	২৫৪
মৃত্যু সম্পর্কিত একটি দুর্বল বর্ণনা	২৫৫
ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে সুলতান বাইবার্স রহ.	২৫৫
উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড	২৫৭
সুলতানের বাস্তবায়িত প্রধান কিছু প্রকল্প	২৫৭
যোগাযোগ-ব্যবস্থার উন্নয়ন ও রণতরী নির্মাণ	২৫৮
আলেকজান্দ্রিয়া-প্রণালি খনন	২৫৮
আবলাক প্রাসাদ এবং সেতু	২৫৮
আজ-জাহিরিয়ার গোড়াপত্তন	২৫৯
মসজিদে নববির পুনর্নির্মাণ	২৫৯
রওজায়ে আতহারের সুরক্ষা	২৫৯
হারামাইনের খেদমত	২৬০
মাদরাসায়ে জাহিরিয়া	২৬০
মসজিদে জামে আজহারের সংস্কার এবং আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিস্থাপন	২৬০
জামে হুসাইনিয়ার প্রতিষ্ঠা	২৬১
বিজিত এলাকায় মসজিদ নির্মাণ	২৬১
আল-কুদসের সেবায়	২৬১
দামেশকের জামে মসজিদের নতুন ব্যবস্থাপনা	২৬২
উন্নত গোয়েন্দা বিভাগ	২৬২

সুলতান বাইবার্স; ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব	২৬৪
আলেমদের সাথে সুসম্পর্ক	২৬৪
মতাদর্শীয় উদারতা	২৬৪
সালাতের পাবন্দি, গর্হিত কাজ পরিত্যাগ	২৬৫
তিনি বন্ধুত্বের বন্ধন রক্ষা করতেন	২৬৫
ন্যায়পরায়ণতা	২৬৬
জনসাধারণের ক্ষতি তিনি সহ্য করতে পারতেন না	২৬৭
ছদ্মবেশে বিচরণ	২৬৭
শাস্তিপ্রয়োগে কঠোরতা	২৬৮
ক্ষমা ও দয়া	২৬৮
দানশীলতা	২৬৯
উপকারের প্রতিদান	২৭০
সংকোচহীন জিন্দেগি	২৭০
ছদ্মবেশ ধারণে বিশেষ পারদর্শিতা	২৭১
ভেদ অপ্রকাশ রাখা	২৭২
শরয়ি শাস্তির প্রয়োগ	২৭২
চারিত্রিক পদস্খলনে তার কঠোরতা	২৭২
বাদশাহি এবং দীনের হেফাজত	২৭৩
সমরবিদ্যার উৎকর্ষ সাধন	২৭৩
সাহসীদের পৃষ্ঠপোষকতা	২৭৩
শিকারের প্রতি আগ্রহ	২৭৪
সাদামাটা জীবন	২৭৪
সুলতানের গ্রহণযোগ্যতা	২৭৪
উসতাদের মর্যাদা	২৭৫
গণমানুষের আওয়াজকে আল্লাহর বার্তা মনে করো	২৭৬
প্রাচ্যজনদের আচরণ	২৭৭
আল-মালিকুস সায়িদ বারকে খান	২৭৯
আল-মালিকুল আদিল বদরুদ্দীন সুলামিশ	২৮০
সুলতান সাইফুদ্দীন কালাউন	২৮০
আমির সুনকুরের বুদ্ধিমত্তা	২৮১
খালিদ ইবনে ওয়ালিদের সমাধিযুদ্ধ	২৮২
আবাকার মৃত্যু	২৮৫
নওমুসলিম মোঙ্গল শাহজাদা টেকুডার আহমাদের সিংহাসনে আরোহণ	২৮৫

আহমাদ খানকে হত্যা; আরগুন খানের ক্ষমতায় আরোহণ	২৮৭
আর্মেনিয়ার খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ	২৮৭
অমুসলিম তাতারদের সঙ্গে ইউরোপের সখ্য	২৮৮
শামে খ্রিষ্টানদের পরাজয়	২৮৯
ত্রিপোলি বিজয়	২৮৯
আক্কা আক্রমণ; কালাউনের ইনতেকাল	২৯০
কালাউনের শাসনকালের কিছু বৈশিষ্ট্য	২৯০
খলিল আল-আশরাফ	২৯২
আক্কা বিজয়	২৯২
ধ্বংস হয়ে যায় ক্রুসেডের স্মৃতিচিহ্ন	২৯৩
ইউরোপের সাংস্কৃতিক বিপ্লব	২৯৩
আর্মেনিয়া বিজয়	২৯৪
খলিল আল-আশরাফের হত্যা	২৯৪
আল-মালিকুন নাসের মুহাম্মদ ইবনে কালাউন (প্রথম পর্ব)	২৯৫
যাইনুদ্দীন কিতবুগা; মিশরের সিংহাসনে নওমুসলিম তাতার	২৯৬
আল-মালিকুল মানসুর হুসামুদ্দীন লাজিন	২৯৮
আল-মালিকুন নাসের ইবনে কালাউন (দ্বিতীয় পর্ব)	৩০০
মোঙ্গলদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব	৩০০
মিশরের আমিরদের সাথে গাজানের যোগসাজশ	৩০১
হিমসের যুদ্ধ	৩০১
শামে আতঙ্ক বিরাজ	৩০৫
ইমাম ইবনে তাইমিয়ার সাহসিকতা; গাজানের সাথে কথোপকথন	৩০৬
দামেশকে মোঙ্গলদের লুটপাট; শহর পদানত করার চেষ্টা	৩০৭
ইবনে তাইমিয়ার সাথে মোঙ্গল শাসকের কথোপকথন	৩০৯
ইবনে তাইমিয়ার চেষ্টায় মদ্যশালা বন্ধ	৩১১
মোঙ্গলদের শাম ত্যাগ	৩১১
বিদ্রোহীদের দমন করতে ইবনে তাইমিয়ার তৎপরতা	৩১২
হতাশা কাটিয়ে উঠতে মুসলমানদের প্রতি ইবনে তাইমিয়ার আহ্বান	৩১২
মিশরের সুলতানের নামে ইবনে তাইমিয়ার পত্র	৩১৩
জাতীয় ঐক্য গঠনে ইবনে তাইমিয়ার ভূমিকা	৩১৬
তাতার আক্রমণ	৩১৭
রোজা ভাঙার ফতোয়া	৩১৭
শাকহাব যুদ্ধ	৩১৭

ইমাম ইবনে তাইমিয়ার বীরত্ব ৩১৮
তাতারদের শোচনীয় পরাজয় ৩১৯
গাজানের মৃত্যু ৩২০
বাতিল ফেরকাগুলোর অপতৎপরতা; ইবনে তাইমিয়ার সতর্কবার্তা ৩২০
রাফেজিদের বিরুদ্ধে সেনাভিযান ৩২১
আল-মালিকুন নাসেরের অব্যহতি গ্রহণ ৩২২
রুকনুদ্দীন বাইবার্স জাশেনকির ৩২৩
ইবনে তাইমিয়াকে নজরবন্দি; জাশেনকিরের পতন ৩২৩
আল-মালিকুন নাসের; শাসনের তৃতীয় পর্ব ৩২৫
জিহাদি কর্মধারা ৩২৫
খ্রিষ্টানদের অপতৎপরতা ৩২৬
উমাইয়া মসজিদের সফেদ মিনার ৩২৬
ইবনে তাইমিয়ার গ্রেফতারি এবং ইনতেকাল ৩২৭
আল-মালিকুন নাসেরের ইনতেকাল ৩২৭
এক নজরে আল-মালিকুন নাসেরের শাসনকাল ৩২৭
উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড ৩২৮
বাহরি মামলুকদের পতন ৩২৯
নাসেরের সন্তানদের হুকুমত ৩২৯
আল-মালিকুল মানসুর আবু বকর ৩৩০
আল-মালিকুল আশরাফ আলাউদ্দিন কাচাক ৩৩০
আল-মালিকুন নাসের আহমাদ ৩৩০
আল-মালিকুস সালিহ ইসমাইল ৩৩০
আল-মালিকুল কামেল শাবান ৩৩১
আল-মালিকুল মুজাফফর আমির হাজ ৩৩১
আল-মালিকুন নাসের হাসান, প্রথম পর্ব ৩৩২
আল-মালিকুস সালিহ সালিহ ৩৩২
আল-মালিকুন নাসের হাসান, দ্বিতীয় পর্ব ৩৩২
কালো মৃত্যু ৩৩৩
ইবনে কালাউনের নাতিদের শাসনকাল ৩৩৫
মানসুর সালাহুদ্দীন ইবনুল মুজাফফর আমির হাজ ৩৩৫
আশরাফ শাবান ইবনে হুসাইন ৩৩৫
আলি ইবনে শাবান ইবনে হুসাইন ৩৩৬
আমির হাজ যাইনুদ্দীন ইবনে শাবান ৩৩৭

বাহরি মামলুকদের সংক্ষিপ্ত তালিকা ৩৩৮
বুরুজি মামলুক ৩৪২
বুরুজিদের প্রথম শাসক আজ-জাহির বারকুক ৩৪৩
আল-মালিকুন নাসের ফারজ ইবনে বারকুক, প্রথম পর্ব ৩৪৪
আল-মালিকুল মানসুর আবদুল আজিজ ৩৪৫
ফারজ ইবনে বারকুক, দ্বিতীয় পর্ব ৩৪৫
মুসতাঈন বিল্লাহ ৩৫৩
আল-মালিকুল মুয়াইয়াদ শায়েখ মাহমুদি ৩৫৫
আল-মালিকুল মুজাফফর ইবনে মাহমুদি ৩৫৫
আমির ততর ৩৫৫
মুহাম্মদ বিন ততর ৩৫৬
সুলতান আশরাফ বারাসবায়ি ৩৫৬
ইউসুফ ইবনে বারাসবায়ি ৩৫৭
আজ-জাহির জুকমুক ৩৫৭
ফখরুদ্দীন উসমান ইবনে জুকমুক ৩৫৮
আল-মালিকুল আশরাফ সাইফুদ্দীন ইনাল আলায়ি ৩৫৯
আহমাদ ইবনে ইনাল ৩৫৯
খুশকাদাম নাসেরি ৩৫৯
বালবায়ি আল-মুয়াইয়াদ ৩৬০
আল-মালিকুজ জাহির তৈমুর বুগা ৩৬০
আল-মালিকুল আশরাফ কাইতবায়ি ৩৬০
মুহাম্মদ আন-নাসের ইবনে কাইতবায়ি, প্রথম পর্ব ৩৬২
কানসুহ আল-আশরাফি ৩৬২
মুহাম্মদ ইবনে কাইতবায়ি, দ্বিতীয় পর্ব ৩৬২
কানসুহ আজ-জাহিরি আবু সায়িদ ৩৬৩
আল-মালিকুল আশরাফ জানবালাত ৩৬৩
আল-মালিকুল আদেল তুমান বায়ি (প্রথম) ৩৬৫
কানসুহ ইবনে আবদুল্লাহ ঘুরি ৩৬৫
দ্বিতীয় তুমান বায়ি ৩৬৯
মামলুক সাম্রাজ্য; কিছু কথা ৩৬৯
বুরুজি মামলুকদের সংক্ষিপ্ত তালিকা ৩৭১
শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে মামলুকদের অবদান ৩৭৫
জ্ঞান-সাধনা ৩৭৫

মসজিদ এবং খানকা নির্মাণ ৩৭৭
হাসপাতাল ৩৭৭
গ্রন্থাগার ৩৭৮
বিচ্ছিন্নতাবাদ দমন ৩৭৮
হারামাইন শরিফাইনের খেদমত ৩৭৯
সামাজিকভাবে আলেমদের অবস্থান এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা ৩৮০

কায়রোর আব্বাসি খেলাফত
মুসতানসির বিল্লাহ আহমাদ ৩৮১
আল-হাকিম আহমাদ ইবনে আবু আলি ৩৮২
আল-মুসতাকফি সুলাইমান ইবনে হাকেম ৩৮২
আল-ওয়াসিক বিল্লাহ ইবরাহিম ইবনে মুতামাসসিক ৩৮৩
আহমাদ ইবনে মুসতাকফি আল-হাকিম ৩৮৫
আল-মুতাজিদ বিল্লাহ আবু বকর ইবনে মুসতাকফি ৩৮৫
আল-মুতাওয়াক্কিল মুহাম্মদ ইবনে মুতাজিদ, প্রথম পর্ব ৩৮৬
মুতাসিম জাকারিয়া ইবনে ইবরাহিম, প্রথম পর্ব ৩৮৬
আল-মুতাওয়াক্কিল মুহাম্মদ ইবনে মুতাজিদ, দ্বিতীয় পর্ব ৩৮৬
আল-ওয়াসিক বিল্লাহ উমর ইবনে ইবরাহিম ৩৮৭
মুতাসিম জাকারিয়া ইবনে ইবরাহিম, দ্বিতীয় পর্ব ৩৮৭
আল-মুতাওয়াক্কিল মুহাম্মদ ইবনে মুতাজিদ, তৃতীয় পর্ব ৩৮৮
আল-মুসতাঈন আব্বাস ৩৮৮
আল-মুতাজিদ দাউদ ৩৮৯
মুসতাকফি সুলাইমান ৩৮৯
আল-কায়েম বি-আমরিল্লাহ হামজা ৩৯০
আল-মুসতানজিদ ইউসুফ ৩৯০
আল-মুতাওয়াক্কিল আবদুল আজিজ ইবনে ইয়াকুব ৩৯০
আল-মুতামাসসিক বিল্লাহ ইয়াকুব ইবনে আবদুল আজিজ ৩৯১
আল-মুতাওয়াক্কিল আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ৩৯১
মিশরের আব্বাসি খেলাফত; একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা ৩৯২
কায়রোর আব্বাসি খেলাফতের সংক্ষিপ্ত তালিকা ৩৯৬

বাগদাদের পতন

হিজরি ৬৫৬ সন; ১২৫৭ খ্রিষ্টাব্দ

যেভাবে ধেয়ে এলো ভয়াবহ দুর্যোগ

মোঙ্গলদের বিধ্বংসী স্রোত মুসলিমবিশ্বের অধিকাংশ অঞ্চল গ্রাস করার পর খেলাফতের রাজধানী বাগদাদের সামনে এসে কয়েক বছর পর্যন্ত থেমে থাকে। এর মধ্যে মোঙ্গলদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে পরিবর্তন হয়। ক্ষমতা আসে তাতার-নেতা চেঙ্গিস খানের নাতি মোঙ্গে খানের নিকট। তবে ইরান ও খোরাসান থাকে তার অপর নাতি হালাকু খানের নেতৃত্বে।

আল্লাহ তায়ালা খেলাফতের প্রাসাদে অবস্থানকারীদের সুযোগ দিয়েছিলেন। মোঙ্গলদের স্রোত থামিয়ে নিজেদের শোধরানোর মওকা দিয়েছিলেন; কিন্তু তারা বরাবরের মতোই উদাসীনতার ঘুমে ডুবে ছিল। খোদাপ্রদত্ত এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে করতে পারেনি নিজেদের অবস্থার উন্নতি; ফলে যা হওয়ার তা-ই হয়েছে। ঐশী-বিধান অনুসারে তারা পরিণত হয়েছে পৃথিবীর জন্য এক শিক্ষার উপাদানে।

খলিফা নাসেরের সময়কাল

খেলাফতে আব্বাসিয়ার শেষকালে রাজধানী বাগদাদের অবস্থা কীরূপ ছিল, সেটা নিয়েও একটু পর্যালোচনা করা জরুরি মনে করছি।

আব্বাসি খেলাফতের অন্তিম সময়ে মসনদে আসীন হয়েছিলেন খলিফা নাসের। তার খেলাফতকাল ছিল প্রায় সাতচল্লিশ বছর। অধিকাংশ ঐতিহাসিকদের মতানুসারে তার আমলেই আব্বাসি খেলাফতের কপালে পতনের তিলকচিহ্ন ফুটে ওঠে। ঐতিহাসিক ইবনে কাসির রহ. বলেন, প্রজাদের সাথে তার আচরণ ছিল জঘন্য পর্যায়ের। অত্যাচারে অতিষ্ঠ ছিল সবাই। তার সময়ে ইরাক বিরানভূমিতে পরিণত হয়েছিল। স্থানীয় অধিবাসীরা তার অত্যাচার থেকে মুক্তি পেতে বাগদাদ ছেড়ে পাড়ি জমিয়েছিল বিভিন্ন দেশ ও জনপদে। খলিফা তাদের ভিটেমাটি দখল করে নিয়েছিলেন। কাজ-কারবারে আরোপিত করেছিলেন বিভিন্ন বিধিনিষেধ।

একদিন একরকম সিদ্ধান্ত জানাতেন। পরেরদিনই তা উলটে যেত। রমজান মাসে তিনি রোজাদারদের জন্য ইফতারের আয়োজন শুরু করেন; কিন্তু

কিছুদিন পরই তা বন্ধ করে দেন। জনগণের উপর থেকে কিছু কর লাঘব করার ঘোষণা দিয়ে কিছুদিন পরেই তা পুনর্বহাল করেন। গুলতি চালনা ছিল তার পছন্দের খেলা। পাখি এবং কবুতর পালন করে সেগুলো নিয়ে খেলতামাশা করা ছিল তার প্রিয় অভ্যাস।[১]

মোটকথা, এসব অহেতুক খেলাধুলার কারণে সামরিক অভিযানে সহায়তাকারী শরীরচর্চা ও অনুশীলন কমে গিয়েছিল। তরবারি চালনা, তিরন্দাজি, ঘোড়দৌড়ের মতো খেলাগুলোর প্রতি লোকেরা আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিল। অনিবার্য কারণে ইরাকে দেখা দিয়েছিল সামরিক বলে বলীয়ান পুরুষশূন্যতা। নাসেরের ভোগবাদী স্বভাবের কারণে জনগণের মধ্য থেকে শুধু জিহাদের চেতনাই হারিয়ে যায়নি; বরং ভবিষ্যতে ইসলামের শত্রুদের মোকাবেলা করবে এমন শক্তিটুকুও নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। ইবনে খালদুনের বক্তব্য অনুসারে খলিফা নাসেরের এই ভোগবিলাসিতাই আব্বাসি খেলাফতের বিদায়ঘণ্টা বাজিয়ে দেয়।[২]

খলিফা নাসের ছিলেন খুবই কৃপণ। সম্পদ সঞ্চয় করার বাতিক ছিল প্রবল। প্রাসাদে তিনি একটি গোপন কূপ খনন করেছিলেন। সেখানে জমা করেছিলেন প্রচুর স্বর্ণ। তিনি এই গোপন কূপের নিকট গিয়ে প্রায়ই বলতেন, 'আহ! এই কূপ সম্পদে পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত আমি কি বেঁচে থাকব?'[৩]

ইতঃপূর্বে আমরা বিস্তারিত আকারে বলে এসেছি যে, খলিফা নাসের চেঙ্গিস খানকে খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যে আক্রমণ করার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। এর ভয়াবহ পরিণতিতে মধ্যএশিয়া এবং খোরাসান থেকে শুরু করে হিন্দুস্থান ও ইরাকের বিশাল সীমানাজুড়ে কায়েম হয়েছিল তাতার সাম্রাজ্য। এই বিস্তীর্ণ ভূমির মুসলিম আবাদিগুলো মিশে গিয়েছিল মাটির সাথে।

তার সময়েই ঘটেছিল আরেক ভয়ানক কাণ্ড; বাগদাদে অবস্থানকারী বিভিন্ন দল-উপদলের মধ্যকার কোন্দল পৌঁছে গিয়েছিল চরমে। মতাদর্শীয় বিভেদ-কেন্দ্রিক বিদ্বেষ বেড়ে গিয়েছিল অতিমাত্রায়। শুধু জনগণ নয়, রাজপ্রাসাদের কর্মকর্তাদের মধ্যেও দেখা দিয়েছিল মতবাদ-কেন্দ্রিক সংকীর্ণতা। মাজহাবগত পার্থক্য থাকার কারণে এক পক্ষ ঘৃণা করা শুরু করেছিল অপর পক্ষকে। এদেরই এক পক্ষ শেষমেশ বাগদাদের পতন তরান্বিত করে।

---

১. আল-কামিল ফিত তারিখ : হিজরি ৬২২ সন।

২. তারিখে ইবনে খালদুন, দারুল ফিকর : ৩/৬৬০

৩. আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া : ১৭/২৬০; সম্ভবত সেখানে আরও দুটি কূপ ছিল, হিজরি ৬৫৬ সনে হালাকুখান যা লুট করে নেয়।

হাফেজ জাহাবি রহ. লেখেন : 'আশুরা-কেন্দ্রিক শোকমিছিল দীর্ঘদিন বন্ধ ছিল; কিন্তু খলিফা নাসেরের সময় তা আবার চালু হয়ে যায়। অনিবার্য ফলস্বরূপ শিয়া-সুন্নি দাঙ্গার আগুনও ফের জ্বলে ওঠে। দীর্ঘদিন পর হিজরি ৫৮৬ সনের মহররম মাসে চালু-হওয়া এই শোকমিছিলে শিয়ারা সেদিন স্লোগান দিয়ে বলেছিল, "এখন আর চুপ থাকার সময় নেই। এখন আর তাকিয়া করার প্রয়োজন নেই।" এ সময় তারা প্রকাশ্যে সাহাবায়ে কেরামের বিরুদ্ধে মানহানিকর বক্তব্য প্রদান করে। যার কারণে জনগণের মধ্যে দেখা দেয় চরম উত্তেজনা। পরবর্তী বছর থেকে মহররম এলেই দাঙ্গা হয়ে ওঠে বাগদাদের পরিচিত চেহারা।'[৪]

খলিফা জাহিরের সময়কাল

খলিফা নাসেরের পর বাগদাদের মসনদে সমাসীন হন তার পুত্র জাহির। খলিফা জাহিরের সময়কাল ছিল সংক্ষিপ্ত; তবে ব্যতিক্রম। তিনি তার পিতার মতো ছিলেন না। পিতার বিপরীত তিনি ছিলেন সৎ, মুত্তাকি, দয়াশীল ও মহানুভব ব্যক্তিত্ব। তিনি গুরুত্ব সহকারে সুন্নাহর অনুসরণ করতেন। ব্যক্তি-জীবনে সত্যের পথে থাকার চেষ্টা করতেন। তিনি তার শাসনামলে নির্দোষ কয়েদিদের মুক্তি দেন। তাদের উপর আরোপিত অর্থদণ্ড মাফ করেন। তার খেলাফত আমলেই জিনিসপত্রের দাম স্বাভাবিক হয়। জনগণ ফেলে স্বস্তির নিশ্বাস।

আল্লামা ইবনে আসির রহ. লেখেন : খলিফা হয়ে তিনি ফিরিয়ে এনেছিলেন উমর ইবনুল খাত্তাব ও উমর ইবনে আবদুল আজিজের যুগ। কেউ যদি বলে উমর ইবনে আবদুল আজিজের পর তার মতো কোনো শাসক আসেনি, তবে সে মিথ্যাবাদী হবে না। এই দরদি খলিফা তার পিতাসহ পূর্ববর্তী সকল খলিফার দখলীকৃত সম্পদ প্রাপ্যদের মাঝে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন এবং সকল শহরের উপর থেকে তুলে নিয়েছিলেন অতিরিক্ত করের বোঝা।

বিগত খলিফার সময়ে রাজগুপ্তচররা বিভিন্ন সভা-সমাবেশে ঘুরে বেড়াত। জনসাধারণের পারস্পরিক কথাবার্তার তথ্য লিখে পাঠাত খলিফার দরবারে। কিন্তু খলিফা জাহির গুপ্তচরদের এ ধরনের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে নিষেধ করে বলেন, "জনগণের ব্যক্তিগত আলাপচারিতা শুনে আমাদের কাজ কী? আমাদের কেবল সেসব তথ্যের প্রয়োজন, যা রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কিত!" তাকে বলা হয়, "এতে করে তো পরিস্থিতি বিগড়ে যাবে।" খলিফা জাহির উত্তর দেন, "আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করব, তিনি যেন পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে দেন।"

---

৪. আল-ইবার : হিজরি ৫৮২ সন।

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

(চতুর্দশ খণ্ড)

মূল
মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান

অনুবাদ
আবদুর রশীদ তারাপাশী

ইত্তিহাদ

সূচিপত্র

মোঙ্গল সালতানাত এবং ইসলামের দাওয়াত
অস্তিত্বের লড়াই ২৭
অস্তিত্বের লড়াইয়ের চারটি রণাঙ্গন ৩১
স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে জিহাদি আন্দোলন ৩২
তাতারদের মধ্যে ইসলাম-প্রচার ৩৪
চেঙ্গিস খান ও তার উত্তরাধিকারীগণ ৩৪
মোঙ্গলিয়ান খানাত ৩৬
উকতাই খান ৩৬
খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি ৩৬
কিন সাম্রাজ্য উজাড় ৩৭
ইউরোপ এবং পশ্চিম-রাশিয়া বিজয় ৩৭
তুরাকিনা খাতুন ৩৯
গুয়ুক খান বিন উকতাই খান ৩৯
মঙ্গো খান বিন তোলুই খান ৩৯
আরতাক বুকা বিন তোলুই খান ৪০
কুবলাই খান বিন তোলুই খান ৪০
কিপচাক খানাত গোল্ডেনহোর্ড ৪১
জুচি খান ৪১
বাতু খান ৪২
বারকা খান ৪২
ইলখানি সাম্রাজ্য ৪৩
হালাকু খান ৪৩
আবাকা খান ৪৩
চুগতাই সাম্রাজ্য ৪৪
ইসলামি দাওয়া-তৎপরতায় জটিলতাসমূহ ৪৪

তাতারদের উপর বৌদ্ধমতের প্রভাব	৪৭
তাতারদের উপর খ্রিষ্টবাদের প্রভাব	৪৭
কিপচাক খানাতে ইসলামের দাওয়াত	৫০
শাহজাদি খান-সুলতান : ইতিহাসের পালাবদলে এক মহীয়সী মুবাল্লিগ	৫০
জুচি খান এবং ইসলাম	৫১
বাতু খানের শাসনামলে	৫৬
শাসক হওয়ার আগে বারকা খান	৫৭
বারকা খান এবং শায়েখ সাইফুদ্দীন বাখারজি রহ.	৫৭
গোল্ডেনহোর্ডে শায়েখ সাইফুদ্দীন বাখারজি রহ.-এর প্রতিনিধি	৫৮
আল্লাহর ওলিদের সঙ্গে সাক্ষাতে আগ্রহী বারকা খান	৫৯
শায়েখ বাখারজি রহ.-এর অমুখাপেক্ষিতা	৬০
দরবেশের কুটিরে শাহজাদা	৬০
ইসলামের প্রচার-প্রসারে বারকা খানের আগ্রহ	৬২
বারকা খান এবং সিরতাকের মধ্যে দ্বন্দ্ব	৬২
বারকা খানের যে দোয়া আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছিল	৬৩
বারকা খানের বিরুদ্ধে আরেক চক্রান্ত	৬৪
রাজ-মসনদে বারকা খান (৬৫২-৬৬৫ হিজরি)	৬৪
বারকা খান ও ইসলামের খেদমত	৬৫
বারকা খানের দীনি আবেগের একটি ঘটনা	৬৭
উজবেক খানের শাসনামল এবং ইসলামের প্রচার-প্রসার	৬৯
ইলখানিদের মধ্যে ইসলামের প্রচার-প্রসার	৭১
আবাকা খানের যুগে	৭১
তাকুদারের শাসনামলে	৭১
বাগদাদবাসীর নামে সুলতান আহমাদ খানের চিঠি	৭৩
সুলতান আহমাদ খানের কৃতিত্ব	৭৩
আহমাদ খানের বিরুদ্ধে প্রাচ্যবিদদের অমূলক প্রোপাগান্ডা	৭৪
মিশরের সুলতানের নামে আহমাদ তাকুদারের পত্র	৭৫
সুলতান আহমাদ খানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ	৭৭
অরগুন খানের বাদশাহি	৭৭
ইহুদি-মন্ত্রী সাদুদ্দৌলাহর ইসলামবিদ্বেষ	৭৮
ইহুদি সাদুদ্দৌলাহর হত্যা এবং অরগুন খানের মৃত্যু	৭৯

কায়খাতুর শাসন এবং তার পরিণতি ৭৯
অমুসলিম মোগল শাসক এবং ইসলাম ৮০
গাজান বিন অরগুন ৮১
গাজান কীভাবে মুসলমান হলেন? ৮২
গাজানের ইসলামগ্রহণ নিয়ে অহেতুক সন্দেহ ৮৫
গাজান কর্তৃক শাম আক্রমণ ৮৫
ইলখানি সাম্রাজ্যে রাফেজিদের তৎপরতা ৮৭
উলজাইতু, মুহাম্মদ খোদা-বান্দাহ ৮৯
কাজি মাজদুদ্দীন ইসমাইলের দুঃসাহস ও কারামত : খোদা-বান্দাহর রাফেজি ধর্মমত থেকে প্রত্যবর্তন ৯০
শামে ইলখানিদের হামলা ৯১
রশিদুদ্দীন ফজলুল্লাহ ৯২
খোদা-বান্দাহর মৃত্যু এবং রশিদুদ্দীন হত্যা ৯২
আবু সাইদ বাহাদুর খান ৯৩
ইলখানি সাম্রাজ্যে রাফেজি মতবাদ প্রতিরোধে উলামাদের কৃতিত্ব ৯৫
রাফেজিদের রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার-প্রয়াস এবং তা বন্ধকরণ ৯৬
নওমুসলিম ইলখানি এবং মামলুকদের মধ্যকার দ্বন্দ্বের একটি কারণ ৯৭
চুগতাই সাম্রাজ্যে ইসলামের প্রচার-অভিযান ৯৯
চুগতাই খানাতে ইসলামের বিলম্বিত প্রসারের কারণ ১০০
চুগতাই বংশে প্রথম মুসলিম শাসক ১০১
বুরাক খান গিয়াসুদ্দীন ১০১
তালিকাওয়া ১০২
আসান বুগা ১০২
কাবাক খান ১০২
তুরমা শিরিন খান ১০৩
জনকুশাই এবং ইসলাম বিরোধিতা ১০৪
বুজুন উগলি ১০৪
সুলতান খলিল ১০৫
তুগলক তৈমুরের সময়কাল ১০৬
শায়েখ জামালুদ্দীন রহ. ও তুগলক তৈমুর ১০৬
তৈমুরের দরবারে শায়েখ রশিদুদ্দীন ১০৮

ঈমানি শক্তি ও পাহলোয়ানি শক্তির মোকাবেলা	১০৯
তৈমুর লং	১১০
মোঙ্গলিয়া খানাতে ইসলামের দাওয়াত	১১২
চীনে ইসলামের প্রাথমিক চিত্র	১১২
চেঙ্গিস খানের শাসনামলেই ইসলামের অগ্রযাত্রা	১১৩
ইসলামের প্রতি চেঙ্গিস খানের চিত্তাকর্ষণ	১১৩
উকতাই খানের যুগে মুসলমানদের প্রতি উদারতা	১১৫
মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনাকারী ইসলামের শত্রুর শাস্তি	১১৬
উকতাই মুসলমানের প্রাণ রক্ষা করেছিল	১১৭
উকতাইয়ের পূর্বে ও পরে মুসলমানদের উপর নিগ্রহ	১১৭
তুরাকিনা খাতুনের শাসনকাল এবং ইরানি ফাতিমা	১১৮
গুয়ুক খানের শাসনামল	১১৯
মুসলমানদের বিরুদ্ধে খ্রিষ্টানদের চক্রান্ত	১১৯
ইমাম নুরুদ্দীনের সঙ্গে দুর্ব্যবহার	১২০
মঙ্গো খানের চলার ধরন	১২১
বৌদ্ধদের জন্য সুযোগ-সুবিধা	১২১
গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে থাকা মুসলিম নেতাদের ইসলাম প্রচারের প্রয়াস	১২২
সাইয়েদুল আজাল শামসুদ্দীন উমর এবং তার সন্তানদের কৃতিত্ব	১২২
চীন এবং মোঙ্গলিয়ার শাসকশ্রেণি ইসলাম গ্রহণ করেনি	১২৪
চীনে ইসলামের অস্তিত্ব নিয়ে ইবনে বতুতার পর্যালোচনা	১২৪
ইসলামের আধ্যাত্মিক শক্তির অলৌকিকত্ব	১২৫
থমাস আরনল্ডের স্বীকারোক্তি	১২৫
বিখ্যাত ইতিহাসবিদ আকবর শাহ নজিবাবাদির পর্যালোচনা	১২৬
সাইয়েদ আবুল হাসান আলি নদবি রহ.-এর পর্যালোচনা	১২৬
হ্যারল্ড ল্যাম্বের হতাশা প্রকাশ	১২৬
মোগলদের ইসলামগ্রহণের কারণ	১২৭
নওমুসলিম মোগলদের অবদান	১২৯
মোঙ্গল খানাতগুলোর শাসক-তালিকা	১৩১
উম্মাহর সংশোধন ও পথপ্রদর্শন	১৩৭
শায়েখ সাইফুদ্দীন বাখারজি রহ.	১৩৯
শায়েখ মুসলেহুদ্দীন সাদি শিরাজি রহ.	১৪৫

শায়খুল ইসলাম ইজ্জুদ্দীন বিন আবদুস সালাম ১৪৮
ইলমি অবস্থান এবং সমাজে তার সম্মান ১৪৯
বিদআত ও প্রথা-পদ্ধতির বিরুদ্ধে জিহাদ ১৪৯
সুলতানদের সংশোধন এবং দীক্ষা ১৫০
শামের শাসক আল-মালিকুল আশরাফকে উপদেশ ১৫১
আস-সালিহ ইসমাইলের দুর্ব্যবহার এবং শায়েখের গ্রেফতারি ১৫২
কাজিপদে আসীন হওয়া এবং ইস্তফা দেওয়ার কারণ ১৫৪
শরিয়ত-নিষিদ্ধ বিষয় প্রতিহত করার জজবা ১৫৪
ক্রুসেডযুদ্ধে অংশগ্রহণ এবং কারামত প্রকাশ ১৫৫
মামলুকদের আমলে শায়েখের অবস্থান : মামলুক আমিরদের নিলাম ১৫৫
হালাকু খানের সঙ্গে যুদ্ধ এবং শায়খুল ইসলামের ফতোয়া ১৫৭
খেলাফতের পুনরুজ্জীবন ১৫৮
ইনতেকাল ১৫৯
রচনা ও গ্রন্থাবলি ১৫৯
শরিয়তের লক্ষ নিয়ে তার কাজ ১৬০
তাকওয়া ও পরহেজগারি, কামালাত এবং কারামাত ১৬১
ইমাম শরফুদ্দীন নববি ১৬৩
বিখ্যাত রচনাবলি ১৬৩
সত্যভাষণে অকপট ১৬৪
মাওলানা জালালুদ্দীন রুমি ১৬৮
শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. ১৭০
ইবনে তাইমিয়ার চতুর্মুখী ইলমি খেদমত ১৭১
ব্যক্তিগত অভিমত এবং পরীক্ষা ১৭৩
শেষবার গ্রেফতার এবং জেলখানায় ইনতেকাল ১৭৪
রচনাবলি ১৭৫
হিন্দুস্তানে চিশতিয়া তরিকার শায়েখদের অবদান ১৭৯
খাজা মুইনুদ্দীন চিশতি রহ. ১৭৯
খাজা কুতবুদ্দীন বখতিয়ার কাখি রহ. ১৮০
সোহরাওয়ার্দি তরিকার শায়েখদের অবদান ১৮১
নকশবন্দিয়া সিলসিলার খেদমত ১৮২
ইলমি উত্তরাধিকার সংরক্ষণের কাজ ১৮৪

নতুন নতুন মাদরাসা প্রতিষ্ঠা ১৮৪
নতুন রচনা ও সংকলনের ধারা ১৮৫
হিজরি সপ্তম শতাব্দীর আলেমদের ইলমি এবং লেখালেখির খেদমত ১৮৬
অষ্টম এবং নবম হিজরি শতাব্দীতে গ্রন্থরচনার আন্দোলন ১৮৯
হাফেজ শামসুদ্দীন জাহাবি ১৯৩
ইউসুফ আবুল হাজ্জাজ জামালুদ্দীন আল-মিজ্জি রহ. ১৯৫
আল্লামা ইবনুল কাইয়িম আল-জাওযিয়্যা ১৯৮
ইমাদুদ্দীন হাফেজ ইবনে কাসির দিমাশকি রহ. ২০০
আল্লামা ইবনে খালদুন রহ. ২০১
হাফেজ জাইনুদ্দীন ইরাকি রহ. ২০৩
হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি রহ. ২০৪
আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতি রহ. ২০৬
ইমাম শামসুদ্দীন সাখাবি রহ. ২০৮
ইবনে বতুতার ভাষায় উম্মাহর দ্বিতীয় উত্থান-কাহিনি ২০৯

উসমানি সাম্রাজ্যের ইতিহাস প্রতিষ্ঠাকাল থেকে উত্থানকাল পর্যন্ত

উসমানি সাম্রাজ্য ২১৭
ভৌগোলিক অবস্থান ২১৭
আনাতোলিয়ার ইতিহাস ২১৮
স্থায়ীভাবে আনাতোলিয়া জয় করতে না পারার কারণ ২১৯
উসমানি মুসলিমরা অসম্পূর্ণ কাজটি সম্পূর্ণ করে ২২০
আনাতোলিয়ার শাসনব্যবস্থা ২২০
উসমানি তুর্কিদের দীনি খেদমত ২২০
প্রাচ্যবিদ ও বাতিল ফেরকার উসমানি সুলতানদের প্রতি বিদ্বেষ ২২১
আনাতোলিয়ার রাজ্যসমূহ ২২২
মুসলিম শাসিত রাজ্যসমূহ ২২২
রিয়াসতে বনু কারাসি ২২৩
ইমারাতে আইদিন ২২৩
রিয়াসতে বনু আরতানা ২২৪
রিয়াসতে বনু হুমাইদ ২২৫
রিয়াসতে বনু মানতাশা ২২৬
রিয়াসতে বনু বারাউনা ২২৭

রিয়াসতে বনু কুরাহমান	২২৮
রিয়াসতে বনু কারমানিয়ান	২৩০
রিয়াসতে বনু রামাজান	২৩১
রিয়াসতে বনু জুল-কাদির	২৩৩
রিয়াসতে বনু জানদার	২৩৫
রিয়াসতে বনু সাহিবে আতা	২৩৬
রিয়াসতে বনু তাক্কাহ	২৩৬
রিয়াসতে কাজি বুরহানুদ্দীন	২৩৬
রিয়াসতে বনু তাজুদ্দীন	২৩৭
রিয়াসতে বনু আইনানিজ	২৩৭
রিয়াসতে কুতলু শাহলার	২৩৭
রিয়াসতে আকিনিয়ুন	২৩৭
সালাজাকায়ে রোম	২৩৭
অমুসলিম শাসিত রাজ্যসমূহ	২৩৮
ইজনিক (বেজানেস)	২৩৮
ট্রাবজোন	২৩৯
একনজরে সালাজাকায়ে রোম	২৪১
কুতুলমিশ বিন ইসরাইল	২৪১
সুলাইমান বিন কুতুলমিশ	২৪২
কিলিজ আরসালান	২৪৩
মালিকশাহ বিন কিলিজ আরসালান	২৪৩
রুকনুদ্দীন মাসউদ	২৪৪
দ্বিতীয় কিলিজ আরসালান	২৪৪
প্রথম গিয়াসুদ্দীন কায়খসরু	২৪৫
রুকনুদ্দীন সুলাইমান	২৪৫
দ্বিতীয়বার প্রথম গিয়াসুদ্দীন কায়খসরু	২৪৬
ইজ্জুদ্দীন কায়কাউস	২৪৭
আলাউদ্দীন কায়কোবাদ	২৪৭
দ্বিতীয় গিয়াসুদ্দীন কায়খসরু	২৪৮
রোমান সেলজুকদের পতন	২৫০
রোমান সেলজুকদের শাসনপদ্ধতি	২৫২

সাহিবে দিওয়ানের অধিকার	২৫২
সামরিক ব্যবস্থাপনা	২৫২
নৌবাহিনী	২৫৩
রোমান সেলজুকদের কতিপয় দীনি ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব	২৫৪
উসমানিদের পূর্বপুরুষদের আনাতোলিয়ায় আগমন	২৫৯
আরতুগরুল	২৬৩
সেলজুকদের জায়গিরদারের ভূমিকায় আরতুগরুল	২৬৫
উসমানি সাম্রাজ্যের অগ্রগতিতে বিভিন্ন সংগঠনের ভূমিকা	২৬৬
একনজরে আনাতোলিয়ার তুর্কমানদের জীবনধারা	২৬৭
উসমানি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা	২৬৯
উসমান খান গাজি	২৬৯
রোমান সেলজুকদের পতন	২৭০
স্বাধীন শাসক হিসেবে উসমান খান	২৭০
উসমান খানের পররাষ্ট্রনীতি	২৭০
উসমানি সালতানাতের বিস্ময়কর উত্থানের কারণ	২৭১
রাজ্য সম্প্রসারণ	২৭১
বুরসা অভিযান	২৭৩
উসমান খানের অসিয়ত	২৭৪
উসমান খানের ইনতেকাল	২৭৬
একনজরে উসমান খানের রাজনীতি	২৭৬
উসমানিদের শত্রু	২৭৮
উসমানি শব্দের উদ্দেশ্য	২৭৮
উরখান	২৭৯
সীমান্তে রাজধানী প্রতিষ্ঠা	২৭৯
আনাতোলিয়ায় বিজয়ের ধারা	২৮০
নির্মাণ প্রকল্প এবং প্রশাসনিক কাঠামো গঠন	২৮১
নতুন মুদ্রা প্রবর্তন	২৮১
আলাউদ্দীন আলি বেগ ও আলাউদ্দীন পাশা : একটি ভুলের অপনোদন	২৮১
মন্ত্রীপদ	২৮২
পাশা উপাধি	২৮২
আলাউদ্দীন পাশার কৃতিত্ব	২৮২

জায়গিরদারি ব্যবস্থানা থেকে সৃষ্ট সমস্যা	২৮৩
সমস্যার সমাধান সেনাবাহিনীকে নতুন আঙ্গিকে গড়ে তোলা	২৮৪
ইউরোপীয় ইতিহাসবিদদের ভাষায় উসমানি বাহিনীর প্রশংসা	২৮৬
মারমারা-সাগরের তীরে	২৮৬
গিলিপোলি বিজয়	২৮৯
রোমেলি	২৮৯
সুলাইমান পাশার আরও বিজয়াভিযান এবং ইনতেকাল	২৯০
শাহজাদা মুরাদ খান	২৯০
উরখানের ইনতেকাল : সিরাত ও কৃতিত্ব	২৯১
প্রথম মুরাদ খান	২৯৩
প্রাথমিক অভিযানসমূহ	২৯৩
আঙ্গোরা (আঙ্কারা) বিজয়	২৯৩
আদরানা (আদ্রিয়ানোপল) বিজয়	২৯৪
জেনেসারি বাহিনী গঠন	২৯৫
জেনেসারি বাহিনীর বিশেষত্ব	২৯৬
উসমানিদের বিজয় কি জেনেসারিদের উপর নির্ভরশীল ছিল?	২৯৭
খ্রিষ্টান শিশুদের জোরপূর্বক ভর্তিকরণের অভিযোগ এবং এর জবাব	২৯৯
বাইজান্টাইন ও ইউরোপীয়দের বিরুদ্ধে মুরাদ খানের জিহাদ	৩০০
থ্রেস বিজয়	৩০০
উসমানিদের বিরুদ্ধে ইউরোপের যুদ্ধপ্রস্তুতি	৩০১
মার্তেজাযুদ্ধ	৩০১
মার্তেজাযুদ্ধের প্রভাব	৩০২
বুরসা থেকে আদ্রিয়ানোপলে রাজধানী স্থানান্তর	৩০৩
বলকান বিজয়	৩০৩
সিমাকোফযুদ্ধ	৩০৪
সার্বিয়ায় চড়াও	৩০৪
চারমানযুদ্ধ	৩০৫
ইউরোপে বিজয়ধারা	৩০৬
কায়সার এবং মুরাদের ছেলের বিদ্রোহ	৩০৬
সংস্কারকাল	৩০৭
আনাতোলিয়া অভিযান : কুরাহমানি-কন্যার সঙ্গে বায়েজিদের বিয়ে	৩০৭

হুমাইদিয়াদের দুর্গ ক্রয় ৩১০
কুরাহমানিদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব এবং কোনিয়া বিজয় ৩১০
জ্বলে উঠল ক্রুসেডের আগুন ৩১২
কসোভোর ময়দানে ঐতিহাসিক ক্রুসেড যুদ্ধ ৩১২
কুরআনি সুসংবাদ ৩১৩
শাহাদাতের ঘটনা (রাজা ল্যাজার) ৩১৪
মুরাদ খানের জীবনের অন্তিম কথা ৩১৫
মুরাদ খানের সংস্কারমূলক কার্যক্রম ৩১৬
সংস্কার ও উন্নতি, ধর্মীয় উদারতা, সাম্রাজ্য বিস্তৃতি ৩১৭
সুলতান মুরাদের সুকৃতির উচ্চপ্রশংসায় ইউরোপীয় ইতিহাসবিদগণ ৩১৭
বায়েজিদ ইলদারাম ৩১৯
ভাইয়ের মৃত্যুদণ্ড ৩১৯
তৈমুর লংয়ের অভ্যুদয় ৩২০
তৈমুরের বিজয়াভিযান ৩২০
তৈমুরের জুলুমবাজি ৩২১
বায়েজিদের বিজয়সমূহ ৩২২
এশিয়ামাইনরের বিজয়সমূহ ৩২২
বুলগেরিয়া বিজয় ৩২৩
নিকোপোলিসের ময়দানে ঐতিহাসিক ক্রুসেডযুদ্ধ ৩২৪
বায়েজিদ কর্তৃক কনস্টান্টিনোপল আক্রমণ ৩২৯
কায়সার জন প্যালোলুগাসের কর্মকাণ্ড ৩২৯
ম্যানুয়েলের অভিষেক এবং কনস্টান্টিনোপল অবরোধ ৩৩০
সন্ধির শর্তাবলি ৩৩১
দ্বিতীয় দফা কনস্টান্টিনোপল অবরোধ ৩৩১
তৃতীয় দফা কনস্টান্টিনোপল অবরোধ ৩৩২
গ্রিসের দিকে বায়েজিদের অগ্রাভিযান এবং আচমকা ফিরে আসা :
চতুর্থবারের মতো কনস্টান্টিনোপল অবরোধ ৩৩৩
তৈমুরের আগ্রাসন ও তাণ্ডবলীলা ৩৩৪
তৈমুর পূর্ব আনাতোলিয়ায় ৩৩৪
কাজি বুরহানুদ্দীনের দরবারে তৈমুরের দূতদের হত্যা ৩৩৫
পৃথিবীতে হুকুমত চলবে একজন বাদশাহর ৩৩৬

হিন্দুস্তানে তৈমুরের হামলা ৩৩৭
তৈমুর পূর্ব আনাতোলিয়ায় দ্বিতীয়বার ৩৩৮
তৈমুরের প্রার্থিত আমিররা উসমানিদের আশ্রয়ে ৩৩৯
বায়েজিদের বিদ্রোহী আমিররা তৈমুরের সহযোগী ৩৩৯
মামলুক এবং উসমানিরা জোটবদ্ধ হতে পারেনি কেন? ৩৪০
তৈমুর দ্বিতীয় দফায় আনাতোলিয়ায় : সিভাসের পরিণতি ৩৪১
তৈমুরের পরিকল্পনা ৩৪২
শামে তৈমুর লংয়ের তাণ্ডব ৩৪৩
তৈমুরের হামলার ভয় এবং জনৈক আলেমের সত্যভাষণ ৩৪৩
হাফেজ ইবনে হাজারের বর্ণনায় শামে তৈমুরি হামলার বিবরণ ৩৪৪
আল্লামা ইবনে শাহনা রহ.-এর সঙ্গে তৈমুরের কথোপকথন ৩৪৬
দিমাশকের ধ্বংসযজ্ঞ ৩৪৯
দিমাশকের আলেমদের সঙ্গে কথোপকথন ৩৫১
বাগদাদে ধ্বংসতাণ্ডব ৩৫২
আনাতোলিয়ায় তৈমুরের তৃতীয় অভিযান ৩৫৩
তৈমুরের হুমকি সংবলিত পত্র এবং দাবি-দাওয়া ৩৫৩
বায়েজিদের জবাব ৩৫৪
তৈমুরের গোয়েন্দা-তৎপরতা ৩৫৫
তৈমুরের প্রতারণাময় পয়গাম ৩৫৫
উভয় বাহিনীর অগ্রযাত্রা ৩৫৬
তৈমুরের কামাখ দখল ৩৫৭
বায়েজিদের পূর্ব আনাতোলিয়ামুখী যাত্রা এবং তৈমুরের ধূর্ততা ৩৫৭
আঙ্কারা ময়দানে ইতিহাসের মোড়নির্ধারণী যুদ্ধ ৩৫৯
উভয় বাহিনীর মোকাবেলা এবং প্রথম দিনের যুদ্ধ ৩৬১
আলাপ-আলোচনা এবং সময়ক্ষেপণ ৩৬৪
চূড়ান্ত যুদ্ধের দিন ৩৬৪
চারদিকের বেষ্টনীর ভেতর বায়েজিদ ৩৬৭
আহত তৈমুর ৩৬৮
বায়েজিদ গ্রেফতার ৩৬৯
আঙ্কারাযুদ্ধের প্রভাব ৩৬৯
বায়েজিদের পরাজয়ের কারণ ৩৭১

পরাজয়-উত্তর আনাতোলিয়া এবং শাহজাদাদের অবস্থা	৩৭২
উসমানিদের জ্ঞানভান্ডার এবং সরকারি রেকর্ডপত্র ধ্বংস	৩৭২
বায়েজিদ ও তৈমুরের সরাসরি কথোপকথন	৩৭৩
বায়েজিদের পালানোর ব্যর্থ-চেষ্টা	৩৭৪
বায়েজিদের ইনতেকাল	৩৭৫
একনজরে বায়েজিদ	৩৭৬
এক বিস্ময়কর কাহিনি	৩৭৮
তৈমুরের পরিণতি	৩৭৮
বায়েজিদকে কি পিঞ্জিরায় বন্দি করে রাখা হয়েছিল?	৩৭৯
বায়েজিদের কীর্তির উপর কয়েকটি প্রশ্ন	৩৮০
গৃহযুদ্ধের সময়কাল	৩৮২
উসমানি শাহজাদা তৈমুরের করাশ্রিত	৩৮৩
গৃহযুদ্ধের নয় বছর	৩৮৬
ঈসা এবং মুহাম্মদ চেলপির মধ্যকার দ্বন্দ্ব	৩৮৬
ঈসা এবং সুলাইমানের ঐক্য : ঈসার পরাজয় এবং মৃত্যু	৩৮৭
মুহাম্মদ ও সুলাইমানের দ্বন্দ্ব : সুলাইমানের আনাতোলিয়া আক্রমণ	৩৮৭
সুলাইমান পাশার আঙ্কারা দখল	৩৮৭
সুলাইমানের অবিবেচনা : মুহাম্মদের সঙ্গে বনু কুরাহমানের ঐক্য	৩৮৮
রোমেলিতে মুসার আক্রমণ এবং সুলাইমান পাশার প্রত্যাবর্তন	৩৮৮
মুসার কাছে সুলাইমানের পরাজয়	৩৮৯
মুসার স্বায়ত্তশাসন ঘোষণা এবং সার্বিয়া ও কনস্টান্টিনোপলে চড়াও	৩৯০
মুহাম্মদ এবং মুসার মধ্যকার যুদ্ধ : মুসার পরাজয়	৩৯১
গৃহযুদ্ধের উপর একনজর	৩৯২
প্রথম মুহাম্মদ চেলপি	৩৯৩
আনাতোলিয়া বিজয়	৩৯৩
বিদ্রোহ নির্মূল	৩৯৪
শায়েখ বদরুদ্দীনের ফেতনা	৩৯৪
ফাজলুল্লাহ তাবরেজির ফেতনা	৩৯৫
শাহজাদা মুসতাফার আত্মপ্রকাশ	৩৯৬
রোমানিয়ার শাহজাদার সঙ্গে দ্বন্দ্ব এবং সন্ধি	৩৯৭
হাঙ্গেরি সম্রাটের সঙ্গে সংঘাত	৩৯৮

সারায়েভোর সংস্কার ৩৯৮
সীমান্তে দুর্গ নির্মাণ : রোমানিয়া ও হাঙ্গেরিতে হামলা : ইসহাক বেগের শাহাদাত ৩৯৮
ভেনিসের সাথে নৌযুদ্ধ ৩৯৯
প্রথম মুহাম্মদের রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ৪০০
ইনতেকাল ৪০১
কৃতিত্ব ৪০১
সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ ৪০৩
কায়সারের চক্রান্ত : মুসতাফা বিন বায়েজিদের বিদ্রোহ ৪০৩
শাহজাদা মুসতাফা বিন মুহাম্মদের বিদ্রোহ ৪০৪
তুর্কমান রাজ্যসমূহে সেনা অভিযান ৪০৫
নতুন কায়সারের চক্রান্ত : ইউরোপীয় অঞ্চলে বিদ্রোহ ৪০৫
জন হোনিয়াডের সঙ্গে যুদ্ধ এবং সন্ধি ৪০৬
সুলতানের নির্জনবাস : খ্রিষ্টানদের শপথভঙ্গ ৪০৮
সার্বদের উপর উসমানিদের ধর্মীয় উদারতার প্রভাব ৪১১
নির্জনবাস : তৃতীয়বারের মতো রাজ-মসনদে ৪১২
হোনিয়াডের সঙ্গে শেষযুদ্ধ : সার্বিয়াকে আত্মীকরণ ৪১২
আলবেনীয় শাহজাদা সিকান্দার বেগের বিদ্রোহ ৪১৩
সুলতান দ্বিতীয় মুরাদের ইনতেকাল ৪১৪
সুলতান দ্বিতীয় মুরাদের কর্মপরাকাষ্ঠার ঝলক ৪১৫
অমুসলিম ইতিহাসবেত্তাদের দৃষ্টিতে দ্বিতীয় মুরাদ ৪১৬
দ্বিতীয় মুহাম্মদ খান ৪১৭
ইস্তামবুল বিজেতা ৪১৭
দুগ্ধপোষ্য ভাইকে হত্যার অভিযোগ এবং এর বাস্তবতা ৪১৯
কায়সারের সঙ্গে দ্বন্দ্বের শুরু ৪২৩
ইতিহাসের আয়নায় কনস্টান্টিনোপল ৪২৪
কায়সারের প্রচেষ্টা ৪২৫
কামান তৈরির প্রাথমিক যুগ ৪২৬
শহরে প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা ৪২৭
রোমেলি হিসার (দুর্গ) নির্মাণ ৪২৮
সুলতানের অগ্রযাত্রা : কায়সারের রাজধানীতে চড়াও ৪২৯

ডাঙায় উঠে এলো পানির জাহাজ	৪৩১
শেষবারের মতো কায়সারের সন্ধির আবেদন	৪৩২
চূড়ান্ত আক্রমণ : শায়েখ শামসুদ্দীনের দোয়া : মহা বিজয়	৪৩৩
আয়াসোফিয়া এবং কায়সারের রাজমহলে সুলতানের উপস্থিতি	৪৩৪
শায়েখ শামসুদ্দীনের উপদেশ	৪৩৫
আবু আইয়ুব আনসারি রা.-এর কবর আবিষ্কার	৪৩৬
এক নজরে কনস্টান্টিনোপলে মুসলমানদের ১১ দফা হামলা	৪৩৬
বিজয়ের পর বিজিত জনগণের সঙ্গে সুলতানের আচরণ	৪৩৭
বিজয়নামা	৪৩৭
কুসতুনতুনিয়া : ইসলামবুল : ইস্তামবুল	৪৩৮
সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহের ইউরোপীয় অভিযান	৪৪০
ক্রুসেডযুদ্ধ	৪৪০
বেলগ্রেড অবরোধ	৪৪১
রোমানিয়ার হিংস্র বাদশাহ ড্রাকুলা	৪৪৩
ড্রাকুলার বিরুদ্ধে আক্রমণ, রোমানিয়া দখল	৪৪৪
সার্বিয়া, দক্ষিণ গ্রিস এবং বসনিয়া বিজয়	৪৪৬
আলেবেনিয়া বিজয়, সিকান্দার বেগের হত্যা	৪৪৭
আওজুন হাসানের চক্রান্ত এবং ভেনিস বিজয়	৪৪৮
রোডস দ্বীপে আক্রমণ	৪৪৯
পূর্বাঞ্চলীয় বিজয়	৪৫১
ট্রাবজোন বিজয়	৪৫১
আওজুন হাসানের পরাজয়	৪৫৩
কৃষ্ণসাগর এবং ক্রিমিয়ায় অভিযান	৪৫৩
ইতালিতে আক্রমণ	৪৫৬
সুলতান মুহাম্মদের ইনতেকাল	৪৫৭
সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহের বিজয় পর্যালোচনা	৪৫৭
ইলমের প্রতি ভালোবাসা এবং জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড	৪৫৮
আইনপ্রণয়ন	৪৬০
সালতানাতের বিভাগ	৪৬১
সুলতান মুহাম্মদের শাসনকাল : উসমানিদের উত্থানকাল	৪৬৩
সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহের কঠোরতা এবং তার দায় পূরণ	৪৬৪

সুলতান দ্বিতীয় বায়েজিদ ৪৬৬
শাহজাদা জামশিদের বিদ্রোহ ৪৬৭
ইতালির দরজা হাতছাড়া ৪৬৭
সুলতান মুহাম্মদের ছেলে ইউরোপীয়দের হাতে পণবন্দি ৪৬৭
শিক্ষাগ্রহণ ৪৭১
দ্বিতীয় বায়েজিদের বিজয়াভিযান ৪৭১
ভেনিসের উপকূলে বিজয়াভিযান ৪৭২
আন্দালুসিয়ার মুসলিমদের সহায়তা ৪৭৩
আহমাদ পাশার হত্যা ৪৭৩
মিশরের মামলুকদের সাথে দ্বন্দ্ব ৪৭৪
মামলুকদের সহায়তায় বিশাল মুসলিম ঐক্যের প্রদর্শনী ৪৭৪
ক্ষমতা প্রত্যাহার এবং প্রথম সালিমকে স্থলবর্তী নির্ধারণ ৪৭৫
বায়েজিদের যুগে প্রকাশমান আন্তর্জাতিক ইনকিলাব ৪৭৬
এক নজরে দ্বিতীয় বায়েজিদের শাসনকাল ৪৭৮
খেলাফতের পূর্বে তুর্কানে উসমান ৪৭৮

মোঙ্গল সালতানাত এবং ইসলামের দাওয়াত

৬১৮-৭৬৫ হিজরি

১২২১-১৩৬৪ খ্রিষ্টাব্দ

অস্তিত্বের লড়াই

মুসলিমবিশ্বে মোগলদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বিশ্ব-ইতিহাসে হিজরি সপ্তম শতাব্দীকে এই হিসেবে এক মহা ক্রান্তিকাল ও কঠিন দুঃসময় বলা হয় যে, এক নির্দয় যুদ্ধবাজ জাতির চতুর্মুখী আক্রমণ মুসলিমবিশ্বকে ভৌগোলিকভাবে একেবারে বিধ্বস্ত করে দেয়। তারা মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে এমন জাতিনির্মূল অভিযান চালায় যে, বড় বড় এলাকা, রাষ্ট্র এবং জনপদ সম্পূর্ণ জনশূন্য হয়ে পড়ে। তখনকার জনৈক বুজুর্গের বক্তব্য হচ্ছে–মক্কায় নুরুদ্দীন বিন যুজাজ নামক এক ইরাকি আলেমের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। তার সঙ্গে ছিলেন তার একমাত্র ভাতিজা। তিনি বলেছেন, বর্বর তাতারদের হাতে শুধু ইরাকেই ২৪ হাজার আলেম নিহত হয়েছেন। সেখানে আমি ও আমার এই ভাতিজা ছাড়া কোনো আলেম বেঁচে নেই।[১] তাতাররা ৬১৬ হিজরি থেকে ৬৫৮ হিজরি পর্যন্ত মাত্র ৪২ বছরের ভেতর মুসলিমবিশ্বের ৫০ লাখ বর্গকিলোমিটার এলাকা দখল করে নেয়।[২] আর ওই জাতিনির্মূল অভিযানে শহিদ হয় প্রায় ২ কোটি মুসলমান।[৩]

অপরদিকে বেঁচে যাওয়া ক্ষুদ্র ও অসহায় মুসলিম জনগোষ্ঠীকে পথহারা করার জন্য সকল বাতিল শক্তি মুসলিমবিশ্বের মনস্তাত্ত্বিক সীমান্ত পর্যুদস্ত করার জন্য উঠেপড়ে লাগে। তাতাররা ছিল শামান ধর্মের অনুসারী, যাদের কাছে কোনো ঐশীগ্রন্থ ছিল না। তারা কোনো নবী-রাসুলের দাবিদারও ছিল না। ধর্ম-সংক্রান্ত তাদের বিশ্বাস ও কাজ ছিল আল্লাহ সম্পর্কে মনগড়া ধারণা এবং মূর্তিপূজাসহ কতিপয় রীতি-রেওয়াজ পালনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এদিকে

---

১. রিহলাতু ইবনে বতুতা, ৩/২৪; ছাপা : একাডেমিয়া মাগরিবিয়া (মরক্কো), রাবাত।

২. তাতার কর্তৃক মুসলিমবিশ্বের দখলকৃত দেশগুলোর মধ্যে ছিল বর্তমান তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, কিরগিজিস্তান, আফগানিস্তান, ইরান, ইরাকের পুরো এলাকা। এ ছাড়া পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া, পাঞ্জাব এবং বেলুচিস্তানেও কিছুদিন তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। একইভাবে তুরস্কের পূর্বাঞ্চলীয় কিছু ভূখণ্ডও তাদের অধীনে ছিল এবং বেশ কিছু ভূখণ্ড তাদের বর্বরতার শিকার হচ্ছিল। এভাবেই মোট আয়তন এই পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল।

৩. এই হিসাবটি নিশ্চিত কিছু নয়; বরং বিভিন্ন শহরের নিহতের একটি গড় সংখ্যা।

খ্রিষ্টশক্তি আইয়ুবি-পরিবারের প্রতিরোধ-ক্ষমতা বিধ্বস্ত করতে অক্ষম হয়ে তাদের অধীন এবং অধীন নয় এমন সব জায়গায়ই মিশনারি তৎপরতার মাধ্যমে খ্রিষ্টবাদ প্রচারে মেতে ওঠে। তারা তাতারদের পূর্ণ পৃষ্ঠাপোষকতা উপভোগ করছিল। চেঙ্গিস খানসহ তার উত্তরাধিকারীরা খ্রিষ্টান পাদরি এবং ধর্মপ্রচারকদের খুব সম্মানের দৃষ্টিতে দেখত। তাদের ধর্মপ্রচারের অবাধ স্বাধীনতা দিয়ে রাখে। চেঙ্গিসের কোনো কোনো সন্তান খ্রিষ্টান নারীদের বিয়ে করে নেয়। যেমন বর্বর হালাকু খানের মা ও স্ত্রী ছিল খ্রিষ্টান নারী। খ্রিষ্টানদের স্বপ্ন ছিল–তাতারদের পরবর্তী বংশধর ক্রুশের ছায়ায় চলে আসবে। এদিকে বৌদ্ধরাও মাঠে সক্রিয় ছিল। তারা সর্বসাধারণের মধ্যে মূর্তিপূজা ছড়িয়ে দেওয়ার প্রাণপাত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। চেঙ্গিস খান বৌদ্ধ ধর্মগুরুদের অত্যন্ত শ্রদ্ধা করত। এর সঙ্গে রাফেজিরাও তাতার শাসকদের আনুকূল্য অর্জন করে নেয়। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছিল অনাগত শতাব্দীতে ইসলাম ভৌগোলিক ও মনস্তাত্ত্বিক উভয় দিক দিয়ে এমনভাবে বিধ্বস্ত হতে যাচ্ছে যে, তখন বিশ্বময় আঁতিপাঁতি করেও কোনো মুসলমানের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না। আর তৎকালীন ইতিহাসবিদগণ–ভবিষ্যতে তাদের লিখিত ইতিহাসের পাঠক হবে মুসলিমরা; এমন আশা করতে পারছিলেন না। কিন্তু আমরা যখন ইতিহাসের পাতা উলটিয়ে পরবর্তী শতাব্দীর দিকে তাকাই, তখন কাশগড় থেকে মরক্কো এবং বঙ্গোপসাগর থেকে আটলান্টিকের উপকূল পর্যন্ত সর্বত্র ইসলামি পতাকা দোল খেতে দেখি। দেখতে পাই ওখানকার সবকটি দেশের রাজ-মসনদ আলোকিত করছেন মুসলিম বাদশাহগণ। দেখতে পাই প্রতিটি শহরে গিজ গিজ করছে অসংখ্য মুসলিম। প্রতিটি শহরের অলিতে-গলিতে শোভা ছড়াচ্ছে মসজিদ, মাদরাসা ও খানকাহ। লাইব্রেরিগুলো আবার ভরে উঠেছে মূল্যবান কিতাবপত্রে। মোটকথা, আমরা সেসব সমৃদ্ধ রাষ্ট্রের চেহারার দিকে তাকালে দেখতে পাই না বিগত শতাব্দীর নির্মমতার কোনো ক্ষতচিহ্ন। এ যেন বিশ্ব-ইতিহাসের এক অলৌকিক ঘটনা, যা পালটে দিয়েছিল ইতিহাসবিদ ও সমাজবিজ্ঞানীদের সব ধারণা। কীভাবে সাধিত হলো এই বিস্ময়কর বিপ্লব? এই ধাঁধা ভাঙতে হলে আমাদের দেখতে হবে তাতার-ঝড়ের পরে বিধ্বস্ত মুসলমানদের মানসিক অবস্থা। জানতে হবে তাদের আত্মগত অবস্থা, অকল্পনীয় ধৈর্য ও সহনশীলতা, বুদ্ধিদীপ্ত কর্মপরিকল্পনা, যে সহনশীলতা ও পরিকল্পনা সেই যুগসন্ধিক্ষণেও তাদের তাড়িত করেছিল ইসলামের প্রচার-প্রসার এবং নিরাপত্তার দিকে। বুকে জোয়ার এনে দিয়েছিল প্রবল প্রেরণার।

সপ্তম শতাব্দীর ওই রক্তপ্রবাহী বিপ্লব মুসলিম মানসিকতাকে কতটা পর্যুদস্ত করেছিল, কতটা গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছিল; এর কিঞ্চিৎ অনুমান শুধু তাদের দ্বারাই সম্ভব, যারা জাতির দুঃখ-বেদনা নিজের করে ভাবতে জানে, যাদের মধ্যে রয়েছে একটি তীব্র অনুভূতিপ্রবণ অন্তর ও দরদভরা হৃদয়। তখনকার মুসলমানরা সর্বাবস্থায় ছিলেন এখনকার মুসলমানদের চেয়ে অনেক অনেক উত্তম। তাদের মধ্যে সক্রিয় ছিল দীনি অনুভূতি, জাতীয় মর্যাদাবোধ এবং ধর্মীয় আবেগ, যা আজকের মুসলমানদের মধ্যে নেই বললেই চলে। যদিও তখন তারা ভেতরগতভাবে ছিলেন পর্যুদস্ত, আত্মিক দিক দিয়ে ছিলেন জরাগ্রস্ত, তথাপি মানসিকতায় ছিলেন বিশ্বে মাথা-উঁচু, সম্মানী ও আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন এক জাতি। সপ্তম শতাব্দীর শুরুর দিকে যখন আকাশ-ছোঁয়া উচ্চতা থেকে জাতি হিসেবে উপুড় হয়ে পড়েছিলেন পতনের গহ্বরে, যখন দেখা যাচ্ছিল তাদের অবয়ব হারিয়ে যাচ্ছে বিস্মৃতির অতলে, তখন বেঁচে যাওয়া সেই ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর উপর যতই নেতিবাচক প্রভাব পড়ত না কেন, তাকে কমই গণ্য করা হতো। তখন যদি তারা হতাশা ও নিরাশার চাদর পরে নিতেন, দীনের নিরাপত্তা এবং প্রচার-প্রসার থেকে হাত গুটিয়ে অচেনা মৃত্যুকে বরণ করে নিতেন, তাহলে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ওই বিশাল বিপর্যয়ের পর তাদের নিঃশেষে হারিয়ে যাওয়াটা কোনো অপ্রত্যাশিত ব্যাপার ছিল না। কারণ, ইতিহাসের অনেক সমৃদ্ধ জাতিগোষ্ঠী এভাবেই বিলীন হয়েছে। অথবা যদি ওই প্রলয়লীলার পর বেঁচে যাওয়া মুসলিমরা প্রাণের দাবির গলাচেপে অন্য কোনো ধর্মগ্রহণ করে নিতেন তাহলেও বিস্ময়ের কিছু ছিল না। এমন প্রেক্ষাপটে সাধারণত এমনটিই হয়ে থাকে।

কিন্তু আমরা এখানে এক বিস্ময়কর পার্থক্য লক্ষ করে থাকি। সেটি হচ্ছে; যদিও চিন্তা ও ব্যথায় মুসলমানরা ছিল মুহ্যমান, তাদের সামনে ছিল না আশার এক চিলতে আলো, অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার স্বপ্ন ছিল সুদূর পরাহত, তথাপি তাদের হতাশা তলানি স্পর্শ করেনি। যে কঠিন অবস্থায় পড়ে মানুষ তার প্রতিপালক থেকে হয়ে পড়ে সম্পূর্ণ নিরাশ, অন্তর আচ্ছন্ন হয়ে যায় কুফুরি চিন্তা-চেতনায়, আল্লাহর শানে মুখ দিয়ে উচ্চারিত হতে থাকে অভিযোগ-অনুযোগ, সেই দুঃসময়েও তখনকার মুসলমানদের উপর আল্লাহর সবচেয়ে বড় অনুগ্রহটি ছিল–তারা ঈমানের দৌলত থেকে বঞ্চিত হননি। তারা আল্লাহর রহমতের সঙ্গে আশা জুড়ে রাখেন। কুরআন-হাদিসে বর্ণিত আল্লাহ ও তার রাসুলের প্রতিশ্রুতির উপর বিশ্বাস অটুট রাখেন। বিশাল ওই

বিপদ হতাশার বিষ মাখিয়ে তাদের ঈমানকে করতে পারেনি কালিমাযুক্ত; বরং পরীক্ষার অগ্নিকুণ্ডে তাদের ঈমানে লেগে যাওয়া বস্তাজগতের কাদা পুড়ে গিয়ে সেই ঈমান হয়ে ওঠে অধিকতর স্বচ্ছ ও মোহনীয়।

বাহ্যত ওই কঠিন অবস্থায় তাদের করার কিছুই ছিল না। কিন্তু আল্লাহর সাহায্যের উপর ভরসা রেখে সেই অবর্ণনীয় দুঃসময়েও মুসলমানরা ইসলামের নিরাপত্তাবিধানের লক্ষে রাতের কান্নাকাটির সাথে দিনের সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা শুরু করে দেন। এই প্রয়াস কিন্তু কোনো সুশৃঙ্খল পরিকল্পনার আওতায় কোনো একক নেতৃত্বের অধীনে পরিচালিত হচ্ছিল না। অনুরূপ এই প্রয়াস কোনো বিশেষ দেশ বা অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং এ ছিল এক আত্মজাগরণ। সকল দেশ ও কওমের নিষ্ঠাবান মুসলমানরা নিজেদের মতো করে সকল স্তরে, সকল প্লাটফর্মে দীনের হেফাজতের লক্ষে নিজেদের চেষ্টা ও চিন্তাচেতনা অনুযায়ী কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। বাহ্যত তাদের সে প্রচেষ্টা ছিল সুই দ্বারা পাহাড় এফোঁড়-ওফোঁড় করার মতো অসাধ্য প্রয়াস, কিন্তু তাদের নিবেদিতপ্রচেষ্টার সাথে সংযোগ ঘটে আল্লাহর রহমত ও সাহায্যের। ফলে একসময় সে অসম্ভব রূপ পেতে থাকে বাস্তবে। ক্রমান্বয়ে আঁধার কেটে উদয় হতে থাকে সুবহে উম্মিদ।

ইসলামের সূচনালগ্ন থেকে এ পর্যন্ত তার মনস্তাত্ত্বিক ও ভৌগোলিক সীমান্তে বার বার এমন ধ্বংসাত্মক বিপর্যয় হানা দিয়েছে যে, যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে এই দীন হেফাজতের এবং দীনদারদের সহায়তার অঙ্গীকার না থাকত, অনুরূপ যদি না থাকত দীনের নিরাপত্তা ও প্রতিপালনের জন্য দাওয়াত ও জিহাদের বিধান, তাহলে সেই কবেই ইসলাম হারিয়ে যেত বিস্মৃতির অন্ধকারে। অনেক প্রাচীন জাতিগোষ্ঠী ও ধর্ম এভাবেই বিলীন হয়ে গেছে। কিন্তু ইসলামের দাওয়াত ও জিহাদ-ব্যবস্থা প্রতিবারই ধ্বংসের অগ্নি-তুফানে ভেঙে-পড়া মহীরুহের ডালপালা আর ঝলসে-যাওয়া পত্রপল্লবে নিয়ে আসে ফুল্ল বসন্তের ফুলেল হাসি। জিহাদ কখনোই ইসলামের বটবৃক্ষ সমূলে উৎপাটন করতে দেয়নি। যখনই ইসলামের ভৌগোলিক সীমান্তে হানা দিয়েছে কোনো রাক্ষুসে শত্রু, তখনই উম্মাহর কিছু সৌভাগ্যবান মানুষ হয়ে গেছেন জিহাদের জন্য প্রস্তুত। নিরাপত্তা দিয়ে গেছেন ইসলামের ভৌগোলিক সীমান্ত। একইভাবে যখন হামলে পড়েছে মনস্তাত্ত্বিক সীমান্তে, তখন উম্মাহর প্রত্যয়দীপ্ত সংস্কারক ও দাঈরা এগিয়ে গেছেন তাদের প্রতিরোধে। আর সর্বযুগে তারা রক্ষা করে গেছেন ইসলামের আসল রুহ।

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

(পঞ্চদশ খণ্ড)

মূল

মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান

অনুবাদ

আবদুর রশীদ তারাপাশী

ইত্তিহাদ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

পাঠক সমীপে কিছু কথা

‘তারিখে উম্মতে মুসলিমাহ’র প্রথম চার খণ্ডে আমরা প্রায় নয়শত বছরের ইসলামি ইতিহাস নিয়ে পর্যালোচনা করেছি। ওই নয় শতাব্দীর ভেতর উম্মাহ পাড়ি দিয়েছে নানান চড়াই-ওতরাই। এর ভেতরে অতিক্রান্ত হয়েছে খেলাফতে রাশিদার সোনালি যুগ। উমাবি শাসনকালের প্রথম তিন দশক ছিল ইসলামি বিজয়ধারার সোনালি অধ্যায়। এরপর শুরু হয় বনু হাশিমের বিপ্লব, যা ক্ষমতায় নিয়ে আসে বনু আব্বাসকে। খেলাফতের রাজধানী স্থানান্তর হয় বাগদাদে। তখন থেকে শহরটি পাঁচ শতাব্দীব্যাপী থাকে সভ্যতা-সংস্কৃতি, ইলম ও প্রজ্ঞার পীঠস্থান হিসেবে। এরই মধ্যে নিঃশেষ হয়ে আসে বিশ্বব্যাপী একক কেন্দ্রীয় খেলাফতব্যবস্থা। ফলে বিভিন্ন দেশে পরিবারতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে।

অতঃপর আব্বাসি খেলাফতের দাপটকালের পতন ঘটলে হিজরি তৃতীয় শতাব্দীর শেষ থেকে ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত ইরাক, শাম ও আফ্রিকায় বাড়তে থাকে শিয়াদের দাপট। তবে গজনবি, সেলজুকি ও আইয়ুবিরা এসে ধ্বংস করে দেয় ওদের প্রতিপত্তি।

হিজরি পঞ্চম শতাব্দী থেকে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত অব্যাহত ক্রুসেডের ফলে শাম ও মিশরের উপকূলীয় অঞ্চল পরিণত হয় রণভূমিতে। হিজরি সপ্তম শতাব্দীতে তাতার-ধ্বংসতাণ্ডব বদলে ফেলে পুরো ইসলামি বিশ্বের মানচিত্র। এরপর এক শতাব্দীর মধ্যেই তারা ইসলামগ্রহণ করে বসে পড়ে ইরাক, ইরান, খোরাসান, মধ্যএশিয়া ও কস্পিয়ান সাগরীয় এলাকার শাসনমঞ্চে।

সেই ক্রান্তিকালে হিন্দুস্তানের দাস-বংশ এবং মিশরের মামলুকরা পালন করে ইসলামের প্রহরীর দায়িত্ব। তারা হিংস্র তাতারদের নিজেদের ভূখণ্ডে চেপে বসার সুযোগ দেয়নি। নিরাপদ রাখে কয়েকশতাব্দী-প্রাচীন ইসলামি জ্ঞানবিজ্ঞান এবং সভ্যতা-সংস্কৃতির কেন্দ্র ও লাইব্রেরিগুলো। ওই এলাকার আলেমগণও বিপুল উদ্যমে উম্মাহর জ্ঞানের উত্তরাধিকারের নিরাপত্তা দিয়ে এগুলোকে সংরক্ষণ করে গেছেন মূল আকারে।

মোঙ্গলদের হাতে বাগদাদের পতনের পর খেলাফতের কেন্দ্রভূমিও চলে যায় বাগদাদ থেকে মিশরে। সেখানে মামলুক সুলতানদের তত্ত্বাবধানে নতুন আব্বাসি খলিফাগণ হয়ে উঠেন উম্মাহর ঐতিহ্য ও ঐক্যের প্রতীক।

এদিকে উসমানিরা এশিয়া-মাইনরে এক নতুন শাসনব্যবস্থান গোড়াপত্তন ঘটিয়ে সূচনা ঘটান ইউরোপে ইসলামের বিজয়ধারা। হিজরি নবম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে তারা বাইজেন্টাইনদের রাজধানী ইস্তামবুল পদানত করে ধুলোয় মিশিয়ে দেন ইউরোপীয়দের অহংকার। ইস্তামবুল বিজয়ের সময় মুসলিম উম্মাহর সৌভাগ্যসূর্য ছিল মধ্যগগনে। 'তারিখে উম্মতের মুসলিমাহ'র চতুর্থ খণ্ডে সুলতান মুহাম্মাদ ফাতিহের জীবনালোচনায় আমরা ওই মহাবিজয়ের আখ্যান তুলে ধরেছি। সামগ্রিকভাবে এ পর্যন্ত চার খণ্ডে আমরা নিম্নোক্ত লক্ষ্য ও বিষয়সমূহ আলোচনায় আনতে সক্ষম হয়েছি।

» ইসলাম-পূর্বযুগের ইতিহাস।

» সিরাতে নববি।

» খেলাফতে রাশিদা, (১১ হি.-৪১ হি.)।

» খেলাফতে উমাবি, বনু সুফিয়ান-কাল, (৪১ হি.-৬৪ হি.)।

» খেলাফতে জুবাইরিয়া, (৬৪ হি.-৭৩ হি.)।

» খেলাফতে উমাবি, বনু মারওয়ান-কাল, (৭৩ হি.-১৩২ হি.)।

» বাগদাদকেন্দ্রিক আব্বাসি খেলাফত, (১৩২ হি.-৬৫৬ হি.)।

» বনু উবায়েদ সাম্রাজ্য, (২৯৭ হি.-৫৬৭ হি.)।

» শাম ও মিশরকেন্দ্রিক আইয়ুবি সালতানাত, (৫৬৭ হি.-৬৫৮ হি.)।

» খোরাসান, মধ্যএশিয়া ও এশিয়ামাইনর-কেন্দ্রিক সেলজুক সালতানাত, (৪২৯ হি.-৭০৭ হি.)।

» মধ্যএশিয়া ও খোরাসানকেন্দ্রিক খাওয়ারিজমশাহি সালতানাত, (৫৩৮ হি.-৬২৮ হি.)।

» মোঙ্গল সালতানাতসমূহ, (হিজরি সপ্তম শতাব্দীর শুরু থেকে অষ্টম হিজরি শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত)।

» মিশর ও শামকেন্দ্রিক মামলুক সাম্রাজ্য, (৬৪৮ হি.-৯২৩ হি.)।

» কায়রোকেন্দ্রিক আব্বাসি খেলাফত, (৬৫৯ হি.-৯১৪ হি.)।

» উসমানি সালতানাত, সুলতান দ্বিতীয় বায়েজিদের পদচ্যুতি (৬৯৯ হি.-৯১৮ হি.) পর্যন্ত।

এবার পঞ্চম খণ্ড শুরু করছি সুলতান প্রথম সালিমের জীবনালোচনার মাধ্যমে। তারই শাসনামলে মিশর ও শামসহ আব্বাসি খেলাফত চলে আসে উসমানিদের কর্তৃত্বে। সুলতান দ্বিতীয় বায়েজিদ পর্যন্ত উসমানি শাসকরা শুধু সুলতান হিসেবেই গণ্য ছিলেন। তবে সুলতান প্রথম সালিমের যুগ থেকে বাবে আলি[১] খেলাফতের রাজধানী হওয়ার গৌরব লাভ করে। শেষ পর্যন্ত এই গৌরব তাদের হাতেই অক্ষুণ্ন থাকে।

ইতিহাসের এই দীর্ঘ পাঠপরিক্রমায় আমরা ইচ্ছে করেই ইসলামি সাম্রাজ্যের দুটি গুরুত্বপূর্ণ ভূখণ্ড তথা আন্দালুসিয়া ও উপমহাদেশ নিয়ে আলোচনা করিনি। কারণ, ভূখণ্ড দুটি সেসব সালতানাত ও খেলাফতের কেন্দ্রভূমি থেকে অনেক দূরে ছিল—যে অঞ্চল ইসলামিবিশ্বের কেন্দ্রীয় রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করত। খেলাফত বাগদাদে বা কায়রোতে থাকলেও সেখানকার বিপ্লব আন্দালুসিয়া ও উপমহাদেশে কোনো প্রভাব ফেলত না। তা ছাড়া ইসলামিবিশ্বের এ ভূখণ্ড দুটি ছিল ঘনবসতিপূর্ণ, রত্নগর্ভা ও সভ্যতা-সংস্কৃতিতে বেশ উন্নত ও সমৃদ্ধ। যেখানে তাওহিদের সন্তানরা কয়েক শতাব্দীব্যাপী রাজত্ব করেছেন। যেখানে বিভিন্ন সময় ক্ষমতায় এসেছে বিভিন্ন শাসক-পরিবার। ইসলামের শত্রুশক্তির বিরুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে বড় বড় যুদ্ধে।

ইসলামিবিশ্বের কেন্দ্রভূমির দুই প্রান্তে থাকার পরও ভূখণ্ড দুটি উম্মাহর জন্য ছিল ভূস্বর্গ বলার উপযোগী। যেখানে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং শান্তি ও নিরাপত্তার প্রশস্তি ছিল বিশ্বখ্যাত। তাই আমরা উসমানি খেলাফতের আলোচনা-শেষে প্রথমে মুসলিম আন্দালুসিয়ার এরপর উপমহাদেশের ইসলামি শাসনব্যবস্থা নিয়ে পর্যালোচনা করব। সে হিসেবে পঞ্চম খণ্ডে বিন্যাস হবে নিম্নরূপ :

প্রথম অধ্যায় : উসমানি খেলাফত (সুলতান প্রথম সালিম থেকে সালতানাতের পতন পর্যন্ত)।

দ্বিতীয় অধ্যায় : ইসলামি আন্দালুসিয়া (শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত)।

তৃতীয় অধ্যায় : উপমহাদেশের ইতিহাস (সিন্ধু ও বেলুচিস্তানে মুসলিম শাসনকাল)।

এই খণ্ডে (পঞ্চম খণ্ড) উসমানি খেলাফত নিয়ে লিখতে গিয়ে এমন কিছু উৎসগ্রন্থের সহায়তা নেওয়ার সুযোগ হয়েছে; কিন্তু চতুর্থ খণ্ডে উসমানি সাম্রাজ্যের অবস্থা (আরতাগরুল থেকে দ্বিতীয় বায়েজিদ পর্যন্ত) লেখার সময় যে

---

১. উসমানি সাম্রাজ্যের ইতিহাসে 'বাবে আলি' বা 'আসতানা' (রাজধানী) একটি বিশেষ পরিভাষা। এর দ্বারা উসমানি পার্লামেন্ট বা খেলাফতভবন বোঝানো হয়।

সুযোগ হয়নি। কিতাবগুলো সংগ্রহ করে দেওয়ার জন্য আমি শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুবান্ধবদের কাছে কৃতজ্ঞ। তাদের সার্বিক কল্যাণের দোয়া করছি। বিশেষ করে কানাডাপ্রবাসী ভাই আসলাম আফতাব সিদ্দিকির কৃতজ্ঞতা আদায় করছি; যিনি তুর্কি থেকে অনেক মূল্যবান কিতাব ক্রয় করে আমার হাতে পৌঁছে দিয়েছেন। আল্লাহ তাকে সর্বোত্তম বিনিময় দান করুন।

উসমানি সাম্রাজ্যের ইতিহাস লিখতে গিয়ে যে বিশেষ সমস্যায় পড়তে হয়েছে তা হচ্ছে, অনেক উৎসগ্রন্থে ঘটনাসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে শুধু হিজরিবর্ষে, আর কোনোটিতে শুধু সৌরবর্ষে। ফলে কিছু সফটওয়্যারের সাহায্যে হিজরি ও সৌরবর্ষগুলোকে সমন্বয় করার চেষ্টা করেছি। তারপরও উদ্ধৃতি ও গবেষণার মধ্যে তফাত রাখতে উদ্ধৃত তারিখকে মূল ধরে গবেষণালব্ধ তারিখকে বন্ধনির ভেতর উল্লেখ করেছি। তাই কোথাও বন্ধনির ভেতর সৌরবর্ষ এবং কোথাও হিজরিবর্ষ দেখা যাবে। এর অর্থ হিজরি সনকে দ্বিতীয় অবস্থানে রাখা নয়; বরং বর্ণিত বাধ্যবাধকতার কারণেই এমনটি করতে হয়েছে।

উসমানি সাম্রাজ্যের শেষ দিকে আমি দ্বিতীয় সুলতান আবদুল হামিদকে নিয়ে কিছু বেশি আলোচনা করেছি। কারণ, ওই মহান মানুষটির গৌরবোজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব এবং তার সময়ের অস্বাভাবিক গুরুত্ব। আল্লাহ তাওফিক দিলে তাকে নিয়ে স্বতন্ত্র কাজ করারও ইচ্ছা রাখি।

এই খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায় আন্দালুসিয়ার ইতিহাস-সংক্রান্ত। অধ্যায়টি রচনার লক্ষ্যে প্রায় ২৫-৩০টি কিতাব সামনে রেখেছি। এগুলোর মধ্যে আল্লামা ইবনু আসিরের 'আল-কামিল ফিত তারিখ' হাফিজ ইবনু কাসিরের 'আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া' হাফিজ জাহাবির 'তারিখুল ইসলাম' ও 'সিয়ারু আলামিন নুবালা' আল্লামা জিরিকলির 'আল-আলাম' এবং আল্লামা ইবনু খালদুনের জগৎখ্যাত ইতিহাসগ্রন্থের মতো উৎসগ্রন্থগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

একইভাবে শুধু আন্দালুসিয়া ও আফ্রিকা নিয়ে রচিত প্রাচীন কিছু ইতিহাসগ্রন্থ সামনে রেখেছি। তন্মধ্যে ইবনু আজারা মারাকেশির 'আল-বায়ানুল মুগরিব ফিল আখবারিল আন্দালুসি ওয়াল মাগরিব', ইবনু আব্বারের 'আল-হুল্লাতুস সিয়ারা', আল্লামা মুকরির 'নাফহুত তিব', ছয়জন আন্দালুসীয় আলেম কর্তৃক সংকলিত 'আল-মুগরিবু ফি হুলিয়্যিল মাগরিব', ইবনু জাফর আজ-জাব্বির 'বুগইয়াতুল মুলতামিস ফি তারিখি রিজালি আহলিল আন্দালুসি', আল্লামা মুহিউদ্দিন তামিমি মারাকেশির 'আল-মুজিব ফি তালখিসি আখবারিল মাগরিব'সহ আরও কিছু কিতাব উল্লেখযোগ্য।

সৌভাগ্যক্রমে তখন মিশরের খ্যাতিমান গবেষক মরহুম শায়েখ আবদুল্লাহ আনানের পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত 'দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস' পেয়ে যাই। আল্লাহর বান্দা কিতাবটিতে আন্দালুসিয়ার ইতিহাস নিয়ে এমন অনন্য কাজ করেছেন, যেখানে সুন্দর বিন্যাসের পাশাপাশি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মুসলিম-অমুসলিম ইতিহাসবিদদের প্রায় সব গ্রন্থের বিস্তারিত ও সারসংক্ষেপ এসে গেছে। গ্রন্থটি সামনে না থাকলে শুধু আন্দালুসিয়া নিয়ে কাজ করতেই তিন থেকে চার বছর ব্যয় হয়ে যেত। তারপরও আমি এমন তাহকিক করতে সক্ষম হতাম না, যেটুকু বিজ্ঞ গ্রন্থকার করেছেন। আল্লাহ মরহুম লেখককে তার মর্যাদানুপাত পুরস্কৃত করুন। তার বহু বছরের শ্রম আমাদের মতো ইতিহাসের শিক্ষার্থীদের অনেক বছরের কাছ সহজ করে দিয়েছে। আমি আন্দালুসিয়ার পতনকালের বেশিরভাগ বর্ণনা ওই কিতাব থেকেই নিয়েছি। অনুরূপ আবদুর রাহমান আলির অত্যন্ত উপকারী গ্রন্থ 'আত-তারিখুল আন্দালুস মিনাল ফাতহিল ইসলামি ইলা সুকুতি গারনাতা' দ্বারাও বেশ উপকৃত হয়েছি।

উসমানি সাম্রাজ্য ও মুসলিম আন্দালুসিয়ার ইতিহাসের শেষ পৃষ্ঠাগুলো মূলত পতনকালীন মুসলিমদের মর্সিয়া–যে অবস্থা থেকে আজও আমাদের উত্তরণ ঘটেনি। দীর্ঘ ওই সময়ের বাঁকে বাঁকে রয়েছে এমন কিছু হৃদয়বিদারক ঘটনা; যেখানে শত্রুর চক্রান্ত অপেক্ষা আপনজনদের স্বার্থচিন্তা, বোকামি ও নিষ্ঠুরতার ওপর রক্তাশ্রু ঝরাতে মন চায়। সেই থেকে বিপর্যয়ের পর বিপর্যয়ের এবং ব্যর্থতার পর ব্যর্থতার যে অনিঃশেষ ধারা সূচিত হয়েছিল, তা আজও বহমান। ওই পৃষ্ঠাগুলো পড়তে গিয়ে পাঠক যদি বারবার ব্যথায় কুঁকড়ে যান, চোখ দিয়ে অশ্রুর প্রপাত বহান, তাহলে বিস্মিত হওয়ার কারণ নেই। কারণ, লেখককে অবস্থাও এর চেয়ে ভিন্ন ছিল না। যদিও কলমের অশ্রু আপনারা দেখতে না পান, তবু কয়েক জায়গায় যে ব্যথাগীতি লিপিবদ্ধ হয়েছে, মনে হবে সেটা পাঠক ও লেখকের যৌথ মনোবেদনার ভাষ্যকার।

তৃতীয় অধ্যায় উপমহাদেশের সিন্ধু ও বেলুচিস্তানের ইতিহাস নিয়ে। এগুলো মূলত সেসব ছোট ছোট হুকুমতের ইতিহাস–যারা হয়তো কোনো বড় সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল, অথবা তাদের পতনকালে স্বায়ত্তশাসন লাভ করেছিল। উৎসগ্রন্থসমূহে ওই শাসকদের ইতিহাস খুব সংক্ষিপ্তাকারে আলোচিত হয়েছে। তাই পাঠক হয়তো তেমন আকর্ষণ অনুভব করবেন না। তবে পরবর্তী শাসনকালসমূহ সম্পর্কে জানতে এই ইতিহাস খুবই উপকারী প্রমাণিত হবে। উপমহাদেশের মহান শাসক পরিবারগুলোর বিস্তারিত আলোচনা ইনশাআল্লাহ ষষ্ঠ খণ্ডে আলোচিত হবে।

‘তারিখে উম্মতে মুসলিমাহ’র পঞ্চম খণ্ডের কাজ ২০২০ খ্রিষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে শুরু হয়ে ২০২২ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর এসে সমাপ্ত হয়েছে। এ হিসেবে প্রায় সোয়া দুই বছর সময় লেগে গেছে। খণ্ডটি প্রস্তুত করতে দেরি হওয়ার বড় কারণ হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ উৎসগ্রন্থের স্বল্পতা। যতক্ষণ পর্যন্ত তা হাতে এসে পৌঁছায়নি, ততক্ষণ পর্যন্ত কাজ আগায়নি। তা ছাড়া বিদ্যুতের অরাজক অবস্থা এবং লোডশেডিং-এর আধিক্যও কাজের গতি শ্লথ কররা জন্য অনেকটা দায়ী। অনুরূপ তারিখে উম্মতে মুসলিমাহর প্রকাশিত চার খণ্ডের পুনর্নিরীক্ষা এবং আরও সাবলীল করার কাজও অব্যাহত ছিল। ফলে নির্ধারিত সময়ের একটা অংশ ওই ক্ষেত্রেও ব্যয় করতে হয়েছে।

এ ছাড়া আমি অনেক দিন রোগাক্রান্ত ছিলাম। ডান হাত নাড়ানো এবং ও ঠাবসা কষ্টকর হয়ে পড়েছিল। কয়েক সপ্তাহের চিকিৎসা শেষে আল্লাহর রহমতে সুস্থ হয়েছি। এখনও এর কিছু প্রভাব শরীরে রয়ে গেছে। এসব কারণে একটু সময় লেগেছে। এজন্যই পেছনের খণ্ডগুলোতে যে গুরুত্ব দিয়ে বিন্যাস ও সংকলনের কাজ করা হয়েছে, এই খণ্ডে তেমনটি সম্ভব হয়নি।

হোয়াটসঅ্যাপে প্রতিনিয়ত ইতিহাস-সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্ন আসে। অধিকাংশ প্রশ্নের উত্তরই কিন্তু ‘তারিখে উম্মতে মুসলিমাহ’র প্রকাশিত চার খণ্ডে (বিশেষ করে ২য় খণ্ডে) দেওয়া আছে। তাই পাঠকদের কাছে অনুরোধ, নতুন প্রশ্নের আগে আপনার প্রশ্নসংশ্লিষ্ট অধ্যায়গুলো অধ্যয়ন করে নেবেন। এরপরও কোনো প্রশ্ন জরুরি মনে হলে আমার জিমেইলে পাঠিয়ে দেবেন। বিগত দুই তিন বছরে হোয়াটসঅ্যাপে প্রশ্নের পরিমাণ এতে বেড়ে গেছে যে, ওইগুলো থেকে আপনার প্রশ্ন খুঁজে বের করা বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। প্রশ্নের এই বন্যা লেখার একাগ্রতাকেও ক্ষতিগ্রস্ত করছে। এগুলো কাজের গতি এবং মানের ওপর বেশ প্রভাব বিস্তার করে। মোটকথা, এই বাধাবিপত্তির পরও আমি সাধ্যানুযায়ী প্রচেষ্টায় যেটুকু সম্পাদন করতে পেরেছি, তা এখন আপনাদের সামনে। কাজটি পূর্ণতা পৌঁছানোর, মান বজায় রাখার এবং অধমের স্বাস্থ্যের জন্য আপনাদের কাছে দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান

(rehanbhai@gmail.com)

রাত : ১১.২৫ মিনিট

শুক্রবার, ১২ই সফর, ১৪৪৪ হিজরি (৯ই সেপ্টেম্বর, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ)

ইদারাতু উলুমিল কুরআন, তাহসিল হাসান আবদাল, জেলা আটক।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় ২৫

উসমানি সালতানাত ২৫

উসমানি খেলাফতের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা ২৭

উসমানি খেলাফত প্রথম কালপর্ব : উত্থানকাল ৩৩

দ্বিতীয় বায়েজিদ তনয় সুলতান প্রথম সালিম (ইয়াভুজ) ৩৪

সাফাবি ছিল কারা ৩৫

শাহ ইসমাইলের কেন্দ্র তাবরিজ দখল ৩৯

চালিদরান যুদ্ধ ৪০

মিশরের মামলুকদের সঙ্গে বিরোধ ও শাম বিজয় ৪১

হিজাজে মুকাদ্দাসের কর্তৃত্ব ৪৩

মামলুকদের পরাজয়ের কারণ ৪৪

ওয়ারদান যুদ্ধ ও কায়রো দখল ৪৫

শাম ও মিশর জয়ের উপকারিতা : নতুন ব্যবস্থাপনা ৪৭

যখন আব্বাসিদের খেলাফত হস্তান্তর হয় উসমানিদের কাছে ৪৮

দরুজদের পদানত করার প্রয়াস ৪৯

ইউরোপীয় রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে প্রথম সালিমের সাক্ষাৎ ৫১

পর্তুগিজদের মাঝাভাঙার চেষ্টা ৫১

প্রথম সালিমের ইনতেকাল ৫১

প্রথম সালিমের ব্যক্তিত্ব ও অবদান ৫২

নৌ-সেনাপতি আরুজের দৃঢ়তার দাস্তান ৫৪

আমিরুল বাহার খায়রুদ্দিন বারবারুসা ৬৩

প্রথম সালিম ও ভ্রাতৃহত্যা ৬৫

সুলতান প্রথম সালিম তনয়, সুলতান প্রথম সুলায়মান খান আল-কানুনি আলিশান ৬৬

বেলগ্রেড বিজয় ৬৬

তখনকার বিশ্বচিত্র ৬৭

রোডস বিজয় ৬৮
স্পেনে কঠিন আঘাত, ফ্রান্সের সঙ্গে সন্ধি : হাঙ্গেরিতে সেনা অভিযান ৭০
ঐতিহাসিক মোহাক্স যুদ্ধ ৭২
বিদ্রোহ : হাঙ্গেরিতে পুনরায় সৈন্য প্রেরণ ৭৪
অস্ট্রিয়ায় হামলা : ভিয়েনা অবরোধ ৭৫
অস্ট্রিয়ায় দ্বিতীয় হামলা : জার্মান যুদ্ধ ১৫৩২ খ্রি. (৯৩৮ হি.) ৭৬
ইউরোপীয় রাষ্ট্রপুঞ্জে শান্তিচুক্তি ৭৮
খায়রুদ্দিন বারবারুসার অবিস্মরণীয় অবদান ৭৯
বারবারুসা যখন আলজেরিয়ার প্রশাসক ৮২
বারবারুসা এবং উসমানি নৌবহর ৮৩
তিউনিস বিজয় ৮৪
তিউনিসে স্প্যানিশ আক্রমণ ৮৪
ভেনিস ও ইতালি যুদ্ধ (৯৪৪ হিজরি : ১৫৩৭ খ্রিষ্টাব্দ) ৮৭
বাগদান (মোলদাভিয়া) যুদ্ধ (১৫৩৮ খ্রি.–৯৪৫ হি.) ৮৮
ঐতিহাসিক প্রিভিজা যুদ্ধ ৮৮
আলজেরিয়ায় স্প্যানিশ বাহিনীর শিক্ষণীয় শাস্তি ৯০
জন জাপোলির মৃত্যু, অস্ট্রিয়ার সঙ্গে লড়াই : বুদাপেস্ট যুদ্ধ ৯২
অ্যাজটারগম (Estergom) বিজয় ৯৩
খায়রুদ্দিন পাশার ইনতেকাল ৯৪
অস্ট্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধবিরতি ৯৫
বিশ্বময় খেলাফত এবং বৈশ্বিক অভিযান ৯৬
গুজরাটে পর্তুগিজ বিরোধী অভিযান ৯৬
গুজরাটের রাজ দরবারে চক্রান্ত এবং তুর্কিদের প্রস্থান ৯৭
ভারত মহাসাগরে অভিযান ৯৮
আফ্রিকান মুসলিমদের সহায়তা ৯৯
বাবুল মুনদিবের নিরাপত্তা ৯৯
দিল্লির মোগল সম্রাটদের সঙ্গে সম্পর্ক ১০০
হাঙ্গেরি ও অস্ট্রিয়ায় পুনরায় সেনা অভিযান ১০১
ফরাসিদের সঙ্গে নিয়ে ইতালিতে যৌথআক্রমণ ১০১
খায়রুদ্দিনের উত্তরসূরিদের অবদান ১০২
হাসান পাশা ও জেরবা যুদ্ধ (মে, ১৫৬০ খ্রি.-শাবান, ৯৬৭ হি.) ১০৪
হাসান পাশা এবং ওয়াহরান যুদ্ধ ১০৬

মালটা অবরোধ ১০৬
ভূমধ্য সাগরীয় যুদ্ধ : শেষ পরিণতি কী ১০৭
সুলায়মান আলিশান কর্তৃক প্রোটেস্ট্যান্টদের পৃষ্ঠপোষকতা ১০৮
সুলায়মান আলিশানের সফলতা ১০৯
ইরানিদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব ১১০
দ্বিতীয় দফা তাবরিজ বিজয় এবং বাগদাদ দখল ১১০
ইরানে দ্বিতীয়বার আক্রমণ ১১১
ইরানে তৃতীয় দফা আক্রমণ ১১২
বিদ্রোহ এবং অভ্যন্তরীণ কার্যকলাপ ১১৩
জেনেসারি বাহিনীর ঔদ্ধত্য এবং তা নিরসন ১১৩
তাতার রাজ্যসমূহ আত্মীকরণ : মস্কো পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তৃতি ১১৪
সুলায়মান আলিশানের ইনতেকাল ১১৪
সংস্কারকর্ম : সুলায়মান আলিশানের অবদান ১১৫
সুলায়মান আলিশানের যেসব কাজের সমালোচনা করা হয় ১১৮
সুলায়মান আলিশান তনয় দ্বিতীয় সালিম ১২২
ইয়ামেন দখল ১২২
সাইপ্রাস বিজয় ১২৩
ইন্দোনেশিয়ায় আধিপত্য বিস্তার ১২৪
মস্কো বিজয় ১২৫
অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি ১২৬
ক্রিট দ্বীপে অভিযান : উসমানি নৌবহরের পরাজয় ১২৬
ক্রিট যুদ্ধে পরাজয়ের প্রভাব ১২৯
পরাজয়ের ক্ষতি পুষিয়ে ওঠার চেষ্টা ১৩০
দ্বিতীয় সালিমের ইনতেকাল ১৩১
উসমানি খেলাফত দ্বিতীয় কালপর্ব : পতনকাল ১৩২
দ্বিতীয় সালিম তনয় তৃতীয় মুরাদ ১৩৩
নিষেধাজ্ঞা আরোপ মদপানে ১৩৩
পাঁচ ভাইকে হত্যা ১৩৪
নারীদের আধিপত্য এবং পদায়নের ক্ষেত্রে ঘুস গ্রহণের প্রবণতা ১৩৪
বুলোনিয়া দখল : অস্ট্রিয়ার সঙ্গে চুক্তি ১৩৫
ফ্রান্স ভেনিস ও ব্রিটেনের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়ন ১৩৫

সাফাবিদের সঙ্গে যুদ্ধ ১৩৫
তাতারি খানের সঙ্গে যুদ্ধ ১৩৬
সাফাবিদের পরাজয় তাবরিজ পুনর্দখল ১৩৬
স্পেনের সঙ্গে প্রথমবারের মতো যুদ্ধবিরতি ১৩৭
আফ্রিকায় পরিচালিত অভিযান ১৩৭
ইহুদিদের চক্রান্ত ১৩৮
জেনেসারি বাহিনীর নৈরাজ্য : অস্ট্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ ১৩৮
তৃতীয় মুরাদ খান তনয় তৃতীয় মুহাম্মাদ খান ১৪০
ভাইদের হত্যা ১৪০
ঐতিহাসিক কিরজিত যুদ্ধ ১৪১
বিদ্রোহ দমন ১৪৩
সুলতান তৃতীয় মুহাম্মাদের কৃতিত্ব ১৪৩
তৃতীয় মুহাম্মাদ তনয় প্রথম আহমাদ ১৪৫
অস্ট্রিয়ার সঙ্গে সন্ধি ১৪৫
ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ ও চুক্তি ১৪৬
স্পেনে মুসলিম নিধন এবং হল্যান্ডের উত্থান ১৪৬
ভূমধ্যসাগরের অভিযান ১৪৮
অভ্যন্তরীণ সমস্যাবলি ১৪৮
সুলতান আহমাদের ইনতেকাল ১৪৯
সুলতান আহমাদের সিরাত ও অবদান ১৫০
নাতিয়া কাব্য ১৫০
তৃতীয় মুহাম্মাদ তনয় প্রথম মুসতাফা ১৫১
অযোগ্যতা ও পদচ্যুতি ১৫১
প্রথম আহমাদ তনয় দ্বিতীয় উসমান ১৫৩
মুসতাফা খান (দ্বিতীয় দফা) ১৫৫
প্রথম আহমাদ তনয় চতুর্থ মুরাদ খান ১৫৬
সাফাবিদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব ১৫৭
জেনেসারি বাহিনীকে শিক্ষাদান ১৫৭
দরুজি ফিরকার ইমাম গ্রেফতার ১৫৮
বাগদাদ বিজয় ১৫৮
সুলতান মুরাদের ইনতেকাল ১৫৯

প্রথম আহমাদ তনয় প্রথম ইবরাহিম খান **১৬০**
শান্তি ও উন্নতি ১৬০
ক্রিট দ্বীপে অভিযান ১৬০
ইউরোপ জুড়ে বীর তুর্কি কমান্ডার হুসাইন পাশার ছবি ১৬১
আড়াই হাজার খ্রিষ্টান যুদ্ধবন্দি ১৬১
আগওয়াতের আধিপত্য এবং সুলতান-হত্যা ১৬২
প্রথম ইবরাহিম তনয় সুলতান চতুর্থ মুহাম্মাদ **১৬৩**
রাজমাতা কুসুমের রাজত্ব ১৬৩
রাজমাতা খাদিজার রাজত্ব ১৬৪
পবিত্র শপথ এবং ইউরোপীয় শাসকশ্রেণির যুদ্ধঘোষণা ১৬৫
রাজমাতা খাদিজার বিচক্ষণতা ১৬৫
কুবুরলু পাশার শাসনকাল ১৬৬
ইউরোপীয় শক্তির হামলা এবং মুহাম্মাদ পাশার পদচ্যুতি ১৬৭
প্রথম ইবরাহিম তনয় দ্বিতীয় সুলায়মান খান **১৬৯**
প্রথম ইবরাহিম তনয় দ্বিতীয় আহমাদ **১৭০**
চতুর্থ মুহাম্মাদ তনয় দ্বিতীয় মুসতাফা **১৭১**
কার্লোভিৎস অঙ্গীকার : উসমানিদের পশ্চাৎগমন ১৭১
চতুর্থ মুহাম্মাদ তনয় তৃতীয় আহমাদ **১৭৩**
রাশিয়ার উত্থান ১৭৩
সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনা : দ্য গ্রেট পিটার ১৭৪
অঙ্গীকার ভঙ্গ ও সন্ধি ১৭৫
ইউরোপীয় রণক্ষেত্রে সাফল্য ১৭৬
আফগানিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ ১৭৭
রুশ এবং ইরানের সঙ্গে দ্বন্দ্ব ১৭৮
ইবরাহিম পাশার সংস্কারকর্ম এবং এর প্রভাব ১৭৮
উসমানি খেলাফত তৃতীয় কালপর্ব : দুর্বলতা, আধুনিকতা ও প্রয়াসকাল **১৮১**
দ্বিতীয় মুসতাফা তনয় সুলতান প্রথম মাহমুদ খান **১৮২**
ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ ১৮২
আধুনিক সেনা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ১৮৩
পশ্চাৎপদতার পরিণতি ১৮৪
রুশ ও অস্ট্রিয়া যুদ্ধ : বেলগ্রেড চুক্তি ১৮৫

ফ্রান্সের যে প্রস্তাব থেকে ফায়দা হাসিল হয়নি	১৮৮
ইউরোপীয় অধিকৃত অঞ্চলের আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে উদাসীনতা	১৮৮
প্রথম মাহমুদের ইনতেকাল	১৮৯
দ্বিতীয় মুসতাফা তনয় সুলতান তৃতীয় উসমান	**১৯০**
তৃতীয় আহমাদ তনয় তৃতীয় মুসতাফা	**১৯১**
দূরদর্শিতা ও সন্ধি	১৯১
উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড	১৯১
পিটার দ্য গ্রেটের অসিয়তনামা	১৯২
রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ ও পরাজয়	১৯৩
দার্দানেল প্রণালির কাছে রুশ নৌবহর	১৯৪
রুশদের পশ্চাৎপসরণ, বর্বরতা ও কাপুরুষতা	১৯৫
রাশিয়ার ইঙ্গিতে মিশরে বিদ্রোহ	১৯৬
সুলতান তৃতীয় মুসতাফার ইনতেকাল	১৯৬
তৃতীয় আহমাদ তনয় প্রথম আবদুল হামিদ	**১৯৮**
রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ এবং কিনারজা চুক্তি	১৯৮
সন্ধি সমাপ্ত এবং দ্বিতীয়বার যুদ্ধ	১৯৯
তৃতীয় মুসতাফা তনয় তৃতীয় সালিম খান	**২০১**
জাতিকে উদ্দেশ্য করে জ্বালাময়ী ভাষণ	২০১
প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ও কৌশল	২০১
রুশ-অস্ট্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ এবং সন্ধির আবেদন	২০২
এই চুক্তির সঙ্গে ইউরোপীয়দের আগ্রহের কারণ	২০৪
রুশ ও ইউরোপীয়দের সমন্বিত উপকার	২০৪
ইউরোপে রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিপ্লব	২০৫
ফ্রান্সে গণতন্ত্র	২০৭
নেপোলিয়ন বোনাপার্টের অভ্যুদয়	২০৭
নেপোলিয়ন কর্তৃক মিশর দখল	২০৮
মুসলিমবিশ্বের সঙ্গে নেপোলিয়নের কৌশল	২১০
নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে তুর্কির যুদ্ধ ঘোষণা এবং এর প্রতিক্রিয়া	২১১
কায়রোয় ফরাসিদের হিংস্রতা	২১২
নেপোলিয়ন কর্তৃক শামের উপকূল দখল : আক্কার রণক্ষেত্র	২১২
জামিয়াতুল আজহারের জিহাদের ঘোষণা	২১৩

মিশরে আফ্রিকান মুজাহিদদের কৃতিত্ব ২১৩
আক্কায় নেপোলিয়নের পরাজয় ২১৪
নেপোলিয়নের ফেরত যাত্রা ২১৪
কায়রোর জিহাদি আন্দোলন : ফরাসি জেনারেল গভর্নর হত্যা ২১৫
ফরাসি বাহিনীর পরাজয় : সেনা প্রত্যাহার এবং সন্ধি ২১৬
মিশরে নেপোলিয়নের হামলার প্রভাব ২১৬
রাষ্ট্রীয় দৃঢ়তার প্রতি মনোযোগ : অধঃপতনের ত্রুটি তালাশের ডাক ২১৭
আধুনিক শাসনব্যবস্থার বাস্তবায়ন ২১৮
সাধারণভাবে নতুনব্যবস্থা গ্রহণের সমস্যা ২১৯
নতুন আঙ্গিকে সামরিকায়নের প্রয়াস ২২২
জেনেসারি বাহিনীতে সংস্কারের প্রয়াস ও বিদ্রোহ ২২২
সংস্কার কাজে ব্যর্থ হওয়ার কারণ ২২৩
পশ্চিমা ষড়যন্ত্র : মুসলমান অস্তিত্বের মৌলিক রহস্য ২২৪
প্রথম আবদুল হামিদ তনয় চতুর্থ মুসতাফা ২২৫
রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ : ফরাসিদের নাক গলানো ও ব্যর্থ সন্ধি ২২৫
বিদ্রোহ ও পদচ্যুত ২২৬
প্রথম আবদুল হামিদ তনয় সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ ২২৭
সাদরে আজমের সংস্কার-প্রচেষ্টা এবং জেনেসারি বাহিনীর বিদ্রোহ ২২৭
রুশদের সঙ্গে যুদ্ধ ২২৮
রুশবিরোধী যুদ্ধে সফলতা ২২৮
নেপোলিয়নের বিজয় এবং রাশিয়ায় আক্রমণ ২২৮
রুশ-তুর্কি সন্ধি : বুখারেস্ট চুক্তি ২২৯
তুর্কির ওপর নেপোলিয়নের অভিযোগ ২৩০
নেপোলিয়নের পরিণতি ২৩০
মুহাম্মাদ আলি পাশার বিদ্রোহ এবং মিশর হাতছাড়া ২৩২
মুহাম্মাদ আলি পাশার ব্যক্তিত্ব ২৩২
মুহাম্মাদ আলি পাশার উত্থান ২৩২
মিশরের স্বায়ত্তশাসন ২৩৩
আলি পাশার মিশর ২৩৪
জাজিরাতুল আরব এবং শায়েখ মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাব ২৩৫
সার্বিয়ার বিদ্রোহ এবং আধা স্বায়ত্তশাসন ২৩৯

পূর্বাঞ্চলীয় সমস্যা : গ্রিসে বিদ্রোহ ২৩৯
জেনেসারি বাহিনীর বিলুপ্তি ২৪১
গ্রিসের সঙ্গে রাশিয়া ও ব্রিটেন ২৪৩
তুর্কির ওপর ইউরোপীয়দের যৌথ চাপ ২৪৩
আদ্রিয়ানোপল-চুক্তি ২৪৪
রুশ-তুর্কি যুদ্ধ ২৪৫
আরদানা-চুক্তি (আদ্রিয়ানোপল-চুক্তি) ২৪৫
ফ্রান্সের আলজেরিয়া দখল ২৪৬
আমির আবদুল কাদির আল জাজায়েরির প্রচেষ্টা ২৪৭
শামে আলি পাশার হামলা ২৪৮
শামে মুহাম্মাদ আলি পাশার শাসন ২৫০
শামে মিশরিদের পুনরাক্রমণ এবং তুর্কিদের পুনর্পরাজয় ২৫০
খলিফা দ্বিতীয় মাহমুদের ইনতেকাল ২৫১
খলিফা দ্বিতীয় মাহমুদের কৃতিত্ব, অবদান ও ভুল ২৫১
দ্বিতীয় মাহমুদ তনয় সুলতান প্রথম আবদুল মজিদ ২৫৫
শাম নিয়ে তুর্কি-মিশর দ্বন্দ্ব ২৫৫
শাম থেকে মিশরের সেনা প্রত্যাহার ২৫৬
খুনকারা সিকলা সি সন্ধি রহিতকরণ ২৫৭
বালতা লিমান অঙ্গীকার ২৫৮
ক্রিমিয়ার যুদ্ধ ২৫৮
ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বাইরে থেকে তুর্কির ঋণগ্রহণ ২৫৯
তুর্কির ইউরোপীয় রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্যলাভ ২৬০
প্যারিস-চুক্তি ২৬০
রাশিয়ার ওপর প্যারিস-চুক্তির প্রভাব ২৬১
উসমানি সাম্রাজ্যে প্যারিস-চুক্তির প্রভাব : অব্যাহত বিদ্রোহ ২৬১
সার্বিয়ার বিদ্রোহ এবং ইউরোপের দ্বিচারিতা ২৬২
লেবাননে দরুজ-মারুনিদের গৃহযুদ্ধ এবং ইউরোপীয়দের হস্তক্ষেপ ২৬৩
সুলতান আবদুল মাজিদের ইনতেকাল ২৬৪
টেলিফোন ও রেলওয়ে লাইন ২৬৪
ব্যবস্থাপনাকাল : মুসতাফা রশিদ পাশা এবং সংস্কার-কার্যক্রম ২৬৪
এক পিতার সন্তান ২৬৫
মানবাধিকার এবং শরয়ি বিধানে কোনো পার্থক্য নেই ২৬৬

মুসতাফা রশিদ পাশার বিরোধিতা : পদচ্যুতি ও পুনর্বহাল ২৬৭
১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দ : বিচারব্যবস্থা স্থগিতকরণ ২৬৭
তুর্কিতে প্রগতিবাদী ও পশ্চাদ্‌পন্থিদের দ্বন্দ্ব ২৬৮
নতুন কানুন থেকে ইসলামের শত্রুরা কীভাবে উপকৃত হয়? ২৬৯
সুলতান আবদুল মাজিদের উত্তম কিছু কর্মকাণ্ড ২৭০
দ্বিতীয় মাহমুদ তনয় সুলতান আবদুল আজিজ ২৭২
সংস্কার এবং আধুনিক শিক্ষা প্রসারের প্রয়াস ২৭২
ক্রিটের ব্যর্থ বিদ্রোহ ২৭৪
ইউরোপ সফর ২৭৪
দুনমা তথা মুসলিমরূপী ইহুদি ২৭৬
সাবাতায়ি জিফির আন্দোলন ২৭৬
মাদহাত পাশার আবির্ভাব ২৭৮
তাগুতি সংগঠনের আবির্ভাব ২৭৯
তুর্কির নতুন প্রজন্মের ওপর পশ্চিমা চিন্তাবিদদের প্রভাব ২৮০
আধুনিক উসমানি সালতানাত এবং মাদহাত পাশা ২৮২
প্যান তুর্কি-ইজম (তুর্কি ঐক্য) ২৮২
জমিয়তে ইত্তিহাদ ও তারাক্কি : সদস্য গঠনের কার্যক্রম ২৮৩
সুলতান আবদুল আজিজ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ ২৮৪
সুলতানের বিরুদ্ধে বৈশ্বিক ষড়যন্ত্র এবং অভ্যন্তরীণ চক্রান্ত ২৮৫
সুলতানের কৃতিত্বপূর্ণ কিছু কর্মযজ্ঞ ২৮৭
সুয়েজ খাল উদ্বোধন ২৮৭
টেলিগ্রাফ ও রেলওয়ে লাইন ২৮৮
প্রথম আবদুল মজিদ তনয় সুলতান পঞ্চম মুরাদ ২৮৯
প্রথম আবদুল মজিদ তনয় সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদ ২৯০
ব্যক্তিত্ব ও গুণাবলি ২৯০
ইউরোপ সফর ২৯০
মসনদে আরোহণ ২৯১
পরীক্ষার মুখোমুখি সুলতান ২৯২
সুলতান আবদুল হামিদের কর্মকৌশল ২৯৩
পশ্চিমা-মদদপুষ্টদের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ২৯৫
মাদহাত পাশার উত্থান ২৯৬

তুর্কির নতুন সংবিধান	২৯৬
মাদহাত পাশার লক্ষ্য	২৯৮
মাদহাত পাশার অপরাধ	২৯৯
বলকানযুদ্ধ	**৩০০**
মাদহাত পাশার চক্রান্ত	৩০১
মাদহাত পাশার পতন	৩০২
পার্লামেন্ট গঠন	৩০৩
বলকানে পুনরায় রক্তপাত এবং ইউরোপীয় রাষ্ট্রপুঞ্জের চক্রান্ত	৩০৩
বুলগেরিয়ায় বিদ্রোহ	৩০৪
রাশিয়ার হামলা : ক্রিমিয়াযুদ্ধ এবং তুর্কির পরাজয়	৩০৬
পার্লামেন্ট বন্ধ	৩১১
সান স্টেফানোস প্রস্তাব এবং বার্লিন-চুক্তি	৩১৩
বার্লিন-চুক্তির প্রভাব	৩১৫
ব্রিটিশের ইঙ্গিতে ইস্তামবুলে বিদ্রোহের ব্যর্থ প্রয়াস	৩১৬
গোয়েন্দা-বিভাগ প্রতিষ্ঠা	৩১৭
মাদহাত পাশার পরিণতি	৩১৮
সাম্রাজ্যবাদীদের দখলে তিউনিস, মিশর এবং সুদান	**৩২০**
হাতছাড়া মিশর	৩২১
সুদান	৩২২
আর্মেনিয়া, কুর্দিস্তান এবং ইয়ামেনে বিদ্রোহ	৩২৩
গ্রিসের সঙ্গে যুদ্ধ	৩২৫
কুর্দিস্তান ও ইয়ামেন	৩২৭
মেসিডোনিয়ায় বিদ্রোহ	৩২৮
মুসলিম ও অমুসলিম-বিশ্বের মধ্যে তুলনা	**৩২৯**
সাম্রাজ্যবাদের উত্থান	৩৩১
প্রাচীন রাজনীতির দিকে সুলতানের অভিযাত্রা ও নতুন পরিকল্পনা	৩৩২
সুলতানের ‘আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া’ আন্দোলন	৩৩৩
ইসলামি রেনেসাঁর লক্ষ্যে সুলতানের প্রয়াস	৩৩৪
জামালুদ্দিন আফগানি : সুলতানের নৈকট্য লাভ, চিন্তায় বিরোধিতা	৩৩৫
খানকাহসমূহের বৈশ্বিক হালকা	৩৩৮
ইউরোপীয় এজেন্টরা কেন হজবিরোধী ফতোয়া দিয়েছিল?	৩৩৯
পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির মোকাবেলা	৩৪০

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের পৃথক ব্যবস্থাপনা ৩৪১
তেলসম্পদ এবং সুলতান আবদুল হামিদের পরিকল্পনা ৩৪২
হিজাজ রেলওয়ে পরিকল্পনা ৩৪৪
দেশের ভেতরে বিদ্রোহী সংগঠনের অপতৎপরতা ৩৪৬
বিশ্বজায়নবাদ ও সুলতান আবদুল হামিদ ৩৪৮
সুলতান আবদুল হামিদ কর্তৃক ইহুদিদের পরিষ্কার জবাব ৩৪৯
সুলতানের সঙ্গে হার্জেলের সরাসরি সাক্ষাৎ ৩৫০
সুলতানের বিরুদ্ধে ইহুদিদের চক্রান্ত ৩৫১
প্রাণঘাতী হামলা ৩৫২
জায়নবাদী লক্ষ্যপূরণে প্রগতিবাদীদের খেদমত ৩৫৩
বিদ্রোহী অফিসার এবং কেন্দ্রীয় খেলাফতের মধ্যে দ্বন্দ্ব ৩৫৫
খেলাফতের প্রাসাদ ঘেরাও এবং সুলতানের অধিকার হরণ ৩৫৬
প্রগতিবাদীদের সরকার এবং ইস্তামবুলে হাঙ্গামা ৩৫৭
দেয়ালের লেখা পাঠ ৩৫৮
সুলতান আবদুল হামিদ ইস্তিফা দিতে প্রস্তুত ৩৬০
প্রগতিবাদীদের ধোঁকা ও প্রতারণা ৩৬১
সেনানিয়ন্ত্রণে ইস্তামবুল ৩৬১
সুলতানের পক্ষ থেকে অস্ত্রধারণে নিষেধাজ্ঞা ৩৬২
মিথ্যা অপবাদ এবং জাল ফতোয়া ৩৬৩
ফ্রিম্যাসন গ্রান্ড মাস্টারের হাতে সুলতানের পদচ্যুতিপত্র ৩৬৫
সুলতানের গ্রেফতারি, কারাদণ্ড ও ইনতেকাল ৩৬৭
সুলতানের শাসনকাল নিয়ে সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা ৩৬৯
বহির্দেশীয় ঋণমুক্তি ৩৬৯
সুলতানের লেখার খেদমত ৩৭০
কেন সুলতানের সংস্কার-প্রচেষ্টা সফল হয়নি? ৩৭০
অসময়ে পস্তায়ে কী লাভ? ৩৭১
উসমানি খেলাফত চতুর্থ কালপর্ব : প্রগতিপন্থিদের আধিপত্যের যুগ ৩৭৪
সুলতান রাশাদ, পঞ্চম মুহাম্মাদ ইবনু প্রথম আবদুল মজিদ ৩৭৫
জমিয়তে ইত্তিহাদ ওয়াত তারাক্কির প্রতিশোধ গ্রহণ ৩৭৫
অসংখ্য ফ্রিম্যাসনরি কেন্দ্র গড়ে ওঠা ৩৭৭
আলবেনিয়া সফর ৩৭৭

নির্বাচন এবং নতুন পার্লামেন্ট	৩৭৭
আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি	৩৭৮
বলকানের প্রথম যুদ্ধ	৩৮০
হিন্দুস্তানি মুসলিমদের কুরবানি	৩৮২
বলকানযুদ্ধে তুর্কির ক্ষয়ক্ষতি	৩৮২
পশ্চিম-ত্রিপোলির (লিবিয়ার) পতন	৩৮৩
সেনুসি মুজাহিদদের জিহাদি আন্দোলন : শহিদ উমর মুখতার রহ.	৩৮৬
জমিয়তে হুররিয়াত ওয়া ইতিলাফের বিজয় : কামিল পাশার সরকার	৩৮৭
সেনাবিদ্রোহ : কামিল পাশার পদচ্যুতি এবং মাহমুদ পাশার হত্যা	৩৮৮
মিলিটারি ট্রায়াঙ্গালের ইজারাদারি	৩৮৯
বলকানের দ্বিতীয় যুদ্ধ	৩৯০

প্রথম অধ্যায়
উসমানি সালতানাত
সুলতান প্রথম সালিম থেকে দ্বিতীয় আবদুল মজিদ পর্যন্ত

৯২৩ হিজরি-১৩৪২ হিজরি

১৫১৭ খ্রিষ্টাব্দ-১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দ

উসমানি খেলাফতের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

উসমানি তুর্কদের স্বাধীন বাদশাহি শুরু হয় আনাতোলিয়ার মসনদে বসা উসমান খানের মাধ্যমে—হিজরি ৬৮৭ সনে। তিনি বাদশাহ উপাধি অর্জন করেন ৬৯৯ হিজরিতে। তার পরে ধারাবাহিকভাবে বাদশাহ হন উর খান, প্রথম মুরাদ, প্রথম বায়েজিদ (ইলদারাম)। ৮০৫ হিজরিতে ইলদারাম তৈমুরের হাতে পরাজিত ও ধৃত হলে দীর্ঘ ১১ বছরের কেন্দ্রহীনতা ও অরাজকতার পর ইলদারাম-পুত্র মুহাম্মাদ চেলপি ৮১৬ হিজরিতে পুনরায় উসমানি সাম্রাজ্যকে কেন্দ্রীয় শক্তিতে পরিণত করে তোলেন। চেলপির পরে পর্যায়ক্রমে ক্ষমতাসীন হন দ্বিতীয় মুরাদ, মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ এবং দ্বিতীয় বায়েজিদ। ৯১৮ হিজরিতে বায়েজিদ ইনতেকাল করলে তখন পর্যন্ত ৬৯৯–৯২৩ হিজরি উসমানিরা (৩২৪ বছর) বাদশাহ হিসেবে রাষ্ট্র পরিচালনা করেন।

৯১৮ হিজরি (১৫১২ খ্রি.) প্রথম সালিম বাদশাহ হওয়ার পর ৯২৩ হিজরিতে (১৫১৭ খ্রি.) খেলাফতের পদও অর্জন করে নেন। তখন থেকে শুরু করে এই খেলাফত ১৩৪২ হিজরি (১৯২৪ খ্রি.) পর্যন্ত চলমান থাকে। এভাবে উসমানিদের খেলাফতকাল (হিজরিবর্ষ মোতাবেক) ৪১৯ বছর প্রলম্বিত ছিল। ওই সময়কালকে আমরা চার পর্বে বিভক্ত করতে পারি।

১. **উত্থানকাল :** প্রথম সালিম থেকে দ্বিতীয় সালিম : ৯২৩ হি.-৯৮২ হি. (১৫১৭ খ্রি.-১৫৭৪ খ্রি.) পর্যন্ত, মোট ৬৭ বছর।[২]

২. **পতনকাল :** তৃতীয় মুরাদ থেকে তৃতীয় আহমাদ : ৯৮২ হি.-১১৪৩ হি. (১৫৭৪ খ্রি.-১৭৩০ খ্রি.) পর্যন্ত, মোট ১৬১ বছর।

৩. **দুর্বলতা, আধুনিকতা ও প্রচেষ্টাকাল :** মাহমুদ খান থেকে দ্বিতীয় আবদুল হামিদ : ১১৪৩ হি.-১৩২৮ হি. (১৭৩০ খ্রি.-১৯০৯ খ্রি.) পর্যন্ত, মোট ১৮৮ বছর।

---

[২] প্রথম সালিম ৯১৮ হিজরিতে (১৫১২ খ্রি.) ক্ষমতাসীন হলেও প্রথম পাঁচ বছর তিনি শুধু বাদশাহ ছিলেন, খলিফা ছিলেন না।

৪. **প্রগতিবাদীদের আধিপত্যকাল :** সুলতান রাশাদ থেকে দ্বিতীয় আবদুল মজিদ : ১৩২৮ হি.-১৩৪২ হি. (১৯০৯ খ্রি.-১৯২৪) পর্যন্ত, মোট ১৪ বছর।

১. **উত্থানকাল : প্রথম সালিম থেকে দ্বিতীয় সালিম :** ৯২৩-৯৮২ হি. (১৫১৭-১৫৭৪ খ্রি.)

ওই সময় উসমানি সাম্রাজ্য ইসলামি খেলাফতের পদমর্যাদা লাভে সক্ষম হয়। তখন সাম্রাজ্যের সীমা একদিকে শাম, মিশর ও আফ্রিকায় ছড়িয়ে পড়ে; অপরদিকে ইরানের বিস্তৃত ভূখণ্ডও খেলাফতের অধীনে চলে আসে। ওই যুগে সুলায়মান কানুনির মতো একজন বিশাল ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটে এবং তুর্কিদের প্রভাব ইউরোপের অস্ট্রিয়া পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। প্রথম সালিম ও সুলায়মান কানুনির শাসনামলের উত্থান এবং খায়রুদ্দিন বারবারুসার মতো নৌ সেনাপতির বিজয়ধারা—ইউরোপে সামুদ্রিক বিজয়ের দাপট—চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে দেয়। তখন বনু উসমানের সুলতানদের মূল লক্ষ্য ছিল মুসলিম উম্মাহর স্বার্থসংরক্ষণ, জাতির ঐক্য সুদৃঢ় করা এবং আগ্রাসী ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধযুদ্ধ। এদিকে তখন হিন্দুস্তানে প্রতিষ্ঠা পায় মুগলদের সুবিশাল সালতানাত; ইলম, শিল্পকলা, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও অর্থনীতিতে যাদের উন্নতি বিশ্ববাসীর চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছিল।

২. **পতনকাল : তৃতীয় মুরাদ থেকে তৃতীয় আহমাদ :** ৯৮২ হি.-১১৪৩ হি. (১৫৭৪ খ্রি.-১৭৩০ খ্রি.)

যেভাবে সূর্য মধ্যগগনে অবস্থানের পর ধীরে ধীরে অস্তাচলে পাড়ি জমায়, একইভাবে দ্বিতীয় সালিমের পর খুব দ্রুতই মুসলিমদের পতনের ধারা সূচিত হয়। যদিও এই পতনের সঞ্চার ছিল অনেকটা পর্যায়ক্রমিক। উসমানি তুর্করা তখনো বেশ দাপটের সঙ্গেই শাসনকাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। পাশাপাশি ইউরোপের প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি হিসেবে নিজেদের অবস্থানে ছিল সুদৃঢ় ও অবিচল। তবে পূর্বেকার লৌহমানবদের স্থানে স্থলাভিষিক্ত হতে থাকেন একের পর এক দুর্বলচেতা শাসকবৃন্দ। রাজনীতিতে বাড়তে থাকে রাজপরিবারের নারীদের হস্তক্ষেপ। নতুন শাসকদের নিযুক্তিতে স্বার্থচিন্তাকে অগ্রাধিকার দিয়ে যোগ্যতা ও দক্ষতাকে নিয়ে আসা হয় দ্বিতীয় সারিতে। ঘনঘন শাসক পরিবর্তনের ফলে পুরো উসমানি সাম্রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে এক ধরনের ভয়াল অরাজকতা।

ওই সময় আন্তর্জাতিক রাজনীতির অঙ্গনের পথ-পরিক্রমাও খুব দ্রুতই বদলে যাচ্ছিল। প্রথমদিকে উসমানি তুর্করা বিজয়ীপক্ষ হিসেবে কথাবার্তা বলতে অভ্যস্ত

হলেও তারা ধীরে ধীরে নেমে আসে সমান্তরাল অবস্থানে। এর মাঝে ইউরোপীয় শক্তি সংলাপে দূরদর্শিতা, সূক্ষ্মদর্শিতা ও পরিণামচিন্তার মাধ্যমে বিজয়ীপক্ষ হিসেবে আবির্ভূত হতে থাকে। পক্ষান্তরে মুসলিম শাসকশ্রেণি অতি আত্মবিশ্বাস এবং বৈষয়িক স্পর্শকাতর দিকসমূহ আর ভবিষ্যৎচিন্তা এড়িয়ে এমনসব চুক্তিতে উপনীত হতে থাকেন, যা তাদের বিরাট ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছিল।

তবে যেহেতু চুক্তির প্রতিটি ধাপ অনুসরণ করা ছিল ইসলামি ঐতিহ্যের অংশ; তাই তারা চুক্তি ভঙ্গ না করে সেই ক্ষতি গ্রহণ করে নিতেন। অপরদিকে ইউরোপীয়দের কাছে কোনো চুক্তি বা চুক্তির ধারা ক্ষতিকর প্রমাণিত হলে তাদের দুর্বলতা কেটে যাওয়ার পরপরই নির্দ্বিধায় তারা চুক্তি ভঙ্গ করে ফেলত। পতনযুগে উসমানিদের রাজনৈতিক দাপট এবং সামরিক শক্তি এতটাই হ্রাস পেয়েছিল, ইউরোপীয়রা উসমানিদের ওপর চাহিদামতো চুক্তি ও শর্ত চাপিয়ে দেওয়া শুরু করে; আর উসমানিরা ইচ্ছার বিপরীতে তা মানতে বাধ্য হয়ে পড়েন। এক পর্যায়ে তাদের স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসন যেন ধীরে ধীরে লোপ পেতে শুরু করে।

যদিও তখন একদিকে উসমানিদের, অপরদিকে মোগলদের বাহ্যিক দাপট দেখে মুসলিমদের দাসত্বকাল খুব কাছাকাছি বোঝা যাচ্ছিল না; তবে এটা স্পষ্ট ছিল—মুসলিমদের প্রজ্ঞা, রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির গতি অনেকটাই শ্লথ হয়ে পড়েছে। এতদিন ইউরোপীয়রা তাদের তুলনায় পিছিয়ে থাকলেও এখন তারা জ্ঞান-প্রজ্ঞা; সভ্যতা-সংস্কৃতি; শিল্প; নানান ধরনের পেশা; অস্ত্র তৈরি; ভৌগোলিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। এভাবে তারা আবির্ভূত হচ্ছিল, যেন শতাব্দীর পর শতাব্দী ঘুমিয়ে থাকার কাজা-কাফফারা আদায় করতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

সপ্তদশ খ্রিষ্টাব্দে অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। তখন মুসলিমরা হয়ে পড়ে জড়পদার্থের মতো স্থবির। ইউরোপীয়রা রাজনৈতিক প্রভাব, সামরিক শক্তি এবং অর্থনৈতিক সক্ষমতার পূর্ণ নিঃশ্বাস ফেলতে থাকে মুসলমানদের ঘাড়ে। কিন্তু অদ্ভুতভাবে তখনও তারা মরণ ঘুমে আচ্ছন্ন।

৩. দুর্বলতা, আধুনিকতা ও প্রাণান্ত প্রচেষ্টাকাল : মাহমুদ খান থেকে দ্বিতীয় আবদুল হামিদ : ১১৪৩ হি.-১৩২৮ হি. (১৭৩০ খ্রি.-১৯০৯ খ্রি.)

খ্রিষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর (হিজরি দ্বাদশ শতাব্দী) শুরুর দিকে উসমানি তুর্ক আর ইউরোপীয় শক্তিগুলোকে প্রায় কাছাকাছি অবস্থানে দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু ওই শতাব্দীর শেষ দিকে ইউরোপ কেবল মুসলমান বিশ্ব থেকেই এগিয়ে যায়নি;

বরং বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতি মুসলমান বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা চালিয়ে যায়। যেন পঞ্চদশ শতাব্দীতে অলক্ষ্যে শুরু হওয়া পতন তিক্ত বাস্তবতা হয়ে চোখ রাঙাচ্ছিল; তা ছাড়া এর প্রতিবিধানের সকল সুযোগও হয়ে গিয়েছিল হাতছাড়া। তখন বিভিন্ন দেশে উসমানি সুলতানদের অভিযানের ধারাবাহিকতাও প্রায়ই বন্ধ হয়ে যায়। আর এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়, কেবল নিজেদের আয়ত্তাধীন ভূখণ্ডের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাটাই যেন একমাত্র লক্ষ্য।

তখন ইউরোপীয়রা নিজেদের মধ্যে শত বিরোধ দূরে ঠেলে পরস্পর চুক্তির মাধ্যমে উসমানিদের বিরুদ্ধে ঐকবদ্ধ হয়ে ওঠে। তাদের সঙ্গে যোগ দেয় রাশিয়াও। কিন্তু সময়ের অবগুণ্ঠিত আর্তনাদ শুনতে পান কতিপয় উসমানি সুলতান। তারা আবারও উসমানি সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় করার প্রয়াসী হন। তাদের মধ্যে সুলতান আবদুল আজিজ ও সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদের নাম থাকবে সবার শীর্ষে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর অবস্থা ছিল—আফগান ও তুর্কি ছাড়া প্রায় পুরো মুসলিমবিশ্বই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির করতলগত। একদিকে আফগানিস্তানে ব্রিটিশরা অব্যাহত হামলা চালিয়ে যাচ্ছিল। অন্যদিকে উসমানি খেলাফতের প্রকাশ্য ক্রমবর্ধমান দুর্বলতা প্রকাশ পাওয়ার দরুন শুরু হয় একে গিলে ফেলার বৈশ্বিক ষড়যন্ত্র। এ লক্ষ্যে উসমানীয়দের বিভিন্ন প্রদেশে তাদের অন্তরালে জাগিয়ে তোলা হয় প্রবল বিদ্রোহ। খোদ মুসলমানদের মধ্য হতে এমন কিছু লোক তৈরি করা হয়, যারা হয়ে ওঠে দখলদারদের গোপন সাহায্যকারী। তাদের মধ্যে মুহাম্মাদ আলি পাশার নাম থাকবে সবার শীর্ষে। এ ছাড়াও বিভিন্ন অঞ্চলে ইহুদিরা নানান কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সক্রিয় হয়ে ওঠে। ফ্রিম্যাসনের হাতেগড়া তুর্কির যুবসংগঠন সেনাবাহিনীতে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। দেশের অভ্যন্তরে তখন মাজহাব ও প্রাচ্যসভ্যতার চাইতে ব্যাপক হয়ে ওঠে স্বাধীনতার অধিকার।

দীর্ঘ এই সময়ের ভেতর বিশ্বের সভ্যতা, সাংস্কৃতি, সামরিক অবস্থা এবং ভৌগোলিক চিত্রপট খুব দ্রুতই পালটে যাচ্ছিল। ধীরে ধীরে কমে এসেছিল যুদ্ধবিগ্রহে তরবারি, বর্শা, তির-ধনুক ও মানজানিকের ব্যবহার। এর জায়গা দখল করে নিচ্ছিল বন্দুক, রাইফেল, রিভলবার ও কামানের মতো আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র। উন্নত ব্যবস্থার মাধ্যমে সময়ের পরিক্রমায় এগুলোকে ব্যাপক ধ্বংসাত্মক করে তোলা হচ্ছিল। এই ক্ষেত্রে মুসলিমবিশ্বকে ছাড়িয়ে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিল ইউরোপীয়রা। বিশ্বব্যাপী তাদের প্রভাবও ক্রমশ বিস্তৃত

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

(ষোড়শ খণ্ড)

মূল

মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান

অনুবাদ

মঈনুদ্দীন তাওহীদ

আবদুর রশীদ তারাপাশী

ইত্তিহাদ

সূচিপত্র

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কীভাবে শুরু হয়েছিল? ২৩
যুদ্ধের আগে বৈশ্বিক শক্তির অনুপাত ২৪
যুদ্ধ বাধার তাৎক্ষণিক কারণ ২৫
বিশ্বযুদ্ধে তুর্কির অবস্থান ২৭
যুদ্ধে জড়ানোর ক্ষেত্রে তুর্কির হাতে গ্রহণযোগ্য অজুহাত ছিল? ২৯
বিশ্বযুদ্ধে তুর্কির অংশগ্রহণের অন্তরালের কাহিনী ৩০
মুসলিমবিশ্ব কেন তুর্কির সঙ্গ দেয়নি? ৩৩
হিন্দুস্তানি মুসলিম এবং আকাবিরে দেওবন্দের ভূমিকা ৩৪
বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা ৩৬
প্রাচ্যের রণক্ষেত্র ৩৬
এডেন রণক্ষেত্র ৩৭
আর্মেনিয়ায় মুসলিম গণহত্যা ৩৭
দার্দানেল প্রণালি ৩৮
সুয়েজখালের যুদ্ধ ৩৯
ইরাকযুদ্ধ ৪১
জাজিরাতুল আরব ৪১
নজদের সরকার এবং সুলতান আবদুল আজিজ ইবনু সাউদ ৪৩
শাম ও ফিলিস্তিন ৪৩
দার্দানেল প্রণালি ও ককেশাস ৪৫
মদিনার অবস্থা ৪৫
বিশ্বযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি ৪৬
সাইকস-পিকো চুক্তি : বালফোর ঘোষণা ৪৭

যুদ্ধের পর উসমানি সালতানের অবস্থা **৪৯**
তুর্কি জাতীয়তাবাদের ব্যর্থ স্লোগান ৫৩
বিশ্বযুদ্ধে পর্দার আড়ালে ইহুদিদের কালো হাত **৫৫**
ষষ্ঠ মুহাম্মাদ, ওয়াহিদুদ্দিন **৬৪**
ট্রায়াঙ্গালের পলায়ন ও পরিণতি ৬৫
একটি পর্যালোচনা ৬৬
মুসতাফা কামাল পাশা **৬৮**
মুসতাফা কামাল সম্পর্কে আর্মস্ট্রংয়ের বর্ণনা ৬৯
শিক্ষা, উন্নতি এবং কার্যক্রম ও খ্যাতি ৭০
মুদ্রোস-চুক্তি এবং খলিফার কৌশল ৭৩
উলটে গেল খলিফার কৌশল ৭৫
জাতীয় নেতার হিসেবে কামাল পাশার আবির্ভাব ৭৬
নির্বাচনে কামাল পাশার জয় : খলিফার সঙ্গে দ্বন্দ্ব ৭৭
মুসতাফা কামাল সম্পর্কে সারকথা ৭৯
ইস্তামবুলে ব্রিটিশবাহিনী ৮০
নির্বাচনে কামালের বিজয় ৮১
সেভ্রে চুক্তিতে কী ছিল? ৮২
এক দেশ দুই সরকার ৮৪
গ্রিক-তুর্কি যুদ্ধ এবং নেপথ্যের বাস্তবতা ৮৫
শেষ খলিফা দ্বিতীয় আবদুল মজিদ :
খেলাফতের বিলুপ্তি **৯১**
লুজান-চুক্তি : তুর্কিদের ইসলামি পরিচিতির বিলুপ্তি ৯১
লুজান-চুক্তির পর ৯৪
তুর্কি উসমানি শাসকদের তালিকা **৯৮**
উসমানি সালতানাতের দুর্বলতা এবং পতনের কারণ **১০৪**
১. ঈমানি দৈন্য এবং ইসলামি শিক্ষা থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন ১০৪
২. জিহাদি প্রেরণায় দুর্বলতা ১০৪
৩. শক্তির রাজনীতি ১০৫
৪. জেনেসারি বাহিনীর চারিত্রিক স্খলন ১০৬
৫. শাহাজাদাদের হত্যা ১০৬

৬. সাদরে আজম ও মন্ত্রীদের হত্যা : যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের শাস্তি ১০৭
৭. বিজাতির সঙ্গে চুক্তি ও সম্পর্ক ১০৭
৮. ভোগ-বিলাস ১০৮
৯. বিদেশি নারীদের সঙ্গে বিয়ে ১০৯
১০. সামনে উন্নত লক্ষ্য না থাকা ১১০
১১. সীমান্তের ব্যাপ্তি : শাসনব্যবস্থায় স্থবিরতা ১১১
১২. কতিপয় খলিফার অযোগ্যতা ১১১
১৩. ক্রুসেডীয় হিংসা-বিদ্বেষ ১১২
১৪. প্রজ্ঞা ও শাস্ত্রীয় জ্ঞানের অভাব ১১২
১৫. যোগ্য মানুষের আকাল ১১২
১৬. একটি নৈতিক, ঈমানি এবং ইসলামি বিপ্লবের অভাব ১১৩
১৭. বিদ্রোহী তৎপরতা ১১৩
১৮. গোপন দল ও সংগঠনসমূহের তৎপরতা ১১৩
১৯. সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং ইসলামি সাংবাদিকতার দুর্বলতা ১১৪
২০. আরবিকে সরকারি ও ইলমি ভাষা নির্ধারণ না করা ১১৪
২১. প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ ১১৫
উসমানি সুলতানগণ ও ভ্রাতৃহত্যা ১১৬
উসমানি শাসনামলের বিখ্যাত আলেম ও সাহিত্যিকবৃন্দ ১২০
শায়খুল ইসলাম জাকারিয়া ইবনু মুহাম্মাদ আনসারি রহ. ১২০
কাজি ইবনু কামাল পাশা রহ. ১২১
শায়েখ আলা উদ্দিন মুত্তাকি হিনদি ১২২
আল্লামা তাশ কুবরা জাদা রহ. ১২৫
আল্লামা ইবনু নুজাইম রহ. ১২৬
শায়েখ আবদুল ওয়াহহাব শারানি রহ. ১২৬
আল্লামা ইবনু হাজার মাক্কি হায়সামি রহ. ১২৬
মোল্লা আলি কারি রহ. ১২৭
শায়েখ মুসতাফা সাবরি রহ. ১২৭
আল্লামা বদিউজ্জামান সাঈদ নুরসি রহ. ১২৯
শায়েখ মুহাম্মাদ জাহিদ আল-কাওসারি রহ. ১৩২
শায়েখ আবুল হুদা আস সাইয়াদি রহ. ১৩২
আমির শাকিব আরসালান ১৩৩

মুসতাফা কামিল ১৩৪
আল্লামা জামালুদ্দিন আফগানি ১৩৫
শায়েখ মুহাম্মাদ আবদুহু ১৩৫
মুহাম্মাদ রশিদ রেজা মিশরি ১৩৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

আন্দালুসের ইতিহাস **১৩৭**
মুসলিমদের আগমন থেকে স্পেনের পতন পর্যন্ত ১৩৭
মুসলিম-স্পেনের ভৌগোলিক অবস্থান **১৩৮**
দক্ষিণ উপকূল ১৩৮
পূর্ব দিকের এলাকা ১৩৯
মধ্য-আন্দালুস ১৩৯
উত্তর-পূর্ব দিক ১৪০
উত্তরাঞ্চল ১৪০
স্পেন থেকে ফ্রান্সের প্রবেশপথ ১৪১
পশ্চিমাঞ্চল ১৪২
মুসলিম-স্পেনের বিভিন্ন পর্ব **১৪৩**
প্রথম পর্ব : সূচনাকাল ১৪৩
দ্বিতীয় পর্ব : ইমারতে বনু উমাইয়া ১৪৪
তৃতীয় পর্ব : মুলুক আত-তাওয়ায়িফ ১৪৪
চতুর্থ পর্ব : মুরাবিতিন ১৪৪
পঞ্চম পর্ব : মুওয়াহহিদিন ১৪৫
ষষ্ঠ পর্ব : আন্দালুসে সুগরা ও গ্রানাডার বনু নসর ১৪৫
আন্দালুসের প্রাচীন ইতিহাস **১৪৬**
মুসলিমদের আন্দালুস অভিযান ও বিজয় ১৪৮
আন্দালুসে মুসলিম-শাসনের প্রভাব ১৫১
আন্দালুসে মুসলিম-শাসন প্রথম পর্ব : সূচনাকাল **১৫২**
আবদুল আজিজ থেকে ইউসুফ ইবনে আবদুর রহমান **১৫৩**
আন্দালুসে আমিরদের আগমন ও প্রস্থান ১৫৩
আবদুল আজিজ ইবনে মুসা ১৫৩
আইয়ুব ইবনে হাবিব ১৫৪

হুর ইবনে আবদুর রহমান ১৫৪
সামাহ ইবনে মালেক খাওলানি ১৫৪
আমবাসা ইবনে সুহাইম কালবি ১৫৫
হিজরি ১০৭ থেকে ১১২ হিজরির শাসকগণ ১৫৬
আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ গাফেকি ১৫৬
উকবা ইবনে হাজ্জাজ সালুলি ১৫৭
আবদুল মালিক ইবনে কাতান আল-ফিহরি ১৫৮
বালাজ ইবনে বিশর ১৫৯
সালাবা ইবনে সালামা ১৫৯
হুসাম ইবনে জিরার কালবি ১৬০
গৃহযুদ্ধ এবং ইউসুফ ইবনে আবদুর রহমান ফিহরির ভূমিকা ১৬০
এক নজরে সূচনাপর্ব ১৬১
অস্ট্রিয়াস : আন্দালুসের খ্রিষ্টান রাজত্ব ১৬২
সূচনা-পর্বের শাসকদের তালিকা ১৬৩
আন্দালুসের উমাবি শাসকগণ ১৬৮
আবদুর রহমান (প্রথম) ১৬৯
বনু উমাইয়ার পতন এবং আব্বাসি খেলাফতের সূচনা ১৬৯
আফ্রিকায় আত্মগোপন ১৭১
আন্দালুসি আমিরদের সাথে যোগাযোগ ১৭১
আন্দালুসে প্রবেশ এবং শাসনের ঘোষণা ১৭২
ইউসুফ ইবনে আবদুর রহমানের সাথে সংঘর্ষ ১৭২
আব্বাসিদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধশক্তি ১৭৩
ফরাসি সম্রাটের আক্রমণ ও পশ্চাদপসরণ ১৭৫
ইনতেকাল ১৭৬
ব্যক্তিত্ব ও অবদান ১৭৬
উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড ১৭৭
জ্ঞান, সাহিত্য ও কাব্যপ্রতিভা ১৭৮
আমির প্রথম হিশাম ১৮১
ভাইদের বিরোধিতা এবং হিশামের সদাচরণ ১৮২
শরয়ি বিধানের চর্চা ১৮৩
খ্রিষ্টানদের সাথে জিহাদ ১৮৩

দ্বিতীয় অভিযান ১৮৫
তৃতীয় অভিযান ১৮৫
অদেখা হিশামের প্রতি ইমাম মালেকের ভালোবাসা ১৮৬
আন্দালুসে ফিকহে মালেকির প্রচলন ১৮৬
শিক্ষা ও ইসলামের প্রসার ১৮৭
ন্যায়পরায়ণতা ১৮৭
মন্দ ধারণা দূরীকরণে নিজের ওপর কঠোরতা আরোপ ১৮৮
আমির প্রথম আল-হিকাম ১৯০
চাচাদের বিদ্রোহ ১৯০
আদারেসা সাম্রাজ্যের সাথে সম্পর্ক ১৯১
আন্দালুসের বিরুদ্ধে খ্রিষ্টানদের ঐক্য ১৯২
মালেকি আলেমদের বিদ্রোহ ও মৃত্যুদণ্ড ১৯৪
টলেডোবাসীর সাথে আচরণ ১৯৪
মেরিডার বিদ্রোহ ১৯৬
জিহাদি অভিযান ১৯৭
উত্তর-স্পেনে আবদুল করিমের অভিযান ১৯৭
দুর্ভিক্ষ ১৯৮
বাহিনীতে আফ্রিকান গোলামদের অন্তর্ভুক্তি ১৯৮
কর্ডোভাবাসীর বিদ্রোহ ১৯৯
ইনতেকাল ২০০
একনজরে হিকামের অবদান ২০১
দ্বিতীয় আবদুর রহমান ২০৩
ক্যাস্টিলা রাজ্যে অভিযান ২০৩
উত্তর-আন্দালুস অভিযান ২০৪
মেরিডা ও টলেডোর বিদ্রোহ ২০৫
উত্তর-আন্দালুসে বার্ষিক অভিযান ২০৬
নারমেনদের আক্রমণ ২০৬
নৌ-বাহিনীর প্রতি গুরুত্বারোপ ২০৭
রোম সম্রাটের দূত ২০৮
মালেকি মাজহাবের প্রসার ২০৮
জিরয়াব ওরফে আলি ইবনে নাফে ২১০

নবুওয়াতের অসম্মানি করার অসৎ পরিকল্পনা ২১১
আমির দ্বিতীয় আবদুর রহমানের ইনতেকাল ২১২
আমির প্রথম মুহাম্মাদ ২১৩
সরকারি দফতরে মুসলিমদের পদায়ন ২১৩
নবুওয়াতকে অসম্মানিত করার মিশন ও পরিণাম ২১৩
নারমেনদের আক্রমণ ২১৪
আন্দালুসের বিভিন্ন বংশ ও দল ২১৪
খাঁটি আরব ২১৪
মুয়াল্লিদিন ২১৪
মুসালিমা (নওমুসলিম) ২১৫
বার্বার আফ্রিকি ২১৫
সাকালিবা ২১৫
জিম্মি ২১৫
মুয়াল্লিদদের বিদ্রোহ ও এর কারণ ২১৫
টলেডো অভিযান ২১৬
উত্তরের খ্রিষ্টরাজ্যের সাথে যুদ্ধ ২১৭
টলেডোর স্বায়ত্তশাসন ২১৭
ইবনে মারওয়ানের বিদ্রোহ ২১৮
উমর ইবনে হাফসুনের আত্মপ্রকাশ ২১৯
আমির মুহাম্মদের ইনতেকাল ২২০
ইমাম বাকি ইবনে মাখলাদ রহ. ২২১
মুনজির ইবনে মুহাম্মাদ ২২২
আব্বাস ইবনে ফিরনাসের উদ্ভাবন ২২৩
আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ২২৪
কর্ডোভার বাইরে উমর ইবনে হাফসুনের সাথে ঐতিহাসিক যুদ্ধ ২২৫
তৃতীয় আলফান্সো এবং খ্রিষ্ট রাজ্য লিওনের আত্মপ্রকাশ ২২৬
আবদুর রহমান আন-নাসের ২২৮
ভেঙে পড়া শাসনব্যবস্থার পুনর্গঠন ২২৯
বিদ্রোহ নির্মূলে অভিযান ২৩০
সেভিল বিজয় ২৩১
উমর ইবনে হাফসুনের পতন ২৩১

উমর ইবনে হাফসুনের অনুসারীদের পরিণতি	২৩২
খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে জিহাদ	২৩৩
খ্রিষ্টানদের কাছে ইবনে আবি আবদাহের পরাজয়	২৩৪
চূড়ান্ত আক্রমণ ও সফলতা	২৩৫
অভিযানের পূর্ণতা	২৩৬
শত্রুদের অন্তর্দ্বন্দ্ব	২৩৭
খেলাফতের ঘোষণা	২৩৭
বাডাজোজ ও মেরিডার পতন	২৩৮
টলেডো বিজয়	২৩৮
সারাগোজা বিজয়	২৪০
আফ্রিকায় উবাইদুল্লাহ মাহদি ও তার অনুসারীদের ফিতনা	২৪০
নাসেরের আফ্রিকা অভিযান	২৪১
খন্দকের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ	২৪৩
জবাবি আক্রমণ ও ধারাবাহিক বিজয়	২৪৫
পশ্চিমা শাসকদের প্রতিনিধিদল কর্ডোভার দরবারে	২৪৫
ফরিয়াদি হয়ে খ্রিষ্টান রাজার আগমন	২৪৮
শিক্ষা, জীবনযাত্রা ও অর্থনীতিতে আন্দালুসের উন্নতি	২৪৯
কাব্য ও সাহিত্যের উৎকর্ষ	২৫০
আন্দালুসের উন্নয়ন	২৫১
রাজধানী কর্ডোভায় এক ঝলক	২৫২
মেডিনাসেলি ও আলমেরিয়া শহরের গোড়াপত্তন	২৫৩
মদিনাতুজ জাহরা	২৫৩
কাজি মুনজির ইবনে সাঈদের নসিহত	২৫৫
দুর্ভিক্ষের সময় আন-নাসেরের দোয়া	২৫৭
জাহরার পরিণতি	২৫৮
কর্ডোভার জামে মসজিদ	২৫৯
আবদুর রহমান আন-নাসেরের অসুস্থতা ও মৃত্যু	২৬২
দ্বিতীয় আল-হিকাম : মুসতানসির বিল্লাহ	**২৬৩**
ইলমি খেদমত	২৬৩
জ্ঞানীদের কদরদানি	২৬৫
আন্দালুসে বিশিষ্ট আলেমদের প্রত্যাবর্তন	২৬৬

ব্যক্তিগত গ্রন্থশালা ২৬৭
জিহাদি অভিযান ২৬৮
রাজা চতুর্থ আরডুনের কর্ডোভা আগমন ২৬৯
আবারও রণাঙ্গনে ২৬৯
আফ্রিকার অভিযান ২৭০
ইনতেকাল ২৭১
হিশাম আল-মুয়াইয়িদ বিল্লাহ এবং মুহাম্মাদ ইবনে আবু আমের ২৭২
সাকালেবাদের ষড়যন্ত্র এবং মুগিরা ইবনুন নাসেরের হত্যা ২৭৩
দ্বিতীয় হিশামের অভিষেক এবং ইবনে আবু আমেরের ক্ষমতালাভ ২৭৫
আজ-জাহেরার বিনির্মাণ ২৭৬
জাফর ইবনে উসমানের নির্মম পরিণতি ২৭৬
খ্রিষ্টানদের ওপর ইবনে আবু আমেরের প্রভাব ২৭৭
লিওন আক্রমণ ২৭৮
বাদশাহির অভিলাষ এবং জাফর ইবনে উসমানের হত্যা ২৭৮
স্বাধীন শাসন ২৭৮
বিজয়াভিযান ২৭৯
লিওন ও গ্যালিসিয়া অভিযান ২৭৯
সেন্ট ইয়াকুবে অভিযান ২৮০
আফ্রিকায় সফল অভিযান ২৮১
খলিফা-বরণ ২৮২
ইনতেকাল ২৮২
ধর্মানুরাগ ২৮৩
মানসুরে আজমের গোয়েন্দা-বিভাগ ২৮৩
কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা ২৮৪
ন্যায়পরায়ণতার বিস্ময়কর গল্প ২৮৫
আহ! এই কবরবাসী যদি... ২৮৬
যাদের সাথে যুদ্ধ জারি ছিল ২৮৬
হাজিব আল-মুজাফফর আবদুল মালিক ২৮৮
খলিফা-বরণ ২৮৮
জিহাদি অভিযান ২৮৮
শানজা গারসিয়ার সাথে বিরোধ ও দ্বিতীয় অভিযান ২৮৯

অন্যান্য অভিযান ও কলুনিয়াযুদ্ধ	২৮৯
সেই সময়ের মুসলিম-আন্দালুস	২৯০
উজির ঈসা ইবনে সাঈদের পরিণতি	২৯০
শেষ অভিযান ও মৃত্যু	২৯০
আবদুল মালিকের শাসন ও অবদানের দীপ্তি	২৯১
আন্দালুসের উমাইয়া শাসন : পতনকাল	**২৯২**
হাজিব আবদুর রহমান শানজুল	২৯৩
দ্বিতীয় মুহাম্মাদ ইবনে হিশাম আল-মাহদি	২৯৬
সুলাইমান ইবনে হিকাম মুসতায়িন বিল্লাহ	২৯৮
দ্বিতীয় মুহাম্মাদ আল-মাহদি, দ্বিতীয় পর্ব	৩০০
হিশাম আল-মুয়াইয়াদ, দ্বিতীয় পর্ব	৩০১
মুসতায়িন বিল্লাহ : দ্বিতীয় পর্ব	৩০৪
কর্ডোভা : বনু হামুদ ও বনু উমাইয়ার মধ্যে নেতৃত্বের বণ্টন	৩০৬
আলি ইবনে হামুদ	৩০৭
কাসিম ইবনে হামুদ	৩০৯
ইয়াহইয়া ইবনে আলি ইবনে হামুদ	৩১১
কাসিম ইবনে হামুদ : দ্বিতীয় পর্ব	৩১২
আবদুর রহমান ইবনে হিশাম	৩১৩
আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মাদ আল-মুসতাকফি	৩১৫
ইয়াহইয়া ইবনে আলি ইবনে হামুদ : দ্বিতীয় পর্ব	৩১৬
হিশাম ইবনে মুহাম্মাদ আল-মু'তামিদ বিল্লাহ	৩১৭
পতনের কারণ	৩১৮
আন্দালুস তথা কর্ডোভার শাসকদের নাম ও কার্যতালিকা	**৩২৩**
মুলুক আত-তাওয়ায়িফ	**৩২৮**
বিচ্ছিন্নতা ও ভাঙনের ভয়াবহ পরিবেশ	৩২৮
মুলুক আত-তাওয়ায়িফের আত্মপ্রচার	৩৩১
কাব্য ও কবিতার চর্চা	৩৩২
কাব্যচর্চার উৎকর্ষ	৩৩৪
কর্ডোভা ও বনু জহুরের রাজত্ব	৩৩৬

সেভিলের রাজত্ব ও বনু আব্বাদ ৩৩৮
মু'তাদিদের যুগ ৩৩৯
মু'তাদিদের কঠোরতা ৩৪০
মু'তাদিদের বিজয় ও বিরোধীদের ওপর অত্যাচার ৩৪১
গ্রানাডা রাজ্য এবং বাদিস ইবনে হাবুস ৩৪২
গ্রানাডার ইহুদি উজির ৩৪৩
ইহুদি মন্ত্রীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে কবিদের কাব্য রচনা ৩৪৪
পূর্ব-আন্দালুসের স্বাধীন রাজ্য ৩৪৬
ডানিয়া ৩৪৬
ভ্যালেন্সিয়া ৩৪৬
আলমেরিয়া ৩৪৭
রাজা প্রথম ফার্ডিনেন্ড এবং ক্যাস্টিলা রাজ্যের ভয়ানক ষড়যন্ত্র ৩৪৭
টলেডো ও বনু জুন-নুন ৩৪৯
বাতলিউস ও বনু আফতাসের রাজত্ব ৩৫১
সারাগোজা রাজ্য ও বনু হামুদ ৩৫৩
পোপ আলেকজান্ডারের যুদ্ধ ঘোষণা এবং নারমেনদের আক্রমণ ৩৫৪
সাহসী পদক্ষেপ এবং বারবাস্ট্রো উদ্ধার ৩৫৪
খ্রিষ্টানদের আত্মকলহ এবং মুলুক আত-তাওয়ায়িফের অজ্ঞতা ৩৫৫
প্রতিবেশী মুসলিমদের সাথে মু'তাদিদের যুদ্ধ ও মৃত্যু ৩৫৬
মুহাম্মাদ মু'তামিদ : সেভিলের কবি-শাসক ৩৫৬
কাব্যের আধিক্য ৩৫৬
ইবনে আম্মারের গল্প ৩৫৭
মন্ত্রিত্বের পদে ইবনে আম্মার ৩৫৮
ইবনে আম্মারের প্রতি মু'তামিদের অনুরাগ ৩৫৯
রুমাইকিয়া : মু'তামিদের নতুন ভালোবাসা ৩৬০
কর্ডোভায় মুলুক আত-তাওয়ায়িফের পরিণতি ৩৬২
ইবনে আক্কাশার কর্ডোভা দখল এবং ইয়াহইয়া আল-মামুনের পরিণতি ৩৬৪
ইয়াহইয়া আল-কাদির ৩৬৫
সম্রাট ষষ্ঠ আলফান্সোর আগ্রাসন ৩৬৬
সেভিল আক্রমণ : আলোচনা এবং দাবা খেলার প্রসার ৩৬৭
ইবনে আম্মারের উত্থান ৩৭০

মু'তামিদের সাথে দূরত্ব ৩৭০
ইবনে আম্মারের পরিণতি ৩৭১
টলেডো ও সেভিল যখন মূল লক্ষ্য ৩৭৪
সেভিলের শহরগুলোতে আগ্রাসন ৩৭৫
টলেডোর পতন ৩৭৬
আন্দালুসের পূর্ব তীর পর্যন্ত আলফান্সোর অগ্রযাত্রা ৩৭৮
ভয়ানক বিপদে আন্দালুসের অন্যান্য শহর ৩৭৯
মুসলিমদের ঐক্যপ্রচেষ্টায় আলেমদের অবদান ৩৮০
মক্কি ইবনে আবু তালিব ৩৮০
আল্লামা ইবনে আবদুল বার মালেকি ৩৮০
আল্লামা ইবনে হাজম জাহেরি ৩৮১
কাজি আবুল ওয়ালিদ আল-বাজির আন্দোলন ৩৮২

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কীভাবে শুরু হয়েছিল?

১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকেই ইউরোপীয় জাতিগুলো তাদের সামরিক শক্তির ওপর ভর করে অনেক রণক্ষেত্র গড়ে যুদ্ধপরিস্থিতি তৈরি করে রেখেছিল। জার্মানি, অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরির যৌথ সাম্রাজ্যের সঙ্গে সামরিক চুক্তি করে নিয়েছিল। তাদেরকে 'কেন্দ্রীয় শক্তি' নামে ডাকা হতো।

এর বিপরীতে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়া অনুরূপ চুক্তির মাধ্যমে জোট বেঁধে নিয়েছিল। তাদেরকে 'যৌথশক্তি' বলা হতো।

তৃতীয় দিকে তুর্কি ছিল নিরপেক্ষ অবস্থানে। তবে সুলতান আবদুল হামিদের যুগে হিজাজ রেল লাইন-পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো তুর্কি থেকে বিমুখতা প্রদর্শন করলে তারা জার্মানির ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

এই পরিস্থিতির মধ্যেই আচমকা ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগুন জ্বলে ওঠে। এই যুদ্ধকে বিশ্ব-ইতিহাসে মানবসৃষ্ট নিকৃষ্টতর দুর্যোগ বলা হলে নিঃসন্দেহে তা অতিকথন বা ভুল উক্তি হবে না। এই যুদ্ধ তৎকালীন বিশ্বের মানচিত্র যেভাবে বদলে ফেলেছিল, তা ছিল কল্পনারও অতীত। পৃথিবীর পৃষ্ঠে বসবাসকারী মানবসম্প্রদায়ের বড় একটি অংশ চিরতরে মৃত্যু-গহ্বরে হারিয়ে গিয়েছিল। শহরের পর শহর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে উঠেছিল। দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র্য ও মহামারি পরাজিত রাষ্ট্রগুলোর অবস্থা একেবারে নাজেহাল করে তোলে। শক্তিকেন্দ্রগুলোতে ঘটে বিপুল পালাবদল। বিশ্বের সম্পদশালীদের অবস্থায়ও আসে অকল্পনীয় পরিবর্তন। অনেক শাহি খান্দান–যাদের কাছে গতকালও ছিল কোটি কোটি অর্থের সম্পদ এবং বিপুল পরিমাণ ভূমি, যারা অভাব কাকে বলে তা জানত না; আজ তাদেরকে এক পয়সার কাঙাল দেখা যাচ্ছিল। গুটি কতেক বিজয়ীর হাতে অবিশ্বাস্য ও অবর্ণনীয় অঢেল সম্পদ জমা হয়ে যায়।

বিজয়ী শক্তিগুলো পরাজিত জাতি থেকে নিতে থাকে অমানবিক ভয়াবহ প্রতিশোধ। তাদেরকে পঙ্গু করে দেয় রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে। এমনকি অনেক জাতির শতাব্দী-প্রাচীন বাদশাহি ধ্বংস করে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয় তাদের অতীত ইতিহাস থেকে। তুর্কি থেকে

হারিয়ে যায় বনু উসমানের সাড়ে সাত শতাব্দীর গৌরবময় সুলতানি শাসন। উৎখাত হয়ে যায় জার্মানি থেকে হোয়েনজোল (Hohenzoll) ও অস্ট্রিয়া থেকে হ্যাবসবার্গ (Habsburg) শাহি পরিবার। এই যুদ্ধে ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া শুধু পরাজিত পক্ষকেই নাজেহাল করেনি; বরং বিজয়ী শক্তিদেরও পর্যুদস্ত করে ছাড়ে। রাশিয়া–যারা অত্যন্ত উদ্দীপ্ত হয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল, তারা রাজনৈতিক আত্মহত্যার শিকারে পরিণত হয়ে যায়। সেখানে গজিয়ে উঠে কমিউনিজম-আন্দোলন। লেনিন সেখানে জারদের মসনদ উলটিয়ে চড়ে বসে ক্ষমতা মঞ্চে।

যুদ্ধের আগে বৈশ্বিক শক্তির অনুপাত

যুদ্ধের পূর্বে বিশ্বশক্তির অনুপাত ছিল ইউরোপকেন্দ্রিক। নতুন নতুন উপনিবেশ, জনসংখ্যা এবং অপরিমেয় সম্পদের দিক থেকে ব্রিটেন ছিল সবার থেকে অনেক অগ্রসর এবং বিশ্বের বৃহত্তম শক্তি। এরপর ছিল জার্মানির অবস্থান। তারা সামরিক শক্তির দিক থেকে ব্রিটেনের প্রায় কাছাকাছি হলেও শিল্প ও আবিষ্কারের দিক থেকে ছিল ব্রিটেন থেকে অনেকটা এগিয়ে। তাদের বিশাল স্থলবাহিনী ছিল পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় ও সুসংগঠিত বাহিনী। উপনিবেশের আয়তন এবং সামরিক শক্তি-বিবেচনায় তৃতীয় অবস্থানে ছিল ফ্রান্স। ব্রিটেন ও ফ্রান্স জার্মানিকে ভয় করছিল এবং ফলে তারা জার্মানির শক্তি গুঁড়িয়ে দিতে চাইছিল।

শক্তিতে চতুর্থ অবস্থানে ছিল রাশিয়া। তারা শিল্প, কারিগরি ও অর্থনীতিতে উল্লিখিত তিন শক্তির পেছনে পেছনেই ছিল। তাদের সেনাবাহিনী ছিল বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম বাহিনী। এ ছাড়া শক্তির বিচারে তখন আমেরিকা ছিল পঞ্চম অবস্থানে। তবে তাদের স্থলবাহিনী এই পরিমাণ ছিল না, যার মাধ্যমে তারা বহির্বিশ্বে অভিযান চালাতে পারে। তবে শিল্প ও আবিষ্কারের দিক থেকে তারা বিশ্বের সকল শক্তিকে ছাড়িয়ে যাচ্ছিল।

প্রাচ্যে জাপানও সামরিক ও শিল্পের দিক থেকে বিশেষ মর্যাদার আসন উঠে বসেছিল। বিশেষ করে তাদের নৌবহর ছিল খুবই শক্তিশালী ও ধ্বংসাত্মক। যার মাধ্যমে তারা শুধু দূর প্রাচ্যের বেশকটি ইউরোপীয় কলোনিই দখল করে নেয়নি; বরং চীনের অভ্যন্তরেও আগ্রাসী তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছিল। অবস্থা বেগতিক দেখে গণচীনের নেতারা ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দের দিকে তাদের দেশে কয়েক সহস্র-প্রাচীন বাদশাহি শাসনব্যবস্থা বিলুপ্ত করে সেখানে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করে নিয়েছিল। কিন্তু তার পরও তারা ছিল ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ এবং জাপানের রাজতান্ত্রিক আধিপত্যের কবলে নিষ্পেষিত।

অস্ট্রিয়া আর হাঙ্গেরির জোটকেও তখন ইউরোপের অন্যতম একটি সামরিক শক্তি গণ্য করা হতো। রাশিয়ার সঙ্গে তাদের সীমান্ত থাকার কারণে তারা রুশদের তরফ থেকে আগ্রাসনের ভয়ে ছিল ভীত। ইউরোপের একমাত্র এই শক্তিই ছিল জার্মানির পক্ষে।

যুদ্ধ বাধার তাৎক্ষণিক কারণ

তুর্কি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া বলকানের রাজ্যসমূহে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো যার যার আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। ঠিক ওই সময় অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরির যৌথ সাম্রাজ্যের যুবরাজ প্রিন্স ফার্দিনান্দ তার স্ত্রী সুফিয়াকে সাথে নিয়ে বসনিয়া হার্জেগোভিনায় রাজকীয় ভ্রমণে এসেছিলেন। ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৮শে জুন সারায়েভোতে তার ওপর একটি প্রাণঘাতী আক্রমণ পারিচালিত হয়। আক্রমণের ফলে যুবরাজ ও তার স্ত্রী নিহত হন। আক্রমণকারী ছিল সার্বীয় একটি সন্ত্রাসী সংগঠনের সদস্য। এরা বলকান অঞ্চলে অস্ট্রিয়ার প্রভাব-প্রতিপত্তির ঘোর বিরোধী ছিল।

অস্ট্রিয়া এই ঘটনাকে অমার্জনীয় ও বরদাশত-অযোগ্য ঘোষণা দিলে জার্মানির সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়াম ঘোষণা দেন, অস্ট্রিয়া যদি এই অন্যায় হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নিতে চায়, তাহলে জার্মানি মিত্রশক্তি হিসেবে তাদের সর্বাত্মক সহায়তা দেবে। অস্ট্রিয়া আগে থেকেই সার্বিয়াকে পদানত করে নিতে চাইছিল। সুতরাং তারা এই ঘটনাকে বড় একটি কারণ বানিয়ে সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে বসে।

রাশিয়া ছিল সার্বিয়ার মিত্র। তারা সার্বিয়ার মাধ্যমে বলকানে তাদের স্বার্থ আদায় করে চলছিল। সুতরাং তারাও সার্বিয়াকে রক্ষার নিমিত্তে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে দেয়। জার্মানি যেহেতু চুক্তি ও সন্ধির আলোকে শান্তি ও যুদ্ধকালে অস্ট্রিয়ার মিত্র ছিল, তাই অস্ট্রিয়ায় রুশ আধিপত্য ছিল তাদের জন্য ভীষণ একটি হুমকির কারণ। তাই তারাও অস্ট্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে অংশগ্রহণের ঘোষণা দিয়ে দেয়।

জার্মানির সুপ্রশিক্ষিত সামরিক শক্তির সামনে রাশিয়ার উড়ে যাওয়া দুঃসাধ্য কিছু ছিল না। তাই রাশিয়াকে রক্ষা করতে জার্মানির কঠিন শত্রু ফ্রান্স রাশিয়ার পক্ষে দাঁড়িয়ে যায়। এদিকে ব্রিটেন আশঙ্কা করছিল, জার্মানির যে শক্তি রয়েছে, এর মোকাবেলায় হয়তো রাশিয়া ও ফ্রান্সের যৌথশক্তি টিকে থাকতে পারবে না। আর এমনটা ঘটলে জার্মানির মোকাবেলায় তারা একা হয়ে পড়বে। তখন জার্মানদের পক্ষে ইংরেজদের পরাজিত করা দুঃসাধ্য হবে না। এসব

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

(সপ্তদশ খণ্ড)

মূল

মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান

অনুবাদ

আবদুর রশীদ তারাপাশী

যুবাঈর আহমাদ

ইত্তিহাদ

সূচিপত্র

মুরাবিতিন **২১**

ইউসুফ বিন তাশফিন **২৩**

ইউসুফ বিন তাশফিনের শাসন ২৩

মুরাবিতিনদের নিয়ে মুলুক আত-তাওয়ায়িফের ভয় এবং পত্র আদান-প্রদান ২৪

কাজি আবুল ওয়ালিদ আলবাজি এবং অন্যান্য আলেমদের চিঠি ২৫

আন্দালুসি জনগণের বিপ্লব ২৬

উমর আল-মুতাওয়াক্কিলের পক্ষ থেকে আলফান্সোকে দেওয়া জবাব ২৭

আলফান্সোর চিঠি এবং মুতামিদের ঈমানদীপ্ত জবাব ২৮

মুতামিদের সিদ্ধান্ত ২৯

ঐকমত্য গ্রহণকল্পে মুতামিদের ভাষণ ৩০

ইউসুফের নামে আন্দালুসি শাসকদের চিঠি ৩১

ইউসুফ বিন তাশফিনের আন্দালুসে আগমন ৩১

রাজা ষষ্ঠ আলফান্সোর চিঠি এবং ইউসুফের জবাব ৩২

নিজের চোখেই দেখবে! ৩৩

আলফান্সোর স্বপ্ন ৩৩

মুরাবিতিনদের অগ্রযাত্রা ৩৪

জাল্লাকার যুদ্ধ ৩৪

মহান বিজয়ের মোবারকবাদ ৪১

ইউসুফ বিন তাশফিনের ফিরে যাওয়ার কারণ ৪২

খ্রিষ্টানদের পাল্টা আঘাত; সিডের উত্থান ৪৪

লীত দুর্গ : আলফান্সোর নতুন সেনানিবাস ৪৫

ইউসুফ বিন তাশফিনকে পুনরায় আগমনের অনুরোধ ৪৬

লীত দুর্গের যুদ্ধ এবং মুলুক আত-তাওয়ায়িফের অযোগ্যতা ৪৬

মুলুক আত-তাওয়ায়িফের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ৪৯

আগমাত কারাগার ৫৩
কারাগারে মুতামিদের ফরিয়াদ ৫৫
মুতামিদের মেয়ের ঘটনা ৫৬
মুতামিদ ও রুমাইকিয়ার মৃত্যু ৫৮
আগমাতের দুই কবর ৫৮
পূর্ব আন্দালুসে মুলুক আত-তাওয়ায়িফের পরিসমাপ্তি ৫৯
বনু আফতাস রাজত্বের পরিসমাপ্তি ৬০
মুলুকুত তাওয়ায়িফ ৬১
মুলুকুত তাওয়ায়িফের গুরুত্বপূর্ণ সরকার এবং এর নেতৃবৃন্দ ৬৩
বনু হামুদ–মালাগা (দক্ষিণ-আন্দালুসিয়া) ৬৩
বনু হামুদের আমিরগণ–আল-জেসিরাস (দক্ষিণ-আন্দালুসিয়া) ৬৫
বনু মানাদ (বনু জিরি) গ্রানাডা (দক্ষিণ-আন্দালুসিয়া) ৬৫
বনু আব্বাদের শাসনকাল : সেভিল (দক্ষিণ-আন্দালুসিয়া) ৬৬
বনু জাহওয়ারের শাসনকাল : কর্ডোভা (মধ্য-আন্দালুসিয়া) ৬৭
বনু জুন নুন : টলেডো (মধ্য-আন্দালুসিয়া) ৬৭
বনু আফতাসের শাসনকাল : বাদাদুজ (পশ্চিম-আন্দালুসিয়া) ৬৮
বনু তুজাইব, বনু হাওদ : সারাগোজা (উত্তর-আন্দালুসিয়া) ৬৯
বনু আমির : ভ্যালেন্সিয়া (পূর্ব-আন্দালুসিয়া) ৭১
ডেনিয়ার আমিরগণ, (পূর্ব-আন্দালুসিয়া) ৭২
আল-মেরিয়ার আমিরগণ, (পূর্ব-আন্দালুসিয়া) ৭৩
মুরসিয়ার আমিরগণ, (পূর্ব-আন্দালুসিয়া) ৭৪
আন্দালুসে মুরাবিতিনদের যুগ ৭৬
ভ্যালেন্সিয়ার স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস ৭৭
ভ্যালেন্সিয়ার দখল সিডের হাতে ৭৮
মুহাম্মাদ বিন তাশফিনের আগমন : ভ্যালেন্সিয়া বিজয় এবং সিডের মৃত্যু ৭৯
আন্দালুস নিয়ে ইউসুফ বিন তাশফিনের চমৎকার পরিকল্পনা ৮১
আন্দালুসের মুসলমানদের ওপর মুরাবিতিনদের বিজয়ের প্রভাব ৮২
আলি বিন ইউসুফ ৮৪
মুরাবিতিন সাম্রাজ্যে ইমাম গাজালি রহ.-এর ইহইয়ায়ে উলুমুদ্দিনের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ ৮৪
হাফত যুদ্ধে বিজয় : আলফন্সো ষষ্ঠ এর মৃত্যু ৮৫

টলেডোর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল দখল ৮৫
টলেডো বিজয়ে ব্যর্থতা ৮৬
যারাগোজা বিজয় ৮৬
আন্দালুসের পূর্বদ্বীপ পুনরুদ্ধার ৮৭
পর্তুগালে অগ্রাভিযান ৮৭
আলফন্সো রডমির প্রথমের আত্মপ্রকাশ ৮৭
কুতান্দা যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় ৮৮
দক্ষিণ আন্দালুসে রডমির : গ্রানাডায় আক্রমণ ৮৯
গ্রানাডার খ্রিষ্টানদের দেশান্তর ৯০
কালাআ রণক্ষেত্রে মুসলমানদের পরাজয় ৯১
ফারাগা রণক্ষেত্র : খ্রিষ্টানদের পরাজয় ও রডমিরের মৃত্যু ৯১
আল বাক্কারের রণাঙ্গনে মুসলমানদের বিজয় ৯২
এক ঐতিহাসিক ভুল : খ্রিষ্টানদের অব্যাহত হামলা ৯৩
আলি বিন ইউসুফের মৃত্যু ৯৩
তাশফিন বিন আলি ৯৫
আন্দালুসে মুরাবিতিনদের সফলতা ৯৫
মুয়াহহিদিনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাশফিনের পরাজয় ৯৬
আবু ইসহাক ইবরাহিম বিন তাশফিন ৯৭
মুরাবিতিনদের যুগ : একটি পর্যালোচনা ৯৭
মুরাবিতিনদের পতনের কারণ ৯৮
মুরাবিতিন শাসকবর্গের তালিকা ৯৯
আন্দালুসে মুয়াহহিদিনদের শাসনামল ১০০
ইবনে তোমার্ত ১০০
বদদোয়ার বর্ণনা নিয়ে তাহকিক ১০১
ইবনে তোমার্তের আন্দোলন ১০৩
আবদুল মুমিন ১০৬
আন্দালুসের ভূমিতে খ্রিষ্টানদের প্রভাব ১০৮
আন্দলুসের ভূমি মুরাবিতিনদের ওপর মুওয়াহিদিনদের বিজয় ১০৯
মুওয়াহিদিন মুজাহিদিনদের বিজয়গাথা ১১০
আবদুল মুমিনের কর্মময় জীবনের ফিরিস্তি ১১১

আবু ইয়াকুব ইউসুফ প্রথম বিন আবদুল মুমিন **১১২**
পর্তুগাল প্রতিষ্ঠা মুসলিম স্পেনের জন্য অশনি সংকেত ১১২
আন্দালুসের মাটিতে আবু ইয়াকুবের পদার্পণ এবং ধারাবাহিক অভিযান ১১৩
আবু ইয়াকুবের সর্বশেষ অভিযান এবং শাহাদাত ১১৪
আবু ইউসুফ ইয়াকুব, আল মানসুর **১১৫**
ক্রুসেড খ্রিষ্টানদের নৌবহর এবং আবু ইউসুফের পর্তুগাল আক্রমণ ১১৫
আরাক যুদ্ধ **১১৭**
আন্দালুসে আল মানসুরের আরও বিজয়াভিযান ১২০
আবু ইয়াকুব আল মানসুরের মৃত্যু ১২০
আবু ইয়াকুবের শাসনামলের ওপর একটি পর্যালোচনা ১২১
মুয়াহহিদিনরা কি ফুকাহায়ে কেরামের তাকলিদ করত না? ১২১
কাজি ইবনে রুশদকে দেশান্তর ও নজরবন্দি ১২২
মুহাম্মাদ আন-নাসির **১২৪**
ইকাব যুদ্ধ ১২৪
আন-নাসিরের মৃত্যু ১২৭
আবু ইয়াকুব ইউসুফ সানি : মুসতানসির বিল্লাহ **১২৯**
আবদুল ওয়াহিদ **১৩১**
আল-আদিল **১৩২**
আন্দালুসিয়ায় আবদুল্লাহ আল-বিয়াসির বিদ্রোহ ১৩২
খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে মুওয়াহহিদদের পরাজয় ১৩৩
আল-আদিলের আফ্রিকায় প্রত্যাবর্তন ১৩৩
আন্দালুসিয়ায় খ্রিষ্টানদের চাপানোর ক্ষেত্রে বিয়াসির ভূমিকা ১৩৪
বিয়াসির পরিণতি ১৩৫
আবুল আলা ইদরিস আল-মামুন **১৩৭**
তৃতীয় ফার্দিনান্দের সঙ্গে জিল্লতির সন্ধি ১৩৭
বিদ্রোহী শাহজাদা ইয়াহইয়া মুতাসিমের পরাজয় ১৩৮
ইবনু তুমারতের মাহদি ও নিষ্পাপ হওয়ার দাবি অস্বীকার ১৩৮
সিউটায় বিদ্রোহ ১৩৯
মরক্কোয় ইয়াহইয়া মুতাসিমের কবজা : আল-মামুনের ইনতেকাল ১৩৯
একনজরে মামুনের শাসনকাল ১৪০

আর-রাশিদের বায়আত ১৪০
ইয়াহইয়া মুতাসিমের পরাজয় ও হত্যা ১৪১
আর-রাশিদ কর্তৃক মরক্কো পদানত ১৪১
মুওয়াহহিদ শাসকদের তালিকা **১৪২**

প্রথম অধ্যায়

আন্দালুসে সুগরা **১৪৩**
মুওয়াহহিদিনদের পরে **১৪৪**
মুরসিয়ার বনু হাওদ ১৪৫
বাদাদুজ পতন ১৪৬
খলিফা মুসতানসির বিল্লাহর পক্ষ থেকে সুলতানি সনদ ১৪৭
ফার্দিনান্দের মোকাবেলায় পরাজয় এবং কর প্রদানের চুক্তি ১৪৭
ইবনু আহমারের সঙ্গে সন্ধি ১৪৭
তৃতীয় ফার্দিনান্দের ধূর্ততা এবং ইবনু হাওদের অপরিণামদর্শিতা ১৪৮
বনু মারদানিশ ১৪৯
মুওয়াহহিদ শাহজাদা আবু জায়েদের খ্রিষ্টধর্মগ্রহণ ১৪৯
আবু জামিল এবং ইবনু হাওদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ১৫০
বনু নাসর ১৫০
বৃহত্তর আন্দালুসের পতন ১৫১
পূর্বাঞ্চলীয় দ্বীপসমূহের পতন ১৫১
মেজর্কার পতন ১৫২
বাকি দ্বীপ দুটির অবস্থা ১৫৩
কর্ডোভার পতন ১৫৩
অপরাজেয় কর্ডোভা যেভাবে হাতছাড়া হলো ১৫৩
ভ্যালেন্সিয়ার পতন ১৫৫
আনিশা যুদ্ধ ১৫৬
ইবনু হাওদের পরিণতি ১৫৬
ভ্যালেন্সিয়ায় হামলা ১৫৭
আবু জামিল ও ইবনুআব্বারের পরিণতি ১৫৯
সেভিল ও গ্রানাডায় ইবনু আহমারের রাজত্ব ১৬০
সেভিলের পতন ১৬১

জনৈক ইতিহাসবিদের ভাষায় সেভিলবাসীর অবস্থা ১৬২
সেভিলের কান্না ১৬৩
বনু নাসর ১৬৩
ইবনু আহমারের অবদান ১৬৪
আন্দালুসিয় মাইনর বেঁচে থাকার কারণ ১৬৬
ইবনু আহমারের উত্তরাধিকারীবৃন্দ ১৭০
দ্বিতীয় মুহাম্মাদ ১৭০
তৃতীয় মুহাম্মাদ ১৭৩
নাসর ইবনু মুহাম্মাদ আল-জুয়ুশ ১৭৪
আবুল ওয়ালিদ ইসমাইল ১৭৫
ঐতিহাসিক পিনোস ল্যান্ডমার্ক যুদ্ধ ১৭৫
মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাইল ১৭৯
আবুল হাজ্জাজ ইবনু ইসমাইল ১৭৯
পঞ্চম মুহাম্মাদ গনি বিল্লাহ ১৮২
ইসমাইল ইবনু ইউসুফ ১৮২
ষষ্ঠ মুহাম্মাদ আবু সায়িদ ১৮৩
দ্বিতীয় দফায় পঞ্চম মুহাম্মাদ ১৮৩
আল্লামা লিসানুদ্দিন ইবনু খতিব রহ. ১৮৪
বনু নাসরের পতনকাল ১৮৮
পতনযুগের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি ১৮৯
আন্দালুসিয়ার ইতিহাসের শেষ বেদনাদায়ক আখ্যান ১৯৪
সুলতান আবুল হাসান আলি ১৯৪
ভয়ংকর সয়লাব ১৯৫
শাসকদের উদাসীনতা ১৯৬
উজির পদে আবুল কাসেম ১৯৬
সুলতান আবুল হাসান ও রানিগণ ১৯৬
উজির আবুল কাসিমের অনৈতিক কার্যকলাপ ১৯৭
পঞ্চম ফার্দিনান্দ ও ইসাবেলা ১৯৮
কর প্রদানে আবুল হাসানের অস্বীকৃতি : আরগোঁ এবং কাস্তিল একীভূত ১৯৮
জিহাদের ঘোষণা : সাখরা বিজয় ১৯৮
আল-হামার যুদ্ধ ১৯৯

লুজার রণাঙ্গন	২০০
সুলতান তনয় আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদের বিদ্রোহ	২০১
মালাগায় খ্রিষ্টানদের পরাজয়	২০১
আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদের গ্রেফতারি ও পদচ্যুতি	২০২
গ্রানাডায় আজ-জাগালের রাজত্ব	২০৩
আজ-জাগালের ক্রমবর্ধমান শক্তি	২০৪
ফার্দিনান্দ ও সুলতানা আয়েশার মধ্যে গোপন চুক্তি	২০৫
আবু আবদুল্লাহর মুক্তি : খ্রিষ্টানদের কবজায় লুজা	২০৬
আজ-জাগাল এবং আবু আবদুল্লাহর মধ্যে চুক্তি	২০৬
লুজায় খ্রিষ্টানদের হামলা : আবু আবদুল্লাহ পুনর্বার গ্রেফতার	২০৭
পঞ্চম ফার্দিনান্দ ও আবু আবদুল্লাহর মধ্যে গোপন চুক্তি	২০৮
আবু আবদুল্লাহর গ্রানাডা দখল	২০৯
মালাগার পতন	২১১
মিসর অধিপতির চিঠি এবং পঞ্চম ফার্দিনান্দের জবাব	২১২
পূর্বাঞ্চলীয় শহরগুলোর পতন : আজ-জাগাল-এর অসহায় আত্মসমর্পন	২১৩
কাতিল শিফায়ি	২১৫
আবু আবদুল্লাহ এবং মুসা ইবনু আবু গাসসান	২১৫
আবু আবদুল্লাহর সাহস এবং ফার্দিনান্দের সঙ্গে যুদ্ধ	২১৭
আফ্রিকা অভিমুখে আজ-জাগাল	২১৯
আবু আবদুল্লাহ কর্তৃক আনদারাশ দুর্গ এবং সেখানকার অস্ত্রভাণ্ডার দখল	২১৯
ফার্দিনান্দ কর্তৃক গ্রানাডা আক্রমণ	২২০
অসহায় মুসলিমদের আফ্রিকা এবং গ্রানাডায় হিজরত	২২০
গ্রানাডার পতন	২২১
মুসার স্লোগান	২২১
অতর্কিত আক্রমণকারীদের সফল অভিযান	২২২
তুষারপাত এবং গ্রানাডায় দুর্ভিক্ষ	২২২
আখেরি লড়াই	২২৩
আল হামরায় পরামর্শ সভা	২২৪
গ্রানাডা পতনের সন্ধিনামা	২২৬
এ অবস্থা মেরে ফেলবে, চলো শুয়ে পড়ি	২৩০
কাতিল শিফায়ি	২৩১

গ্রানাডার শেষ সকাল ২৩২
আবু আবদুল্লাহর পরিণতি ২৩৬
আবু আবদুল্লাহ অশ্রুসিক্ত পত্র ২৩৬
মুসলিমদের উদারতার বিপরীতে খ্রিষ্টানদের চিত্তের সংকীর্ণতা ২৩৮
আন্দালুসিয়ান গোলামদের দিনলিপি ২৩৮
ফার্দিনান্দের প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন ২৩৯
অন্ধকার ক্রমশ বেড়েই চলছিল ২৪০
এক হৃদয়বিদারক কাব্যিক চিঠি ২৪১
স্বাধীনতার প্রথম আন্দোলন ও এর পরিণতি ২৪৪
পশ্চিম আন্দালুসিয়ায় স্বাধীনতার প্রচেষ্টা ২৪৫
গ্রন্থাগারের ধ্বংসযজ্ঞ ২৪৫
পর্তুগালে মুসলিমদের পরিণতি ২৪৬
আন্দালুসিয়ার মরিস্কো এবং ইনকুইজিশন প্রতিষ্ঠান ২৪৬
জোরপূর্বক খ্রিষ্টান বানানোর চাক্ষুষ অবস্থা ২৪৮
ফকিহদের ফাতাওয়া ২৪৯
আমেরিকা আবিষ্কার ২৫০
ফার্দিনান্দের উত্তরসূরি ২৫০
মরিস্কো মুসলিমদের ব্যাপ্টিস্টকরণ ২৫২
আশার শেষ স্ফুলিঙ্গ ২৫৪
সম্পূর্ণরূপে মুসলিম উচ্ছেদ ২৬০
পতনের কারণসমূহ ২৬২
মুসলিম শাসনামলে স্পেনে খ্রিষ্টান শাসক ২৬৬
লিওন ও অস্ট্রিয়াস রাজ্য ২৬৬
নাওয়ার রাজ্য ২৬৮
কাস্তিল রাজ্য ২৬৯
গ্রানাডা রাজ্যের সমসাময়িক কাস্তিলের শাসকবৃন্দ ২৭০
আরাগোঁ রাজ্য ২৭১
গ্রানাডার সমসাময়িক আরাগোঁ রাজ্যের শাসকগণ ২৭১
পর্তুগাল রাজ্য ২৭২

উপমহাদেশের ইতিহাস

ইসলামপূর্ব যুগে উপমহাদেশ **২৭৪**
ইসলামপূর্ব যুগে উপমহাদেশের সার্বিক চিত্র ২৭৬
বৌদ্ধ ধর্মের উত্থান ২৭৯
জৈন ধর্ম ২৮০
আলেকজান্ডারের ভারতবর্ষ অভিযান ২৮০
মৌর্য সাম্রাজ্যের উত্থান ২৮৩
অশোক ২৮৫
প্রাচীন উপনিবেশ আমলে ভারতবর্ষ ২৮৬
(চীনের) পূর্ব তুর্কিস্তানের ইউচি গোত্র ২৮৬
কুশান রাজবংশ এবং সম্রাট কিংশুক ২৮৬
গুপ্ত শাসকদের শাসনামল ২৮৮
নতুন গড়ে ওঠা রাষ্ট্রসমূহ ২৮৯
কনৌজ ২৯০
দিল্লি ২৯০
তামিল ২৯০
বাংলা ও বিহার ২৯০
দক্ষিণ ভারতবর্ষ ২৯০
সিন্ধুর অমুসলিম শাসকদের পরিচয় **২৯১**
রাজা রায়ের শাসনামল ২৯১
চন্দ্র ২৯২
রাজা দাহির এবং রাজচন্দ্রের শাসনামল ২৯২
রাজা দাহির এবং দাহার সিংয়ের শাসনামল ২৯২
খুলাফায়ে রাশেদিনের আমলে ভারত উপমহাদেশ **২৯৬**
হজরত উমর রা.-এর শাসনামলে অভিযান : গুজরাট ও দেবল নগরীতে আক্রমণ ২৯৭
মাকরান বিজয় ২৯৮
হজরত উসমান রা.-এর শাসনামল ৩০২
হজরত আলি রা.-এর শাসনামলে কান্দাবিল এবং কিকান বিজয় ৩০৩
বনু উমাইয়ার শাসনামলে ভারতীয় উপমহাদেশ ৩০৪
রাশেদ বিন আমর জাদিদি : নতুন প্রভাত ৩০৫

আবদুল্লাহ বিন সিওয়ারের অভিযান : নতুন করে কিকান বিজয় ৩০৫
মুহাল্লাব বিন আবি সুফরার অভিযান : বানু এবং সাওয়াবী পর্যন্ত ৩০৫
আবদুল্লাহ বিন সিওয়ার পুনরায় বেলুচিস্তান সীমান্তে ৩০৭
সিনান বিন সালামার বিজয় অভিযান ৩০৮
দ্বিতীয়বার রণাঙ্গনে রাশেদ বিন আমর জাদিদি ৩০৮
সিনান বিন সালামার নেতৃত্ব ৩১০
হজরত সিনান বিন সালামার পর ৩১২
মুনযির বিন জারুদ ৩১২
সাঈদ বিন আসলাম ৩১৪
মুজাআ বিন সি'র ৩১৪
মুহাম্মাদ বিন হারুন ৩১৪
মুহাম্মাদ বিন কাসিম ৩১৮
দেবল মন্দির ৩১৯
দেবল বিজয় ৩২২
মেহরান উপত্যকার পূর্বাংশে বিজয় অভিযান ৩২৩
নিরানকোট বিজয় ৩২৩
উত্তর সিন্ধু বিজয় ৩২৪
নেরুন প্রত্যাবর্তন ৩২৫
কীভাবে অতিক্রান্ত হলো সিন্ধু নদ ৩২৫
দাহিরের সাথে চূড়ান্ত লড়াই ৩২৮
সংঘর্ষের প্রথম দিন ৩২৮
রাউড় কেল্লা বিজয় ৩৪০
ভারুর এবং দাহলীলা দুর্গ বিজয় ৩৪১
ব্রাহ্মণাবাদ ৩৪২
আরুর দুর্গ বিজয় ৩৪৪
মুহাম্মাদ বিন কাসিম এবং পূজারী ৩৪৭
ধোঁকাবাজ ব্রাহ্মণের সাথে ওয়াদা রক্ষা ৩৪৭
আরুরবাসীর উপর ক্ষমা বর্ষণ ৩৪৮
ভাটিয়া বিজয় ৩৪৯
ইস্কালান্দা বিজয় ৩৪৯
সাক্কা দুর্গ বিজয় এবং ধ্বংসলীলা ৩৫০

মুলতান বিজয় ৩৫১
মূর্তির নিচে গুপ্তধন ৩৫৩
মুলতানের ইসলামি ব্যবস্থাপনা ৩৫৪
নতুন যুদ্ধক্ষেত্রের খোঁজে ৩৫৫
কাশ্মীরের পথে ৩৫৬
হাজ্জাজ বিন ইউসুফের ইনতেকাল, গুজরাট অভিযান ৩৫৬
রাজপুতানা অভিযান ৩৫৭
পদচ্যুত হলেন মুহাম্মাদ বিন কাসিম ৩৫৮
পদচ্যুতির মৌলিক কারণ ৩৫৯
বিজয়ী বীর বন্দিশালায় ৩৬১
সেনাপতির পরিণতি ৩৬৪
পর্যালোচনা ৩৬৪
রাজা দাহিরের কন্যাদের বন্দিত্বের উপাখ্যান ৩৬৫
মুহাম্মাদ বিন কাসিম পরবর্তী সময়ে সিন্ধুভূমিতে উমাইয়া শাসকদের ক্রমবিন্যাস ৩৬৯
ইয়াজিদ বিন আবি কাবশাহ ৩৬৯
উবাইদুল্লাহ বিন আবি কাবিশাহ ৩৬৯
ইমরান বিন নুমান কিলায়ি ৩৬৯
হাবিব বিন মুহাল্লাব ৩৬৯
আমর বিন মুসলিম বাহিলি ৩৭০
হেলাল বিন আহওয়াজ তামিমি ৩৭১
জুনায়েদ বিন আবদুর রহমান মুররি ৩৭২
তামিম বিন জায়েদ উতায়বি ৩৭৩
হাকাম বিন আওয়ানা কালবি ৩৭৪
মুহাম্মাদ বিন আরার কালবি ৩৭৫
আমর বিন মুহাম্মাদ বিন কাসিম ৩৭৫
মুহাম্মাদ বিন আরার কালবি ৩৭৭
মনসুর বিন জামহুর ৩৭৮
আব্বাসি খেলাফতের প্রতিষ্ঠা ৩৭৮
আব্বাসি যুগে সিন্ধুর প্রশাসকবৃন্দ ৩৮০
আবুল আব্বাস সাফফাহের যুগে সিন্ধুর প্রশাসকবৃন্দ ৩৮১

মুসা বিন কাব তামিমি ৩৮১
খলিফা মানসুরের যুগে সিন্ধুর অবস্থা **৩৮৩**
উয়াইনা বিন মুসা ৩৮৩
উমর বিন হাফস বিন আবি সুফরাহ, হাজার জওয়ান ৩৮৪
হিশাম বিন আমর তাগাল্লুবি ৩৮৫
মা'বাদ বিন খলিল ৩৮৭
আব্বাসি খলিফা মাহাদির যুগে **৩৮৮**
মুহাম্মাদ বিন মাবাদ বিন খলিল ৩৮৮
রাওহ বিন হাতিম ৩৮৮
বুসতাম বিন আমর ৩৮৮
রাওহ বিন হাতিম ৩৮৯
নাসর বিন মুহাম্মাদ আল আশআস খুজায়ি ৩৮৯
মুহাম্মাদ বিন সুলাইমান এবং আবদুল মালিক বিন শিহাব ৩৮৯
নাসর বিন মুহাম্মাদ (পুনরায়) ৩৮৯
জুবায়ের বিন আব্বাস ৩৮৯
সাতিহ বিন আমর তাগল্লুবি ৩৯০
লাইস মাওলা মাহদি ৩৯০
খলিফা হারুনুর রশিদের যুগে **৩৯২**
সালিম ইউনুসী ৩৯২
ইসহাক বিন সুলাইমান হাশিমি ৩৯২
তাইফুর বিন আবদুল্লাহ বিন মনসুর হুমাইরি ৩৯২
কাসির বিন সুল্লাম ৩৯২
মুহাম্মাদ বিন আদি ৩৯৩
দাউদ বিন ইয়াজিদ বিন হাতেম মুহাল্লাবি ৩৯৩
খলিফা মামুনুর রশিদের শাসনামলে **৩৯৫**
বিশর বিন দাউদ ৩৯৫
গাসসান বিন ইবাদ ৩৯৫
মুসা বিন ইয়াহিয়া বারমাকি ৩৯৫
আব্বাসি স্বর্ণযুগের সর্বশেষ সিন্ধু গভর্নর **৩৯৭**
ইমরান বিন মুসা বিন ইয়াহিয়া বারমাকি ৩৯৭

আম্বাসা বিন ইসহাক দুব্বি ৩৯৯
হারুন বিন আবি খালেদ আল মারুজি ৪০০
সিন্ধুভূমির স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ ৪০২
মাহানিয়া সাম্রাজ্য : সিনজান (গুজরাট) ৪০৪
দাওলাতে মাহানিয়ার প্রতিষ্ঠাতা ফজল বিন মাহান ৪০৪
মুহাম্মাদ বিন ফজল ৪০৫
মাহান বিন ফজল ৪০৬
দাওলাতে হিব্বারিয়া : মানসুরা ৪০৭
উমর বিন আবদুল আজিজ হিব্বারির উত্থান ৪০৭
ক্ষমতার মসনদে উমর বিন আবদুল আজিজ হিব্বারি ৪০৮
স্বৈরশাসনের পথে উমর বিন আবদুল আজিজ হিব্বারি ৪০৯
আবদুল্লাহ বিন উমর হিব্বারি ৪০৯
মুসা বিন উমর হিব্বারি ৪১০
উমর বিন আবদুল্লাহ বিন উমর হিব্বারি ৪১০
ইয়াহিয়া বিন মুহাম্মাদ এবং আপন নামে খুতবা জারি ৪১০
দাওলাতে হিব্বারিয়ায় বুয়াইহী শাসক ইজ্জুদদৌলার খুতবা ৪১১
পতনের দ্বারপ্রান্তে দাওলাতে হাব্বারিয়া ৪১১
হিব্বারিদের পতনকারী ইসমাইলিদের ওপর সুলতান মাহমুদের অভিযান ৪১২
দাওলাতে সামিয়া : মুলতান (বনু মুনাব্বি) ৪১৩
কারা ছিল এই শাসকবংশ ৪১৪
আসাদ বিন মুনাব্বি ৪১৬
মুলতানের ইসমাইলি শিয়া শাসকগোষ্ঠী ৪১৯
জিলাম বিন শাইবান ৪২০
শায়খ হামিদ লোধি ৪২১
দাউদ বিন নাসার ৪২২
দাওলাতে মাদানিয়া মাকরান ৪২৫
বেলুচ গোত্রগুলোর সাথে চুক্তি ৪২৫
হজরত আলি রা.-এর শাসনামলে কিকান ও কান্দাবিল বিজয় ৪২৭
উমাইয়া খেলাফত আমল ৪২৭
আব্বাসি আমলে ঈসা বিন মা'দানের স্বায়ত্তশাসন ৪৩০

বনু বুইয়াহদের মাকরানে আক্রমণ ৪৩০
মা'দান বিন ইসা ৪৩১
ঈসা বিন মা'দান দ্বিতীয় ৪৩১
আবুল আসাকির হোসাইন বিন মা'দান ৪৩২
দাওলাতে মুশকিয়া ৪৩৩
সোমরা ৪৩৪
খাফিফ ৪৩৫
সোমরা প্রথম ৪৩৫
রাজা পাল বিন সোমরা ৪৩৫
সোমরা দ্বিতীয় ৪৩৬
ভুঙ্গার ৪৩৬
দুদা প্রথম ৪৩৬
বায়ী ৪৩৭
সিঙ্গার ৪৩৭
হিমু খাফিফ ৪৩৭
আন্নার (উমর সোমরা প্রথম) ৪৩৭
দুদা দ্বিতীয় ৪৩৮
ভুট্টো ৪৩৯
ঘুনরায় ৪৩৯
রাজা জয় সিং ৪৩৯
মুহাম্মাদ তুর সোমরা ৪৪০
ঘুনরায় দ্বিতীয় ৪৪১
দুদা তৃতীয় ৪৪১
বা'য়ী ৪৪১
জানেসার ৪৪২
ভুঙ্গার দ্বিতীয় ৪৪২
খাফিফ দ্বিতীয় ৪৪২
দুদা চতুর্থ ৪৪২
দিলু রায় ৪৪২
উমর সোমরা দ্বিতীয় ৪৪৩
ভুঙ্গার তৃতীয় ৪৪৪

আমির আরমায়ীল ৪৪৫

সাম্মা গোষ্ঠীর শাসনকাল **৪৪৭**

প্রথম সাম্মা শাসক জাম আফজা ৪৪৭

জাম জুনা ৪৪৮

জাম মানি বিন জাম জুনা ৪৪৮

জাম তামাচি বিন মানি ৪৪৮

জাম সালাউদ্দিন ৪৪৯

জাম নিজাম উদ্দিন ইবনে সালাউদ্দিন ৪৪৯

জাম আলি সের বিন নিজাম উদ্দিন ৪৪৯

জাম কারা বিন জাম তামাচি ৪৪৯

জাম সিকান্দার বিন ফাতাহখান ৪৪৯

জাম তুঘলক বিন জাম সিকান্দার ৪৪৯

জাম মোবারক ৪৫০

জাম সানজার ৪৫০

জাম নিজামুদ্দিন ওরফে নানদা ৪৫০

জাম ফিরোজ ৪৫০

উপমহাদেশে মুসলিম আগমনের প্রভাব **৪৫২**

দক্ষিণ ভারতে ইসলাম **৪৫৪**

ভারতবর্ষে ধর্মীয় বিভাজন, ইসলামি শাসনের পতন এবং শিয়া মতবাদের উত্থান ৪৫৪

মুরাবিতিন

আন্দালুসের সভ্য এবং উন্নত শাসনব্যবস্থা একটা সময় যখন শ্বেত পাথরের প্রাসাদে আবদ্ধ হয়ে উত্তর দিক থেকে ধেয়ে আসা খ্রিষ্টবাদের উত্তাল ঢেউয়ে ভেসে যাওয়ার অপেক্ষায় প্রহর গুনছিল, ঠিক সেসময়ই রোম উপসাগরের তীরে অবস্থান নেওয়া আফ্রিকার একদল ঈমানদার তাজাপ্রাণ নিজেদের তরবারিতে শান দিচ্ছিলেন নতুন ইতিহাস সৃষ্টির প্রত্যয়ে।

বার্বার জাতভুক্ত লুমতোনা গোত্রের এ লোকদের বসবাস ছিল মারাকেশের দিগন্ত বিস্তৃত মরু এলাকায়। তপ্তমরুর ধূলিঝড় থেকে বাঁচতে রুমালের অবগুণ্ঠনে চেহারা লুকিয়ে চলা ছিল তাদের সাধারণ অভ্যাস; এ কারণে তারা মুলাসসামিন তথা মুখোশপরিহিত নামেও পরিচিত ছিল।

হিজরি ৪০০ সনে কোনো এক অখ্যাত দাঈর আহ্বানে সাড়া দিয়ে এই গোত্রের লোকেরা ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নেয়। তাদের মধ্যে জাওহারনাম্নী এক নওজোয়ান হজের সফর থেকে ফেরার পথে তিউনিসের কায়রাওয়ান শহরে যান। সেখানে এক ফকিহের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়ে যায়। জাওহার তাকে জানান, 'আমরা কালিমা এবং নামাজ ছাড়া আর কিছুই জানি না।' এ কথা শুনে সেই আলেম প্রিয় শিষ্য আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াসিনকে নির্দেশ দেন জাওহারের সাথে তার এলাকায় যেতে।

আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াসিন লুমতোনা গোত্রের বসতিতে গেলে সেখানে তাকে সাদরে বরণ করে নেওয়া হয়। তার দাওয়াতি এবং তালিমি বিভিন্ন কর্মপন্থার কল্যাণে ওই এলাকায় ইসলাম বেশ উন্নত অবস্থানে পৌঁছে, জনগণ দীনি জ্ঞান শিক্ষা করা শুরু করে; এভাবে সর্বত্র দীনের এক চমৎকার পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে যায়।

প্রিয় পাঠক, ইসলামি শিক্ষা ও দীক্ষার প্রভাবে দীর্ঘ সময় ধরে বিক্ষিপ্ত থাকা এই লোকেরা আবদ্ধ হয় ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে। ঐক্য তাদেরকে এতটাই শক্তিশালী করে তোলে যে, তাদের বসতিঘেরা সেই মরু এলাকাটাই একসময় একটি স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে পৃথিবীর বুকে আত্মপ্রকাশ করে। ফলশ্রুতিতে রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালনার জন্য তাদের একজন অভিভাবকের প্রয়োজন দেখা দেয়। এদিকে

আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াসিন চাচ্ছিলেন দীনি দাওয়াত ও শিক্ষার কাজে মনোযোগ ধরে রাখতে। জাওহারের মাঝে আবার ছিল না রাষ্ট্রপরিচালনার যোগ্যতা। সর্বশেষ লুমতোনা গোত্রের সর্দার আবু বকর ইবনে উমরকেই এ দায়িত্ব দেওয়া হয়। 'আমিরুল মুসলিমিন' উপাধি ধারণ করে তিনি বার্বার গোত্রগুলোর নেতৃত্ব দিতে থাকেন।

এ সময় শুধু যে মারাকেশ এবং আলজেরিয়ার অমুসলিম গোত্রগুলোই নতুন এই ইসলামি শক্তিকে নিজেদের জন্য বিপজ্জনক মনে করছিল—তা নয়; বরং অনেক মুসলিম বার্বার গোত্রও নিজেদেরকে নতুন এই শক্তির অনুগত করতে প্রস্তুত ছিল না। উল্টো তারা সকলেই আমির আবু বকর ইবনে উমরের বিরুদ্ধে নিয়েছিল শক্ত অবস্থান। এর মধ্যেই মুলাসসিমিনদের আধ্যাত্মিক নেতা আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াসিন আমির আবু বকরকে বিরুদ্ধবাদীদের সাথে লড়াইয়ের অনুমতি দেন; সেই সাথে নতুন এই শক্তিকে আখ্যা দেন 'মুরাবিতিন' নামে। আবু বকর ইবনে উমর অমুসলিম গোত্র এবং তাদের সমমনা বার্বারদের সাথে কয়েকটি যুদ্ধে মুখোমুখি হয়ে বিস্তর এলাকা নিজের অধীনে নিয়ে আসতে সক্ষম হলেও শত্রুদের উপর পূর্ণ দখল প্রতিষ্ঠা তখনো ছিল দূর কি বাত। এর মধ্যে শত্রুরা সুস নগরীতে বিদ্রোহের ঝান্ডা উড়ালে তাদেরকে দমন করতে গিয়ে হিজরি ৪৫১ সনের জুমাদাল উলা মাসে আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াসিন রহ. শাহাদাতবরণ করেন।[১]

তবে আবু বকর ইবনে উমর থেমে না গিয়ে পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে সুসের বিদ্রোহীদের চরম শিক্ষা দেন। এর মাধ্যমে তার সাম্রাজ্য দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে বিস্তৃত হয়। তার ক্ষমতায় প্রভাবিত হয়ে অসংখ্য গোত্র এসে তার সাথে যোগ দিতে শুরু করে; ভালো-মন্দ সকলেই অন্তর্ভুক্ত হয় আবু বকরের সেনাবাহিনীতে।

এভাবে বাছাই করে লোক না নেওয়ার কারণে আবু বকরের ইবনে উমরের বাহিনীর কতিপয় সদস্যের দ্বারা অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটনা ঘটতে থাকে। সংবাদগুলো শুনে আবু বকর চিন্তিত হন। লজ্জায় মুষড়ে পড়েন। এর মধ্যেই একদিন তাকে জানানো হয়, সেনাদের হামলার মুখে জনৈকা বুড়ির একটি উট মারা গেছে। আবু বকর আরও চিন্তিত হয়ে পড়েন; অনুভব করেন, তার এই নতুন সাম্রাজ্যের জন্য একজন সুব্যবস্থাপকের অতীব প্রয়োজন।[২]

---

১. সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৪২৮-৪২৬/১৮

২. সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৪৩০/১৮

ইউসুফ বিন তাশফিন

এমন অস্থিরতার মধ্যেই আফ্রিকা দেখা পায় এমন এক মহাবীরের, নেতৃত্বের অসাধারণ যোগ্যতায় পূর্ণ ছিল যার সমস্ত সত্তা। ইতিহাসের এই মহানায়কের নাম ইউসুফ বিন তাশফিন রহ.। বাদামি রঙ, উন্নত দেহ, ঘন চুল, সুরমামাখা চোখ, উঁচু নাক, পাতলা শ্মশ্রুমণ্ডিত এই যুবক ছিলেন বীরত্ব, বাহাদুরি আর রাজনৈতিক কলাকৌশলে অভিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন আবু বকর ইবনে উমরের ভ্রাতৃস্পুত্র। নরম স্বভাব, দয়াদ্র হৃদয় এবং মহানুভবতার পাশাপাশি পরিচালনাকেন্দ্রিক যাবতীয় বিষয়ে তিনি ছিলেন অনন্য দক্ষতার অধিকারী। হিজরি ৪৫৩ সনে সিজিলমাসসা বিজয়ের পর আবু বকর ইবনে উমর তাকে সেখানের গভর্নর বানানোর সাথে-সাথে মুরাবিতিন সাম্রাজ্যের দক্ষিণাঞ্চলের দায়িত্বভারও তাকে দিয়ে দেন। সেসময় তার বয়স ছিল ৪৩ বছর।[৩]

ইউসুফ বিন তাশফিনের শাসন

হিজরি ৪৬২ সনে আবু বকর ইবনে উমরের ইনতেকালের পর মুরাবিত সাম্রাজ্যের হাল ধরেন ইউসুফ বিন তাশফিন। ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই তিনি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে সাম্রাজ্যের সীমানা বিস্তার শুরু করেন। অসংখ্য আলেম ও ফকিহদের সাহায্যে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনাকে ঢেলে সাজান শরয়ি নিয়মের আলোকে।

মুরাবিত সাম্রাজ্যের নিয়মিত সেনাসংখ্যা ছিল চল্লিশ হাজার; সর্বাধিনায়ক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন সাইর ইবনে আবু বকরের মতো চৌকশ ব্যক্তিত্ব। অভাবনীয় যোগ্যতার অধিকারী এই নওজোয়ান একই সাথে ছিলেন ইউসুফ বিন তাশফিনের চাচাতো ভাই এবং অন্যতম সহচর।

এমন সুযোগ্য জেনারেল ও সাহসী সেনাদলের সাহায্যে ইউসুফ বিন তাশফিন একটা সময় লুমতোনা ছাড়াও সানহাজা, কুতামা, মাসমুদা এবং যানাতার মতো বার্বার গোত্রগুলোকেও নিজের অনুগত বানিয়ে ফেলেন।

---

[৩] সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৪৩০-৪২৯/১৮; দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস : ৩১৪/২

আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিমের এই এলাকাগুলো ছিল অসভ্য গোত্রদের আবাসস্থল; দীর্ঘসময় থেকেই যারা ছিল একে-অপরের সাথে মারামারি-কাটাকাটিতে লিপ্ত। বিশেষ করে আগমাতের উত্তর-পশ্চিম এলাকা তো ছিল সবচেয়ে খতরনাক; রাহাজানিতে নামকরা। স্থানীয় ভাষায় এলাকাটিকে বলা হতো মাররাকুশ বা মারাকেশ; যার অর্থ হলো 'দ্রুত অতিক্রম করো'। এলাকাটি বিজয় করে হিজরি ৪৬৫ সনে ইউসুফ বিন তাশফিন সেখানে মারাকেশ শহরের গোড়াপত্তন করেন। পরবর্তী সময় এ নামেই গোটা সাম্রাজ্যের নাম হয়ে যায়।

হিজরি ৪৬৬ সনে ফকিহদের পরামর্শে ইউসুফ বিন তাশফিন রহ. নিজের শাসনক্ষমতাকে আব্বাসি খেলাফতের অন্তর্ভুক্ত করেন। খলিফা মুসতাজহির বিল্লাহ ইউসুফ বিন তাশফিনের জন্য পাঠান রাজকীয় পোশাকসহ মূল্যবান নানা উপঢৌকন। মুরাবিতিনদের সাম্রাজ্যে খলিফার নামাঙ্কিত মুদ্রা চালু করা হয়। এরপর মুরাবিতিন সেনারা বিভিন্নমুখী আক্রমণ পরিচালনা করতে করতে ছড়িয়ে পড়ে বিস্তর এলাকা জুড়ে। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তারা ফেস, তানজের, টেমসেন এবং ওরানের মতো প্রসিদ্ধ এলাকাগুলোতে উড়ায় বিজয়-নিশান। তাদের সাম্রাজ্য পূর্বদিকে তিউনিস এবং পশ্চিমে আটলান্টিক সমুদ্র পর্যন্ত; উত্তরে ভূমধ্যসাগর এবং দক্ষিণে সুদানের সীমানা পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে।

এত বিশাল এবং শক্তিধর সাম্রাজ্যের শাসক হয়েও ইউসুফ বিন তাশফিনের জীবনাচার ছিল একদম সাদামাটা। তার খাবারের দস্তরখানে থাকত শুধুমাত্র যবের রুটি, উটের গোশত এবং এক পেয়ালা দুধ। তখনো তিনি যাযাবরদের মতো পশমের পোশাক পরতেন; বাহ্যিকভাবে তার এবং এবং মরুর উটচালকের মাঝে কোনো ফারাক পরিলক্ষিত হতো না। তিনি তার প্রজাদের উপর কোনো ধরনের করারোপ করতেন না। জাকাত, উশর এবং জিম্মিদের প্রদেয় জিযিয়া ছাড়া জনগণ থেকে আর কোনো ধরনের খাজনা নেওয়া হতো না।[৪]

মুরাবিতিনদের নিয়ে মুলুক আত-তাওয়ায়িফের ভয় এবং পত্র আদান-প্রদান

আন্দালুস ও মুরাবিতিন সাম্রাজ্যের মাঝে প্রধান প্রতিবন্ধকতা ছিল ভূমধ্যসাগরের সংকীর্ণ একটি প্রণালী; যার ফলে আন্দালুসের কাছে প্রতিনিয়তই পৌঁছাচ্ছিল মুরাবিতদের বিজয়-সংবাদ। মুলুক আত-তাওয়ায়িফ যেভাবে রাজা ষষ্ঠ আলফান্সোকে ভয় পেত, একইভাবে মুরাবিতদেরকেও দেখত ভয়ের চোখে।

---

৪. দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস : ৩১৪-৩১০/২

মুতামিদের পিতা মুতাদিদ একটি শক্তিশালী নৌ-বাহিনীও গঠন করেছিলেন, যেন মুরাবিতরা আক্রমণ করলে চৌকশ এ সেনাদল তাদেরকে প্রতিহত করতে পারে।

ইউসুফ বিন তাশফিনের ক্ষমতা গ্রহণের পর মুলুক আত-তাওয়ায়িফ নিজেদেরকে যাঁতার দুই চাকতির মাঝে আবিষ্কার করে। পারস্পরিক পরামর্শের পর মুরাবিতদের উদ্দেশ্যে একটি চিঠি লেখার সিদ্ধান্ত হয়। পত্রে তাদেরকে এই মর্মে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করা হয় যে, আন্দালুসের জনগণ ও শাসকবর্গ তাদের অনুগত। মুরাবিতরা যেন মুলুক আত-তাওয়ায়িফের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেওয়ার সংকল্প না করে। পত্রবাহক প্রতিনিধি দল মারাকেশ গিয়ে ইউসুফ বিন তাশফিনের দরবারে হাজির হয়। মূল্যবান উপঢৌকন দেওয়ার পর তার কাছে আন্দালুসের শাসকদের পত্র হস্তান্তর করে। পত্রে লেখা ছিল, 'আপনি যদি আমাদেরকে আমাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দেন, এটা আপনার দুর্বলতা নয়; বরং মহানুভবতা বলেই বিবেচিত হবে। আপনি এমন এক উচ্চতায় পৌঁছে গিয়েছেন, এখন আর উদারতায় কেউ-ই আপনার সমকক্ষ দাবি করতে পারবে না। মেহেরবানি করে মুলুক আত-তাওয়ায়িফকে টিকে থাকতে দিন; এ রাজ্য আপনার হুকুমতের একটি শাখা বলেই বিবেচিত হবে।'

ইউসুফ বিন তাশফিন তার সভাসদের সাথে পরামর্শে বসেন। সিদ্ধান্ত হয় তারা মুলুক আত-তাওয়ায়িফের সীমানায় প্রবেশ করবে না। ফিরতি পত্রে তিনি লেখেন, 'আপনারা বিশ্বস্ততা ধরে রাখতে পারলে আমাদেরকেও বিশ্বস্ত পাবেন। আপনারা যেহেতু ভ্রাতৃত্বের হাত বাড়িয়েছেন, আমাদের পক্ষ থেকেও ভ্রাতৃত্বের পয়গাম কবুল করবেন।'[৫]

পত্র আদান-প্রদানের এ ঘটনার পর ইউসুফ বিন তাশফিন পূর্ণ মনোযোগ দেন আফ্রিকা বিজয়ের দিকে। তিনি আর আন্দালুসের দিকে তাকাননি। কিন্তু কয়েক বছর না যেতেই আন্দালুসের চিত্র একেবারে পাল্টে যায়; রাজা ষষ্ঠ আলফান্সোর আক্রমণে গ্রানাডা, সেভিল এবং কর্ডোভার আকাশ ভারী হয়ে ওঠে মজলুমের আর্তনাদে।

কাজি আবুল ওয়ালিদ আলবাজি এবং অন্যান্য আলেমদের চিঠি

এর মধ্যেই কাজি আবুল ওয়ালিদ রহ. জীবনের পড়ন্ত বেলায় এসে আলেমদের একটি প্রতিনিধি দল পাঠিয়ে আমির ইউসুফ বিন তাশফিনকে আন্দালুস আগমনের আমন্ত্রণ জানান। হিজরি ৪৭৪ সনে কাজি আবুল ওয়ালিদের ইনতেকাল হলে আরও একটি প্রতিনিধি দল মারাকেশ হাজির হয়ে আবারো

---

৫. ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান, দারু সাদির : ৭/১১৪